মহাভাগবতপুরাণ।

মহর্ষি
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

শ্রীরাধারমণ মিত্র কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পদ্যছন্দে
অনুবাদিত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানং।
বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"
অভিজ্ঞানশকুন্তলং।

কলিকাতা।

বেদান্ত প্রেস।
৯৭ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট।

শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

ভূমিকা।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভাগবত পুরাণ সংস্কৃত শাস্ত্র মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে মহর্ষি বেদব্যাস মহাশয় আর্য্যধর্ম্মের সারতত্ত্ব সমষ্টি সংক্ষেপে আলোচিত করিয়াছেন। পরন্তু প্রাচীন প্রবন্ধ সমুদায় প্রকটন করিয়া, তাহাদের মধ্যে নানাবিধ নূতন ভাবের অবতারণা করাইয়াছেন। এই হেতু, এই গ্রন্থে বিষয় সম্বন্ধে নবীনত্ব না থাকিলেও, উহা অতীব চমৎকারী ও মনোহারী হইয়াছে।

হিন্দু সন্তান মাত্রেরই মহাভাগবতপুরাণ অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয় এই যে অধুনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের তরঙ্গ নিকর আর্য্য সমাজের অঙ্গে নিয়ত আঘাত করিয়া তাহার কৌলীন্যের কিয়ৎপরিমাণে অপনয়ন করিয়াছে। হিন্দুজাতির স্বীয় ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি সে শ্রদ্ধাভক্তি নাই,—কাঞ্চনের বিনিময়ে আমরা কাচকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি। সকলের এই ঋষিবাক্য স্মরণ করা কর্ত্তব্য—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।"

ইহা যদি সত্য হয়—আর উক্ত শ্লোকের সত্য সম্বন্ধে কোন্ ধীমান ব্যক্তি সন্দিহান হইতে পারেন?—তবে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের উৎকর্ষতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কে বলিবে যে হিন্দুদিগের স্বকীয় ধর্ম্মের সমীচিন সমালোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে?

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষার আবশ্যকতা অবশেষে বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং ইহাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দুনীতিই ছাত্রদিগের সম্যক হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে। যে নীতি সহস্র সহস্র বৎসর এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে, যে নীতির প্রবাহ আমাদের ধমনীতে শোণিতের সহিত প্রবাহিত হইতেছে, সেই নীতিই যে আমাদের সমধিক হৃদয়গ্রাহী হইবেক, ইহা প্রতিপন্ন করিতে অধিক প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। মহাভাগবত পুরাণের অনুবাদ এই উদ্দেশেই প্রকাশিত হইল।

মূল মহাভাগবত পুরাণ অতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ হইলেও, ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত বলিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। এই পুস্তক—সাধারণের সহজ করিবার মানসে, পদ্যছন্দে বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিলাম। সেই উদ্দেশেই ইহা অতি সরল ভাষায় রচিত হইয়াছে। যত্নের ত ত্রুটি হয় নাই; তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এখন যদি পাঠকগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হয়েন, তবে শ্রম সফল বোধ করিব।—ইতি।

গ্রন্থকারস্য।

৯নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

কলিক্যতা শ্যামবাজার ষ্ট্রীট ৯ নং ভবনে
পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট
প্রাপ্তব্য।

সূচীপত্র।

শ্রীরামাবতার কথন।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভাগবত পুরাণ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

মঙ্গলাচরণ।

জয় নরোত্তম নর ব্রহ্ম যাঁর নাম।
জয় দেবী সরস্বতী বাণী বাকধাম ॥

প্রণমিহ সেই পদে যিনি বিশ্বমাতা।
যাঁরে আরাধিয়া সৃষ্টি করিলেন ধাতা ॥
পাইলেন হরি বিশ্ব পালনের ভার।
শিব রূপী দেব যিনি করেন সংহার ॥
মুনিগণ ভাবে যাঁরে আদির কারণ।
যাঁর তত্ত্ব জ্ঞানে মনোরথ সম্পাদন ॥
যিনি স্বর্গ মোক্ষরূপ হ'ন ফল দাত্রী।
ইচ্ছায় জগৎ যিনি জগতের কর্ত্রী ॥
সেই সৃষ্টি মধ্যে যিনি নিলেন জনন।
শম্ভুকে পতিত্ব রূপে করিতে বরণ ॥
কঠোর তপস্যা করি সেই পঞ্চানন।
যাঁর পাদপদ্ম হৃদে করেন ধারণ ॥
ওহে শ্রোতৃবর্গ মনে এই আকিঞ্চন।
সেই দেবী তোমাদের করুন রক্ষণ ॥

সূত ঋষির নৈমিষারণ্যে গমন।

একদা বেদার্ণবেত্তা সূত ধর্ম্মবিত।
নৈমিষারণ্যেতে আসি হ'ন উপস্থিত ॥
শৌনকাদি ঋষি তথা বহু মুনিগণ।
সূতে হেরি হ'ন সবে প্রফুল্লিত মন ॥
আদরে সম্ভাষি ক'ন ওহে মহাজন।
সম্প্রতি শুনিতে ইচ্ছা পুরাণ কথন ॥
ব্যাস দেব প্রিয় শিষ্য তুমি মহাজন।
স্বর্গ মোক্ষ লাভ যাহে করুন কীর্ত্তন ॥
যাহাতে আছয়ে দুর্গা দেবীর মাহাত্ম্য।
শুনিতে বাসনা বিশ্বজননীর তত্ত্ব ॥
করহ প্রকাশ শুন ঋষি মহাশয়।
যাহাতে অজ্ঞান পায় জ্ঞানের উদয় ॥
কৃতার্থ মানিল সূত প্রশ্ন সুধা শুনি।
হিতার্থী হইয়া ঋষি কহিছে অমনি ॥
ব্রহ্মবংশে ঋষিগণ জন্ম লইয়াছ।
তপস্যার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছ ॥
পবিত্র হৃদয় তাই এই প্রশ্ন সার।
দেবের দুর্ল্লভ কথা বলে সাধ্যকার ॥
আমার নিকটে বাঞ্ছা করিতে শ্রবণ।
অবশ্য করিব আজি আজ্ঞা সম্পাদন ॥
নারদ শুনিয়া ছিল শঙ্করের স্থান।
অতি গুহ্যতম মহা ভাগবত পুরাণ ॥
বেদব্যাস তপবলে পরে প্রাপ্ত হ'ন।
জৈমিনি নিকটে তিনি করেন কীর্ত্তন ॥
এক্ষণে পুরাণ রত্ন করি আবিষ্কার।
পরম যত্নেতে ইহা শ্রোতব্য সবার ॥
এ পুরাণ পাঠ কিম্বা করিলে শ্রবণ।
মুক্তি পদ পায় মুক্ত ভবের বন্ধন ॥
ইহাতে যে হয় পুণ্য পুঞ্জ উপার্জ্জন।
কি রূপে কহিব তাহা অসাধ্য কথন ॥
ঋষিগণ আনন্দিত হ'তে বাক্য শুনি।
পুনর্ব্বার কহিলেন কহ মহামুনি ॥

শুনিবারে সে পুরাণ মনে বড় আশ।
যে প্রকারে ধরাতলে পাইল প্রকাশ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে সূত কহেন তখন।
যাহা জানি কহি শুন পুরাণ কথন॥
ধর্ম্ম শাস্ত্রে পারদর্শী যিনি বেদব্যাস।
সপ্ত দশ পুরাণাদি করিয়া প্রকাশ॥
তথাপিহ তাঁর মনে না পাইয়া প্রীতি।
ভাবিয়া আকুল মুনি বিষাদিত অতি॥
দেবীর মাহাত্ম্য তত্ত্ব কিরূপে পাইব।
কেমনে পুরাণ রত্ন সংগ্রহ করিব॥
এই রূপ সুচিন্তায় ক্ষুব্ধচিত্ত হ'ন।
লভিব তপস্যা করি করিয়া মনন॥
উপস্থিত হইলেন গিরি হিমালয়।
দুর্গা ভক্তি পরায়ণ হইয়া নিশ্চয়॥

বেদব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

ব্যাসের কঠোর তপে জগত জননী।
সন্তুষ্টা হইয়া দেবী দেন দৈববাণী॥
হে মহর্ষে! ব্রহ্মলোকে করহ গমন।
চতুর্ব্বেদ তথায় করিবে দরশন॥
বিস্ময় মানিয়া মুনি হয়ে ত্বরান্বিত।
সেই ক্ষণে ব্রহ্মলোকে হ'ন উপনীত॥
দেখিয়া বিরাজ মান বেদ চতুষ্টয়।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি বিনয়েতে কয়॥
আমি গো শরণাগত ওহে শ্রুতিগণ।
শরণাগতের ভ্রম করহ ভঞ্জন॥
চতুর্ব্বেদ কহিলেন ঋষি বাক্য শুনি।
অতি গুহ্যতম কথা শুন মহামুনি॥

চতুর্ব্বেদের ব্রহ্মতত্ত্ব কথন।

ঋগ্বেদ-উবাচ।

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরংতত্ত্বং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

অস্যার্থ।

স্থূল সূক্ষ্ম আদি করি প্রপঞ্চ জগৎ।
বিলীন থাকয়ে যাতে হয়ে সূক্ষ্ম বৎ॥
যাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই চরাচর।
প্রকাশ পাইয়া পুনঃ দৃশ্য মনোহর॥
ওহে বেদব্যাস এই শুন দিয়া মন।
স্বয়ং দেবী ভগবতী পরম কারণ॥

যজুরুবাচ।

যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেনচ সমীড্যতে।
যতঃ প্রমাণং হিবয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

অস্যার্থ।

যজ্ঞ যোগ দ্বারা যিনি হ'ন স্তূয়মান।
ধর্ম্ম বিষয়েতে যিনি স্বরূপ প্রমাণ॥
ওহে বেদব্যাস এই শুন দিয়া মন।
স্বয়ং দেবী ভগবতী পরম কারণ॥

সামবেদ-উবাচ।

যযেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি র্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

অস্যার্থ।

যোগিগণ যোগে যাঁরে করে আরাধন।
যাঁর কৃপা বলে বিশ্ব করয়ে ভ্রমণ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি নক্ষত্র আকাশ।
যাঁর তেজ প্রভাবেতে হতেছে প্রকাশ॥
ওহে বেদব্যাস এই শুন দিয়া মন।
স্বয়ংদেবী ভগবতী পরম কারণ॥

অথর্ব্ব-উবাচ।

যাংপ্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিণো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্মং দুর্গাং ভগবতী মুনে॥

অস্যার্থ।

ভক্তি ভাবে ভক্ত যাঁরে আরাধনা করে
বিশ্বেশ্বরী রূপে তিনি দেখা দেন তাঁরে
ওহে বেদব্যাস এই শুন দিয়া মন।
স্বয়ং দেবী ভগবতী পরম কারণ॥
অতঃপর মহর্ষিকে ক'ন শ্রুতিগণ।
ক্ষণেক থাকহ রূপ করিবে দর্শন॥
পরে দেবগণ সব একত্র হইল।
চিদানন্দ ময়ী স্তব আরম্ভ করিল॥

শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মময়ী দুর্গার স্তব।

সংসারের মধ্যে তুমি পরমা প্রকৃতি।
তব শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর প্রভৃতি ॥
আপনিই হও মাতা সকলের ধাতা।
বিরাজ করহ তুমি হয়ে নির্বিধাতা ॥
আপনার শ্রীচরণ সেবা করি হরি।
সংহারে দানব তাই নাম দানবারি ॥
তব কৃপা বলে শিব হলাহল পানে।
জীবিত আছেন তিনি ও নামের গুণে ॥
পরম পবিত্র বাক্য মন অগোচর।
কে জানিবে তুমি গো অতীত চরাচর ॥
অহং ভাবাপন্ন যাঁরা দেহ অভিমানী।
তোমারি মায়াতে মুগ্ধ সেই সব প্রাণী ॥
স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি যতেক এ জগতে।
দৃশ্যমান হয় সব তোমারি মূর্ত্তিতে ॥
সমাধি যোগেতে যেই সঁপিয়াছে মন।
তার মনে প্রতিবিম্ব দাও দরশন ॥
হে জননি! সৃষ্টি ইচ্ছা হয় যবে মনে।
তখনি ধরহ মূর্ত্তি নিজ শক্তি গুণে ॥
যে রূপ জলেতে করকার জন্ম হয়।
তোমার শক্তিতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উদয় ॥
অতএব সে কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি গণ।
মায়াশক্তিকেই ব্রহ্ম করে নিরূপণ ॥
ষট্ চক্র রহিয়াছে এ দেহের মাঝে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যাহাতে বিরাজে।
কিন্তু তাঁরা শক্তি হীনে নাহি হন গণ্য।
শব রূপ ন্যায় তাঁরা সব অকর্ম্মণ্য ॥
অতএব ওমা দুর্গে ডাকে দেবগণ।
কৃপা করি অনুকম্পা কর বিতরণ ॥

ব্রহ্মময়ীর নানা প্রকারে রূপ ধারণ।

প্রসন্না হইয়া দেবী বেদের স্তবেতে।
আবির্ভাব হইলেন ব্যাসের অগ্রেতে ॥
করিতে সংশয়চ্ছেদ মহর্ষি কারণ।
স্বতন্ত্র অক্ষররূপা করেন ধারণ ॥
সহস্র সূর্য্যের আভা সম্মুখে উদয়।
কোটি কোটি চন্দ্র সম শান্ত জ্যোতির্ম্ময়
কখন সিংহ বাহনে কভু শবাসনে।
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ঋষি দেখেন নয়নে ॥
অষ্টাদশ ভুজা কভু দশ ভুজা রূপ।
কখন বা শতভুজা রূপ অপরূপ ॥
কখন বা বিষ্ণু রূপা বামেতে কমলা।
কভু কৃষ্ণ রূপা হন বামে গোপ বালা ॥
কখন বা ব্রহ্মরূপা সাবিত্রী বামেতে।
শিব রূপা কভু দেবী শিবাণী সঙ্গেতে ॥
নানা রূপ ব্রহ্মময়ী করেণ প্রকাশ।
ভ্রম দূর বেদব্যাস হলেন উল্লাশ ॥

বেদব্যাসের পুরাণ দর্শন

সুন্দর রূপ নিকর করিয়া দর্শন।
পরম ব্রহ্ম ভগবতী জানেন তখন ॥
স্বপ্নবৎ হেরি মুনি রহেন চাহিয়া।
জীবন্মুক্ত হন ঋষি সাক্ষাতে দেখিয়া ॥
অন্তরযামিণী জগদম্বা জানি মন।
মহর্ষির অভিলাষ করিতে পুরণ ॥
বসিলেন দেবী এক নির্ম্মল কমলে।
পরম অক্ষরযুক্ত সহস্রেক দলে ॥
আশ্চর্য্য হইয়া ঋষি সেই দিকে চান।
দেখিলেন তথা মহা ভাগবত পুরাণ ॥
পাইয়া পরম ধন দেবীকে প্রণমে।
পরম আনন্দে ঋষি গেলেন আশ্রমে ॥
অনন্তর ক্রমে ক্রমে মুনি বেদব্যাস।
জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যে করেন প্রকাশ ॥
পবিত্র ঋষির মুখে তাহা শুনিয়াছি।
সযতনে স্মৃতিপথে আমি রাখিয়াছি ॥
করিবু কীর্ত্তন মুনি রতন অমূল্য।
বাজপেয় অশ্বমেধ যার নহে তুল্য ॥
করিবারে পাতকীর পাপে পরিত্রাণ।
প্রকাশিত ক্ষিতিতলে এ মহা পুরাণ ॥

বেদব্যাসের নিকট জৈমিনি ঋষির পুরাণ শুনিবার অভিলাষ।

সূত বলিলেন শুন হে মহর্ষি গণ।
যে রূপে হইয়াছিল পুরাণ শ্রবণ॥
একদা জৈমিনি মুনি ব্যাস সন্নিধান।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি হয়ে যত্নবান॥
কহিলেন ব্যাসদেবে ওহে মুনিবর।
শুনিয়াছি পুণ্যতমা কথা বহুতর॥
দেবীর মাহাত্ম্য কথা শুনেছি সংক্ষেপ
বিস্তারিয়া শুনিবারে আছয়ে আক্ষেপ
যিনি জগতের আদিভূতা সনাতনী।
যিনি চিদানন্দময়ী দুর্গতি নাশিনী॥
যাঁর পাদ পদ্ম হৃদি পদ্মে নিরন্তর।
ধ্যান করি যাঁর অন্ত নাহি পান হর॥
শব রূপে পদতলে আছেন যে জন।
সেইসব ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য ধন॥
এমন যে মহাদেবী মাহাত্ম্য অতুল।
বিস্তারিয়া কহ দেব আদি অন্ত মূল॥
পাইয়া মনুষ্য দেহ দুর্লভ জনন।
এ মাহাত্ম্য না শুনিলে বিফল জীবন॥
শুনিয়া কহেন সত্যবতীর সন্তান।
সাধু সাধু ও জৈমিনে! তুমি ভক্তিমান
এমন উত্তম প্রশ্ন করিলে জিজ্ঞাসা।
আশীর্ব্বাদ করি তব পূর্ণ হবে আশা॥
শ্রবণেতে ব্রহ্মহত্যা পাপে মুক্ত হয়।
নাহি থাকে সুদারুণ শমনের ভয়॥
শত শত পাপে পাপী যে মানব গণ।
একবার এ মাহাত্ম্য করিলে শ্রবণ॥
পাপ তাপ দূরে যায় মুক্তি পদ পায়।
পর্ব্বরাজ দম্ভ ত্যজি তাহারে ধেয়ায়॥
না পারেন পঞ্চানন ধরি পঞ্চ বক্ত্র।
বর্ণিবারে যে মায়ের অতুল মাহাত্ম্য॥
দেহত্যাগ কল্পে যেবা থাকি বারাণসী।
স্বয়ং শিব দুর্গা মন্ত্র কর্ণে দেন আসি॥
অনায়াসে নির্ব্বাণ পদ সেই পায় অন্তে।
পাপ নাশ হয় মোক্ষদায়িনীর মন্ত্রে॥

বেদে কন যিনি হন ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্রী।
সেই দুর্গা সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী॥
ওহে বৎস পুরাইব তব মন সাধ।
সাবধানে শুন শিবনারদ সংবাদ॥

দেবতাদি সকলের মন্দর পর্ব্বতে গমন।

মন্দর পর্ব্বতপৃষ্ঠ দৃশ্য মনোহর।
কেলি করে তথা দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
বিবিধ বিটপী শোভে তমাল হিন্তাল।
সুমেরুর শৃঙ্গসম আভা রত্নজাল॥
দেবগণ ঋষিগণ গন্ধর্ব্ব নিচয়।
মহোৎসবে সেই স্থানে সমাগত হয়॥
দেখেন নারদ ঋষি এক শৃঙ্গ পর।
হৃষ্ট চিত্তে বসিয়া আছেন মহেশ্বর॥
কৃতাঞ্জলি হয়ে ঋষি বন্দেন চরণ।
সময় পাইয়া ক'ন বিনয় বচন॥
ওহে জগদ্বন্দ্য দেব জ্ঞানী মধ্যে জ্ঞানী।
সুরম্য শশাঙ্ক তব হ'ন শিরোমণি॥
আদরে আছেন গঙ্গা মস্তক উপরে।
রত্নময় জটা জুট ঝল মল করে॥
আপনি সর্ব্বজ্ঞ দেব শুদ্ধ জ্ঞানময়।
অভিলাষ জিজ্ঞাসিতে একটি বিষয়॥
বহু দিন আছে তাত মনোগত আশা।
তৃষিত চাতক দূর করিব পিপাসা॥
আমি মূঢ় দীন নাহি লইবেন দোষ।
শুনিয়া কটাক্ষ দেন দেব আশুতোষ॥
অবসর পাইয়া কহেন মহা মুনি।
বিনয় বচনে কন ওহে শূলপাণী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর জানি আপনি দেবতা।
ভক্তি ভাবে আরাধয়ে সকল দেবতা॥
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই তিনের ভজনা।
আপনি করেন প্রভু কার উপাসনা॥
সেই তত্ত্ব জানিতে আমার অভিলাষ।
কৃপা কর হর যেন না হই নৈরাশ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর দেব পঞ্চানন।
পুনঃ পুনঃ নারদেরে করেন [illegible]॥

জিজ্ঞাসা করিলে সারতত্ত্ব অতিশয়।
প্রকাশিয়া বলা তাহা উপযুক্ত নয়॥
অতি গুহ্য তত্ত্ব তাহা না বলিব আমি।
ধারণের যোগ্য পাত্র না হইবে তুমি॥
শুনিয়া নারদ অতি বিষাদে কুণ্ঠিত।
পার্শ্বস্থিত বিষ্ণুর নিকটে উপনীত॥
প্রণাম করিয়া ক'ন মৃদু মৃদু স্বর।
আমারে করেন ঘৃণা দেব মহেশ্বর॥
আপনি করুন প্রভু কৃপা বিতরণ।
যে রূপে করেন দয়া বৃষভ বাহন॥
নারদের বাক্যে হরি হইলেন তুষ্ট।
মহাদেব প্রতি ক'ন ভগবান বিষ্ণু॥
ভক্তগণ অগ্রগণ্য জ্ঞানে জ্ঞানবান।
পরম বিনয়ী এই ব্রহ্মার সন্তান॥
অনুগ্রহ যোগ্য বটে পাত্র উপযুক্ত।
বিশেষতঃ আমাদের অতিশয় ভক্ত॥
ঈষৎ হাসিয়া শিব দিলেন সম্মতি।
নারদ বিনীত ভাবে করেন প্রণতি॥
এ দাসের প্রতি যদি হলেন সদয়।
বিস্তারিয়া সেই প্রশ্ন কহ দয়াময়॥
শুনি মহাযোগী মুদি আপন নয়ন।
প্রকৃতির পাদপদ্ম করেন চিন্তন॥

বেদব্যাস কথিত মহাদেবের মুখে
পুরাণ আরম্ভ।

শঙ্কর কহেন শুন ঋষি তপোধন।
কহিব তোমায় যাহা প্রার্থিত কথন॥
প্রকৃতির মূল অতি সুক্ষ্মা সনাতনী।
যাবতীয় জগতের যিনি প্রসবিণী॥
সংসারের সার ভূতা ও পরম ব্রহ্ম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর আমি যাঁহাতে উৎপন্ন॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনিই কারণ।
কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি লয় করেন ক্ষণ॥
তেজোময়ী হন তিনি নাহি তার রূপ।
ইচ্ছাক্রমে দেহধারি হন নানা রূপ॥
তিনিই করেন বিশ্ব সংসার সৃজন।
তিনি এই সংসার করেন পালন॥

সংসার সমুদ্র মুগ্ধ তাঁহারি মায়াতে।
তিনিই সকল নাশ করেন কালেতে॥
লীলা ছলে জন্মিলেন দক্ষের ভবনে।
অক্ষম এ পঞ্চ মুখ সে গুণ বর্ণনে॥
হিমালয় কন্যা রূপ হন ভগবতী।
অংশ রূপে লক্ষ্মী তিনি আর সরস্বতী॥
সাবিত্রী রূপেতে হন ব্রহ্মার বনিতা।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের হন তিনি ধাতা
মহেশের মুখে যেই হইল নিঃসৃত।
আনন্দিত ঋষি পান করি কথামৃত॥
সংক্ষেপে শুনিয়া মন নহে বাসে প্রীতি।
যে রূপে পাইল দক্ষ কন্যারত্ন সতী॥
যে রূপে হলেন হিম গিরির তনয়া।
যে রূপে বনিতা ভাবে হন তব জায়া॥
কার্ত্তিকেয় গণপতি এই পুত্র দ্বয়।
বিস্তারিয়া কহ প্রভু ওহে দয়াময়॥
নিতান্ত ব্যাকুল মন করিতে শ্রবণ।
কৃপাকরি আশুতোষ করুন কীর্ত্তন॥
শিব কন বাছাধন শুন দিয়া মন।
অতি গোপনীয় সেই কথা পূর্ব্বতন॥
প্রথমতঃ নিরাকার ছিল এ সংসার।
নাহি ছিল দিবা রাত্র সব অন্ধকার॥
নাহি ছিল চন্দ্র সূর্য্য আর তারাগণ।
নাহি ছিল দিগ ভাগ দিগ নিরূপণ॥
শব্দ স্পর্শ নাহি ছিল কোন তেজ আর
ছিলেন সূক্ষ্মা প্রকৃতি একা নিরাকার॥
সেচ্ছাক্রমে তাঁর মনে হইল যখন।
করিব অনন্ত কোটি বিশ্বের সৃজন॥
অপরূপ রূপ এক ধরেন প্রকৃতি।
জিনি নব জলধর নাহি প্রতিকৃতি॥
মনোহর শ্যামবর্ণা রক্তিম নয়না।
বিভূষিতা কেশজালে প্রফুল্ল বদনা॥
চতুর্ব্বাহু যুক্তা আর সম্পূর্ণ যৌবনে।
মহাঘোর দীর্ঘ মূর্ত্তি উচ্চ পীনস্তনে॥
সিংহ পৃষ্ঠে মহাদেবী হলেন উদয়।
যে রূপে স্মরণে জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়॥

প্রথমতঃ এই মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
একটি পুরুষ পরে করেন সৃজন ॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ করিয়া একত্র।
চৈতন্য বিহীন সেই পুরুষ পবিত্র ॥
সৃষ্টি ইচ্ছা সহ শক্তি করিলেন দান।
তাহাতে হলেন তিনি পুরুষ প্রধান ॥
সত্ত্বগুণে বিষ্ণু আর ব্রহ্মা রজো গুণে।
সংসার রূপেতে শিব হন তমোগুণে ॥
জীবাত্মা ও পরমাত্মা করিয়া বিশেষে।
বিভাগ করিয়া দেন এ তিন পুরুষে ॥
স্বয়ং দেবী ধরিলেন প্রকাশি মহিমা।
তিন অংশে হন মায়া বিদ্যাও পরমা ॥
মায়াতে মোহিত জীব হয় জ্ঞান শূন্য।
পরমা নির্ব্বাহ করে কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন ॥
বিদ্যা শক্তি হন যিনি সুনির্ম্মল অতি।
তত্ত্ব জ্ঞান দিয়া জীবে করেন সদ্গতি ॥
পরে দেবী কহিলেন হে পুরুষ গণ।
মম অভিলাষ সবে কর সম্পাদন ॥
শুনহে ব্রহ্মণ! তুমি মম বাক্য ধর।
স্থাবর জঙ্গম আদি সব সৃষ্টিকর ॥
বিষ্ণু তব আছে অতিশয় বহুবীর্য্য।
জগৎ পালন কর এই তব কার্য্য ॥
মহাদেব তমোগুণ করিয়া প্রকাশ।
পরিশেষে এ সংসার কর তুমি নাশ ॥
তিন জনে তিন কার্য্য লহ এই ভার।
পরেতে বনিতা ভাবে করিব বিহার ॥
এ কথা বলিয়া দেবী হন অদর্শন।
যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রহ্মা কার্য্যে দেন মন
প্রথমেতে জল সৃষ্টি করেন বিধাতা।
সেই জলে শম্ভু হয়েন সংযত চেতা ॥
প্রকৃতির বাক্য মনে হইল তখন।
বসিলেন শিব জলে করি যোগাসন ॥
লভিব প্রকৃতি পত্নী দৃঢ় করি মন।
রহিলেন দেব দেব মুদিয়া নয়ন ॥
শিবের যে মনোবৃত্তি বিষ্ণু তা জানিয়া
তপস্যা করেন হরি নয়ন মুদিয়া ॥

তাহা দেখি ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যেতে বিরত
তিনিও হলেন সেই তপস্যায় রত ॥
বহুকাল এ রূপে আছেন তিন জন।
পূর্ণা প্রকৃতির মনে হইল তখন ॥
ব্রহ্মার সম্মুখে আসি হ'ন উপস্থিত।
ভয়ানক মূর্ত্তি দেখি ব্রহ্মা ভয়ে ভীত ॥
ব্যাকুল হইয়া ব্রহ্মা হলেন বিমুখ।
ইচ্ছাক্রমে সে পার্শ্বেতে হয় অন্যমুখ ॥
এই রূপে চারি পার্শ্বে চারি মুখ হয়।
বাড়িল ব্রহ্মার মনে ততোধিক ভয় ॥
বারম্বার ব্রহ্মা করি ভীষণ দর্শন।
ভয়েভীত হইয়া করেন পলায়ন ॥
এই রূপে ব্রহ্মার করিয়া তপ হত।
বিষ্ণুর নিকটে আসি হন উপনীত ॥
ভয়ঙ্করী ঘোর রূপ করিয়া দর্শন।
কম্পমান বিষ্ণু হন সহস্র আনন ॥
অসহ্য হইয়া চক্ষু করি নিমীলিত।
জল মগ্ন হইলেন অতি ভয়েভীত ॥
মহেশের ধ্যান ভঙ্গ অভিলাষি মনে।
ভীষণ রূপিণী যান শিব সন্নিধানে ॥
জ্ঞান দৃষ্টি করি শিব বিলক্ষণ জানি।
ইনি হন আমাদের প্রসব কারিণী ॥
মনের সংযোগ করি দৃঢ়তর অতি।
ভাবেন হৃদয় মাঝে সে মূল প্রকৃতি ॥
দেখিলেন দেবী ধ্যানে নিমগ্ন দেবেশ।
ভয়ঙ্কর দরশনে নাহি ভয় লেশ ॥
সন্তুষ্ট হইয়া তাহে দেবী দেন বর।
পূর্ণ রূপে পত্নী হব শুন হে শঙ্কর ॥
দুর্গা গঙ্গা দুই রূপ করিয়া ধারণ।
প্রীতি মনে করিব হে পতিত্বে বরণ ॥
অংশ দ্বারা হইব হে ব্রহ্মার সাবিত্রী।
বিষ্ণুর হইব পত্নী লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
এই বর দিয়া দেবী হন অন্তর্হিতা।
অনন্তর সৃষ্টি কার্য্য করেন বিধাতা ॥
পৃথিবী প্রভৃতি আর মহাভূত গণ।
সৃজিলেন [illegible] ॥

পুলস্ত পুলহ ক্রতু ভৃগু অঙ্গীরস।
মরীচি বশিষ্ঠ যাঁর ত্রিভুবনে যশ॥
প্রেচেতা নারদ অত্রি এই কয় জন।
তপে মহাতপা শ্রেষ্ঠ ঋষিতে গণন॥
সৃজিলেন দক্ষ আদি বহু রাজাগণ।
সন্ধ্যানাম্নী এক কন্যা সুন্দর গঠন॥
কামদেব নাম এক মনোভব পুত্র।
বিমোহন করিবার তাঁহার কর্ত্তৃত্ব॥
দিলেন অপূর্ব্ব ধনু করিয়া নির্ম্মাণ।
ত্রিলোক বিজয়ী পুষ্পময় পঞ্চবাণ॥
ব্রহ্মা বাম অংশোদ্ভবা নারী অপরূপা।
আদরে রাখেন তাঁর নাম শত রূপা॥
স্বায়ম্ভুব মনু যাঁর হইলেন পতি।
ব্রহ্মার দক্ষিণ অংশে তাঁহার উৎপত্তি॥
শতরূপা গর্ব্ভে কন্যা নাম যে আকুতি।
দ্বিতীয় যে দেবাহুতি কনিষ্ঠা প্রসূতি॥
প্রসূতি ছিলেন অতিশয় রূপবতী।
গ্রহণ করেন তাঁরে দক্ষ প্রজাপতি॥
দেবাহুতি কর্দ্দমেতে কন্যা অরুন্ধতী।
বশিষ্ঠ দেবের পত্নী পতিপ্রাণা সতী॥
চতুর্দ্দশ কন্যা হয় প্রসূতি উদরে।
স্বাহা নামে কন্যা দান করেন অগ্নিরে॥
অদিতি বিনতা আদি ত্রয়োদশ জন।
সকলে কশ্যপ ঋষি করেন গ্রহণ॥
সুরাসুর নাগ আর পতঙ্গ প্রভৃতি।
উৎপাদন করিলেন কশ্যপ সুমতি॥
ত্রিলোক হইল পূর্ণ কশ্যপ সন্তানে।
বিস্তীর্ণ হইয়া বাস করে স্থানেস্থানে॥
সেই সময়েই পূর্ণা প্রকৃতি প্রধান।
অংশ রূপা হইয়া হলেন অধিষ্ঠান॥
ব্রহ্মা হইলেন তুষ্ট পাইয়া সাবিত্রী।
বিষ্ণু পাইলেন লক্ষ্মী আর সরস্বতী॥
কিন্তু মহাদেব প্রকৃতিকে না পাইয়া।
বহুকাল রহিলেন যোগেতে বসিয়া॥
দেখিয়া কঠোর তপ দেবী আহ্লাদিতা।
শিবের নয়ন পথে হন আবির্ভূতা॥

হয়েছি সন্তুষ্ট আমি ওহে যোগীবর।
যাহা ইচ্ছা হয় মাগ মনোনীত বর॥
দেবীর সে পূর্ব্ব আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
সকরুণে শম্ভু তবে কহেন বচন॥
হইয়া সাবিত্রী আর লক্ষ্মী সরস্বতী।
আপনি করিলে দয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রতি॥
আমি ঐ শ্রীচরণে কি কারণে দোষী।
প্রসন্না হউন ঐ পদ অভিলাষী॥

মহাদেবের বর প্রাপ্তি।

ওহে মহাদেব বাক্য শুনহ আমার।
ধ্যান শক্তি দেখি করিয়াছি অঙ্গীকার॥
উপযুক্ত তপ বল হয়েছে তোমার।
আমাকেই পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইবার॥
অচিরে জনম লব দক্ষের গৃহেতে।
পতিত্বে বরণ আমি করিব তোমাতে॥
তবসনে বিহার করিব ততদিন।
যতদিন দক্ষের না হয় পুণ্য ক্ষীণ॥
ক্ষীণপুণ্য হবে আর হইবে কুমতি।
অনাদর করিবে সে আমা দোঁহা প্রতি॥
সে সময়ে তব সনে বিচ্ছেদ হইবে।
কিছু কালজন্য আর দেখা না পাইবে॥
পুনর্ব্বার হিমালয়ে জনম লইয়া।
করিব হে চিরবাস অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া॥
ক্ষণ কাল মাত্র তব সঙ্গ না ছাড়িব।
অবিচ্ছেদে চিরকাল তব সঙ্গ রব॥
বর দিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হ'ন।
ইষ্ট লাভে মহাদেব আহ্লাদে মগন॥

দক্ষের প্রতি ব্রহ্মার তপস্যার আদেশ।

কিছু কাল পরে ব্রহ্মা ভাবিলেন মনে।
জন্মিবেন বিশ্বমাতা দক্ষের ভবনে॥
শিব পেয়েছেন বর ঘটিবে নিশ্চয়।
কিন্তু সেই কার্য্যই বা কিরূপেতে হয়॥
ততোধিক পুণ্য কর্ম্ম না দেখি দক্ষেতে।
জন্মিবেন মহাদেবী উঁহার সুতেতে॥

তপ বল বিহনে কি রূপে করি আশা।
প্রবৃত্ত করাই ওরে করিতে তপস্যা ॥
অতএব গুপ্ত কথা কহি অন্যভাব।
নতুবা দক্ষের হবে ভক্তির অভাব ॥
কি জানি যদ্যপি দক্ষ নিশ্চয় তা জানে
তা হইলে দৃঢ় ভক্তি হইবেনা মনে ॥
এই স্থির করি ধাতা ডাকি নিজ পুত্র।
সম্ভাষেণ প্রিয়ভাষে হয়ে হৃষ্ট চিত্ত ॥
ওহে দক্ষ শুন মম বাক্য হিতকর।
প্রকৃতি নিকট বর পান মহেশ্বর ॥
অপরূপ কন্যা রূপ লইয়া জনন।
করিবেন তিনি হরে পতিত্বে বরণ ॥
অতএব দাও বৎস তপস্যায় মন।
ভক্তিভাবে ডাক তাঁরে করি দৃঢ় পণ ॥
করহ মনের যোগ করি অতি যত্ন।
তুমিই লভিবে বাপু কন্যা রূপে রত্ন ॥
যাঁহার গৃহেতে তিনি লইবেন জন্ম।
সফল জীবন হবে ধন্য তাঁর জন্ম ॥
মনোযোগী হও বৎস শুন মম কথা।
আমার বচন কভু না হবে অন্যথা ॥

দক্ষরাজার তপস্যা।

শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য দক্ষ প্রজাপতি।
কৃতাঞ্জলি পুটে ক'ন করিয়া মিনতি ॥
তব আজ্ঞা যাহা পিতঃ মম শিরধার্য্য।
প্রাণ পণ করি আমি করিব সে কার্য ॥
প্রণমি পিতার পদে স্বগৃহে গমন।
মন্ত্রিগণ হস্তে রাজ্য করি ভারার্পণ ॥
পরিবার দিগকে প্রবোধ বাক্য বলি।
ক্ষীরোদের তীরেতে একাকী গেল চলি ॥
বাছিয়া লইয়া স্থান সুরম্য নির্জ্জন।
সেইখানে কুশাসন করেন স্থাপন ॥
এক মনে করিলেন মনের সংযোগ।
জগদম্বিকায় ধ্যানে আরম্ভিল যোগ ॥
সহস্র বৎসর তপ করিলেন দক্ষ।
অনুকূল হইয়া দেবী হলেন প্রত্যক্ষ ॥

আজানু লম্বিত শোভে বাহু চতুষ্টয়ে।
খড়্গাম্বুজ ধরিয়া আছেন বাহুদ্বয়ে ॥
অপর দ্বিভুজে বরাভয় বিরাজিত।
শ্রুতি মূলে নীলপদ্ম কিবা সুশোভিত ॥
বরণ জিনিয়া ঘোর নিবিড় অঞ্জন।
জ্যোতির্ম্ময় সুনির্ম্মল যুগল নয়ন ॥
সুচারু দশন পংক্তি তাহে মৃদুহাস্য।
আলুলিত কেশজাল মনোহর দৃশ্য ॥
গলদেশে শোভিতেছে নর শিরো হার
দুলিতেছে মণিমালা মূল্য নাহি যার ॥
কটিতে ত্রিগুণীকৃত করকাঞ্চি শোভা।
উদয় হলেন কোটী সূর্য্য সম প্রভা ॥
দেবী ক'ন আসিয়াছি না কর ভাবনা।
বর মাগ দক্ষরাজ কি তব প্রার্থনা ॥

দক্ষের বর প্রাপ্তি ও প্রসূতির গর্ভধারণ।

দক্ষ ক'ন যদি কৃপা করিলে মা দীনে।
নিবেদন দয়াময়ী ঐ শ্রীচরণে ॥
শঙ্করে দিয়াছ বর লইবে জনন।
আসিতে হইবে মাতা দাশের ভবন ॥
মম কন্যা হও মনে এই আকিঞ্চন।
পবিত্র হইব হবে সার্থক জীবন ॥
তথাস্তু বলিয়া সায় দিলেন তাহাতে।
লইব জনম আমি তোমার গৃহেতে ॥
কালেতে যখন তব পুণ্য ক্ষয় হবে।
হইবে হে পাপে রত কুমতি ঘটিবে ॥
আমাতেও মহাদেবে হবে অনাদর।
তখনি হইবে তব দিন ভয়ঙ্কর ॥
ত্যজিব তোমায় দেহ পরিত্যাগ হবে।
পুনঃ মম দরশন আর না পাইবে ॥
বর দিয়া জগদম্বা হন অন্তর্দ্ধান।
উঠিলেন দক্ষরাজ ত্যজি তপঃ স্থান ॥
উপস্থিত হন গিয়া ব্রহ্মার নিকটে।
গদগদ ভাবে ক'ন কৃতাঞ্জলি পুটে ॥
বিধাতা বৃত্তান্ত শুনি পরম আহ্লাদ।
সাধু পুত্র! বলি করিলেন আশীর্ব্বাদ ॥

যাও পুত্র গৃহে যাও করহ গমন।
প্রকৃতি ভকতি যেন রহে অনুক্ষণ॥
পিতার পাইয়া আজ্ঞা দক্ষ প্রজাপতি।
নিজালয়ে চলিলেন অতি দ্রুত গতি॥
অমাত্য ও বন্ধুবর্গে করি দরশন।
যথাপণ করিলেন স্নান ও ভোজন॥
নির্জ্জনে আসনে বসি ডাকিয়া প্রসূতী
কহিলেন প্রিয়তমে হও যত্নবতী॥
সংযত হইয়া ব্রত করহ ধারণ।
পতি অভিলাষ যাহা করিতে পূরণ॥
শুনিযা কহেন তবে দক্ষ প্রণয়িণী।
ওহে নাথ আমি তব নিতান্ত অধিনী॥
স্ত্রীজাতির পতি গুরু পতিই দেবতা।
পতির সমান নাই সুখ মোক্ষদাতা॥
করিব পালন আজ্ঞা না হইবে আন।
যে পর্য্যন্ত রবে মম কণ্ঠাগত প্রাণ॥
স্বযতনে এক মনে উভয়ে তখন।
বিশুদ্ধ হইয়া ব্রত করেন ধারণ॥
সরল মনেতে নিত্য আহার বিহার।
কিয়ৎকাল পরে হয় গর্ব্ভের সঞ্চার॥
এক দিন অন্তঃপুর প্রেবেশ সময়।
কান্তার রূপ লাবণ্য দর্শন করয়॥
বিস্ময় মানিয়া সেই দেখি অপরূপ।
মনে মনে চিন্তা যুক্ত হইলেন ভুপ॥
দিন দিন ক্ষীণ রূপ ব্রত উপবাসে।
তত্রাচ লাবণ্য যেন শশাঙ্ক প্রকাশে॥
মম মতিভ্রম বুঝি না জানি কারণ।
দোষাশ্রিত হইল কি আমার নয়ন॥
তাই বা কিরূপে দোষ দিই এ নয়নে।
পূর্ব্ব মত দেখি আমি অন্য অন্য জনে॥
কেবল বিভিন্ন দেখি মম প্রণয়িণী।
বুঝি করেছেন দয়া জগত জননী॥
উঁহি আবির্ভাবে এত সৌন্দর্য্য প্রকাশ
বুঝিব রাণীকে আজি করিব জিজ্ঞাস॥
এই ভাবি প্রেবেশেন শয়ন ভবন।
চকিত রাজায় দেখি যত দাসীগণ॥

ব্যাগ্রতা ভাবেতে কেহ দেয় সিংহাসন।
কেহ দেয় পাদপীঠ করিয়া যতন॥
কেহ পুষ্পহার আনি তখনি যোগায়।
আঘ্রাণের দ্রব্য আনি সম্মুখে সাজায়॥
কেহ কেহ আনি দেয় তাম্বুল করঙ্ক।
শশীর কিরণ শোভে সোণার পালঙ্ক॥
সহসা সঙ্কেত ঘণ্টা করি সঞ্চালন।
বাহিরে ব্যাজন রজ্জু করিল গ্রহণ॥
সত্বরে শয়নাগারে প্রবেশি প্রসূতী।
উপনীত রাজপার্শ্বে রাজ্ঞী লজ্জাবতী॥
অম্বরে অর্দ্ধ বদন করি আচ্ছাদন।
পতিআজ্ঞা অপেক্ষায় চঞ্চলিত মন॥
প্রেয়সীর মুখ হেরি রাজা পুলকিত।
হস্তধরি বাম পার্শ্বে বসান ত্বরিত॥
দক্ষ কন দেখি নাই প্রায় পক্ষ গত।
আমি হে ছিলাম রাজ কার্য্যেতে ব্যাপৃত
পতিপ্রাণা পৃয়তমে মনে ভাবি তাই।
কুশলে আছত প্রিয়ে এই আমি চাই॥
রাজ্ঞী কন প্রাণনাথ হে জীবিতেশ্বর।
নিদয় হৃদয় কেন অধিনী উপর॥
অদর্শনে যত ক্লেশ উপজিয়া ছিল।
অন্তরাত্মা ভিন্ন,আর কে জানিবে বল॥
আপনি পাইয়া প্রভু রাজ সিংহাসন।
অসীম সম্রাজ্য নাথ করিছ পালন॥
আজ্ঞাধীন তব যাবতীয় রত্নাকর।
পরিপূর্ণ মহা মুল্য রত্নের আকর॥
এই সুখ অনুভবে মগ্ন তব মন।
অধিনা স্মরণ পথে হবে কি কারণ॥
তুমি মম সে সকল সুখের আধার।
সুখ দুঃখ যত নাথ অদৃষ্ট আমার॥
শুনিয়া রাণীর বাক্য কহেন রাজন।
আঁমারে অধিক লজ্জা দাও অকারণ॥
রাজধর্ম্ম হয় প্রিয়ে অতীব গহন।
রক্ষা না করিলে হয় অধঃতে পতন॥
যদিও ছিলাম আমি রাজ কার্য্যে রত।
মন প্রাণ সর্ব্বদাই তব অনুগত॥

অভিলাষ সিদ্ধ কিনা হয়েছে জানিতে
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ পতিব্রতে॥
চির পিপাসিত মন ব্যাকুল পরাণ।
পরিতৃপ্ত কর প্রিয়ে দিয়া বারি দান॥
শুনিয়া ঈষৎ হাস্যে রাণী অধোমুখী।
নিশ্চয় জানিয়া রাজা হইলেন সুখী॥
তৎপরে যথা বিধি করিয়া ভোজন।
মাল্য চন্দনাদি গাত্রে করিয়া ধারণ॥
যামিনী যাপন পরে গাত্রোত্থান করি।
কৃতশৌচ হয়ে হন শুদ্ধ বেশ ধারী॥
সভা মধ্যে বঙ্গরাজ করেন গমন।
ধ্যান পূজা অনুষ্ঠানে রাজ্ঞী দেন মন॥
অনন্তর দিন দিন গর্ভ বৃদ্ধি পায়।
সুশোভন শুক্ল পক্ষ শশাঙ্কের ন্যায়॥
অধিক সময় রাজা অন্তঃপুরে আসি।
মহিষীর সৌন্দর্য্য দর্শন অভিলাষী॥
রূপের তুলনা নাই জগত সংসারে।
অগ্নির প্রবেশ যেন লৌহ কি অঙ্গারে॥
নিয়ত হেরিলে রূপ নাহি হয় তৃপ্তি।
গর্ভ অন্তর্ভূত দেবী হেরি হয় ভক্তি॥
কবে বা গর্ভ হইতে নিঃসৃত দেখিব।
হেরিয়া সে অপরূপ কৃতার্থ হইব॥
এ রূপ চিন্তায় মগ্ন রাজা অহর্নিশি।
ক্রমে ক্রমে পূর্ণ গর্ভা হ'লেন মহিষী॥
একদিন শয্যা পরে নিদ্রিত দম্পতী।
হটাৎ মহিষী হন ভয়ে ভীত অতি॥
অধীর হইয়া করি হস্ত সঞ্চালন।
কম্পান্বিত কলেবর মুদিত নয়ন॥
মহাভয়ে ডাকিছেন করি উচ্চস্বর।
কোথা মহারাজ ওহে কোথা প্রাণেশ্বর॥
আমারে ছাড়িয়া প্রভু রহিলে কোথায়।
রক্ষা কর এ সময়ে মরি প্রাণ যায়॥
অমনি করেন রাজা দৃঢ় আলিঙ্গন।
ভয় কি ভয় কি বলি ক্রোড়েতে ধারণ॥
অচেতন কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া প্রসূতী।
ধীরে ধীরে কহিলেন বঙ্গরাজ প্রতি॥
কেন মম অঙ্গ এবে কাঁপে থর থর।
আমি কি আছিহে তব ক্রোড়ের উপর॥
রাজা ক'ন প্রিয়ে চক্ষু কর উন্মীলন।
মম প্রতি দৃষ্টি কর সুস্থ হবে মন॥
রাজ্ঞী ক'ন প্রাণনাথ হয়েছি নির্ভয়।
প্রজাপতি যার পতি তার কিসে ভয়॥
নিদ্রাযোগে অপরূপ স্বপ্ন দরশন।
স্ত্রী স্বভাব ভয়ে ভীত করেছি রোদন॥
নির্লজ্জের মত করিয়াছি হে চীৎকার।
লজ্জিত হ'তেছি তাই কি বলিব আর॥
নৃপতি বলেন প্রিয়ে নিশা ঘোর দেখি।
এ সময়ে অন্তঃপুরে নাহি কোন সখী॥
তবে তুমি লজ্জা বোধ কর কি কারণ।
কুণ্ঠিত না হও প্রিয়ে আছি দুই জন॥
এক্ষণে প্রকাশ কর সব আদ্যোপান্ত।
শুনিতে বাসনা মম স্বপ্নের বৃত্তান্ত॥
রাজ্ঞী ক'ন শুন ওহে হৃদয়বল্লভ।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত নাথ অতি অসম্ভব॥
কিয়দংশ মনে তার হইলে উদয়।
আহ্লাদে উন্মত্ত মন উল্লাসিত হয়॥
পরিশেষে যদিও সে ভয়ানক ভাব।
তাই নাথ হয় মম জ্ঞানের অভাব॥
বলিতে বলিতে যদি নির্লজ্জতা হয়।
অপরাধ গ্রহণ না কর মহাশয়॥
সাদরে সম্ভাষি রাজা রাজ্ঞী প্রতি কয়।
পূর্ব্বেই তোমায় প্রিয়ে দিয়াছি অভয়॥

রাজ্ঞীর স্বপ্ন কথন।

রাজাঙ্ক হইতে রাজ্ঞী নামিয়া তখন।
শুন প্রাণনাথ মম স্বপ্নের কথন॥
গর্ভ মধ্যে দেখি এক অপরূপা কন্যা।
গৌরাঙ্গী তুলার বিন্দ সুদীর্ঘ নয়না॥
অষ্ট বাহু বিভূষিতা মুখে হাসি মন্দ।
সুপ্রসন্ন কত কম বদনারবিন্দ॥
মা বলিয়া আমায় করিল সম্বোধন।
একপার [illegible]॥

কোটি কোটি পূর্ণশশী জিনি জ্যোতির্ম্ময়
নয়নে পিপাসা হেরি তৃপ্ত নাহি হয় ॥
আর কি পাইব আমি সে অমূল্যধন।
এই কথা বলি রাজ্ঞী মোহে অচেতন ॥
স্বহস্তে অমনি রাজা তালবৃন্ত লয়ে।
সঞ্চালন করি ক'ন ওহে প্রাণপ্রিয়ে ॥
অনেক তপস্যা করিয়াছি যে কারণ।
সেই রূপ রাশি প্রিয়ে করেছ দর্শন ॥
আহ্লাদিতা হন রাণী রাজার বচনে।
ওহে রাজা অপরূপ দেখেছি নয়নে ॥
পরে একজন তাঁর চারিটী বদন।
নবোদিত ভানু সম আরক্ত বরণ ॥
হংস বাহনেতে আসি হ'ন উপনীত।
চতুর্ম্মুখে স্তব করিলেন যথোচিত ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি গর্ভস্থ কন্যায়।
স্থাণুবৎ অবস্থান করেন তথায় ॥
পুনর্ব্বার স্ববাহনে করি আরোহণ।
উর্দ্ধপথে করিলেন তখনি গমন ॥
ইতি মধ্যে দেখিলাম অপরূপ জ্যোতি।
নীলকান্ত মণি ন্যায় সে জ্যোতির জ্যোতি
দেখিতে দেখিতে আসি ব্যাপিত হইল
নীলবর্ণ দেখিলাম বৃক্ষ জল স্থল ॥
চমকিয়া যে দিকেতে ফিরাই নয়ন।
সেই দিকে নীল প্রভা হয় দরশন ॥
ভাবিলাম হবে কোন দেব রূপ প্রভা।
আগমন পূর্ব্বে আসিয়াছে তাঁর আভা ॥
বিতর্ক করিয়া মনে চাহি এক দৃষ্টে।
উপস্থিত হ'ন আসি খগরাজ পৃষ্ঠে ॥
অনতিদূরেতে থাকি ভূতলে নামিয়া।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরায় রাখিয়া ॥
কন্যার চরণে পাতে চাহি বারেবার।
দুনয়নে প্রেমধারা বহে অনিবার ॥
কি বলিব মহারাজ সে শোভা বর্ণনে।
ভক্তি রসে মগ্ন মন বলিব কেমনে ॥
নবীন নীরদ শ্যাম সুন্দর বদন।
নিস্পন্দ ছিলেন চক্ষু করি নিমীলন ॥

সম্মুখে দণ্ডায়মান কন্যা সুবদনী।
যেমন কাঞ্চন গিরি বিরাজিত মণি ॥
কি বলিব মহারাজ না পারি বলিতে।
ভানুর কিরণ যেন তমাল বনেতে ॥
অতুল সে রূপরাশি তুলনা না হয়।
নিবিড় নীরদে কোটি শশীর উদয় ॥
নীলকান্তি দেব করিলেন বহুস্তুতি।
সহাস্য বদনে ক'ন কন্যা মহামতী ॥
তোমাদের প্রতি আমি আছি অনুকূলা
মম অংশ শক্তি হন তোমার কমলা ॥
অংশ রূপা সরস্বতী দিয়াছি তোমাকে।
সাবিত্রী অর্পণ করিয়াছি হে ব্রহ্মাকে ॥
শুনিয়া কমলা কান্ত কহেন অমনি।
সর্ব্ব শক্তিময়ী মাতা বিশ্ব প্রসবিনী ॥
কিয়দংশ তব শক্তি করিয়াছ দান।
সেই তেজে সৃষ্টি কার্য্য করি সমাধান ॥
দেখগো জননি ঐ যত দেব বৃন্দ।
দেখিবারে আপনার চরণার বিন্দ ॥
সাধনা বিহীন তাই আসিতে না পারে।
নিরন্তর আছে তারা নিজ নিজ ভাবে ॥
একবার চাহ মাতা নয়নের কোণে।
কৃতার্থ হইবে দেবী যত দেবগণে ॥
বহনে নিপুণ আছি তব দত্ত ভার।
আজ্ঞামত চলিতেছে এ বিশ্ব সংসার ॥
বিধি আর আমি মাতঃ এই দুইজনে।
শ্রীচরণ ধ্যান প্রায় করি প্রতিক্ষণে ॥
আজ্ঞা অনুরূপ চলি তোমারি নিয়ম।
সে কারণে তব পার্শ্বে আসিতে সক্ষম ॥
তবভারে ভারাক্রান্ত যত জীবচয়।
নির্দ্দোষী দেবতাগণ না পায় সময় ॥
কিন্তু যোগীশ্বর মম বন্ধু ধ্যান সুখে।
পরিত্যাগ করি তিনি এ বিষয় সুখে ॥
দিবা নিশি ধ্যান করি তব শ্রীচরণ।
তাই তিনি হন তব দয়ার ভাজন ॥
শুনিয়া আমার কন্যা হ'ন হাস্য মুখী।
গেলেন সবাকার মনে হয়ে সুখী ॥

তদপরে মম কন্যা সে ব্রহ্মরূপিণী।
কহিলেন কি দেখিছ বল গো জননি॥
শ্রবণ মাত্রেতে করি বদন চুম্বন।
অশ্রু জলে পরিপূর্ণ আমার নয়ন॥
মুছায়ে নয়ন জল কহেন তখন।
এইবার চতুর্দ্দিকে কর মা দর্শন॥
দেখ মম পানে হইয়াছে অভিলাষ।
দেখ গো মা ঐ পরিধান পট্টবাস॥
ঐ দেখ চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়।
আছয়ে দণ্ডায়মান মম ভক্তচয়॥
দেখ শোভা ওগো মাতা রতন মুকুটে।
উত্তরী বসন গলে সবে করপুটে॥
তত্ত্বজ্ঞান নাই তাই আছয়ে অদূরে।
আমার আলোক মাত্র দরশন করে॥
কৃতকার্য্য হয়ে তারা আনন্দিত মনে।
গমন করিছে সবে নিজ নিজ স্থানে॥
আমিই ত্রিলোকমাতা এ তিন ভুবনে।
সম ভাবে মম স্নেহ সকল সন্তানে॥
একারণে হয় জ্ঞান শাস্ত্র আর ভক্তি।
গুরুসেবা দ্বারা জন্মে তত্ত্বজ্ঞান শক্তি॥
যেই যে রূপেতে করে আমার প্রার্থনা।
সেই রূপে পায় সেই আমার করুণা॥
ধীশক্তি সম্পন্ন যেই বিশেষ রূপেতে।
উদয় পরম তত্ত্ব যার হৃদয়েতে॥
আমার পরম রূপ সে করে দর্শন।
হে জননি সেই মম হয় প্রাণধন॥
এই কথা বলি কন্যা হলেন নীরব।
পরে দেখিলাম এক দৃশ্য অসম্ভব॥
পঞ্চমুখ দেব এক শৃঙ্গ বেণু হাতে।
ডমুরুর বাদ্য নৃত্য করিতে করিতে॥
বরণ রজত কান্তি ভস্ম বিলেপন।
গলেতে কঙ্কাল মালা অতি সুশোভন॥
পঞ্চ বদনেতে গান অতি সুললিত।
পাগলের মত আসি হ'ন উপনীত॥
সে রূপ লাবণ্য কিছু করি বর্ণন।
বোধহয় হবে কোন মহাজন॥

মম কন্যা তাঁহাকে দেখিয়া অবিদূরে।
গাত্রোত্থান করি ডাকিলেন সমাদরে॥
এসময়ে দেখিলাম অপরূপ কীর্ত্তি।
অঙ্গনার অঙ্গ হতে অঙ্গনা উৎপত্তি॥
তার মধ্যে কত গুলি পরমা সুন্দরী।
বামাগণে দেখি যে মনোজ্ঞ রূপধারী॥
লম্বমান কেশ জালে বিরচিত বেণী।
বেণীর অগ্রেতে দোলে কত মণি শ্রেণী
বেণু বীণা করতাল ধরিয়া কামিনী।
কেহ সপ্তস্বরা কেহ মৃদঙ্গ ধারিণী॥
সুরজ সংগ্রহ করি একাগ্রতা মনে।
সকলে দণ্ডায়মান সুর সংমিলনে॥
আর কত গুলি দেখি ভীষণ আকার।
ত্রিশূল মুষল শক্তি হস্তে তাসবার॥
কেহ ধরি সুধা পাত্র শেলও মুদ্গর।
দ্বিবিধ নায়িকাগণ অতি ভয়ঙ্কর॥
সকলে চাহিয়া আছে কন্যার বদন।
কন্যা মম দেখিছেন সে পঞ্চ বদন॥
ভ্রুভঙ্গি করিয়া কন্যা দিলেন ইসারা।
নৃত্য গীত আরম্ভ করিল অঙ্গনারা॥
দক্ষিণেতে পঞ্চানন বাঁমে মম কন্যা।
হেরিয়া অপূর্ব্ব দৃশ্য মোহে অচৈতন্যা॥
কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা হইল আমার।
সুধা পানে মত্ত সব বিকট আকার॥
লম্ফ ঝম্প করি আর হুহুঙ্কার দিয়া।
নৃত্য করে চতুর্দ্দিগ বেষ্টন করিয়া॥
ঘন বেষ্টনেতে কন্যা হয় অলক্ষিত।
দেখা নাহি যায় পঞ্চানন মধ্যস্থিত॥
না দেখিয়া কন্যারত্ন ব্যাকুল হইয়া।
বৎস হারা গাভী ন্যায় গেলাম ধাইয়া॥
আকুল হইয়া যত নিকটেতে যাই।
ভয়ঙ্করী রূপ হেরি তত ভয় পাই॥
কণ্ঠ শ্বাস গাত্র কম্প দেখিতে হইল।
চরণ স্খলন মম হইতে থাকিল॥
তত্রাচ বেষ্টন পার্শ্বে যাই প্রাণপণে।
প্রবেশের পথ নাই যাইব কেমনে॥

অপ্রাপ্ত হইয়া কন্যা শোকাকুলা হয়ে।
কান্দিতে ছিলাম আমি ধরণী লোটায়ে
তাহাতে অধীরা ভয়ে দেখিয়া ব্যাপার
শোকে ভয়ে মহারাজ করেছি চীৎকার
নাহি জানি আপনার গাঢ় আলিঙ্গন।
অভয় বাক্যেতে তব হইল চেতন ॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনি প্রেয়সী ভাষিত।
পুলকে পূর্ণিত রাজা গাত্র রোমাঞ্চিত ॥
পতিব্রতে তুমি ধন্যা মিথ্যা সপ্ন নয়।
সাবধান গোপনেতে রাখিবে নিশ্চয় ॥
কথোপকথনে হয় নিশি অবসান।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা রাজ কার্য্যে যান
কৃত শৌচ কৃতাহ্নিক হইয়া মহিষী।
গৃহ কার্য্যে দেন মন লয়ে দাস দাসী ॥

সতীর জন্ম।

শুভদিন শুভক্ষণে দক্ষের ঘরণী।
প্রসব করেন কন্যা জগত জননী ॥
নিজ সময়ের শক্তি বিকাশ করত।
ষড় ঋতু তথায় আসিয়া উপস্থিত ॥
দিক সব সুনির্ম্মল হয় সে সময়।
সুগন্ধি পুষ্পরাজিতে পূর্ণ বৃক্ষচয় ॥
গুণ গুণ রবে অলি করিছে ভ্রমণ।
সুগন্ধ বহন করে মন্দ সমীরণ ॥
রসাল বৃক্ষেতে বসি কোকিল কুহরে।
আনন্দে বিস্তারি পুচ্ছ শিখী নৃত্যকরে ॥
বিবিধ শঙ্খের ধ্বনি পূরিল গগণ।
ঘন ঘন পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ॥
অতঃপর ধাত্রী কন্যা গ্রহণ করিয়া।
বলে ওগো মহিষী মা দেখনা চাহিয়া ॥
যদিচ প্রসবে কষ্ট হ'য়েছে তোমার।
সব কষ্ট দূর হবে দেখ একবার ॥
ধাত্রী বাক্য শুনিয়া সাহসে করি ভর।
গাত্রোত্থান করিলেন হইয়া কাতর ॥
চাহিয়া দেখেন রাণী ধাত্রীর বাক্যেতে
কোটি চন্দ্রোদয় যেন তাহার ক্রোড়েতে

ফুল্ল ইন্দীবর ন্যায় আকর্ণ নয়ন।
প্রতপ্ত কনক কান্তি জিনিয়া বরণ ॥
বিভূষিত অষ্টভূজে রূপে করে আলো।
হইতে ধাত্রীর ক্রোড় নিজাঙ্গে লইল ॥
স্নেহভরে চন্দ্রমুখ করিয়া চুম্বন।
নির্নিমিষ নয়নেতে করেন দর্শন ॥
দ্রুত পদে দাসী গিয়া রাজার সভায়।
অমনি সে সুসংবাদ রাজায় জানায় ॥
তৎক্ষণ মাত্রেই রাজা অন্তঃপুরে আসি।
দেখেন পুলাকান্বিত যত পুরবাসী ॥
ভাবিলেন দাসীগণ অন্য অন্য দিনে।
সভয়ে থাকিত সবে মম আগমনে ॥
অদ্য তারা মম প্রতি লক্ষ্য করিল না।
তপস্যা সফল আজি করি বিবেচনা ॥
বোধ হয় জগদম্বা স্ব চক্ষে দেখেছে।
হেরিয়া তাঁহার রূপ উন্মত্ত হয়েছে ॥
ভাবিতে ভাবিতে যান সুতিকা গৃহেতে
ভাণ্ডারী যোগায় রত্ন ভ্রূভঙ্গি মাত্রেতে॥
সেই রত্ন দিয়া মুখ করি দরশন।
আনন্দের অশ্রুজলে ভাসেন তখন ॥
স্থির চিত্তে নিরখি মানস উপচারে।
পূজিয়া মানসে প্রণময়ে বারে বারে ॥
অন্তরে জানিয়া জগদম্বা জগন্মাতা।
কায়িক প্রণামে ইচ্ছা করেছেন পিতা ॥
সে কার্য্যও নিন্দনীয় দেখিতে বিরুদ্ধ।
তখনি নিজ মায়াতে করিলেন মুগ্ধ ॥
কন্যাভাব সেই ক্ষণে মনেতে উদিত।
আহ্লাদেতে মহারাজ হ'ন পুলকিত ॥
বাহিরে গমন করি করিলেন স্নান।
ঋষিগণে দিলেন প্রচুর রূপে দান ॥
রাজপথ অভিষিক্ত সুগন্ধি সলিলে।
নির্ম্মল আলোক পাত্র স্তম্ভোপরি জ্বলে
জল পূর্ণ কলশ পল্লবে শোভা করে।
স্থাপিল কদলি তরু প্রতি দ্বারে দ্বারে ॥
নানা রঙ্গে কত শত পতাকা উড়ণী।
বিদ্যাধরীগণে নৃত্য গীত আরম্ভিল ॥

জনরঞ্জনীয় গীত গাইছে কিন্নরী।
মনোহর দৃশ্য জিনি অমর নগরী॥
জনম দিবসে তবে দক্ষ প্রজাপতি।
হরিষে কন্যার নাম রাখিলেন সতী॥
পিতৃ গৃহে দিন দিন হইয়া বর্দ্ধিতা।
প্রতি দিন নব নব ধরেন চারুতা॥
বিবাহের যোগ্যা দেখি দক্ষ প্রজাপতি।
ভাবেন আমার কন্যা পরমা প্রকৃতি॥
ইনিই জগত মাতা এ তিন সংসারে।
যাঁর জন্য তপ করি সমুদ্রের ধারে॥
প্রসন্না হইয়া হইলেন আবির্ভূতা।
কন্যা হইবেন বলি বর দেন তথা॥
আর হইবেন ইনি শঙ্কর ঘরণী।
মনেতে পড়িল সেই ভবিষ্যৎ বাণী॥
কিন্তু রুদ্রগণ শঙ্করের অংশভূত।
সদা বশবর্ত্তী মম আজ্ঞা অনুগত॥
হেন জনে কন্যাদান করিব কেমনে।
ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন মনে॥
উদ্যোগ করিব আমি সভা স্বয়ম্বর।
দেব দৈত্য আদি করি গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
সে সভাতে মহেশের আহ্বান না হবে।
তাহাতে সতীর ভাগ্যে যা হবার হবে॥
কিন্তু মনে ভাবি তাই সেই ভাবি কথা।
যত্ন করিলেও তার না হবে অন্যথা॥

দক্ষ রাজার স্বয়ম্বর সভা।

প্রস্তুত করেন দক্ষ স্বয়ম্বর সভা।
দেখিতে সুন্দর সুরাসুর মনোলোভা॥
উপনীত হইলেন সকল সুরেন্দ্র।
চন্দ্রের সমান কান্তি মুনীন্দ্র কবীন্দ্র॥
সূর্য্যের সমান তেজোময় দীপ্যমান।
বিবিধ প্রকার [illegible] রঙের নিশান॥
রত্নধ্বজ পতাকা শোভিছে চতুর্ভিতে।
চৌদিকে [illegible] মণির মালাতে॥
শুনিতে মধুর সেই [illegible]।
[illegible]

মহামূল্য দণ্ডযুক্ত পরিষ্কৃত ছত্র।
নানা রঙে আছে তাহা চিত্রিত বিচিত্র॥
বেণু বীণা ভেরী বাদ্য মৃদঙ্গ পণব।
শত শত বাজিতেছে সুমধুর রব॥
গন্ধর্ব্ব ললিত স্বরে করিতেছে গান।
সুরে সুর মিশাইয়া দিয়া তাল মান॥
হাব ভাব দেখাইয়া ভ্রুভঙ্গি সে করি।
মনানন্দে নৃত্যকরে অপ্সরী কিন্নরী॥
শুভক্ষণ ভাবি মনে দক্ষ প্রজাপতি।
শিব শূন্য সভা মধ্যে আনিলেন সতী॥
কন্যা প্রতি অনুমতি করেন তখন।
ওগো বৎসে সর্ব্বদিক কর নিরীক্ষণ॥
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি আর সুরাসুরগণ।
অভিরুচি মত মাল্য করহ অর্পণ॥
পিতৃ বাক্য শুনি সতী অতি কুতুহলে।
নমঃ শিবে বলি মাল্য রাখেন ভূতলে॥
অন্তরীক্ষে থাকি শিব আসিয়া তখন।
মালা লয়ে মস্তকেতে করেন ধারণ॥
দেখেন অপূর্ব্ব রূপ যত দেবগণে।
সর্ব্ব অঙ্গ বিভূষিত রত্ন আভরণে॥
কোটিচন্দ্র যিনি শোভা মাল্যাম্বর ধারী।
উদয় হলেন সভা সমুজ্জ্বল করি॥
সতী দত্ত মাল্য করি সাদরে গ্রহণ।
সহসা অমনি দেব হ'ন অদর্শন॥
শিবে বর মাল্য দান দেখিয়া কন্যায়।
মনে মনে মনান্তর হইল রাজার॥

দক্ষ প্রজাপতির কন্যাদান।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ মিলি একত্রিত।
দক্ষের নিকটে আসি হ'ন উপস্থিত॥
এহেন ইচ্ছায় কন্যা রাখিয়া [illegible]।
মহাদেবে বর মাল্য করেছেন দান॥
অতএব যত্ন করি করিয়া আহ্বান।
বিধি অনুসারে তাঁরে কন্যা কর [illegible]॥
[illegible]
[illegible]

পূর্ব্ব বাক্য মনে মনে হইল স্মরণ।
মহেন্দ্রে আনেন দক্ষ দিয়া নিমন্ত্রণ॥
আইলেন দেবগণ বিষ্ণু আর বিধি।
নিয়মিত অনুসারে বৈবাহিক বিধি॥
ভক্তি ভাবে বেদবাক্য করি ব্যাবধান।
শুভক্ষণে শুভকার্য্য হয় সমাধান॥
স্বর্গ হতে পুষ্প বৃষ্টি হয় অবিরত।
দুন্দুভির নিনাদ করিয়া শত শত॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব গণ থাকিয়া বিমানে।
দম্পতির রূপ দেখি হরষিত মনে॥
দক্ষ প্রজাপতি হেরি শঙ্করের বেশ।
মনে মনে তাঁর প্রতি হইল বিদ্বেষ॥
গলেতে কঙ্কাল মালা গাত্রে মাখা ছাই।
অমঙ্গলশীল দেখি আমার জামাই॥
এমন বরেতে সতী বরণ করিল।
সে কারণে সতী প্রতি বিদ্বেষ জন্মিল॥
উদ্বাহ বিধির পর সতীপতি্রলয়ে।
গমন করেন শিব গিরি হিমালয়ে॥
শিব নিন্দা হেতু দক্ষ হত দিব্য জ্ঞান।
হইল প্রকৃত যেন মূঢ়ের সমান॥

দধিচি মুনির সঙ্গে দক্ষের কথোপ কথন।

এখানেতে দক্ষভাবি বিবাহ ঘটনা।
হইল মনেতে তাঁর বিষম যন্ত্রণা॥
এমন সুন্দরী কন্যা নাই ত্রিজগতে।
অর্পিতা হইল হায় কদর্য্য পাত্রেতে॥
মহাদেব দাক্ষায়ণী নিন্দি বারে বারে।
ক্ষীণ পুণ্য দক্ষরাজ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
যদৃচ্ছা ক্রমেতে তথা দধীচি মহর্ষি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তিনি উপস্থিত আসি॥
দক্ষের একান্ত দুঃখে দুঃখী মুনিবর।
কহিলেন প্রজাপতে! কেন হে কাতর॥
মোহবশে শিব সতী নিন্দা কি কারণ।
অজ্ঞানের মত কেন করিছ রোদন॥
তাঁহার [illegible] সতী আবির্ভূতা।
পরম [illegible] সহিতা॥

স্বইচ্ছায় শরীর করেন পরিগ্রহ।
পরম পুরুষ শিব না কর সন্দেহ॥
ভাগ্যফলে পুত্রীভাবে পাইয়ে সেধন।
না পাইলে তাঁর তত্ত্ব তুমি মূঢ়জন॥
বোধ হয় ভক্তি হ্রাস তব মতি ভ্রম।
তাঁহারি মায়াতে মুগ্ধ হয়েছ তজ্জন্য॥
দক্ষ ক'ন ঋষিবর বুঝিতে না পারি।
পরম পুরুষ শিব কেন হে ভিখারি॥
কেন সর্ব্ব অঙ্গে করে ভস্ম বিলেপন।
প্রেত ভূমি বাস হর বল কি কারণ॥
একথা শুনিয়া মুনি ঈষৎ হাসিয়া।
কহেন বিশেষ কথা দক্ষকে চাহিয়া॥
যেই দেব হ'ন পূর্ণ নিত্যানন্দ ময়।
যাঁর ইচ্ছা কখনই প্রতিহত নয়॥
যিনি হন মহাদেব দেবের ঈশ্বর।
যে চরণ যোগীগণ ভাবে নিরন্তর॥
সে রূপের নিরূপণ কে পারে করিতে।
সর্ব্বদাই সমভাব সকল স্থানেতে॥
তাঁর পুরী শিব লোক অপূর্ব্ব দর্শন।
কিয়দংশে তুল্য নয় বৈকুণ্ঠ ভবন॥
দেবতা দুর্ল্লভ পুরী রত্নেসমাকীর্ণ।
না দেখি এমন স্থান শিবলোক ভিন্ন॥
স্বর্গ লোকে তাঁর পুরী নাম যে কৈলাস।
দেবগণ ইচ্ছা করে করিবারে বাস॥
চারিদিকে সন্তানক বৃক্ষের বাগান।
অভিলাষ মত ফল করয়ে প্রদান॥
মর্ত্ত্যলোকে পুরী তাঁর নাম বারানসী।
যে স্থানেতে দেহত্যাগে হয় স্বর্গবাসী॥
জন্ম জন্ম যোগ করি যত যোগীগণ।
অসমর্থ যে ধন করিতে উপার্জ্জন॥
হেন ধন সে পুরীতে হয় বিতরণ।
ব্রহ্মা ইচ্ছা করে তথা দেহের পতন॥
এমন কঠিন বাক্য তাঁরে বল তুমি।
স্থানহীন বাস মাত্র হয় প্রেত ভূমি॥
ব্রহ্মার হইয়া পুত্র হও প্রজাপতি।
কন্যাদান করিয়াছ পরমা প্রকৃতি॥

সেই তুমি এতাদৃশ বিমুগ্ধ হইলে।
অজ্ঞানের মত সতীনাথে না চিনিলে॥
ব্রহ্ম রূপিনীর নিন্দা বৃথা কেন কর।
সাধু বিগর্হিত পথ পরিত্যাগ কর॥
এইহিত উপদেশ যদি না শুনিবে।
শেষেতে নিরয়গামী হইতে হইবে॥
বহুমতে মুনিবর প্রবোধে প্রচুর।
তত্রাচ দক্ষের ভ্রম না হইল দূর॥
বারম্বার শিবনিন্দা করয়ে কীর্ত্তন।
বলিয়া কন্যার প্রতি আক্ষেপ বচন॥
রোদন করিয়া বলে হা সতী হা সতী।
তোমার অদৃষ্টে ছিল এহেন দুর্গতি॥
আমায় ছাড়িয়া কোথা গমন করিলে।
না জানি কতই দুঃখ তোমার কপালে॥
ক্রমান্বয় বারিধারা বহে দুনয়নে।
বুঝান দধীচি মুনি সান্ত্বনা বচনে॥
স্বহস্তে নয়ন জল করিয়া মার্জ্জন।
বলেন কেনহে দক্ষ করহ রোদন॥
ত্রিভুবনে যত দেখ স্ত্রীপুরুষ বেশ।
সমস্ত সতী শিবের মূর্ত্তির বিশেষ॥
বিশুদ্ধ অন্তরে যদি করহ ধারণা।
চিনিতে পারিবে হরে নতুবা হবেনা॥
পুত্রী যার প্রকৃতি জামাতা পঞ্চানন।
এ রূপ সৌভাগ্য কেন করিছ হেলন॥
শ্রেয় প্রাপ্তি ইচ্ছা যদি থাকে মহারাজ
ভক্তি ভাবে সতী শিব রাখ হৃদি মাঝ
দক্ষ কন মুনি তব বাক্য মিথ্যা নয়।
কিন্তু এক কথা মনে হয়েছে উদয়॥
পূর্ব্ব কালে পিতা মম করেন সৃজন।
উৎপন্ন হইল রুদ্র একাদশ জন॥
ভীম পরাক্রম তারা আকার ভীষণ।
পরিধান দ্বীপি চর্ম্ম আরক্ত নয়ন॥
মস্তকে সুদীর্ঘ জটা ভালে অলঙ্কৃত।
সৃষ্টিলোপ করিবারে হইল উদ্যত॥
দুরন্ত স্বভাব দেখি রুষ্ট হ'ন ধাতা।
মম প্রতি আজ্ঞা তবে করিলেন পিতা॥
যাহাতে এ রুদ্রগণ প্রশ্রয় না পায়।
ইহার বিধান পুত্র করহ ত্বরায়॥
ভীম কর্ম্মা রুদ্রগণ হইয়া কুণ্ঠিত॥
শান্তরূপে আমার হইল বশীভুত।
যারা শিবঅশংভুত তারা মম বশে।
আমার পক্ষেতে শিব শ্রেষ্ঠ হয় কিসে॥
তাহাতে সে বিরূপাক্ষ দেখিতে কুরূপ।
সেকি বর পাত্র ঐ কন্যা অনুরূপ॥
পুণ্য কীর্ত্তি হেতু লোক করে কন্যাদান
কুল শীল রূপ গুণ দেখি জ্ঞানবান॥
স্বয়ম্বর কালে এই মনেতে বিচারি।
ওভুত পতিকে নিমন্ত্রণ নাহি করি॥
শুনহ মহর্ষি মম ভাব মনোগত।
তব বাক্যে না হইব আমি প্রবোধিত॥
পূজনীয় না হইবে সে অতি অধম।
দেখিব শঙ্কর হ'ন কেমন সক্ষম॥
দেখিয়া দধীচি মুনি দক্ষের কুরিতি।
ভাবেন বঞ্চিত এঁরে শিব আর সতী॥
নিতান্ত অজ্ঞেয় হয় মুগ্ধ ব্যক্তি গণ।
হিতে বিপরীত ভাবে না জানি কারণ॥
এই ভাবি দক্ষে কোন কথা না বলিয়া
মন দুঃখে মুনিবর গেলেন চলিয়া॥

দম্পতী দর্শনে দেবতাদি সকলের আগমন।

বেদব্যাস বলিলেন জৈমিনি মুনিরে।
বর বধূ বৃত্তান্ত শুনহ অতঃপরে॥
শিব সতী হিমগিরি করিলে গমন।
সমাগত দেবগণ করিতে দর্শন॥
আইলেন দেবপত্নি আর নাগপত্নি।
অপ্সরী কিন্নরী আর যত মুনি পত্নি॥
এলেন মেনকা রাণী গিরিন্দ্র মহিষী।
হেরিতে যুগল রূপ মনে অভিলাষী॥
পুষ্প বৃষ্টি করিতেছে অমর গণেতে।
আনন্দে অপ্সরা নৃত্য করে চারি ভিতে
গন্ধর্ব্ব কন্যার গান সুমধুর শুনি।
দেব পত্নিগণ করে মঙ্গলের ধ্বনি॥

আহ্লাদে প্রমথগণ গাল বাদ্য করি।
কোলাহল করতঃ নাচয়ে সারি সারি॥
রূপ হেরি ভাবিছেন গিরীন্দ্র রমণী।
যাঁর গর্ব্ভে এই কন্যা ধন্যা সেই ধনী॥
অদ্যাবধি প্রতি দিন করিব সাধনা।
এ কন্যায় পুত্রী ভাবে করি আরাধনা॥
দেখিতেছি যে রূপ সামান্য কন্যা নন।
বোধ হয় দয়াময়ী দুর্গাই বা হন॥
চিরদিন সেবা করি করিব প্রার্থনা।
তা হলে কি দয়াময়ী দয়া হইবেনা॥
মনে মনে গিরি রাণী করিয়া মনন।
সে দিবস নিজালয়ে করেন গমন॥
রজনীতে গিরিরাণী শয়ন শয্যায়।
সতী ধ্যান সুখ বোধে নিদ্রা নাহি যায়
প্রভাত প্রতীক্ষা করি সময় ক্ষেপণ।
পূর্ব্বদিক দেখিলেন রক্তিম বরণ॥
অমনি উঠিয়া রাণী যেন ব্রতাচারী।
কৃতশৌচ হইয়া পরেন পট্টসাড়ী॥
আসিয়া সতী মন্দীর করেন মজ্জন।
বসিবার স্থান তাঁর করেন স্থাপণ॥
জলপূর্ণ পাত্র রাখি মুখ ধুইবার।
প্রস্তুত করেন দ্রব্য দন্ত মার্জ্জনার॥
পরিস্বচ্ছ দর্পণ কজ্জল পাত্র আদি।
অঞ্জন শলাকা আর সুগন্ধ দ্রব্যাদি॥
এই রূপে হইল দিবস দুই গত।
পরিচীতা হইলেন সতীর সহিত॥
রাণীর বাৎসল্য ভাব দরশনে সতী।
মা মা বলি ডাকিলেন মেনকার প্রতি॥
সুধামাখা বাক্য শুনি সে বিধু বদনে।
বহিল রাণীর স্নেহ বারি দুনয়নে॥
অমনি ক্রোড়েতে রাণী করিয়া তখন।
আদর বাক্যেতে মুখ করেন চুম্বন॥
প্রত্যহ করেন সেবা আসি গিরিরাণী।
পরম সন্তোষ তাহে হলেন শিবানী॥
ইতি মধ্যে পুত্রী ভাবে করিয়া কামনা
মহাষ্টমী ব্রত রাণী করেন ধারণা॥

দেখিয়া একান্ত ভক্তি কহেন শিবানী।
শুনগো শুনগো ওমা ওগো গিরিরাণী॥
সন্তুষ্টা হইয়া করিতেছি অঙ্গীকার।
দেহ অবসানে কন্যা হইব তোমার॥
সতী বাক্যে মেনকা সন্তোষ সাতীশয়।
হৃষ্ট চিত্তা চলিলেন আপন আলয়॥

সদাশিবের নিকট নন্দীর আগমন
ও বর প্রাপ্তি।

এ সময়ে একদিন দক্ষ অনুচর।
দধীচি মুনির শিষ্য নন্দী বিজ্ঞবর॥
মনেতে একান্ত ভক্তি শিব পরায়ণ।
হিমালয় গিরি আসি উপনীত হন॥
কৃতাঞ্জলি করপুটে প্রণমি শঙ্করে।
কন প্রভু দয়াময় নিস্তার দাসেরে॥
জ্ঞাত হইয়াছি হও পুরুষ পরম।
মায়ায় বিমুগ্ধ আছি দূর কর ভ্রম॥
সৃষ্টাদির কর্ত্রী সতী পরমা প্রকৃতি।
দয়াময়ী রহে যেন ও চরণে মতি॥
এক দৃষ্টে চাহি অশ্রু বহিতে লাগিল।
ভক্তি ভাবে মহাদেবে স্তব আরম্ভিল॥
হে আদি পুরুষ হও জগতের ধাতা।
পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবের দেবতা॥
সর্ব্বময় তুমি গো ত্রিলোক রক্ষা কর্ত্তা।
বিধি বিষ্ণু প্রভৃতির প্রলয়ের কর্ত্তা॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু সুরাসুর নর।
যত কিছু দেখি প্রভু ভূচর খেচর॥
ত্রিলোকের মাঝে আছে বস্তু যত রূপ।
সকলি দেখিতে পাই আপনার রূপ॥
সাকার নিকার আদি রূপ জ্যোতির্ম্ময়
তবরূপ প্রতিমূর্ত্তি সে সকল হয়॥
ললাটে যে অর্দ্ধচন্দ্র কিবা শোভা তার।
কোটি চন্দ্র দীপ্তি তাহে পরাজয় পায়॥
জটার ছটায় দীপ্তি করিছে বিস্তার।
শোভিতেছে বাম পার্শ্বে সতী আপনার
রহিয়াছে মস্তকেতে বিভুষিত ফণী।
কি রূপে করিব স্তুতি ভক্তি নাহি জানি

নিত্য পূজা করে যেই ভক্ত কি অভক্ত
দেহ পদছায়া সেই পাপে হয় মুক্ত ॥
অতএব দয়াময় আপনি ব্যতীত।
কে করিবে পারত্রাণ এ হেন পতিত ॥
স্তবে তুষ্ট মহাদেব নন্দী প্রতি কন।
অভিলাষ মত বর লহ বাছাধন ॥
নন্দী কহে প্রভু আমি এই বর চাই।
দাস হয়ে রহিব নিকটে সর্ব্বদাই ॥
তথাস্তু বলিয়া শিব দেন অনুমতি।
প্রমথ গণের মধ্যে হও গণপতি ॥
শুহে নন্দী তুমি মম ভক্তের প্রধান।
চিরকাল সুখে বাস কর মম স্থান ॥
ভক্তি ভাবে এই স্তব পাঠ যে করিবে।
অন্তকালে মোক্ষধাম সে জন পাইবে ॥

নারদের দক্ষালয়ে গমন ও দক্ষের
যজ্ঞ করিবার মন্ত্রণা।

কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্য বাসী।
কহিলেন সূত ওহে সম্প্রতি জিজ্ঞাসি
অতঃপর শিব দ্বেষ্টা দক্ষ কি করিল।
পরিতৃপ্ত নহে মন প্রকাশিয়া বল ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে সূত কহেন তখন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
জ্ঞানচক্ষু হীন দক্ষ মোহ অন্ধকারে।
জন সমাজেতে সদা শিবনিন্দা করে ॥
সে কারণে মহাদেব শ্বশুর বলিয়া।
দক্ষে নাহি কন কথা সম্মান করিয়া ॥
নাহি যান তিনি আর দক্ষের আলয়।
এ প্রকারে উভয়ের বাড়ে অপ্রণয় ॥
একদা নারদ ঋষি স্বীয় ইচ্ছা ক্রমে।
উপস্থিত হইলেন আসি দক্ষ ধামে ॥
কহিলেন দক্ষ তুমি নিন্দ শিবসতী।
সেই জন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ তব প্রতি ॥
মনগত ইচ্ছা তাঁর করহ শ্রবণ।
প্রবেশিবে তব পুরী সহ ভূতগণ ॥
বর্ষণ করিবে অস্থি আর ভস্ম খার।
অবশ্য হাতে হয় করিবে তোমার ॥

স্নেহবশে কহিলাম আসি তব পাশ।
সাবধান কদাচ না করিও প্রকাশ ॥
গমন করেন ঋষি আকাশ মার্গেতে।
শুনিয়া ব্যাকুল দক্ষ উদ্বিগ্ন চিত্তেতে ॥
দুঃখ মনে মন্ত্রীগণে করিয়া আহ্বান।
বলিলেন বিপদের করহ বিধান ॥
নারদের মুখে শুনিলাম বিবরণ।
ভূতনাথ আসি রক্ত করিয়া বর্ষণ ॥
পুরী সহ আমাদের অনিষ্ট করিবে।
ইহার বিহীত বল কি রূপ হইবে ॥
শুনি মন্ত্রীগণ বলে একি বিপরীত।
কম্পমান কলেবর ভয়ে অতি ভীত ॥
কহে প্রভু আমাদের বুদ্ধি নাহি ঘটে।
কিবা উপদেশ দিব এ রূপ সঙ্কটে ॥
যুক্তি সিদ্ধ মত যাহা আপনি কহিবে।
আজ্ঞামত সেই কার্য্য তখনি হইবে ॥
শুনি দক্ষ ক্ষণকাল স্থির করি মন।
আছয়ে উপায় এক শুন মন্ত্রীগণ ॥
উপস্থিত যজ্ঞারম্ভ স্থির করি মনে।
যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে আনিব সযতনে ॥
তাহাতে সকল বিঘ্ন দূরী কৃত হবে।
তা হইলে ভূতপতি কি রূপে আসিবে
শিব ব্যতিরেকে আসিবেন দেবগণ।
শুনিয়া তাহাতে সায় দিল মন্ত্রীগণ ॥
ক্ষীরদের তীরে দক্ষ অমনি চলিল।
বিষ্ণু আরাধনা তথা আরম্ভ করিল ॥
সন্তোষ হইয়া বিষ্ণু দক্ষ তপস্যায়।
বলেন করহ যজ্ঞ যাইব তথায় ॥
বর প্রাপ্তে প্রজাপতি আহ্লাদে মগন।
গৃহে আসি করেন যজ্ঞের আয়োজন ॥
শুভদিন শুভক্ষণ করিয়া নির্ণয়।
নিমন্ত্রণ করিলেন দেব বৃন্দচয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
উপস্থিত হইলেন দক্ষের ভবন ॥
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি আর দেব পুরন্দর।
পিতৃগণ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥

সবে মাত্র সতী শিব হন অনাগত।
নিমন্ত্রণ না করিল বিদ্বেষ বশত॥
সভাতে আগত দেখি নিমন্ত্রিত গণ।
দাণ্ডাইয়া দক্ষ রাজ কহিছে তখন॥
সকলেই সভাসদ করহ শ্রবণ।
এই যজ্ঞে সতী শিব নহে নিমন্ত্রণ॥
সে কারণে মনে কিছু না করিহ ভয়।
যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ইনি দিবেন অভয়॥
অতএব নির্ভয়েতে সভাস্থ হইবে।
স্বীয় স্বীয় যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিবে॥
এই যজ্ঞে যেই দেব হন অনাগত।
অদ্যাবধি যজ্ঞ ভাগ হইল রহিত॥
শিব শূন্য সভাতে আসিয়া দেবগণ।
কথঞ্চিত নির্ভয় দেখিয়া নারায়ণ॥
সব কন্যা সমাগত বিনা কন্যা সতী।
বস্ত্র অলঙ্কারে তোষি তা সবার প্রতি॥
প্রস্তুত হইল খাদ্য পর্ব্বত প্রমাণ।
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা রহে স্থানে স্থান॥
ভোজনের কোলাহল ব্যাপিত ধরণী।
দীয়তাং ভুজ্যতাং শুধু এই শব্দ শুনি॥
স্বয়ং বসুধা দেবী কুণ্ড রূপা হন।
নির্ধূম শিখায় প্রজ্জলিত হুতাশন॥
স্বয়ং ব্রহ্মা হইলেন যজ্ঞ কার্য্যে ব্রোত।
হোতৃকার্য্যে সহস্র সহস্র পুরোহিত॥
করিছে বেদজ্ঞ গণ সমাবেদ গান।
যজ্ঞ অধিপতি দেব স্বয়ং অধিষ্ঠান॥
যজ্ঞের রক্ষক বিষ্ণু বসি নিজাসনে।
প্রচলিত যজ্ঞ ঘোর ঘটা অনুষ্ঠানে॥

দধীচি মুনির সহিত দক্ষের কথোপকথন।

আসিয়া দধীচি মুনি সভার মধ্যেতে।
মিষ্টভাবে কহিলেন ওহে প্রজাপতে॥
উপস্থিত যজ্ঞ যাহা করিছে দর্শন।
হয় নাই হইবেনা কখন এমন॥
হৃষ্ট চিত্তে আগমন করি দেবগণ।
করিতেছেন নিজ নিজ আহুতি গ্রহণ॥
স্থানে স্থানে খাদ্য দ্রব্য পর্ব্বত আকার।
করিতেছে প্রাণীগণ আহার বিহার॥
কিন্তু এক কথা আমি মনে ভাবিতেছি
কি হেতু ঈশান দিক শূন্য দেখিতেছি॥
বুঝিবারে নাহি পারি একি বিপরীত।
কি হেতু ত্রিদশেশ্বর নাহি উপস্থিত॥
মহর্ষির বাক্য শেষ হইল যেমন।
কুপিত হইয়া দক্ষ কহিছে তখন॥
মহাদেব হয় অতি অমঙ্গলশীল।
সে কারণে তার সহ নাহি মম মিল॥
সে হয় দুর্জ্জন সঙ্গী কদর্য্য ব্যাভার।
যজ্ঞভাগ যজ্ঞ পাত্র না হউক আর॥
দক্ষের কটূক্তি শুনি মুনিবর কন।
ওহে প্রজাপতে তবে করহ শ্রবণ॥
যদি মৃত দেহ রত্নে বিভুষিত রয়।
প্রকাশ করিতে শোভা সক্ষম না হয়॥
সেই রূপ যজ্ঞ তব না হয় শোভন।
শ্মশান ভুমির মত করি দরশন॥
মুনির বাক্যেতে দক্ষ কোপে কম্পমান
ওহে মুনে তোমাকে কে করিল আহ্বান
কি কারণে তুমি হে এস্থানে আসিয়াছ
কি লাগিয়ে ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করিছ
কেন বা এমত কথা বল অকারণ।
এ স্থান হইতে তুমি করহ গমন॥
মুনি কন আহুত বা হই অনাহুত।
জ্ঞানী হয়ে বাক্য তব বাতুলের মত॥
ওরেরে দুর্মুখ আমি থাকি কিম্বা যাই।
বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই॥
যদি হিত চাহ তবে মম বাক্য ধর।
এই ক্ষণে দেব দেবে আবাহন কর॥
নতুবা এ যজ্ঞ তব সিদ্ধ হইবে না।
হিতে বিপরীত হবে শিবে করি ঘৃণা॥
সত্যহীন বাক্য বেদবিহীন ব্রাহ্মণ।
গঙ্গা বিহীনেতে হয় এদেশ যেমন॥
পুত্রহীন গৃহী তার না হয় শোভন।
ঘৃতহীন হোম তিল বিহনে তর্পণ॥

পতিহীনা নারী তার জীবনে কি ফল।
শিবহীন যজ্ঞে হয় সকলি নিষ্ফল॥
দক্ষ বলিলেন ওহে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ।
যে স্থানে জগৎ পতি বিষ্ণু আগমন॥
সে স্থানে কি অমঙ্গল কিছু নাহি বোধ
শুনহে ব্রাহ্মণ তুমি বড়ই নির্ব্বোধ॥
ক্রোধে দক্ষ আজ্ঞা দেন প্রহরি গণেরে
দুর করে দাও এরে যজ্ঞের বাহিরে॥
এই কথা শুনি মুনি হাসেন তখন।
পূর্ব্ব ক্রোধ যাহা ছিল করি সম্বরণ॥
মুনি কন দক্ষ কিবা করিতেছে ভেদ।
জিনি বিষ্ণু তিনি শিব নাহি ভেদাভেদ
অভেদ হৃদয় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নয়।
"একমেব অদ্বিতীয়ং" এই শাস্ত্রে কয়॥
হরি হর এক আত্মা ওহে প্রজাপতি।
জানিয়া করহ নিন্দা ঘটেছে কুমতি॥
একের নিন্দায় উভয়ের অপমান।
কি রূপে হইল তব হত দিব্যজ্ঞান॥
শঙ্করের ক্রোধানলে রক্ষা নাহি আর।
অচিরেই এই যজ্ঞ হবে ছার খার॥
তুমি অতিশয় বিজ্ঞ আমি হে অভিজ্ঞ।
দেখিব কি রূপে তব রক্ষা হয় যজ্ঞ॥
ত্যাজিলাম স্থান দণ্ড কি দিবে আমাকে
অতি শীঘ্র শিবদণ্ড পড়িবে মস্তকে॥
এই কথা বলি মুনি অতি মৃদুস্বরে।
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় যান রোষভরে॥
সভা মধ্যে মুনি বরে দেখি নির্গমন।
দুর্ব্বাসা কনাদ আদি গৌতম চ্যবন॥
কর্ণ দেশে হস্তার্পণ করিয়া অমনি।
যজ্ঞ স্থান পরিত্যাগ করেন তখনি॥
এ দিকেতে প্রজাপতি শিব নিন্দা দোষে
ক্ষীণ পুণ্য হইয়াছে মায়া শক্তি বশে॥
মণি রত্ন প্রভৃতি করিছে বিতরণ।
ব্রাহ্মণে দিতেছে দান বস্ত্র আভরণ॥
বেদব্যাস বলিলেন শুনহ জৈমিনে।
হিমালয়ে সতী শিব বসি একাসনে॥
সমাদরে হইতেছে কথোপকথন।
অন্তর যামিনী মনে হইল তখন॥
নিরত মেনকা রাণী করয়ে যতন।
সর্ব্বদাই কন্যা ভাবে করে আকিঞ্চন॥
বশীভূতা হইয়া করেছি অঙ্গীকার।
জনম লইব আমি গর্ভেতে তাহার॥
সময় আগত প্রায় হইল সে পক্ষে।
করিব উপায় দক্ষ যজ্ঞ উপলক্ষে॥
মুগ্ধ হয়ে দক্ষ করি শিবের বিদ্বেষ।
উপার্জ্জিত পুণ্য তার হইয়াছে শেষ॥
কি রূপে পিতার যজ্ঞে করেন গমন।
কৌশলে করেন তারি ছল অন্বাষণ॥

নারদের মুখে যজ্ঞ সংবাদ।

সে সময়ে উপনীত নারদ মহর্ষি।
সাষ্টাঙ্গেতে সতী শিবে প্রণমিল আসি
ওহে দয়াময় দেব করহ শ্রবণ।
হইতেছে যজ্ঞারম্ভ দক্ষের ভবন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি রসাতল বাসী।
যেই স্থানে যত প্রাণী উপস্থিত আসি॥
ত্রিসংসার মধ্যে আপনারা দুই জন।
কি ভাবিয়া দক্ষ নাহি করে নিমন্ত্রণ॥
প্রবেশ করিয়া সভা তব অদর্শনে।
দুঃখিত হইয়া স্থান ত্যাজি সেই ক্ষণে॥
আইলাম ও পদে করিতে নিবেদন।
উচিত বিহীত কার্য্য করুণ এখন॥
এতাদৃশ দর্প দক্ষ কি লাগিয়া করে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যাহা করিতে না পারে
শান্ততম যোগীশ্বর কহেন তখন।
কি হানি আমার না করিলে নিমন্ত্রণ॥
যদি বল সেই যজ্ঞে করিতে গমন।
ওহে বৎস আমাদের নাহি প্রয়োজন॥
পুনর্ব্বার নারদ করিয়া যোড় হাত।
কহেন কি হানি সত্য ওহে সতীনাথ॥
অবজ্ঞা করিবে প্রভু সকল লোকেতে।
কি রূপে এ বাদ তাহা সহিবে প্রাণেতে

অতএব বাঞ্ছা যজ্ঞে করিয়া গমন।
নিজতেজে যজ্ঞ ভাগ করুন গ্রহণ॥
শিব কন শুন বলি ওরে বাছাধন।
লোকের অবজ্ঞা আমি না করি গনণ॥
যা হবার তাই হবে আমি না যাইব।
সতীকেও কদাচিত তথা না পাঠাব॥
নীরদ ভাবেন মহাযোগী মহেশ্বর।
নাহি হন ক্রুদ্ধ শান্তিগুণের সাগর॥
হইল আশা নিরাশা বলি আর কাকে।
এক কথা বলে যাই জগদম্বা মাকে॥
এই রূপ চিন্তা করি কহেন তখন।
মাতঃ জগদম্বে মম এই নিবেদন॥
পিতৃ গৃহে হইতেছে সমারোহ কার্য্য।
কন্যা হয়ে কি রূপে রহিবে ধরি ধৈর্য্য
অন্য অন্য ভগ্নিগণে বিবিধ প্রকার।
দিতেছেন প্রজাপতি বস্ত্র অলঙ্কার॥
করেছেন যজ্ঞারম্ভ দর্প করি অতি।
দর্পচূর্ণ হেতু মাতা হও যত্নবতী॥
মহাদেব সর্ব্ব কালে যোগ পরায়ণ।
কোন চেষ্টা নাই দুষ্ট করিতে দমন॥
স্তুতি নিন্দা শত্রু মিত্র সকলি সমান।
কিছুতেই নাই তার মান অপমান॥
হে দর্পহারিণী দুর্গা জানাই চরণে।
কৃপা করি যাও মাতা দক্ষের ভবনে॥
এই কথা বলি পরে ঋষি মতিমান।
সতী শিবে প্রণমিয়া করেন প্রস্থান॥

সতী শিবের কথোপকথন।

যজ্ঞ বার্ত্তা শুনি দেবী মহাদেবে কন।
শুন প্রভু দয়াময় আমার বচন॥
এইটী আমার মনে হয় অভিলাষ।
উভয়ে যাইব দেব পিতার আবাস॥
ক্রোধ বশে নিমন্ত্রণ না করেন পিতা।
যাইলে অবশ্য হবে ক্রোধের সমতা॥
পিতা মাতা কন্যা আর জামাতা শ্বশুর।
হইতে পারেনা প্রভু নিতান্ত নিষ্ঠুর॥

সতী বাক্য শুনি কন সহাস্য বদনে।
প্রিয়তমে এই কথা না করিহ মনে॥
ঐশ্বর্য্য গর্ব্বেতে দক্ষ হইয়া গর্ব্বিত।
মম অপমান জন্য যজ্ঞ উপস্থিত॥
শ্বশুর আলয়ে হয় জামাতৃ গমন।
সে কেবল উভয়ের গৌরব কারণ॥
ইথে যদি কোন রূপে হয় অপমান।
বড়ই আক্ষেপ হয় মৃত্যুর সমান॥
পাছে মান ভঙ্গে হয় অনিষ্ট ঘটনা।
ক্রোধে নাহি থাকে হিতাহিত বিবেচনা
দরিদ্র ভিখারী সদা বলে প্রজাপতি।
যাইলে করিবে গ্লানি ক্ষমা দাও সতী॥
মান পাইবার স্থলে পায় অপমান।
বিচারি এমন স্থান ত্যেজে বুদ্ধিমান॥
অতএব ও কথা না কর উত্থাপন।
শুনহ মিনতি সতী স্থির কর মন॥
সতী কন আছে মম আর এক কথা।
একান্ত আপনি যদি না যাবেন তথা॥
আমারে করুন আজ্ঞা করিব গমন।
মহা মহোৎসব যজ্ঞ করিতে দর্শন॥
কত শত দীনহীন পাইতেছে মান।
আমি কন্যা কি লাগিয়ে হব অপমান॥
যাইব তথায় মন ধৈর্য্য নাহি মানে।
পিতৃ গৃহে প্রয়োজন নাহি নিমন্ত্রণে॥
আমি কন্যা মম মুখ করিয়া দর্শন।
অবশ্য হইব তাঁর দয়ার ভাজন॥
অনন্তর বুঝাইয়া পিতাকে বলিব।
তব যজ্ঞভাগ আমি লইয়া আসিব॥
মোহ বসে পিতা মম চিনিতে না পারে
উচিত কর্ত্তব্য জ্ঞান দান কর তাঁরে॥
আপনিত জ্ঞান দাতা ওহে দয়াময়।
তব উপদেশে দিব্য চক্ষের উদয়॥
মোহ নাশ কর প্রভু শুদ্ধ হক মন।
শ্বশুরের প্রতি কেন নিষ্ঠুর এমন॥
শিব কন প্রিয়তমে আমাতে যে রক্ত।
সমর্পণ করে আত্ম আমার সতত॥

তাহারি বিশুদ্ধ জ্ঞান হয়ত উদয়।
অভক্তের পক্ষে প্রিয়ে সে প্রকার নয়॥
মম অপমান জন্য যজ্ঞের উদ্দেশ।
নিমন্ত্রণ করে নাই করিয়া বিদ্বেষ॥
গমন করিলে তথা সম্মান পাবেনা।
যদি পাও তাতে সুখোদয় হইবেনা॥
করিবে আমার নিন্দা কতই না জানি।
সর্ব্বনাশ ঘটাইবে সেই নিন্দা শুনি॥
বিদীর্ণ হৃদয় মম তাই ভাবি মনে।
বারম্বার মোরে কষ্ট দাও অকারণে॥
দিবনা বিদায় যত ক্ষণ রবে প্রাণ।
এতে হয় হক প্রিয়ে মান অপমান॥
ভর্ত্তাকে অবজ্ঞা করে যে কামিনীগণ।
অবশ্য অবশ্য তাঁরা দুঃখভাগী হন॥
সতী কন অতিশয় হয়েছি উম্মনা।
কিছুতেই তব নিবারণ শুনিব না॥
শুনি ক্রোধে শিব কন আরক্ত নয়ন।
পতিবাক্য বারম্বার করিছ হেলন॥
কি লাগি সে স্থানে তুমি করিবে গমন।
না জানি কি মন ভাব করেছ ধারণ॥
বুঝাইলে বুঝিবে না যাইবে সে স্থানে।
সন্তোষ হইবে বুঝি মম নিন্দা শুনে॥
কহিলেন মহেশ্বর রোষঘূর্ণিত স্বরে।
আরক্ত নয়না সতী হন ক্রোধ ভরে॥

সতীর দশ মহাবিদ্যা রূপ ধারণ।

মনে মনে মহাদেবী ভাবি একবার।
বলেন এখন দেখি একি চমৎকার॥
অনেক তপস্যা দ্বারা পাইয়া আমায়।
সম্প্রতি গর্ব্বিত কিছু দেখি অভিপ্রায়॥
ত্যজিব দর্পিত পিতা নাহি চাই তাঁরে।
কিঞ্চিত কালের জন্য ত্যজিব শঙ্করে॥
আমার বিরহে শম্ভু হইয়া কাতর।
পুনর্ব্বার তপস্যা করিবে বহুতর॥
আমিও জনম লব হিমালয় ঘরে।
পুনরপি পত্নি রূপে পাইবে আমারে॥
এই ভাবি দাক্ষায়ণী কোপে বিস্ফারিত।
আরক্ত নয়ন হেরি শঙ্কর মোহিত॥
ওষ্ঠাধর কম্পমান হইল তখন।
প্রজ্জ্বলিত ত্রিনয়ন যেন হুতাশন॥
দেখিতে দেখিতে মুখে অট্ট অট্ট হাস।
ভয়ানক ভীমা মূর্ত্তি করেন প্রকাশ॥
তিমির বরণা ঘোর চতুর্ব্বাহু ধরি।
লোলজিহ্বা এলোকেশী তাহে দিগম্বরী
অর্দ্ধ চন্দ্র শোভিতেছে ললাট ফলকে।
গলদেশে মুণ্ড মালা কিরটী মস্তকে॥
প্রতি লোম কূপে অগ্নি হয় নিঃসরণ।
ভয়ানক হুহুঙ্কারে কম্পে ত্রিভুবন॥
হেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি শিব ভয়ে ভীত।
কাতরে সে স্থান ত্যাজি হন পলায়িত॥
পতির দুর্গতি সতী করি নিরীক্ষণ।
ভয় নাই ভয় নাই কহেন তখন॥
শঙ্করী অভয় দান দিতেছেন যত।
সে রবও শঙ্করের ভীতিপ্রদ তত॥
ততোধিক দ্রুত বেগে হন ধাবমান।
দেখি গতি রোধে দেবী হন যত্নবান॥
দশ দিক রুদ্ধ দেবী করিয়া তখন।
ধরিলেন দশ মূর্ত্তি অতীব ভীষণ॥
তাহাতেই পলায়নে হয় যে নিবৃত্তি।
দশদিকে দেখি দশ ভয়ানক মূর্ত্তি॥
মহাভয়ে বদনেতে আচ্ছাদিয়া হস্ত।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন শরীর কম্পিত॥
কিঞ্চিত পরেতে করি নেত্র উন্মীলন।
সম্মুখেতে শ্যামা মূর্ত্তি করেন দর্শন॥
শান্তভাব তাহে অতি দেখিতে সুদৃশ্য।
ত্রিনয়নী দিগম্বরী মুখে মন্দ হাস্য॥
জিজ্ঞাসেন মহাদেব হইয়া ব্যাকুল।
কে আপনি শ্যামা দেবী হও অনুকূল॥
আমি হে কাতর অতি শুন গুণবতী।
দেখেছ কি কোথা গেল মম প্রাণ সতী
হাঁসিয়া বলেন শ্যামা ও প্রাণ বল্লভ।
চিনিতে না পার মোরে একি অসম্ভব॥

এই আমি তব সতী আছি সম্মুখেতে।
নির্ম্মল বুদ্ধিতে মোহ জন্মিল কি মতে॥
শিব কন তুমি যদি দক্ষ কন্যা হবে।
ঘোর কৃষ্ণবর্ণা ভয়দাত্রী কেন তবে॥
দশদিকে দশ মূর্ত্তি দেবীরা সকল।
দেখিয়া ভয়েতে আমি নিতান্ত বিহ্বল
সতী কন পূর্ব্ব ভাব হইলে বিস্মৃত।
জন্মিলাম দক্ষ গৃহে অঙ্গীকার মত॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি গৌরাঙ্গী বরণ।
এখন সে মূর্ত্তি মম হয়েছে ভীষণ॥
বিনাশ করিব যজ্ঞ করিয়াছি মনে।
ভীমা মূর্ত্তি দেখি ভয় পাও অকারণে॥
যে দেখিছ দশ মূর্ত্তি সমস্তই আমি।
সকলে তোমার পত্নী তুমি মম স্বামী॥
ভয়ে ভীত ধাবমান দেখিয়া তোমায়।
দশ দিক রক্ষা করি দশ অবস্থায়॥
শুনিয়া করুণ বাক্য দূরীকৃত ভয়।
মহেশের মহাজ্ঞান হইল উদয়॥
ভাবেন কৃতঘ্ন কার্য্য হয়েছে আমার।
প্রকৃতির প্রতি করিয়াছি তিরস্কার॥
যাঁর জন্য মহাযোগে নিয়তই রত।
তাঁহার উপর কটু বাক্য বিনিঃসৃত॥
করিয়াছি অপরাধ তারি পরিতাপ।
করেন মিনতি স্তুতি পাছে দেন সাপ॥
অজ্ঞান বশতঃ আমি মোহে অচেতন।
প্রয়োগ অপ্রিয় বাক্য করি সে কারণ॥
হইয়াছি ইহাতে নিতান্ত অপরাধী।
উৎপত্তি করিয়া নষ্ট করা নহে বিধি॥
অতএব বিশ্বমাতা নিবেদি চরণে।
কৃপায় করুণ ক্ষমা দীন দাস জনে॥
এইরূপে নানা স্তুতি করেন শঙ্কর।
হাস্য করিলেন সতী না দেন উত্তর॥
নির্ভীত হলেন শিব পাইয়া ভরসা।
দশ মূর্ত্তি সারতত্ত্ব করেন জিজ্ঞাসা॥
সতী কন আশুতোষ শুন বলি সার।
দেবতা সাররেতে হয় স্বরূপ আমার॥

তার মধ্যে অন্য অন্য হয় অঙ্গ বিদ্যা।
ইহারা যে মহাবিদ্যা আমি হই আদ্যা
সাবধানে শুন বলি ইহাদের নাম।
প্রত্যেক রূপেতে দেন ধর্ম্ম মোক্ষ কাম॥

কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা
বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।

সম্মুখে আছেন কালী ভীম ত্রিলোচনা
ঊর্দ্ধভাগে তারা ঐ হন শ্যাম বর্ণা॥
সব্যভাগে দেখহ সুস্থির করি মন।
স্বহস্তেই নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন॥
রুধির করিছে পান ছিন্ন বদনেতে।
ছিন্নমস্তা বলি নাম জান ভাল মতে॥
বামেতে আছেন ঐ সে ভুবনেশ্বরী।
নৈঋত ভাগেতে দেখ ত্রিপুরা সুন্দরী॥
ঐ যে বগলা মুখী পৃষ্ঠ দেশে বসি।
অগ্নিকোণে ধূমাবতী ঈশানে ষোড়শী॥
বায়ুকোণে মাতঙ্গী রূপের নাহি সীমা।
স্বয়ং আমি দেখ এই ভৈরবী যে ভীমা॥
এই দশ মহাবিদ্যা ভীষণ আকৃতি।
আমারি সমস্ত রূপ তব পত্নী সতী॥
আমি হই যাবতীয় দেবের দেবত্ব।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর তব উপরে কর্ত্তৃত্ব॥
এই মহাবিদ্যা যেবা নিগূঢ় ভাবিবে।
ভোগ মোক্ষ তার পক্ষে করস্থ হইবে॥
ইহাদের যন্ত্র মন্ত্র পূজা প্রকরণ।
স্তোত্র ও কবচ হোম ও পুরশ্চরণ॥
উপদেশ কর্ত্তা তুমি হইবে ইহার।
তোমা ভিন্ন অন্য কার নাহি অধিকার
আগম আপনা হতে হইবে বিখ্যাত।
আগম ও বেদ হয় মম বাহু মত॥
এই বাহু চরাচর করয়ে ধারণ।
হেন বেদাগম যেই করে উলঙ্ঘণ॥
মম হস্ত হইতে হইবে বিগলিত।
অচিরে হইবে সেই অধঃতে পতিত॥

এই বেদাগম হয় দুস্তর বিশেষ।
বড়ই দুর্জ্ঞেয় বিনা গুরু উপদেশ॥
বিচক্ষণ ব্যক্তি তত্ত্ব করিয়া বিচার।
বেদাগম ভেদ সেই না করে ব্যবহার॥
কিন্তু এই মহাবিদ্যা উপাশক গণ।
গুপ্ত অবধোত মত করিবে ধারণ॥
যন্ত্র মন্ত্র কবচাদি স্থাপনা করিবে।
আরাধনা করিবেক গোপনীয় ভাবে॥
প্রকাশেতে সিদ্ধি হানি এই জন্য বলি
করিবে সাধক এই সাধনা প্রণালী॥
তুমি নাথ হও প্রাণ বল্লভ আমার।
সে কারণে করিলাম সমস্ত বিস্তার॥
আমি হে তোমারি সেই প্রিয়তমা সতী
দর্পিষ্ঠ পিতার জন্য ভীষণ মুরতি॥
দর্প চূর্ণ হইবার করিব উপায়।
যাইব যজ্ঞেতে আজ্ঞা করুন আমায়॥
ভীত মনে মহাদেব ছিলেন তখন।
ভীমার করুণ বাক্যে সুস্থ হয় মন॥
অন্তরে আনন্দ শিব করেন মিনতি।
জেনেছি আপনি দেবী পরমা প্রকৃতি॥
আপনিই মহাবিদ্যা হন আদি ভুতা।
সর্ব্ব ভুতে সম ভাবে তুমি অবস্থিতা॥
স্বতন্ত্রা পরমা শক্তি বিধাতার বিধি।
আপনাতে কিছুই নিষেধ নাই বিধি॥
যাইবে যজ্ঞেতে যদি হইয়াছে মন।
অভিরুচি মত কার্য্য করুন এখন॥
মোহ বশে না জানিয়া করিয়াছি মানা
আত্ম পতি জ্ঞানে দোষ করহ মার্জ্জনা

কালী রূপে সতীর দক্ষালয়ে গমন।

চলিলাম আমি নাথ দক্ষের ভবনে।
প্রথম গণের সহ থাক এই স্থানে॥
উর্দ্ধভাগে তারাদেবী তখনি আসিয়া।
ভৈরবী ভীমার সহ যান মিশাইয়া॥
অন্য অন্য যত মুর্ত্তি ছিল মূর্ত্তি মান।
ক্রমে ক্রমে তাঁরা সব হন অন্তর্দ্ধান॥

অনন্তর গমনের উদ্যোগ দেখিয়া।
নন্দী প্রভৃতি মহাদেব কহেন ডাকিয়া॥
সত্বরেই সেই রথ কর আনয়ন।
অযুত সিংহেতে যাহা করে সঞ্চালন॥
রত্ন মালা বিভুষিত তার চারি ভিত।
নানা বিধ পতাকায় রথ সুশোভিত॥
বেগবান গতি যেন প্রবল পবন।
সাজাইয়া রথ নন্দী আনিল তখন॥
উঠিলেন রথে শ্যামা দেখি হয় ভয়।
সুমেরু শৃঙ্গেতে মেঘ রাশির উদয়॥
গম্ভীর ভীষণ মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল।
বোধ হয় এই বারে প্রলয় হইল॥
চালাইল রথ নন্দী প্রবল বেগেতে।
শঙ্কর চাহিয়া রন একই দৃষ্টিতে॥
শোক দুঃখে উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন
ক্রোধান্বিত কালী মূর্ত্তি করিয়া দর্শন॥
প্রচণ্ড তেজেতে যেন মার্ত্তণ্ড পতন।
সচকিত হইয়া উঠিল প্রাণীগণ॥
সাগর সংক্ষুব্ধ বেগে বহে সমীরণ।
অমঙ্গল উল্কাপাৎ হয় ঘনে ঘন॥
ক্ষণার্দ্ধ মাত্রেতে দক্ষালয়ে উপস্থিত।
যাবতীয় লোক ভয়ে হইল চকিত॥

সতীর প্রসূতী নিকট গমন।

প্রেবেসি দক্ষ ভবনে, ভাবিছেন মনে মনে
মুক্তকেশী দেবী দাক্ষায়ণী।
চলিলেন অন্তঃপুরে, ডাকিছেন মৃদুস্বরে,
কোথা গো মা প্রসূতি জননি॥
বহু দিনে সমাগতা, দেখিলেন নিজ সুতা
দক্ষ পত্নি অমনি আসিয়া।
আদরে বাহু পশারি, লইলেন ক্রোড়ে করি
অঞ্চলেতে মুখ মুছাইয়া॥
চুম্বি মুখ বারে বার, অশ্রুজল অনিবার,
হৃদি মাঝে হইল প্লাবিত।
বলেন হাঁগো মা সতী, মহাশিবে পেয়েপতি
জননীকে হয়েছ বিস্মৃত॥

তব মুখ অদর্শনে, থাকিতাম শোক মনে,
মনে করিতে না একবার।
অদর্শনে দুঃখ যত, শোক রাশি সমুদ্ভূত,
নিবারণ হইল আমার॥
পিতা তব প্রজাপতি, নাহি জানি কিদুর্ম্মতি
মোহ বশে হারায়াছে জ্ঞান।
তুমি যদি না আসিতে, জননীকে দেখা দিতে
না হইত শোকে পরিত্রাণ॥
মন্দ বুদ্ধি উপস্থিত, নাহি জ্ঞান হিতাহিত
না চিনিল শিব হেন ধন।
জননী তব মহেশে, বিদ্বেষের সে উদ্দেশে
না করিল যজ্ঞে আবাহন॥
ক্রেনৃশংস আচরণে, যাবতীয় বামাগণে,
করিয়াছিকত নিবারণ।
কুবুদ্ধি তাহে ঘটিল, হিত বাক্য না শুনিল
বারম্বার করিল হেলন॥
সতী কন ও জননি, যজ্ঞেশ্বর হন যিনি
যিনি হন দেবের দেবতা।
এই ত্রিলোক মাঝারে, যে চরণ পূজা করে
আরাধয়ে বিষ্ণু ও বিধাতা॥
হেন শিবে অকারণ, না হইল নিমন্ত্রণ,
একথা যে কহিবার নয়।
এই যজ্ঞ নিরবিঘ্নে, সমাপ্ত হবে কেমনে,
দুর্ঘটনা ঘটিবে নিশ্চয়॥
সতী বাক্য হলে শেষ, প্রসূতি কন বিশেষ
ও গো বৎসে করহ শ্রবণ।
ভয়প্রদ সাতিশয়, গাত্র রোমাঞ্চিত হয়,
রজনীতে সপ্ন দরশন॥
একদেবী অকস্মাৎ, যেন কোটি সূর্য্যপাত
যজ্ঞ স্থলে হন উপনীত।
শ্যামবর্ণা সে ষোড়শী, মুখে অট্ট২ হাসি,
হেরি ভয়ে হই সচকিত॥
যেন আসি প্রজাপতি, করিয়ে মিনতি নতি
কন দেবী কে হন আপনি।
সমারোহযজ্ঞ স্থলে, কেন এখানে আইলে
কহ মাতা কাহার ঘরণী॥

দেবী কন ওহে পিতঃ, কিজন্য হলে বিস্মৃত,
নিজ কন্যা নারিলে চিনিতে।
শুনি দক্ষ ক্রোধে অতি, পীনাকাওসতী প্রতি
আরম্ভিল ভৎসনা করিতে॥
সেই সতী পতিপ্রাণা, পাইয়া অবমাননা,
বিষাদিতা হইলেন অতি।
পতিনিন্দা প্রাণে স্বলে, হেরি যজ্ঞীয় অনলে
স্বদেহকে দিলেন আহুতি॥
পরেতে প্রমথগণ, ভূতগণ অগণন,
বিনাশ করিল যজ্ঞ আসি।
করিলেক মহামার, দেবগণেরে প্রহার,
বধিলেক প্রাণী রাশি রাশি॥
পরে ভীষণ মুরতি, বিনাশিল প্রজাপতি,
নখে মুণ্ড করিয়া ছেদন।
আমরা সব রমণী, হা হতাস্মি এই ধ্বনি,
উচ্চৈঃস্বরে করিযে রোদন॥
ব্রহ্মা আসি ক্ষুণ্ণ মনে, দক্ষে দেখি ধরাসনে
হিমালয়ে করেন গমন।
বিধিমতে বাক্য ভাষি, আশুতোষে পরি-
তোষি, যজ্ঞস্থানে করি আনয়ন॥
হন দেব কৃপাবান, দক্ষের জীবন দান,
সাজা দেন ছাগ মুণ্ড দিয়া।
দেখিয়াছিলাম স্বপ্ন, কহিলাম বিবরণ,
তদবধি কম্পান্বিত কায়া॥
স্বপ্ন কথা সতী শুনি, কহিলেন ও জননি,
বোধ হয় সত্যই হইবে।
শিব নিন্দা ফলা ফল, ফলিবে উচিত ফল
তবে পিতা জ্ঞান পাপ্ত হবে॥
সতীর বাক্য শুনিয়া, প্রসূতি মুখ চুম্বিয়া
পরিপূর্ণ নয়ন জলেতে।
স্বপ্ন কথা সত্য নয়, কিন্তু মনে ভয় হয়,
অমঙ্গল দেখিয়া তোমাতে॥
তোমার চন্দ্র বদনে, বিষম কথা শ্রবণে,
তাপিত হইল মম প্রাণ।
স্বপ্নে দেখি অমঙ্গল, হৃদিপায় সুমঙ্গল,
দিন দিনে বাড়য়ে কল্যাণ॥

তুমি মা সর্ব্ব মঙ্গল, কিসে সব অমঙ্গল,
যে নামেতে অমঙ্গল যায়।
দেখমা তব জননী,তোমার লাগি দুঃখিনী
পরিত্যাগ করিও না মায় ॥
জননীকে প্রণমিয়া, মায়ের আজ্ঞা লইয়া
যজ্ঞ স্থানে করেন গমন।
দক্ষপুরবাসীগণ, পরস্পরে কথা কন,
সতী রূপ করিয়া দর্শন ॥
সতী কনক বরণী, ছিলেন শান্ত রূপিণী,
মিষ্ট ভাষী কমল বদনা।
এক্ষণে ভীম রূপিণী, যেন সংহার কারিণী
মুক্তকেশী আরক্ত নয়না ॥
দ্বিপীচর্ম্ম পরিধান, কোপভরে কম্পমান,
ক্রোধপূর্ণ ভীষণ বদন।
দেখি মনে হয় ত্রাস, সংসার করিবে গ্রাস
কি করিবে যত দেবগণ ॥
তাহাতে দক্ষ দুর্মতি,আজ কিহবে দুর্গতি,
ক্ষণ কালে প্রলয় ঘটিবে।
ইনি করিলে সংহার,উপায় নাহিক তার
বিধি বিষ্ণু কে রক্ষা করিবে ॥
কালী রূপা সতী যান যজ্ঞীয় সভায়।
রূপ হেরি দ্বিজগণ এক দৃষ্টে চায় ॥
সকলেই পরস্পরে লাগিল বলিতে।
হেন রূপ নাহি দেখি ত্রিলোক মাঝেতে
ঘোরতর তিমির বরণ রূপ রাশি।
ব্যাপিত হইল নভো মণ্ডল প্রকাশি ॥
আলোকে তিমির কুল ব্যাকুল থাকিত
কাল রূপে রবি রশ্মি এবে লুক্কায়িত ॥
তিমির রূপিণী রূপ করেন প্রকাশ।
কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য করি উপহাস ॥
এক্ষণে তিমির কুলে হইল যে জয়।
সকল তেজস্বী কুল পরাজিত হয় ॥
ইতি পূর্ব্বে দেখিয়াছি কি কহিব আর
ভানুভয়ে লুকায়ে থাকিত অন্ধকার।
পূর্ণ চন্দ্র ভয়ে সে যাইত গৃহকোণে
অনলের ভয়ে পলাইত দূর স্থানে ॥

সে সমস্ত দুঃখ আজ হলো দূরীকৃত।
তিমির রূপের কাছে সব রূপ হত ॥
কেহ বলে দেখ দেখ এ আর কেমন।
প্রতি লোমকূপে তেজবিন্দু নিঃসরণ ॥
বুঝি চির পরাজিত তিমিরের দল।
সময় পাইয়া আজ হয়েছে প্রবল ॥
পরাজিত দিবাকর করি পলায়ন।
কালী রূপে বুঝি তাই লয়েছে স্মরণ ॥
পূর্ণ চন্দ্র খণ্ড খণ্ড ঐ অতি মানে।
নখছলে পদতলে পড়িয়া চরণে ॥
প্রজ্জ্বলিত অনল ভাবিয়া মনে মনে।
আশ্রয় লইল গিয়া নয়নের কোণে ॥
কেহ বলে চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন।
অতিশয় বুদ্ধিমান এই তিন জন ॥
প্রবল বৈরী নিকটে মানে হয়ে হত।
সময় ভাবিয়া হন শত্রু অনুগত ॥
কৌশলেতে নিজ কার্য্য করিয়া সাধন
জন সমাঝেতে তাই স্মরণীয় হন ॥
তাই কোন অঙ্গ শোভা করিতে কীর্ত্তন
তুলনা কারণ হয় ও গুণ কথন ॥
এই রূপে নানা কথা হয় কাণাকাণী।
যজ্ঞীয় শালার মধ্যে যান দাক্ষায়ণী ॥
দেখিলেন দক্ষরাজ স্বজনে বেষ্ঠিত।
শিবনিন্দা করিছেন হয়ে পুলকিত ॥
দেখিয়া না দেখিলেন আপন দুহিতা।
তাহা দেখি ততোধিক দেবী কোপান্বিতা
দেবর্ষি মহর্ষিগণ আর দেবচয়।
কালী রূপা সতী দেখি কম্পিত হৃদয় ॥
দক্ষ ভয়ে কেহ কিছু না কন সাহসে।
মনে মনে স্তুতি বাদ করেন মানসে ॥
সহসা সে যজ্ঞ স্থল নিস্তব্ধ দেখিয়া।
চতুর্দ্দিকে দক্ষরাজ দেখেন চাহিয়া ॥
যজ্ঞীয় মন্দির মাঝে একটি কামিনী।
ক্রোধেতে উন্মত্তা ঘোর অঞ্জন বরণী ॥
ভাবে মনে হবে বুঝি ইহারি কারণ।
সকলে হয়েছে ভীত করিয়া দর্শন ॥

স্ব হস্তেতে দক্ষরাজা করেন জিজ্ঞাসা।
কে আপনি কার কন্যা এখানে কি আশা।
লজ্জাহীনা দেখিতেছি একি ব্যাবহার
মম সতী মত দেখি অঙ্গের আকার॥
সতী কন দুঃখের বিষয় মম পক্ষে।
চিনিলেনা নিজ কন্যা দেখিয়া স্বচক্ষে
আমি তব সেই কন্যা যার নাম সতী।
আপনার পদে পিতা করিগো প্রণতি॥
শুনিয়া দক্ষের হয় দুঃখের উদয়।
ম্লানমুখ প্রজাপতি সকরুণে কয়॥
হা সুতে হা পুত্রী ছিলে সুবর্ণ বরণা।
কি হেতু এখন বল হয়েছ মলীনা॥
ভিখারীর হস্তে আমি করেছি অর্পণ।
নাহি পরিধান বস্ত্র নাহি আভরণ॥
তাই আসিয়াছ মাতা এই যজ্ঞস্থলে।
হা বিধাতা এই ছিল তোমার কপালে
অযোগ্য পতিলাভে কি হয়েছ মানিনী
এলো কেশা বন্ধনাদি কর নাই বেণী॥
এ রূপ বিবস্ত্রা কেন দেখিগো তোমায়
গর্জ্জন করিছ কাল সর্পিনীর ন্যায়॥
শিব পত্নী বলি ঘৃণা হয় মম মনে।
তাই মা নিষেধ ছিল তব আবাহনে॥
তোমাতে আমার নাই স্নেহের অভাব।
আছয়ে সন্ততি স্নেহ পরিপূর্ণ ভাব॥
কিন্তু সেই শিব তার ভূত সঙ্গে রয়।
তার মুখ দেখিলে দুর্দ্দিন বোধ হয়॥
সে পাপিষ্ঠ অধমের নাম করি ও না।
আপনি এসেছ তুমি তাহে নাই মানা॥
খাদ্য দ্রব্য আদি মাতা করহ ভোজন।
রাখিয়াছি তব লাগি বস্ত্র আভরণ॥
ত্রৈলোক্য সুন্দরী তুমি ও মৃগ নয়না।
ভিখারীর হস্তে পড়ি তব এ যন্ত্রণা॥
বুক ফাটে দেখে দুঃখ সহেনা সহেনা।
যত দিন বেঁচে রব এ দুঃখ যাবেনা॥
যত দিন সে পাপাত্মা না হয় প্রাণান্ত।
তত দিন এ দুঃখের না হইবে অন্ত॥
জীবনের সুখ দুঃখ অদৃষ্টেতে রয়।
পাপীষ্ঠের মৃত্যু মাগো সহজে না হয়॥

দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া
সতীর খেদোক্তি।

শিব নিন্দা বারম্বার করিয়া শ্রবণ।
কোপেতে কম্পিতা শিরা কর্ণে হস্তার্পণ
বলেন প্রাণ বল্লভ কোথা প্রাণেশ্বর।
জগতের পূজ্য দেব দেবের ঈশ্বর॥
আপনি আমার পাণি করিয়া গ্রহণ।
তাই নাথ হইয়াছ নিন্দার ভাজন॥
এ পাপ ঔরসে যদি না হত জনন।
এমন দুর্ব্বাক্য ভবে করি কি শ্রবণ॥
কি করিব হায় মম ভাগ্যে এই ছিল।
নিজ কর্ণে পতি নিন্দা শুনিতে হইল॥
অদ্যাবধি যত দিন দেহে প্রাণ রবে।
শিব নিন্দুকের কন্যা লোকেতে কহিবে
অতএব পাপ দেহ না করি বহন।
বলিতে বলিতে ক্রোধ বাড়িল তখন॥
ভাবিলেন সভামধ্যে লোক পাল যত।
পিতা সহ যজ্ঞ আজ করি ভস্মীভূত॥
পিতৃ হত্যা না করিয়া করিব উপায়।
যাহাতে শিব নিন্দার ফল প্রাপ্ত হয়॥
কালী রূপ কন্যা এক করেন সৃজন।
তাহা কে চাহিয়া দেবী বলেন বচন॥
বিনাশিতে এই যজ্ঞ আর মম পিতা।
যাহা বলি সেই কার্য্যে হইবে প্রস্তুতা॥
শিব নিন্দা হেতু পিতা যে বাক্য কহিবে
কটু উক্তি করি তার প্রত্যুত্তর দিবে॥
ক্রমে ক্রমে বাগ্বিবাদ বাড়িবে বিশেষ।
যজ্ঞীয় অনলে গিয়া করিবে প্রবেশ॥
প্রাণ নাথ শুনি তব দেহের পতন।
স্বয়ং আসিবেন তিনি দক্ষের ভবন॥
নতুবা নিজ স্বরূপ করি কোন জনে।
প্রমথ গণের সহ আসিবে এখানে॥
পরাজয় করিবেক যজ্ঞের রক্ষীতা।
যজ্ঞ ধ্বংশ করি বিনাশিবে মম পিতা

এই বলি তথা রাখি অনুরূপা কালী।
অন্তর্হিতা হইয়া গেলেন মহাকালী ॥
শিব সতী ভক্তগণ দেখেন চক্ষেতে।
অন্যে কেহ এ ঘটনা না পান দেখিতে ॥
অপরে ভাবেন মনে এই সেই সতী।
ভীম রূপা দাণ্ডাইয়া হয়ে ক্রোধ মতী ॥
তখন সে অনুরূপ সতী ক্রোধভরে।
সভার মধ্যেতে দক্ষরাজে তিরস্কারে ॥
মোহবশে না চিনিলে সেই সনাতন।
শিবনিন্দা বারম্বার কর অকারণ ॥
ব্রত উপবাসেতে বিশীর্ণ কলেবরে।
যোগীগণ যে চরণ সদা ধ্যানকরে ॥
হেন দেবে তুমি কহ নিন্দিত বচন।
এ রূপ কুৎসিত জিহ্বা করহ ছেদন ॥
নানা স্থানে নানা ছলে নিন্দিয়াছ শিবে
অচিরাৎ সমুচিত প্রতি ফল পাবে ॥
শিবনিন্দাকারী যেই নাহিক নিস্তার।
সেই দোষে শিরশ্ছেদ করেন তাহার ॥
শঙ্করের ক্রোধ হয় যাহার উপরে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কেবা রক্ষাকরে ॥
শুনি দক্ষ উপহাস করিয়া তখন।
বলেন বালিকা তুমি না জান কারণ ॥
শিবের সুখ্যাতি মম কর্ণেতে সহেনা।
হেন বাক্য মম অগ্রে আর কহিওনা ॥
গাত্রে ভস্ম প্রেতভূমি নিবাসী শঙ্করে।
তুমি কি জানিবে আমি জানি দুরাচারে
মম কন্যা বলি তাই আছ এতক্ষণ।
তা নহিলে করিতাম মস্তক ছেদন ॥
অযোগ্য পাত্রেতে বর মাল্য করদান।
বিবেচনা করিলে না মান অপমান ॥
অন্য কেহ নহে আমি দক্ষ প্রজাপতি।
দেবতারা সকলেই করয়ে ভকতি ॥
কুল শীল হীন বিরূপাক্ষ সে বিরূপ।
সেই কি জামাতা সাজে মম অনুরূপ ॥
সে গুণ কীর্ত্তন তুমি করিওনা আর।
শূল সম বাজিতেছে কর্ণেতে আমার ॥
দূর হও হেন কন্যা নাহি প্রয়োজন।
সম্মুখে থাকিলে হয় শম্ভুকে স্মরণ ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য অনুরূপ সতী।
ব্যাকুলিতা বাক্যবাণে বিষাদিত অতি
ভাবিয়া করিব অদ্য জীবনের শেষ।
প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞ কুণ্ডে করেন প্রবেশ ॥
তাহা দেখি চারি দিকে হাহাকার শব্দ
দেবগণ দুঃখ মন হইয়া নিস্তব্ধ ॥
কুণ্ড হতে সতী দেহ করি উত্তোলন।
দেখিলেন স্পন্দহীনা বিগত জীবন ॥
চৌদিকে বেষ্ঠিত লোক বিষণ্ণ বদন।
সময় ভাবিয়া বেগে বহিছে পবন ॥
ঘনঘন উল্কাপাত কম্পিত মেদিনী।
শূন্যমার্গে ঘোর রব করিছে গৃধিনী ॥
করিতেছে ঘনাবলী শোণিত বর্ষণ।
হইল সূর্য্যের তেজ ভীষণ বরণ ॥
শৃগাল কুক্কুর আসি যজ্ঞ মণ্ডপেতে।
ভয়ঙ্কর রবে তারা লাগিল ডাকিতে ॥
প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞ অগ্নি ক্রমে হ্রাসপায়।
ক্ষণ মধ্যে যজ্ঞভূমি শ্মশানের প্রায় ॥
শোক শব্দে পরিপূর্ণ সভা সদগণ।
ম্লান মুখ প্রজাপতি করয়ে রোদন ॥
এই অমঙ্গল-বার্ত্তা যায় অন্তঃপুরে।
প্রসূতি শুনি ডুবিল শোকের সাগরে ॥
আলু থালু বেশ রাণী না বান্ধে অঞ্চল
মুক্ত কেশে ধাবমানা যথা যজ্ঞস্থল ॥
পুরবাসীগণে তারে ধরিয়া বসায়।
বক্ষঃস্থলে করাঘাত করে হায় হায় ॥
বৎস হারা গাভী মত যেন পাগলিনী।
শোকে গড়াগড়ি দেন লুটায়ে ধরণী ॥
সামান্য প্রকারে যজ্ঞ হয় প্রবর্দ্ধিত।
দেবগণ সঙ্কটেতে হলেন পতিত ॥
দক্ষভয়ে করিতে না পারে পলায়ন।
রুদ্র ক্রোধ ভয়ে হয় সচকিত মন ॥
পরস্পরে কর্ণে কর্ণে লাগিল কহিতে।
সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হইবে থাকিতে ॥

অশুভ সংবাদ শিব করিয়া শ্রবণ।
মহারুদ্র ক্রোধ মূর্ত্তি করিবে ধারণ॥
এ যজ্ঞের যজ্ঞ পতি হইবে বিনাশ।
আমাদের পক্ষে কিবা ঘটে সর্ব্বনাশ॥
ইতি মধ্যে নারদ করিয়া গাত্রোত্থান।
কৈলাশে শিব নিকটে করেন প্রস্থান॥

সতী বিয়োগে শিবের খেদোক্তি।

নারদ সত্বর করি, প্রবেশি কৈলাশ পুরী
দুনয়নে বহে শত ধার।
প্রণমিয়ে ত্রিলোচন, বিনয় বচনে কন,
আইলাম দাস আপনার॥
শঙ্কর ঈষৎ হাসি, প্রিয়বাক্যেতে সম্ভাষি,
বসিবার দেন অনুমতি।
নারদ কহে বচন, শুন প্রভু নিবেদন,
দক্ষযজ্ঞ কহিব সম্প্রতি॥
শুনিয়া যজ্ঞের কথা, দেখিবারে যাই তথা,
কি কহিব দুঃখে দহে প্রাণ।
সেখানে মা দাক্ষায়ণী, পতিনিন্দা কর্ণে শুনি
যজ্ঞ কুণ্ডে ত্যাজিলেন প্রাণ॥
তাহা দেখি প্রজাপতি, করিহা সতী হা সতী
পুনর্ব্বার যজ্ঞে দেন মন।
শুনি বার্ত্তা ভূতনাথ, শিরে যেন বজ্রাঘাত
নিস্পন্দ হলেন কিছুক্ষণ॥
হা সতী হা পতিপ্রাণে, আমারে ত্যজি কেমনে
কোনস্থানে করিলে গমন।
তোমা বিনা ওগো সতী, কি হবে আমার গতি
বৃথা মোর জীবন ধারণ।
মুদিয়া নয়ন তারা, বহিছে শোকাশ্রু ধারা
বিলাপ করেন বহুতর।
ব্রহ্মাণ্ডের রত্ন ধন, কিছু নাই আকিঞ্চন,
সতীধন মাত্র সুখকর॥
ফেলি অগুরু চন্দনে, চিতার ভস্ম লেপনে,
দুঃখ বোধ করিতাম তাহে।
অদ্য সেই ভস্ম রাশি, ভীষণ তেজ প্রকাশি
প্রজ্বলিত হয়ে অঙ্গ দহে॥
সুগন্ধিত সমীরণ, প্রফুল্ল করিত মন,
সুশীতল করিত যে প্রাণ।
সেই মলয় পবনে, আঘাতিছে মন প্রাণে
বোধ হয় অশনি সমান॥
এই কঙ্কাল মালাতে, পরিপূর্ণাভিলাষেতে
সূচী সম বিন্ধিছে আমায়।
বিফল প্রাণ ধারণ, অন্তরেতে হুতাশন,
জ্বলিতেছে মরি প্রাণ যায়॥
হা সতী হা প্রাণেশ্বরি, যাইবারে দক্ষ পুরী
নিবারণ করেছি তোমায়।
সেই অপরাধ ধরি, মোরে অপরাধী করি
পরিত্যাগ করিলে আমায়॥
পতিনিন্দা শুনি কাণে, বিসর্জ্জন দিলে প্রাণে
পতি ভক্তি অতি চমৎকার।
ত্রিজগতে নাই অন্য, প্রিয় তমে তোমা ভিন্ন
মরি দেখা দাও একবার॥

শিবক্রোধে বীরভদ্রের উৎপত্তি।

বাণ বিদ্ধা মৃগী মত হইয়া কাতর।
এই রূপ বিলাপ করিয়া বহুতর॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরি ক্রমে ক্রোধান্বিত।
নয়নে প্রচণ্ড অগ্নি হইল নিঃসৃত॥
দেখিয়া প্রমথগণ ভয়েতে নিস্তব্ধ।
চতুর্দ্দশ ভুবনের লোক হয় ক্ষুব্ধ॥
ক্রমে ক্রমে প্রবল হইল হুতাশন।
অগ্নি মধ্যে উৎপন্ন হইল এক জন॥
শূল হস্তে করি এক বিপরীত কায়।
ভস্ম মাখা কালান্তক যম সমপ্রায়॥
ললাট দেশেতে অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত।
কোটি কোটি সূর্য্য সম দেহ প্রভান্বিত॥
মস্তকেতে জটাতার ভীষণ মুরতি।
প্রদক্ষিণ করি কহে মহাদেব প্রতি॥
কি জন্য শিবঙ্ আমায় করিলে সৃজন।
আজ্ঞা হয় দেব দেব কারব পালন॥
চরাচর জগত কি বিনাশ করিব।
দেবতা গণের কেশ ধরিয়া আনিব॥

সাক্ষাৎ যমকে দণ্ড করিব বিধান।
মম সহ যুদ্ধে বিষ্ণু না সহিবে টান॥
অস্থির হইয়া বীর ঘন ঘন কয়।
আজ্ঞা কর প্রভু আর বিলম্ব নাসয়॥
শিব কন বৎস তুমি শুন দিয়া মন।
যা বলিব তাই তুমি কর এইক্ষণ॥
বীরভদ্র বলি তব নাম রাখিলাম।
অদ্য সেনাপতি পদ তোমাকে দিলাম॥
সৈন্য সহ তুমি দক্ষালয়েতে যাইবে।
এইক্ষণে সেই যজ্ঞ বিনাশ করিবে॥
যে দেবতা করিয়াছে মোর অপমান।
সমুচিত শাস্তি তারে করিবে প্রদান॥
বিলম্ব না কর শীঘ্র করহ গমন।
সে মূঢ় দক্ষের মুণ্ড করহ ছেদন॥
এই বলি হুহুঙ্কার নিশ্বাস পড়িল।
সহস্র সহস্র বীর তাহাতে জন্মিল॥
মহারণশালী তারা শেল শূলধারী।
সাজিল সকল সৈন্য মার মার করি॥
ঘোর রবে চলে বীরভদ্র মহামতি।
ক্ষণ মধ্যে উপস্থিত যথা প্রজাপতি॥
দেখিলেন দক্ষরাজ হৃষ্টচিত্ত মন।
বিধিমতে করিতেছে যজ্ঞ সমাপন॥
কুপিল যে বীরভদ্র বীর চূড়ামণি।
হুঙ্কার ছাড়িয়া আজ্ঞা দিলেন অমনি॥
সত্বরে এ যজ্ঞনাশ করহ এক্ষণে।
যথোচিত কষ্ট দাও যত দেবগণে॥

যজ্ঞ ভঙ্গ।

আজ্ঞামত ভূতগণ বিকট আকার।
লম্ফ ঝম্প করিয়া করয়ে মহামার॥
মারয় মারয় সব ছেদয় ছেদয়।
যজ্ঞ মধ্যে চতুর্দ্দিকে উপজিল ভয়॥
যজ্ঞযূপ উপাড়িয়া ফেলে যত্র তত্র।
কুণ্ডঅগ্নি নিভাইল ত্যজি মল মূত্র॥
কেহবা যজ্ঞের ঘৃত করয়ে ভোজন।
কেহ কেহ ধরিয়া আনিল দেবগণ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে ভালে ভালে করয়ে ঘর্ষণ।
প্রাণ ভয়ে শত শত করে পলায়ন॥
প্রহারেতে মৃতপ্রায় শত শত প্রাণী।
জলংদেহি জলংদেহি এই মাত্র শুনি॥
কেহ২ প্রবেশ করিল অন্তঃপুরী।
চীৎকার করিয়া করে দন্ত কিড়িমিড়ি
দেখায় ভীষণ মূর্ত্তি তুলি দুই হাত।
ভয়ে পুরবাসীগণ ভূতলে পপাত॥
খাদ্য দ্রব্য রাশি রাশি দেব উপোভোগ
ক্ষণকাল মধ্যে সব করিল বিলোপ॥
ক্ষণে ক্ষণে দুঃখে বলে মা গেলো কোথায়
ক্ষণে চক্ষু রক্তবর্ণ মারিবারে ধায়॥
কেহ সতী মৃত দেহ দেখিয়া ধরায়।
করাঘাত করি শিরে করে হায়হায়॥
পরক্ষণে ভূতগণ কোপে পরিপূর্ণ।
প্রহারি দেবতাগণে করিল বিবর্ণ॥
দিক দিগন্তরে যারা পলাইয়া ছিল।
অন্বেষণ করি সবে ধরিয়া আনিল॥
হস্ত পদ বান্ধি করে দণ্ডের বিধান।
প্রহারেতে দেবগণ কণ্ঠাগত প্রাণ॥
সবিতার করিল যে দন্ত উৎপাটন।
অগ্নি দেবে ধরি জিহ্বা করিল ছেদন॥
আর্য্যমার বাহুছেদ তখনি করিল।
একে একে দেবগণে সবে সাজাদিল॥
সুদৃঢ় বন্ধন করি নৈঋত বরুণে।
যমেরে মন্ত্রণা দেয় যত ভূতগণে॥
বিপ্রগণ দেখি কেহ কিছু না বলিল।
বস্ত্র রত্নলয়ে তারা নিজ গৃহেগেল॥
দেবরাজ ইন্দ্রহন শিব পরায়ণ।
তত্রাচ ভয়েতে ভীত করে পলায়ন॥
গোপন করিয়া মূর্ত্তি পর্ব্বত গুহায়।
ময়ূরের রূপ ধরি রহিল তথায়॥
দেখিয়া ব্যাপার বিষ্ণু ভাবেন অন্তরে।
দিয়াছে যজ্ঞের ভার আমার উপরে॥
হইতেছে এই যজ্ঞ শিব অপমানে।
তাঁর অপমান আমি সহিব কেমনে॥

যেই শিব সেই আমি নাহিক বিশেষ।
শিবের বিদ্বেষে হয় আমার বিদ্বেষ॥
শিবরূপে দক্ষরাজা করিয়াছে ঘৃণা।
বিষ্ণু রূপে সে আমায় করে আরাধনা
সেই জন্য ক্ষণকাল সাহায্য করিব।
দক্ষের কারণে আমি রণে প্রবেশিব॥
পরেতে দক্ষের দর্প বিনষ্ট হইবে।
প্রকারেতে এই যজ্ঞ পূর্ণ করা যাবে॥
এই মনে ভাবি রথে করি আরোহণ।
চক্র গদা হস্তে বিষ্ণু করেন তর্জ্জন॥
বীরভদ্র বলে বিভো আমি সব জানি
আপনি যে চক্রী নারায়ণ তাহা চিনি
শিবদ্বেষী গণে প্রভু দিতেছ আশ্রয়।
সে কারণে তব প্রতি সম্ভ্রম না হয়॥
নিজতেজে হইয়াছ যজ্ঞের রক্ষীতা।
দেখিব কি রূপ তেজ কি রূপ ক্ষমতা॥
এই দণ্ডে দক্ষরাজে কর আনয়ন।
নতুবা আমার সহ দেহ আসি রণ॥
ভাল ভাল বলি বিষ্ণু ধরি শরাসন।
বীরভদ্র প্রতি বাণ করেণ বর্ষণ॥
অপরূপ বিষ্ণুরথ বিজলী প্রকাশে।
কখন বা ধরাতলে কখন আকাশে॥
চঞ্চলার মত সে চঞ্চল অতিশয়।
দ্রুত গতি তেজ রেখা মাত্র বোধ হয়॥
দ্রুত হস্তে বাণক্ষেপে করেন সন্ধান।
আঘাতে প্রমথগণ হয় হত জ্ঞান॥
দেখি বীরভদ্র এক গদা লয় হাতে।
কোপে মারিলেন গদা বিষ্ণুর গাত্রেতে
শতধা হইয়া গদা পড়িল ধরায়।
বিষ্ণু আঘাতেন গদা ভদ্রের মাথায়॥
মস্তকে ঠেকিয়া গদা পড়ে ভূমিতল।
ক্রোধে বিষ্ণু হইলেন জলন্ত অনল॥
ভাবিলেন এ ব্যক্তি সামান্য বীর নয়।
নিজ অস্ত্র মারিয়া ইহারে করি ক্ষয়॥
কোপে সুদর্শন চক্র করেন ক্ষেপণ।
দেখি বীরভদ্র ভাবে শিবের চরণ॥
সেই চিন্তাবলে চক্র না কাটিল গলা।
বীরভদ্র গলে ঝোলে যেন রত্ন মালা॥
তাহা দেখি বিষ্ণু হন রুষ্ট অতিশয়।
ভীষণ আকার অসি হস্তে তুলিলয়॥
অসি হেরি বীরভদ্র হুঙ্কার ছাড়িল।
ভয়েতে ত্রিলোক বাসী কম্পিত হইল॥
খড়্গ সহ ভগবানে করিয়া স্তম্ভিত।
কোপেতে ত্রিশূল হস্তে লইল ত্বরিত॥
বিনাশিব বিষ্ণু এই করিল মনন।
শূন্যেতে আকাশ বাণী হইল তখন॥
ওহে বীরভদ্র হয়ে ক্রোধে বশীভূত।
আপনা আপনি তুমি হয়েছ বিস্মৃত॥
যিনি শিব তিনি বিষ্ণু ওহে মতিমান।
কি কার্য্য করিছ তুমি হইয়া অজ্ঞান॥
যে বিষ্ণু করেন রণ তোমার সহিতে।
মায়াময় যুদ্ধ ইহা জানিহ মনেতে॥
ভাণ্ডাইয়া দক্ষরাজে প্রতারণা করি।
তোমার সহিত যুদ্ধ করেন শ্রীহরি॥
সচকিত বীরভদ্র শুনি দৈববাণী।
সাষ্টাঙ্গেতে প্রণিপাত করিয়া তখনি॥
ধাবমান হইলেন দক্ষের কারণ।
দুই হস্ত দিয়া করি কেশ আকর্ষণ॥
ক্রোধভরে দক্ষরাজে প্রহারি নির্ঘাত।
মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন করি নখাঘাত॥
দক্ষের আত্মীয়গণ করি হাহারব।
প্রাণভয়ে পলাইল হইয়া নীরব॥
দক্ষ সহ যজ্ঞ স্থান দেখিয়া বিনষ্ঠ।
বিধাতার মন মধ্যে হয় অতি কষ্ট॥
তখনি করেন ব্রহ্মা কৈলাশে গমন।
দুঃখ মনে যজ্ঞ কাণ্ড মহাদেবে কন॥
আপনি সর্ব্বজ্ঞ প্রভু আপনি বিজ্ঞান।
কি জন্য ঈদৃশ দেব করেন বিধান॥
যিনি সতী তাঁর কভু আছে কি বিনাশ
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি যাঁহাতে প্রকাশ
মায়ায় বিমুগ্ধ করি সেই প্রজাপতি।
স্বস্থানে গমন রাখি অনুরূপা সতী॥

ছায়া রূপ সতী সেই ত্যাজিল পরাণ।
আপনাতে আছে দেব সব তত্ত্ব জ্ঞান॥
শিব কন সত্য বটে তোমার বচন।
এইক্ষণে তাঁহার না পাব দরশন॥
তাঁহার বিচ্ছেদ মম প্রাণে নাহি সহে।
বিরহ অনলে মন দিবা নিশি দহে॥
ব্রহ্মা কন যাঁর প্রতি তিনি অনুকুলা।
কি রূপে হবেন তিনি পুনঃ প্রতিকুলা।
অদৃষ্টা রূপেতে তিনি আছেন এখন।
প্রার্থনা করিলে পাইবেন দরশন॥
আশুতোষ নাম তব জগত বিখ্যাত।
সুপ্রসন্ন হও দেব আমিহে প্রণত॥
বিধি বিধানের কর্ত্তা আপনি সমস্ত।
সমারব্ধ যজ্ঞ কেন করিলে বিলুপ্ত॥
দয়াময় অনুকম্পা করি বিতরণ।
দক্ষালয়ে একবার দেহ পদার্পণ॥
আপনি ব্যতীত আর নাহি দেখি অন্য
আরব্ধ যজ্ঞটী প্রভু কে করে সম্পূর্ণ॥
এই রূপে ব্রহ্মা বহু করেন স্তবন।
শুনিয়া প্রসন্ন চিত্তে যান পঞ্চানন॥
দক্ষপুরে দেবদেব দেখি সমাগত।
বীরভদ্র পুলকেতে হইয়া প্রণত॥
গাল বাদ্য কক্ষ বাদ্য করি মহারোল।
হর হর বিশ্বেশ্বর এই মুখে বোল॥
অনন্তর অজযোগী ভ্রুভঙ্গি করিয়া।
যজ্ঞ উপহার সব দেন আনাইয়া॥
আপনি আনিয়া দেন রত্ন সিংহাসন।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি করি পূজা আয়োজন
দক্ষালয়ে শিবপূজা সমাধা হইল।
অনুমতি লয়ে যজ্ঞ কার্য্য আরম্ভিল॥
মহাদেব বীরভদ্রে কহেন তখন।
কোপ সম্বরণ করি যজ্ঞে দেহ মন॥
তখনি সে বীরভদ্র হইয়া উদ্যোগী।
রাশি রাশি আনিলেন যজ্ঞের সামগ্রী
তৎক্ষণাৎ মুক্ত করি বদ্ধ দেবগণে।
সমাদরে বসাইয়া নিজ নিজ স্থানে॥
শ্মশান ভূমির ন্যায় যেই স্থান ছিল।
দেখিতে দেখিতে তাহা সুরম্য হইল॥
হইল ব্রহ্মার পুত্রশোক উচ্ছলিত।
শঙ্কর নিকট যান ভয়ে সশঙ্কিত॥
ওহে দেব দেব তব নাম আশুতোষ।
নিষ্কলঙ্ক নামে কেন থাকিবে হে দোষ॥
অতুল চরণ দ্বয় এমনি প্রবল।
যাহার আশ্রয়ে পায় চতুর্ব্বিধ ফল॥
ঐ শ্রীচরণে দেব আমিহে আশ্রিত।
দয়াময় মমপুত্র করুন জীবিত॥
শুনি শিব বীরভদ্রে দেন অনুমতি।
দক্ষের জীবন দান দাও শীঘ্রগতি॥
মনে মনে বীরভদ্র ভাবেন অমনি।
শীব নিন্দা করে যেই পশু মধ্যে গণি॥
সে কারণে ছাগ মুণ্ড করিয়া প্রদান।
সেইক্ষণে দক্ষরাজে দেন প্রাণ দান॥
সকলে সন্তুষ্ট দেখি দক্ষকে জীবিত।
দেবতা ব্রাহ্মণ গণ হন উপস্থিত॥
সমুচিত দণ্ডলাভে খর্ব্বীকৃত দর্প।
গরুড়ের ভয়ে যেন ভীত হয় সর্প॥
ঈশান ভাগেতে করি মহেশে দর্শন।
যজ্ঞভাগ মস্তকেতে করি উদ্বহন॥
বিধি মতেকরে দক্ষ শিব আরাধনা।
সন্তোষ হলেন শিব দেখি উপাশনা॥
এ রূপেতে দক্ষ যজ্ঞ হয় সমাপন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু কহিলেন দক্ষকে তখন॥
চিরকাল করিয়াছ শিব অপমান।
শিবস্তুতি ব্যতীত নাহিক পরিত্রাণ॥

দক্ষ কর্ত্তৃক শিবস্তব।

বিশ্বভাত, বিশ্বনাথ, বিশ্বপাত কারক।
রক্ষ রক্ষ, মূঢ়দক্ষ, অজ্ঞতান্ধ নাশক॥
ত্বংহিদেব, দেব দেব, গর্ব্ব খর্ব্বকারণং
তেজিঃ মূল পদ্মযোনি বিষ্ণু জিষ্ণু বন্দিতং
কোহিদেব, তেমহত্ব মীশবেদ পারগং।
নিশ্চলং সনাতনং, তথাপি সর্ব্বতোগ্রগ

যদ্রুক্রভঙ্গী মাত্রতঃ, সুরা সমৃদ্ধি শালীনং
সম্বয়ং তৃণীকৃতভঙ্গী রঁক ভস্মভুষণং ॥

অর্থাৎ।

সংসারের সার দেব বিশ্ব উৎপাদক।
তুমিহে নিপাত কর্ত্তা তুমিহে পালক ॥
মতিহান প্রতি দয়া করিয়া প্রকাশ।
অজ্ঞানান্ধকার শীঘ্র করুন বিনাশ ॥
দেবতার দেব প্রভু দেব পঞ্চানন।
দর্পিষ্ঠ গণের দর্প করহ দলন ॥
অতুল মহান তব চরণারবিন্দ।
যে চরণে নত শির ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র ॥
শ্রুতিগণ অসমর্থ মহিমা কির্ত্তনে।
ও মহিমা কি রূপে বলিবে অন্য জনে ॥
মনপেক্ষা দ্রুতগামী নিত্য সনাতন।
যদিচ নিশ্চল কিন্তু সর্ব্বাগ্রে গমন ॥
তব ভ্রুভঙ্গীতে ইন্দ্র আদি দেবগণ।
অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে সর্ব্বক্ষণ ॥
মহৈশ্বর্য্য তৃণ জ্ঞানে করি পরিত্যাগ।
অক্ষমালা চিতাভস্ম তাহে অনুরাগ ॥
ওরে মুগ্ধ মন তুমি ভাব সেই পদ।
পরিপূর্ণ সুখ রূপ সেই শান্ত পদ ॥
সত্ব রজো তমোগুণ ত্রিগুণ অতীত।
সমস্ত জগদাধার আকার রহিত ॥
মিছে বৃথা মোহে আর নিমগ্ন হইওনা।
এই পরমেশ হরে করহ ভজনা ॥
যাঁহার ভয়ে ধাবমান সর্ব্বদা পবন।
যাঁর আজ্ঞায় সূর্য্য প্রকাশে কিরণ ॥
যাঁর ভয়ে কম্পমান সাক্ষাৎ শমন।
হেন পর মেশে কেন না ভজিচ মন ॥
ভ্রান্তি বশে কোষাকার কীটের মতন।
কর্ম্মপাশে বদ্ধ কেন করিছ ভ্রমণ ॥
ভাব মন সুখময় শম্ভুর চরণ।
দুঃখ দূরে যাবে হবে প্রফুল্ল বদন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র
ধ্যানে নাহি পায় যাঁর চরণারবিন্দ ॥
আপনার তত্ত্ব জানা কাহার শকতি।
কি জানিব আমি মূঢ় দক্ষ প্রজাপতি ॥
বুদ্ধি বৃত্তি প্রবর্ত্তক তুমি অন্তরাত্মা।
বিশুদ্ধ চৈতন্য পরাৎপর পরমাত্মা ॥
দেবতা গণের অতি দুর্লভ যে ধন।
সাধ্য কি আমার তব চরিত্র কথন ॥
শ্রীচরণে দাস লইলাম হে শরণ।
আর গতি নাই মম বিনা ও চরণ ॥
স্থুল সুক্ষ্ম বস্তু যাহা এই চরাচরে।
সে সকল বস্তু আপনার মূর্ত্তিধরে ॥
আপনার পক্ষে প্রভু স্তুতি নিন্দানাই।
চরণ প্রসাদে যেন মুক্তি লাভ পাই
স্তুতি বাক্য শুনি দেব সন্তোষ হইয়া।
দক্ষের অঙ্গেতে হস্ত দেন বুলাইয়া ॥
কায়িক বাচিক আর মানসিক পূজা।
নানা মতে উপাশনা করে দক্ষরাজা ॥
প্রজাপতি হইলেন পাপেতে উর্ত্তীর্ণ।
ভগ্নীভুত যজ্ঞ যে হইল পরিপূর্ণ ॥
পুত্রের সদ্গতি দেখি আহ্লাদিত বিধি
মুক্ত কণ্ঠে সেই ক্ষণে করিলেন বিধি ॥
যদি কোন দেব করি শিবে পরিত্যাগ।
গ্রহণ করেন তিনি কোন যজ্ঞ ভাগ ॥
দক্ষের সমান তার দুর্দ্দশা হইবে।
কোন কালে সেই পাপ খণ্ডন না হবে ॥
যে করিবে যজ্ঞ বিনা শিবের পূজন।
সেই যজ্ঞ কখন না হবে সমাপন ॥
যদি চতুর্ব্বেদ আমি করিহে ধারণ।
সত্য সত্য মম বাক্য না হবে খণ্ডন ॥

সতীর মৃতদেহ দর্শনে মহাদেবের মূর্চ্ছা
তদন্তর বিধি বিষ্ণুর সহিত
কথোপকথন।

অতঃপর শিব সতী বিয়োগ সম্ভূত।
মন মধ্যে শোক বেগ হয় উচ্ছলিত ॥
কমল যোণীর প্রতি কহেন তখন।
বলহে বিধাত করি কি অবলম্বন ॥

কাহার শরণ লব কি করি উপায়।
সতীর বিরহানল শান্ত করাযায়॥
এই বলি মহাদেব সহ দেবগণ।
যজ্ঞ মন্দিরের মধ্যে করেন গমন॥
কুণ্ডের অনতি দূরে হইল লক্ষিত।
সতীর সে মৃত দেহ আছয়ে পতিত॥
হা সতী হা সতী বলি নয়নের জলে।
ছিন্ন মূল তরু ন্যায় পতিত ভূতলে॥
নন্দী আদি করিয়া প্রমথ গণ যত।
হা হতোস্মি রব করি সকলে মূর্চ্ছিত॥
চমকিত হয়ে ব্রহ্মা কন নারায়ণে।
হায় কি হইল বিষ্ণু দেখহ নয়নে॥
ঈষৎ হাসিয়া করি সাহস বর্দ্ধন।
বিষ্ণু কন শুন বলি হে প্রমথ গণ॥
কেন এই মতিভ্রম কি লাগিয়া শোক।
ভেবেছ কি শিবের হয়েছে পরলোক॥
ইঁহারে ও নির্ব্বোধ গণ যিনি মৃত্যুঞ্জয়।
কোন কালে তাঁহার কি আছে মৃত্যুভয়
আশ্বাস বাক্যেতে সবে হইল আশ্বস্ত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু গিয়া দেন শিবগাত্রে হস্ত॥
শুন ওহে দেবদেব করিহে মিনতি।
কৃপাবলোকনে চাহ আমাদের প্রতি॥
ভবাদৃশ ব্যক্তি শোকে হইলে কাতর।
সুমহান বিশৃঙ্খলা হবে অতপর॥
তোমার প্রমথ গণ অনাথের ন্যায়।
কাঁন্দিয়া অধীর ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
চমকিত সতীনাথ করি গাত্রোত্থান।
সঙ্কেতে প্রমথ গণে দেন শান্তি দান॥
আপনি হলেন দেব ভাবিয়া অজ্ঞান।
নয়নের জলে বক্ষঃস্থল ভাসমান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে হয়ে একত্তর।
প্রবোধ বাক্যেতে কন ওহে যোগীশ্বর
আপনি দেবাদি দেব সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
বিমুগ্ধ মূঢ়ের ন্যায় রোদন কি জন্য॥
যিনি পূর্ণ ব্রহ্মময়ী বীজ স্বরূপিণী।
যিনি মহাবিদ্যা নিত্য চৈতন্য রূপিণী॥
যাঁহার মায়াতে মুগ্ধ জগৎ সংসার।
সৃষ্টি কার্য্য চলিতেছে ইচ্ছায় তাঁহার॥
ভেবেছেন সেই সতী কন্যা কি সামান্য
আপনি বা বিড়ম্বিত হলেন কি জন্য॥
যাঁর কৃপা বলেতে আপনি মৃত্যুঞ্জয়।
তাঁহার যে মৃত্যু প্রভু অসম্ভব হয়॥
যেই কাল জগৎ সংসার করে নাশ।
তিনিই করেন মাত্র সেই কাল গ্রাস॥
তাই তিনি মহাকালী বলিয়া বিখ্যাত।
মোহ মাত্র তাঁর মৃত্যু না হয় প্রকৃত॥
পূর্ব্বভাব প্রভু ভব হয় কি স্মরণ।
তাঁর অংশ সম্ভূত আমরা তিন জন॥
এই তিন দেব মধ্যে যে কোন মূর্ত্তিতে
যদি কেহ নিন্দাবাদ করয়ে মনেতে॥
তা হইলে হয় মহাপাপ অনুষ্ঠান।
সেই দুরাত্মার প্রভু না হয় কল্যান॥
জগৎ জননী তাহে মহা রুষ্ট হন।
সীতা মাতা সম্বন্ধের বশীভূত নন॥
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে তিনি হন বশীভূতা।
শত্রু বলি গণ্য হয় অধার্ম্মিক পিতা॥
তাই সেই সতী নিজ পতি নিন্দাশুনি।
দক্ষরাজে পরিত্যাগ করেছেন তিনি॥
তদুৎপন্ন কলেবর অপবিত্র জ্ঞানে।
যজ্ঞানলে বিশর্জ্জন দেন নিজ প্রাণে॥
সতী পিতা বলি দক্ষে গৌরব থাকিত।
তা হলে ঈদৃশ দশা কেন বা ঘটিত॥
ধর্ম্ম উপদেশ কর্ত্রী তিনি মহামায়া।
কভু স্পর্শ না করেন অধর্ম্মের ছায়া॥
এই রূপ না করিলে হইত অনক্য।
পতিতং পিতরং ত্যজেৎ এই শ্রুতি বাক্য
অতএব দক্ষরাজে মোহে মুগ্ধ করি।
অন্তর্হিত হয়েছেন বেদবাক্য ধরি॥
তিনি হন স্বপ্রকাশ জ্ঞানময়ী নিত্য।
তাঁহার বিনাশ নাই কহিতেছি সত্য॥
শুনি মহাদেব কন ওহে চক্রপাণী।
কহিলে যথার্থ লীলা আমি তাহা জানি

সর্ব্বান্তর্যামিনী তিনি পরমা প্রকৃতি।
সাক্ষাৎ যে ব্রহ্মময়ী হন মম সতী॥
কিবা বুঝাইবে মোরে সে সন্দেহ নাই।
মনে মনে বিবেচনা করিতেছি তাই॥
স্থিরমনে চিরকাল বসিয়া নির্জ্জনে।
হয় কে সমাধি লাভ যোগ অনুষ্ঠানে॥
পূর্ণানন্দ ময়ীর সাক্ষাৎকার হয়।
দর্শন দুর্লভ না হইলে ভাগ্যোদয়॥
তিনিই গুঢ় রূপিণী পরমা প্রকৃতি।
ধরেন আকার দয়া করি মম প্রতি॥
তিনি থাকিতেন সদা মম নিকেতন।
নিরন্তর দুনয়ন করিত দর্শন॥
এই রূপ ভাগ্যোদয়ে হইলে অন্যথা।
সকলি অসার এই দেহ রাখা বৃথা॥
তিনি দিয়াছেন পদ নাম মৃত্যুঞ্জয়।
এক্ষণে সে পদ বিড়ম্বনা বোধ হয়॥
যদি আমি সে মৃত্যু না করিতাম জয়।
বিদীর্ণ হইত মম পাষাণ হৃদয়॥
শমন নিকটে লইতাম হে শরণ।
শীতল হইত মম তাপিত জীবন॥
অতঃপর আর কিছু না দেখি উপায়।
ক্ষণ কাল জন্য যদি দেখা পাওয়া যায়
বলিতে বলিতে প্রায় কণ্ঠ রোধ হয়।
মুদিত নয়ন কিন্তু অশ্রুধারা বয়॥
তাহা দেখি ব্রহ্মা বিষ্ণু সম দুঃখ মন।
তিনজনে কিয়ৎকাল করেন রোদন॥
পরে মহাদেবীর দর্শন আকিঞ্চায়।
তিনজনে ভক্তি যুক্ত হলেন তথায়॥
একান্ত করণে সবে সংকল্প করিল।
প্রাণপণে একত্রেতে স্তব আরম্ভিল॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

ত্বং নিত্যা পরমা বিদ্যা, জগচ্চৈতন্য রূপিণী,
পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী, স্বেচ্ছয়া ধৃত বিগ্রহা॥ ১॥
অদ্বৈতং পরমং রূপং, বেদাগম ভনিশ্চিতং,
নমাকো ব্রহ্মবিজ্ঞান গম্যং পরম গোপীতং॥ ২॥
সৃষ্ট্যর্থং স্বশরীরা ত্বং, প্রধানং পুরুষঃ স্বয়ং,
কল্পিতা প্রকৃতিভি স্তেন দ্বৈতরূপা স্বমুচ্যসে॥ ৩॥
তত্রাপিত্বাং বিনা পূর্ণঃ, পুরুষঃ শবরূপবৎ,
অতঃ সর্ব্বেষু দেবেষু তব প্রাধান্য মুচ্যতে॥ ৪॥
তাং ত্বমেবং বিধাং দেবীং অচিন্ত্য চরিতাকৃতিং,
কিং স্বল্পবুদ্ধয় স্তোতুং সমর্থাঃ স্মোবয়ং শিবে॥ ৫॥
অস্মানপি স্বেচ্ছয়া ত্বং সৃষ্টা সংহরসি স্বয়ং,
তত্ত্বাং স্তোতুং সমর্থঃ কো ভবেদিহ জগত্রয়ে॥ ৬॥
ত্বন্মায়া মোহিতাঃ সর্ব্বেহ জ্ঞানিনো মানবাইব,
বয়ন্ততা, কথং স্তোতুং শক্তাস্ম পরমেশ্বরীং॥ ৭॥
ত্বমস্মাকং চেতনাচ বুদ্ধিঃ শক্তি স্তথৈবচ,
বিনা ত্বাং শবনং সর্ব্বে স্তোষ্যা মস্ত্বাং কথং বয়ম্
দৃষ্টন্তু যাদৃশং রূপ, গস্মাভির্দ্দক্ষবেশ্মনি,
তথৈব দর্শনং দেহি, কৃপায়া পরমেশ্বরি॥ ৯॥
ত্বামদৃষ্টা জগদ্ধাত্রি বিষন্নাস্তো মহেশ্বরঃ,
গত প্রাণ শিবাত্মানং লক্ষয়ামঃ স্বরা বয়ম্॥ ১০॥

স্তবের অর্থ।

তুমি মা পরমা নিত্যা নিত্যজ্ঞান দাত্রী
জনম মৃত্যু বর্জ্জিত সৃষ্টাদির কর্ত্রী॥
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ময়ী চৈতন্য রূপিণী।
স্বেচ্ছাক্রমে স্থূল সূক্ষ্ম্য শরীর ধারিণী॥১॥
এক মেব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম সনাতনী।
চারি বেদে তব রূপ কহে গো জননি॥
তন্ন তন্ন করি এই হয় সুনিশ্চিত।
গুহ্য হইতে ও গুহ্য পরম গোপিত॥ ১॥
সর্ব্ব শক্তিময়ী তুমি হও চির দিন।
তোমাতে অনন্ত শক্তি আছয়ে বিলীন
তুমি মা শরীরা হও পুরুষ প্রকৃতি।
কল্পিতা দ্বৈতরূপেতে হও প্রকৃতিগতি॥৩॥
পরম পুরুষ সৃষ্টি তোমারি ইচ্ছায়।
সকল দুঃসাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হয়॥
দেবের দেবত্ব তোমা ছাড়া নহে কেহ।
তব শক্তি হীনে হয় শববৎ দেহ॥ ৪॥
মা তব স্বরূপ আর রূপ আচরিত।
উভয়েই বাক্য ও মনের বহির্ভুত॥
অল্পবুদ্ধি আমরা তা কি রূপে জানিব
করিতে তোমার স্তব সমর্থ হইব॥ ৫॥

ত্রিসংসারে যাবদীয় আছে দেহধারী।
আমরা উৎকৃষ্ট তম সকল উপরি ॥
কিন্তু তব নিকটেতে পুত্তলিকা প্রায়।
কে হবে সক্ষম স্তব করিতে তোমায় ॥৬॥
তোমারি কৃপাতে দেবী হইজ্ঞান বন্ত।
তব মায়া বশে কাম ক্রোধ পরতন্ত্র ॥
অজ্ঞানী মানব ন্যায় রিপু বশীভুত।
তোমারে করিব স্তব ক্ষমতা অতীত ॥৭॥
তোমারি প্রসাদে বুদ্ধি তুমিই চেতনা।
শক্তিহীন গতিহীন হই তোমা বিনা ॥
তোমাভিন্ন আমরা যে হই শবাকার।
কি প্রকারে স্তব স্তুতি করিব তোমার ॥
যে রূপেতে ছিলে দেবি দক্ষের ভবনে।
হেরি বারে সেই রূপ হইতেছে মনে ॥
হে পরমেশ্বরি কর কৃপা বিতরণ।
দয়া করি সেই রূপে দেহ দরশন ॥ ৯ ॥
তব অদর্শনে শিব বিষন্ন বদন।
গত প্রাণ হইয়াছে শোকাকুল মন ॥
জ্ঞান শূন্য বুদ্ধি শূন্য বরণ বিকৃতি।
একবার সেই রূপ দেখাও প্রকৃতি ॥ ১০ ॥
দেবত্রয়ে ব্যাকুলতা নিতান্ত দেখিয়া।
শূন্যপথে দেখা দেন দয়ার্দ্র হৃদয়া ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েতে এক দৃষ্টে চান।
নয়ন জলেতে শিব হন ভাসমান ॥
তাদৃশ অবস্থা পন্ন দেখিয়া শঙ্করে।
মহাদেবী কহিলেন থাকিয়া অন্তরে ॥
জাইতে ছিলাম যবে দক্ষের ভবনে।
বলেছ অশ্লীল বাক্য প্রভুত্বা ভিমানে ॥
সামান্য স্ত্রী মত ভাব ভাবিয়া আমায়।
সেই জন্য করিয়াছি ত্যাগ হে তোমায়
এক্ষণেতে মহাদেব স্থির কর মন।
অচিরে পাইবে মোরে করহ শ্রবণ ॥
মেনকার গর্ব্ভে হিমালয়েতে জন্মিব।
পতিত্বে বরণ পুন তোমারে করিব ॥
মম কৃপাবলে হও তুমিহে বিখ্যাত।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকাল রূপেতে আখ্যাত ॥

মহা কালী রূপে আছি তব হৃদয়েতে।
বিস্মৃত হইলে দেব বল কি রূপেতে ॥
এক্ষণে আমার বাক্য করহ ধারণ।
বিরহ অনল তব হবে নিবারণ ॥
বজ্ঞস্থলে মৃত দেহ আছয়ে পতিত।
মর্ত্তেতে ভ্রমণ কর ধারণ করত ॥
সেই দেহ ক্রমে ক্রমে ধরণী মণ্ডলে।
বহু খণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে নানা স্থলে ॥
সুবিখ্যাত হইবেক সেই সেই স্থান।
মহা পাপ নাশক হইবে পীঠস্থান ॥
যোনিভাগ যে স্থানেতে সেই স্থান শ্রেষ্ঠ
মম বাক্যে সর্ব্বাপেক্ষা হইবে উৎকৃষ্ট ॥
সেই পীঠ নিকটেতে তপস্যা করিবে।
অবশ্য তাহার ফলে আমাকে পাইবে ॥
ত্রিলোচনে করি দেবী আশ্বাস প্রদান
তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে হন অন্তর্দ্ধান ॥
দেবগণ চলিলেন নিজ নিজ স্থানে।
প্রবেশ করেন শিব দক্ষের ভবনে ॥
প্রাকৃত জনের ন্যায় করিয়া রোদন।
যজ্ঞস্থলে চারিদিগে করেন ভ্রমণ ॥
দেখিলেন মৃত দেহ ধরায় পতিত।
বোধ হয় যেন সতী আছয়ে নিদ্রিত ॥
হায় প্রাণপ্রিয়া বলি করি উত্তোলন।
অতি যত্নে মস্তকেতে করেন ধারন ॥
প্রবল হইয়া ছিল বিরহ অনল।
সতী দেহ স্পর্শে প্রায় হয় সুশীতল ॥
পরম আহ্লাদে কন সতী বাক্য সত্য।
মস্তকেতে মৃত দেহ আরম্ভয়ে নৃত্য ॥
আনন্দে প্রমথগণ চতুর্দ্দিকে ধায়।
গাল বাদ্য কক্ষ বাদ্য নাচিয়া বেড়ায় ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে আনন্দ হইল।
মহানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥
অত্যন্ত আহ্লাদে শিব উন্মত্তের প্রায়।
কোন রূপে নৃত্য তার নিবৃত্তি না পায়
কখন সে মৃত দেহ রাখেন হস্তেতে।
কখন স্কন্ধোপরি কখন বক্ষেতে ॥

চরণ আঘাতে হয় কম্পিতা ধরণী।
ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল সব প্রাণী ॥
ভীত মনা চন্দ্র দেব ভাবিয়া তখন।
লইলেন আসি শিব ললাটে শরণ ॥
জটাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র নিচয়।
চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হয় মহাভয় ॥
দিবোকর থর থর কম্পিত ভয়েতে।
কণ্ঠের ভূষণ হন শিবের অঙ্গেতে ॥
কূর্ম্ম সহ অনন্ত ভাবেন নিজ অন্ত।
ধরিতে ধরণী আর নহে ক্ষমা বন্ত ॥
ভয়ে পবনের বেগ খর তর অতি।
সঞ্চালিত করিতেছে সুমেরু প্রভৃতি ॥
ভূচর খেচর আদি যত প্রাণী গণ।
পীড়িত হইয়া মৃত্যু করয়ে শরণ ॥
সমস্ত জগৎ ক্ষুব্দ হইয়া উঠিল।
মৃত কল্প পক্ষীগণ ভূপৃষ্ঠে পড়িল ॥
অকালে প্রলয় কাল দেখি উপস্থিত।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ ভয়ে সচকিত ॥
মহর্ষিগণেরে কন কর সস্ত্যয়ন।
দেবতা ব্যাকুল দেখি কন নারায়ন ॥
স্থির হও দেবগণ নাহি হও ভীত।
ইহার উপায় আমি করিব ত্বরিত ॥
দেবীর যে আজ্ঞা তাহা আছে মম মনে
মৃত দেহ পতিত হইবে স্থানে স্থানে ॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে ভূমিতলে।
মহাপীঠ পূর্ণতীর্থ হইবে সে স্থলে ॥
এক্ষণে যে মহাদেব আনন্দে মগন।
সুদর্শন দ্বারা উহা করিব ছেদন ॥
অল্প অল্প খণ্ড করি দিবনা জানিতে।
রক্ষা করিবেন দেবী বিপদ হইতে ॥

বিষ্ণু কর্ত্তৃক সতীর মৃত দেহ ছেদন ও
পীঠ মালার সৃষ্টি।

আশ্বাসিয়া এই রূপে যত দেবগণ।
সাহস করিয়া বিষ্ণু করেন গমন ॥
নৃত্যকারী শঙ্করের থাকিয়া পশ্চাতে।
অল্প অল্প করি দেহ কাটেন চক্রেতে ॥
যে যে দেশে যেই খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইল।
দেবীর যে আবির্ভাব তথায় রহিল ॥
সেই স্থান গণ্য হয় পরম পবিত্র।
পীঠ স্থান বলি তথা মহা পূর্ণ তীর্থ ॥
দেবীর উদ্দেশে পূজা হোমাদি করিলে
অন্যাপেক্ষা কোটি কোটি গুণে ফল ফলে
দেবের দুর্ল্লভ মুক্তিক্ষেত্র পীঠ স্থানে।
যে স্থানেতে মৃত্যু ইচ্ছা করে দেবগণে ॥
খণ্ড দেহ ভূমে পড়ি হইল পাষাণ।
দর্শনেতে মহাপাপে হয় পরিত্রাণ ॥
ক্রমে ক্রমে দেহচ্ছেদ হয় সমুদায়।
চমকিত শিব দেহ না দেখি মাথায় ॥
কি হইল কি হইল বলিয়া স্তম্ভিত।
ক্ষণকাল স্থির ভাবে হন চিন্তান্বিত ॥
প্রাণীগণ ব্যাকুলিত ত্রিজগত ময়।
দেখি আশুতোষ হন দয়ার্দ্র হৃদয় ॥
সেই অবকাশে বিষ্ণু সময় পাইয়া।
কহিলেন হিত বাক্য নারদে ডাকিয়া ॥
সতী দেহ বিনা শিব হবেন অস্থির।
বুঝাইয়া তুমি তাঁরে করহ সুস্থির ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে নারদ মহর্ষি।
শিবের নিকট হন উপস্থিত আসি ॥
নারদে হেরিয়া কন করি হায় হায়।
সতী মম পরিত্যাগ করেছে আমায় ॥
এই বলি ত্রিনয়নে বহে অশ্রু জল।
কলুষিত হইল যে বদন মণ্ডল ॥
শুনিয়া নারদ কৃতাঞ্জলি পুটে কয়।
দাস প্রতি দয়াময় হওহে সদয় ॥
অপনি সর্ব্বজ্ঞ প্রভু ব্যস্ত কি কারণ।
আপনি যে কালত্রয় করেন দর্শন ॥
কি কারণে হও দেব স্বভাবে অভাব।
পুনর্ব্বার সতী দেবী হইয়েছে লাভ ॥
আপনিই হন প্রভু জগতের হিত।
অকালে প্রলয় কেন হয় উপস্থিত ॥
শুনিয়া কহেন দেব না জানি কারণ।
আমি করিয়াছি কিহে প্রলয় ঘটন ॥

প্রাণীগণ পীড়া আমি না পারি দেখিতে
আমি করিতেছি ধ্বংশ বল কি রূপেতে
প্রাণ বল্লভার দেহ করিয়া ধারণ।
আনন্দেতে ছিলাম হইয়া অন্যমন॥
কোন দুষ্টমতি তার অসহ্য হইল।
মস্তক হইতে তাহা হরণ করিল॥
ঋষি কন প্রভু হে হউন শান্ত মন।
সমস্ত বিশেষ রূপে করি নিবেদন॥
আপনার ভয়ানক ও পদ তাড়নে।
কি সাধ্য পৃথিবী ভর ধরিবে কেমনে॥
উছলি সমুদ্র জল মেদিনী উপর।
জলমগ্ন হইয়াছে দেশ বহুতর॥
শত শত পর্ব্বত শিখর হয় ভগ্ন।
অনেকেই প্রাণত্যাগ কেহ মূর্চ্ছাপন্ন॥
বিনষ্ট হইবে প্রভু সুরাসুর গণ।
কণ্ঠাগত প্রাণ মাত্র আছে সচেতন॥
ইচ্ছায় নির্ম্মিত তব জগৎ সংসার।
বিনা অপরাধে কেন করহ সংহার॥
দুঃখিত হইয়া শিব কহেন তখন।
ধরণীর দুরাবস্থা ঘটেছে এমন॥
শোক ভরে জ্ঞান শূন্য হইয়া ছিলাম।
শুনিয়া এক্ষণে বৎস শান্ত হইলাম॥
প্রকাশ করিয়া বল তৃপ্ত কর মন।
কোন ব্যাক্তি সতী দেহ করিল হরণ॥
সভয়ে নারদ মুনি কহেন অমনি।
দয়াময় মৃত দেহ লইয়া আপনি॥
অতঃপর ক্রমে নৃত্য বেগেতে বর্দ্ধিত।
তাহাতেই হয় সর্ব্ব নাশ উপস্থিত॥
বিষম সঙ্কট বিষ্ণু করিয়া দর্শন।
চক্রে খণ্ড খণ্ড দেহ করেন তখন॥
যেই যেই স্থানে খণ্ড হইল পতন।
মহাপীঠ রূপে তাহা হইবে গনণ॥
আপনি কামাখ্যা পীঠে করুন গমন।
তথায় হইতে হবে তপ পরায়ণ॥
দেবীর আছয়ে আজ্ঞা তাই সে কারণে
শুনিয়াছি আমি দেব বিধাতার স্থানে
তাহা শুনি ক্রোধে শিব রক্তবর্ণ আঁখি
বিষ্ণুর কিরূপ বিবেচনা আমি দেখি॥
এ সঙ্কটে কিঞ্চিৎ জীবনোপায় ছিল।
কি লাগিয়া বিষ্ণু তাহা হরণ করিল॥
এই দোষে অভিসাপ দিবহে তাঁহারে।
ফলিবে সাপের ফল রাম অবতারে॥
জন্মিবেন ত্রেতা যুগে রাজার ভবনে।
পত্নী প্রাপ্ত হইবেন সতী সম গুণে॥
কিছুকাল জন্য পতি সুখ ভোগ করি।
সঙ্কট সময়ে যাইবেন পরিহরি॥
মায়াজালে বদ্ধ বিষ্ণু না রহিবে জ্ঞান।
ছায়ারূপা রাখিয়া হবেন অন্তর্দ্ধান॥
ছায়া পত্নিতেই তিনি অনুরক্ত হবে।
রাক্ষসেতে ছায়া পত্নি হরণ করিবে॥
তখন আমার ন্যায় কাতর হইয়া।
ক্ষিপ্ত প্রায় হইবেন রোদন করিয়া॥
এই হেতু বিষ্ণু প্রতি করি অভিশাপ।
তখন জানিবে প্রিয়া বিরহ সন্তাপ॥
এই রূপে অভিসপ্ত করি নারায়ণে।
নিস্তব্ধ হইয়া দেব ভাবিছেন মনে॥
ধ্যান যোগে দেখিলেন যত পীঠ স্থান।
কাম রূপে যোণী পীঠ দেদীপ্য মান॥
হরষিত মহাদেব তথা উপনীত।
যোণী পীঠ দেখি কামবাণে ব্যাকুলিত॥
শিবের যে অপরাধ তাহাতে জন্মিল।
পাতালে প্রবিষ্ট যোণি হইতে থাকিল
কি হইল বলি শিব মনে পান ত্রাস।
এই বুঝি মম পক্ষে হয় সর্ব্বনাশ॥
যে স্থানে বসিয়া আমি করি যোগাসন
পাইব তপস্যা করি সতী রূপ ধন॥
সেই স্থান হইতেছে পাতালে প্রবিষ্ট।
মনের বাসনা মম সব হয় ভ্রষ্ট॥
এই চিন্তা করি স্বীয় অংশে সেইক্ষণ।
বৃহৎ পর্ব্বত রূপ করেন ধারণ॥
অতি যত্নে বসিলেন তাহার উপরে।
যোণি পীঠ স্থির হল পার্ব্বত গহ্বরে॥

এই জন্য পীঠস্থান আছয়ে যে খানে।
লিঙ্গ রূপে শিব রক্ষা করেন সে স্থানে॥
তপস্যা করেন শিব ঐকান্তিক মনে।
স্থিরাসনে বসি যোনি পীঠ সন্নিধানে॥

শিবের নিকট ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর আগমন
ভগবতীর আবির্ভাব
ও বরদান।

অতঃপর শান্ত চিত্ত মহাদেবে হেরি।
সত্বরে নারদ গিয়া বৈকুণ্ঠ নগরী॥
প্রকাশ করেন অভিসাপ বিবরণ।
যেরূপে পর্ব্বত রূপকরেন ধারণ॥
বিস্ময় মানিয়া বিষ্ণু শিবসাপ শুনি।
চলিলেন ব্রহ্মলোকে যথা পদ্মযোনী॥
উভয়েতে বিরলেতে বসি দুই জনে।
স্থির করিলেন চল যাই পীঠস্থানে॥
সুস্থেতে গমন দোঁহে পবনের গতি।
যাইতে যাইতে পথে করেন যুকতি॥
অংশরূপা দেবীত্রয়ে হইয়াছি প্রাপ্ত।
বলিতে পারিনে কিপর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত॥
ক্ষণকাল ইহাদের বিচ্ছেদ না সয়।
হইলে মনে উদয় দেহ দগ্ধ হয়॥
কিন্তু মহাদেব হন বড় ভাগ্যবান।
না দেখি মহাত্মা দেব তাঁহার সমান॥
পরম যোগেতে যাঁরে নাহি পাওয়া যায়
সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহায়॥
সর্ব্বদা নিকটে প্রতিক্ষণে দরশন।
তাঁহার বিরহে করে কে প্রাণ ধারণ॥
মহাদেব মহাযোগী দেবের উত্তম।
শঙ্কর ব্যতীত ইহা কে হবে সক্ষম॥
কহিতে কহিতে কথা যান উভয়েতে।
উপস্থিত হইলেন সে কামরূপেতে॥
দেখিলেন দেব দেব করেন কামনা।
বিরহে চঞ্চল চিত্ত হইয়া বিমনা॥
অভিসিক্ত বক্ষঃ স্থলনয়ন জলেতে।
উভয়েই উপনীত হন নিকটেতে॥
নিরখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু সতী শোকানল।
দ্বিগুণ পাইল বৃদ্ধি হইল প্রবল॥
সতী সতী এই নাম করিয়া কীর্ত্তন।
মুক্ত কণ্ঠে মহাদেব করেন রোদন॥
শিবের দেখিয়া শোক উভয়ে তখন।
মিষ্টভাষে কহিছেন শান্তনা বচন॥
আপনি স্বরূপ তত্ত্ব জানেন তাঁহার।
মিথ্যা শোকে অভিভূত কেন বারম্বার
এই কাম রূপে প্রভু কর অবস্থান।
মহাপীঠে আছয়ে তাঁহার সন্নিধান॥
সাধনা এ স্থানে বসি করিবেন যিনি।
তাঁর প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইবেন তিনি॥
মন অভিলাষ পরিপূর্ণ যে হইবে।
সত্য সত্য এই বাক্য নিশ্চয় জানিবে॥
বিষ্ণুর সান্তনা বাক্যে সুস্থ করি মন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে করি সম্ভাষণ॥
তপ অনুষ্ঠানে মন করিয়া নিবেশ।
নির্জ্জন গিরি গুহায় করেন প্রবেশ॥
শঙ্করের শান্তিলাভ সে সংকল্প করি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েই হন ব্রতধারী॥
প্রসন্না হইয়া দেবী দিলেন আশ্বাস।
কহেন শঙ্কর তব কিবা অভিলাষ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে কন হে পরমেশ্বরি।
যে কারণে আমি তব উপাসনা করি॥
পূর্ব্বে পত্নীভাবে ছিলে আমাতে প্রসন্না
এক্ষণেতে সেই রূপ আমার প্রার্থনা॥
শুনিয়া পরমা দেবী কহেন শিবেরে।
জনম লইব আমি হিমালয় ঘরে॥
মম মৃত দেহ ধরি মস্তক উপর।
মহানন্দে হইয়া ছিলে হে নৃত্যপর॥
সে কারণে কিয়দংশে গঙ্গানামে হব।
জলময়ী রূপে বাস মস্তকে করিব॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু কেও বর দিয়া মনোমত।
সেই স্থানে মহাদেবী হন অন্তর্হিত॥

কামরূপ মাহাত্ম্য।

ভগবান বেদব্যাস গদগদ চিত্ত।
জৈমিনিকে কহিলেন পুরাণ পবিত্র॥
অল্পবুদ্ধি আমি কি জানিব দেবী তত্ত্ব
কি রূপে বলিব মহাপীঠের মাহাত্ম্য॥
যাহা জানি বলি তাই শুন সাবধানে।
নারদ শুনিয়া ছিল মহা দেব স্থানে॥
ভুমিতলে খণ্ড খণ্ড দেবী অঙ্গপাতে।
এক পঞ্চাশত পীঠ হইল মর্ত্তেতে॥
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তম এই পীঠ হয়।
পরমা দেবীর পরিপূর্ণ ভাব ময়॥
ব্রহ্মপুত্র নদ জলরূপী জনার্দ্দন।
এ স্থানে যে জন করে স্নানাদি তর্পণ॥
যাবদীয় মহাপাপ সব ধৌত হয়।
সে পুণ্যেতে পিতৃলোক উদ্ধার করয়॥
পরেতে পীঠ দেবতা যিনি কামেশ্বরী।
বক্ষ্য মান মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করি॥

মন্ত্রং।

কামেশ্বরীঞ্চ কামাখ্যা কামরূপ নিবাসিনীং।
তপ্ত কাঞ্চন সঙ্কাশাং তাং নমামি সুরেশ্বরীং॥

মানস কুণ্ডেতে পরে করিয়া গমন।
বিধিমতে করিবেক স্নানাদি তর্পণ॥
শুদ্ধ বেশ ধারী হয়ে প্রশান্ত চিত্তেতে।
প্রবেশ করিবে গিরি গুহার মধ্যেতে॥
পূর্ব্ব জন্মে পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য যদি রয়।
তা হইলে ভক্তের দর্শন লাভ হয়॥
যদি কেহ একবার দরশন পায়।
জীবন্মুক্তি পায় জীব অনায়াসে তায়॥
অনন্তর সেই মহাক্ষেত্র মধ্য স্থানে।
পূজা হোম করিবেক তন্ত্রোক্ত বিধানে॥
জপ পূজাদির ফল হইবে তাহাতে।
কোটি২ মুখে আমি না পারি বলিতে॥
সত্য সত্য এই মহাদেবের বচন।
মরিলে নির্ব্বাণ পদ পাইবে সে জন॥

এমন পবিত্র ক্ষেত্র নাই ত্রিভুবনে।
দেবগণ মৃত্যুইচ্ছা করয়ে এ স্থানে॥
হে দেব জৈমিনে কহি সংক্ষেপে তোমায়
অসীম মাহাত্ম্য তার সীমা কেবা পায়॥
এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মা বিষ্ণু তপ পরায়ণ।
পাইয়া বাঞ্ছিত বর করেন গমন॥
শম্ভু তথা রহিলেন ধ্যানাবলম্বন।
মহা দেবী গিরি পুরে করেন গমন॥
একান্ত ভক্তিতে যেবা করয়ে শ্রবণ।
পরমা দেবীর এই পবিত্র কথন॥
দুস্তর দুর্গম স্থান উত্তীর্ণ হইবে।
সে জন শিবত্ব পদ অনাসে পাইবে॥
শ্রবণ মাত্রেই হয় মহাপাপ ক্ষয়।
দেবীর কৃপায় তায় সর্ব্বত্রেই জয়॥
এ দুর্গা চরিত যেবা না শুনিল কাণে।
বৃথাই জনম তার বৃথা সে জীবনে॥
শরীর ধারণে তার কিবা ফলোদয়।
জননীর ক্লেশ মাত্র জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব কহিতেছি হে মানব গণ।
জিবন্মুক্ত পদ পাবে করহ শ্রবন॥

মেনকার গর্ভে গঙ্গারূপে জন্ম
এবং নারদ ও হিমালয়ের
কথোপকথন।

ব্যাস দেব জৈমিনিকে কহেন তখন।
শুন বৎস মন দিয়া দেবীর কীর্ত্তন॥
যে রূপে মেনকা গর্ভে জনম গ্রহণ।
যে রূপেতে মহাদেবে পতিত্বে বরণ॥
প্রথমেতে দেবী করিলেন অভিলাষ।
দেবের মস্তকোপরি করি বারে বাস॥
অংশ রূপে গঙ্গারূপ করেন ধারণ।
পরে গৌরী রূপে দেবী আবির্ভূতা হন
প্রথমে গঙ্গার জন্ম কহিব সম্প্রতি।
শ্রবণে বিধুত পাপ ত্রজন্ম প্রভৃতি॥
সময়ে মেনকা রাণী হন গর্ভবতী।
তাহা দেখি গিরি রাজ আনন্দিত অতি

কাল পরিণামে পূর্ণ গর্ব্ভা হন রাণী।
প্রসব করেন কন্যা সুচারু বদনী ॥
মধ্যাহ্ন তৃতীয়া শুক্র পক্ষ বৈশাখেতে।
শুভক্ষণে আবির্ভূতা হলেন মর্ত্তেতে ॥
কি কব গঙ্গার রূপ কান্তি শুভ্রবর্ণ।
বিশুদ্ধ রজত যেন শশধর পূর্ণ ॥
নির্ম্মল মুখ পঙ্কজ শোভে ত্রিনয়ন।
বাহু চতুষ্টয় তাঁহে অতি সুশোভন ॥
অপূর্ব্ব কন্যার রূপ করি দরশন।
গিরি রাণী হইলেন আনন্দে মগন ॥
গিরি রাজ সমুৎসুক শ্রবণ মাত্রেতে।
করেন মঙ্গলাচার বেদ বিধি মতে ॥
ব্রাহ্মণে করেন বহু ধন বিতরণ।
যাচক দিগকে দেন বস্ত্র আভরণ ॥
অভি জাত কুমারীর কে বুঝিবে লীলা
দিন দিন বৃদ্ধিযুক্তা যেন শশী কলা ॥
এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে।
এক দিন গিরিরাজ কন্যালয়ে কোলে
বসিয়া আছেন তিনি সিংহাসন পরে।
নারদের আগমন দেখিয়া অদুরে ॥
মাৎসর্য্য প্রকাশ পাছে হয় মুনি স্থানে।
ক্রোড়ে ছিল কন্যা ত্যজিলেন সিংহাসনে
সম্ভ্রমেতে অদ্রিনাথ করি গাত্রোত্থান।
অর্চ্চনা করিয়া তাঁরে করেন আহ্বান ॥
স্বয়ং সিংহাসন আনি করেন প্রদান।
কহেন মহর্ষি অদ্য আমি ভাগ্যবান ॥
জীবন সফল মম তব আগমন।
কৃতার্থ হইল দীন পবিত্র ভবন ॥
কি নিমিত্ত আগমন কিবা অভিলাষ।
অনুগত জনে প্রভু করুন প্রকাশ ॥
ঋষি কন গিরি রাজ মম বাক্য ধর।
ত্যাগ নাহি কর কন্যা অগ্রে ক্রোড়ে কর
অভিলাষ বত আজ্ঞা পাইয়া তখন।
কন্যাটিকে বক্ষঃস্থলে করেন ধারণ ॥
নারদ বলেন শুন ওহে গিরিবর।
দেখিতেছি তোমায় হে বড় ভাগ্যধর ॥

পাইয়াছ কন্যা রত্ন আমি শুনিয়াছি।
দর্শনের অভিলাষে তাই আসিয়াছি ॥
রোমাঞ্চিত কলেবর গিরি রাজ কয়।
আমার কন্যার অদ্য বড় ভাগ্যোদয় ॥
আপনি হে মহাঋষি দেবের আরাধ্য।
অসাধ্য সাধনা অদ্য হইল যে সাধ্য ॥
ব্রহ্মার তনয় কন মধুর বচনে।
আপনি প্রাকৃত ব্যাক্তি না ভাবিহ মনে
ত্রিলোক দুর্ল্লভা যে তোমার এই কন্যা
আপনার গৃহে আসি হন অবতীর্ণা ॥
ইনি হন ব্রহ্মময়ী শুন ওহে গিরি।
আমিও কৃতার্থ হই দাও ক্রোড়ে করি ॥
এই কথা বলি ঋষি নিজাঙ্কে লইল।
আপন মস্তক পরে স্থাপন করিল ॥
কখন ক্রোড়েতে রাখি কভু বক্ষঃস্থলে।
আমি ধন্য বলি ভাসে নয়নের জলে ॥
ঋষি কন ওহে গিরি জিজ্ঞাসিহে আমি
কন্যার যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত কি হে তুমি ॥
গিরি কন সুলক্ষণ যুক্তা ত্রিনয়নী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা এই মাত্র জানি ॥
নারদ কহেন রাজা না জান কারণ।
বলিহে যথার্থ তত্ত্ব করহে শ্রবণ ॥
পরমা প্রকৃতি যিনি মূল আদি ভুতা।
সতী রূপে যিনি হন দক্ষের দুহিতা ॥
মহাদেবে পতি লাভ করিয়া মনন।
স্বীয় অংশে তব গৃহে অবতীর্ণা হন ॥
সংস্পর্শ মাত্রেতে যাঁর পূর্ণ মনস্কাম।
রাখহ ইহার গিরি গঙ্গা এই নাম ॥
যে নাম লইলে জ্ঞান তত্ত্বের উদয়।
পরশনে মহাপাপ প্রনষ্ট যে হয় ॥
কামরূপ মহাপীঠে আছেন শঙ্কর।
তথায় মূল প্রকৃতি দিয়াছেন বর ॥
শঙ্কর ইহাঁর পতি আছয়ে নিশ্চিত।
স্বর্গ পুরে ইহাদের বিবাহ উচিত ॥
সেই জন্য ব্রহ্মা আসি প্রার্থনা করিয়া।
এই কন্যা স্বর্গ পুরে যাবেন লইয়া ॥

মহাদেবে আনিবেন করিয়া আহ্বান।
দেব সভা মধ্যে কন্যা হবে সম্প্রদান॥
তাহা শুনি গিরিরাজ চিন্তান্বিত মন।
ব্রহ্মলোকে দেবঋষি করেন গমন॥
প্রণমি পিতার পদে কন হৃষ্ট মনে।
মর্ত্তেতে গঙ্গার জন্ম হয়েছে এক্ষণে॥
হিমালয়ে জন্মিলেন মেনকা গর্ব্ভেতে।
যাইয়া তথায় দেখিলাম সচক্ষেতে॥
গঙ্গার জনম ব্রহ্মা ঋষি মুখে শুনি।
হইলেন নিবৃত্ত হইতে বেদ বাণী॥
প্রশংসা করিয়া পুত্রে আহ্লাদে মগন।
ক্ষণকাল করিলেন চক্ষু নিমীলন॥
ভাবিলেন এইদেবী সামান্যত নন।
ইনিই ভবের পূর্ব্বপত্নি সতী হন॥
স্বকীয় অংশেতে করি শরীর ধারণ।
অবতীর্ণা হিমালয়ে গিরীন্দ্র ভবন॥
পূর্ণা গৌরিরূপে জন্ম গর্ব্ভে মেনকার।
হইবেন পরে আছে বিলম্ব তাহার॥
সম্প্রতি ইহাঁকে দেব যদি হন প্রাপ্ত।
তাহাতে হইতে পারে কিছু শান্ত চিত্ত
যখন সে মৃতদেহ ছিল মস্তকেতে।
খণ্ড খণ্ড হয় তাহা বিষ্ণুর চক্রেতে॥
তদবধি তিনি রুষ্ট আমাদের প্রতি।
কি প্রকারে পরিতোষ করিব সম্প্রতি॥
নারদ বলেন প্রভু আছয়ে উপায়।
নিবেদন করিতেছি আপনার পায়॥
পরম ধার্ম্মিক অদ্রিনাথ মহামনা।
গঙ্গাকে তথায় গিয়া করুন প্রার্থনা॥
অবশ্য সম্মত তিনি হবেন তাহাতে।
অর্পণ করিবে গঙ্গা অভিলাষ মতে॥
অনন্তর আনয়ন করি স্বর্গ পুরে।
সমাদরে সম্প্রদান করুন শঙ্করে॥
কহিলাম এই দেব আমার মিনতি।
সন্তুষ্ট হবেন তিনি উভয়ের প্রতি॥
সাধু পুত্র বলি সায় দিলেন তাহাতে।
শীঘ্র বার্ত্তা দাও দেবরাজের সভাতে॥
এই সমাচার দেবগণে জানাইবে।
আমার নিকট শীঘ্র আসিতে বলিবে॥
তখনি নারদ ঋষি করিল গমন।
দূর হইতে তাঁহারে দেখিল দেবগণ॥
ইন্দ্রাদি সভাস্থ দেব করি গাত্রোত্থান।
করিলেন ঋষিবরে আসন প্রদান॥
নারদ বলেন শুন সব দেবগণ।
বিধাতার আজ্ঞা এই করহ শ্রবণ॥
ত্বরায় চল সকলে এই ব্রহ্ম লোকে।
পিতা সহ যাইবে হে আনিতে গঙ্গাকে॥
শিবের বিবাহ জন্য তিনি ব্যাকুলিত।
বিলম্ব না কর সবে চলহ ত্বরিত॥
শুনি বার্ত্তা ইন্দ্র আদি দিকপালগণ।
তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে করেন গমন॥

ব্রহ্মাদির গঙ্গানয়নে যাত্রা।

ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলে একত্রে।
আনন্দে আনিতে গঙ্গা চলিলেন মর্ত্ত্যে
একযাম মাত্র নিশি আছয়ে যামিনী॥
বিবেচনা করিলেন সর্ব্বান্তর্যামিনী।
আসিছেন দেবগণ আমারে লইতে॥
পিতা যেন অন্যথা না করেন তাহাতে।
নিজ রূপ দেখাইব সপ্ন অবস্থায়॥
দেবতার পক্ষে করি আদেশ পিতায়॥
মনে মনে গঙ্গা দেবী এই স্থির করি।
মকর বাহনোপরে নিজ মূর্ত্তি ধরি॥
শুক্লবর্ণা চতুর্ব্বাহু কিবা রূপ রাশি।
গিরিরাজ সম্মুখেতে উপস্থিত আসি॥
ওগো পিতঃ আমি হই আদ্যা যে প্রকৃতি
ছিলাম দক্ষের কন্যা নাম ছিল সতী॥
এক্ষণে তোমার পুত্রী হই অংশরূপে।
মহাদেব অপেক্ষা করেন কাম রূপে॥
পরেতে হইব পূর্ণ অংশে গৌরিরূপ।
শিব হইবেন পতি শুন ওহে ভূপ॥
সম্প্রতি ব্রহ্মাদি করি যত দেবগণে।
উপস্থিত হইবেন তব সন্নিধানে॥

যাচিঞা করিবে ব্রহ্মা আমারে লইতে
করিহু প্রদান শোক না ভাবিয়া চিতে
এই কথা বলি গঙ্গাদেবী অন্তর্হিত।
ভগ্ন নিদ্রা গিরি রাজ হন চমকিত॥
ভাবেন জগদম্বিকা কন্যা যে আমার॥
মহাভাগ্যোদয় জানি আনন্দ অপার।
অনন্তর বেলা প্রায় প্রহর অতীত।
ব্রহ্মা উপনীত দেবগণে পরিবৃত॥
তাহা দেখি অদ্রিনাথ উঠিয়া সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণমে
কৃতাঞ্জলি পুটে রাজা জিজ্ঞাসে তখন।
কি জন্য দীন ভবনে তব পদার্পণ॥
কহেন মধুর স্বরে সকল দেবতা।
শুনিয়াছি তুমি হও সুপ্রসিদ্ধ দাতা॥
তাই সব দেবগণে পাইয়া আশ্বাস।
আসিয়াছে তব পাশে ভিক্ষা অভিলাষ
নিস্তব্ধ হইল গিরি দেব বাক্য শুনি।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত মনে হইল অমনি॥
নারদের পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ হইল।
দেবগণ প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
কি ভিক্ষা দিবহে আমি দীন হীন জন
সর্ব্বস্ব করিব দান কিম্বা এ জীবন॥
প্রস্তুত আছি হে আমি যাহা মনে লয়
যে রূপে আপনাদের উপকার হয়॥
শুনি পিতামহ কন ওহে হিমালয়।
মন দুঃখে আসিয়াছি তোমার আলয়॥
শুনিয়াছ সে সকল নারদের স্থান।
যে রূপেতে সতী দেবী ত্যজিলেন প্রাণ
যে রূপেতে মহাদেব মৃত দেহ ধরি।
ভ্রমিলেন ভূমণ্ডল মহা নৃত্য করি॥
সে নৃত্য বেগেতে প্রায় ঘটিল প্রলয়।
সে কারণে মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড হয়॥
তদবধি মহাদেব হন রোষান্বিত।
অপরাধ করিয়াছি আছি হে লজ্জিত॥
ঘুচাইব সেই দোষ করিয়াছি মনে।
তোষিব সে আশুতোষে গঙ্গা সম্প্রদানে

ভিক্ষা দেহ গঙ্গাকন্যা এই অভিপ্রায়।
বিবাদিত কোন রূপে না হইও তায়॥
তবে যদি মনে মনে হয় অভিমান।
পারিলেনা করিবারে স্বয়ং সম্প্রদান॥
ওহে গিরি রাজ তব এ দুঃখ রবেনা।
পূর্ণা রূপে হইবেন দেবী অবতীর্ণা॥
অচিরেই তাহাতেই সন্তোষ পাইবে।
স্বয়ং সম্প্রদান তুমি মহেশে করিবে॥
এই রূপ কথা বার্ত্তা সভার বাহিরে।
গঙ্গার ক্রন্দন শব্দ হয় অন্তঃপুরে॥
ব্যাকুল হইয়া গিরি চারি দিগে চায়।
গঙ্গাক্রোড়ে করি দাসী আইল তথায়॥
দাসী প্রতি গিরি রাজ কহেন তখন।
কহ শুনি কি লাগিয়া গঙ্গার রোদন॥
দাসী কয় কারণ না দেখি কিছু অন্য।
ব্যস্ত তব নিকটেতে আসিবার জন্য॥
শুনিয়া অমনি গিরি পরম আদরে।
হস্ত পশারিয়া কন্যা করিলেন ক্রোড়ে
ব্রহ্মা কন অদ্রিনাথ তব এই বালা।
অন্তর যামিনী ইনি ভকত বৎসলা॥
সামান্য নহেন ইনি ব্রহ্মাণ্ডের মাতা।
ছলক্রমে হয়েছেন বহির আগতা॥
শুনি হিমালয় কন ওহে জগৎপতে।
আপনি সর্ব্বজ্ঞ দেব জান ভাল মতে॥
ত্রই বলি গঙ্গা বক্ষে করিয়া ধারণ।
দুনয়নে জলধারা করিছে রোদন॥
পিতাকে ব্যাকুল দেখি গঙ্গাদেবী কন।
কি লাগিয়া শোক তাতঃ কর সম্বরণ
আপনি একান্ত ভক্ত হও চিরদিন।
সর্ব্বদা আমিও পিতঃ হই ভক্তাধীন॥
নিকট স্থায়িনী সদা জানিবে আমাকে
শোক ত্যজি সমার্পণ করহ ব্রহ্মাকে॥
পিতাকে প্রবোধ দান করিয়া অমনি।
ব্রহ্মার নিকটে যান প্রফুল্লবদনী॥
নিকটস্থ গঙ্গা দেখি বলেন তখন।
তুমি কিহে কন্যাটিকে করিলে অর্পণ॥

বিধি বাক্য শুনি গিরি করে অশ্রুপাত
বক্ষস্থলে হয় যেন শত বজ্রাঘাত ॥
আমার জীবনাধিকা এই কন্যা রত্ন।
করিলাম সমর্পণ করিবেন যত্ন ॥
তথাস্তু বলিয়া গঙ্গা করিয়া গ্রহণ।
ব্রহ্মলোকে চলিলেন সহ দেবগণ ॥

গিরীন্দ্রের নিকট মেনকার গমন।

স্বচক্ষে দর্শন করি দাসী অতি ত্বরা করি
অন্তঃপুরী প্রবেশ করিল।
বহে শ্বাস ঘনে ঘন দুঃখে সজল নয়ন
বিবরণ রাণীকে কহিল ॥
নাজানি গো কিকারণে বুঝিতব গঙ্গাধনে
অকারণে কে লইয়া যায়।
দাসীর শুনি বচন যেন অশনি পতন
গঙ্গাধন বলি ক্ষিপ্ত প্রায় ॥
মণি হারা যেন ফণী,উম্মাদিনী গিরিরাণী
পাগলিনী চলিল তথায়।
কহিছেন ওহে গিরি দেখাও প্রাণ কুমারী
পায়ে ধরি ওহে গিরি রায় ॥
কি রূপে ধরিব প্রাণ যে মম দেহের প্রাণ
হেন প্রাণ কে করিল চুরি।
ক্ষণেক না হেরি তায়, হয়ে আছি মৃতপ্রায়
প্রাণ যায় উহু মরি মরি ॥
আইল যে এই ক্ষণ জীবন সর্ব্বস্ব ধন
হেন ধন বিলাইলে কারে।
কে হরিল প্রাণ পাখী চারিদিক শূন্যদেখি
কহ দেখি কে লইল তারে ॥
ওহে নাথ বল বল বিলম্বে কি হবে ফল
গেল গেল আমার জীবন।
অবলা প্রাণ বধিয়া কেন রাখ লুকাইয়া
প্রকাশিয়া সুস্থ কর মন ॥
শুনি কন হিমালয় ব্রহ্মাদি দেবতা চয়
মমালয় আসি ছলক্রমে।
ভিক্ষা মাগি মম স্থানে লইলেন গঙ্গাধনে
দেবগণে গেল স্বর্গ ধামে ॥

শুনিয়া রাণী ব্যাকুল বক্ষেতে বিদ্ধিলশূল
ছিন্ন মূল ভূতলে পড়িল। .
করাঘাত করিশিরে কান্দিছেন উচ্চৈস্বরে
অশ্রুধারে ধরণী ভাসিল ॥
হিমালয় ত্বরাকরি বসাইয়া হস্ত ধরি
কহে গিরি শুনহে প্রেয়সি।
কিবা দিব পরিচয় তব কন্যা যে নির্দ্দয়
দেবচয় ইথে নহে দোষী ॥
ব্রহ্মা আগমন জানি স্বয়ংকন্যাউদ্যোগিনী
যান তিনি ত্যজিয়া আমায়।
গত রজনীর শেষ পান যেই স্বপ্নাদেশ
সবিশেষ কন মেনকায় ॥
স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে রাণী সেই অভিমানে
দুঃখ মনে কহেন তখন।
কন্যা বিরহ যাতনা মা বিনাকেহজানেনা
ভুলিবনা থাকিতে জীবন ॥
গঙ্গামোর কিলাগিয়া সম্বোধন নাকরিয়া
মা বলিয়া না বলি আমায়।
এ যে অতি পরিতাপ মনে বড় পাইতাপ
অভিশাপ দিবহে তাহায় ॥
দেখ হে সতীত্ব বল আসিতে হবে ভূতল
দেহ জল হবে অবশেষ।
এই বলি গিরিবরে যান রাণী দুঃখভরে
অন্তঃপুরে করেন প্রবেশ ॥

গঙ্গার সহিত শিবের বিবাহ।

অদ্ভুত আনন্দে মগ্ন যত দেবগণ।
স্বর্গ পুরে গঙ্গা দেবী করি আনয়ন ॥
বিবিধ প্রকারে করি মঙ্গলাচরণ।
আদরে নারদে ব্রহ্মা বলেন তখন ॥
যাও বৎস কামরূপ সেই পীঠস্থানে।
আনহ সে মহাদেবে বিনয় বচনে ॥
পিতার পাইয়া আজ্ঞা তরান্বিত অতি।
তৎক্ষণাৎ চলিলেন ঋষি মহামতি ॥
দেখিলেন দেব দেব ধ্যান পরায়ণ।
আছেন সমাধি যোগে মুদিয়া নয়ন ॥

ভাবিছেন মনে মনে কি করি বিহিত।
ইতি মধ্যে নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত॥
ক্রমে ক্রমে সমাধির শিথিলতা হয়।
নারদ কহেন কথা পাইয়া সময়॥
দাস আমি আসিয়াছি হেরিতে চরণ।
সম্প্রতি শুভ সংবাদ করুন শ্রবণ॥
পুনর্ব্বার ইচ্ছা করি আপনাকে পতি।
হিমালয়ে জন্মেছেন সেই দেবী সতী॥
শুনিয়া ঋষির বাক্য ভাবে গদগদ।
কৈ আমার সতী কৈ হে বৎস নারদ॥
ব্যাকুলিত দেখি ঋষি করপুটে কয়।
অবধান কর দেব ওহে দয়াময়॥
অংশ দ্বারা সতী দেবী হিমালয় ধামে।
প্রকাশিতা হয়েছেন তিনি গঙ্গা নামে
এক্ষণেতে ব্রহ্মলোকে বিরাজিতমান।
তথায় যাইতে হবে ওহে ভগবান॥
সতীর সংবাদ জানি প্রফুল্লিত মন।
বৃষভ বাহনে দেব করেন গমন॥
অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে হন উপস্থিত।
প্রমথ গণের সহ হইয়া বেষ্ঠিত॥
শিব আগমনে ব্রহ্মা হন অগ্রসর।
বসাইয়া দেবে রত্ন সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করি বিধিমতে।
করেন প্রদান গঙ্গা সভার মধ্যেতে॥
অংশ রূপা সতী প্রাপ্তে হরষিত মন।
কৈলাশেতে মহাদেব করেন গমন॥
হেন কালে ব্রহ্মা কন করিয়া মিনতি।
মম নিবেদন এক আছে পশুপতি॥
এত দিন ছিল গঙ্গা মম নিকটেতে।
কন্যাবৎ স্নেহ মম হয়েছে তাহাতে॥
কিছু দিন রাখি গঙ্গা আমার আবাসে।
পরে পাঠাইব দেব আপনার পাশে॥
ব্রহ্মার বচনে শিব সম্মত না হন।
গঙ্গাসহ মহাদেব করেন গমন॥
তাহাতে ব্রহ্মার দুঃখ বাড়িল অপার।
নয়নেতে শতধার বহে অনিবার॥

গঙ্গা কন হে ব্রহ্মণ ত্যজ দুঃখ মন।
তোমার ভক্তিতে বাধ্য আছি সর্ব্বক্ষণ
যদিচ গমন মম শিবের সহিতে।
তথাচ রহিব আমি তব নিকটেতে॥
মাতৃ শাপ জন্য আমি দ্রবময়ী হব।
তব কমণ্ডলু মধ্যে বিরাজ করিব॥
শোক পরিত্যাগ করি সুস্থ কর মন।
আমার এ বাক্য কভু না হবে খণ্ডন॥
এই কথা বলি গঙ্গা মনের হরিষে।
চলিলেন মহাদেবী শিবের আবাসে।
হইলেন কমণ্ডলু মধ্যে অবস্থিত।
পরে মিলি দ্রবময় হরির সহিত॥
আইলেন দ্রবময়ী বসুধা তলেতে।
পতিত সগর বংশ উদ্ধার করিতে॥
মহা সাগরের সহ হইয়া সঙ্গতা।
পাতালেতে ভোগবতীনামেতে আখ্যাতা
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে বিরাজিত হন।
পবিত্র করেন ইনি এই ত্রিভুবন॥

মেনকার গর্ভে উমার জন্ম।

বেদব্যাস কহিছেন শুন অতঃপরে।
পূর্ণ রূপে জন্মিলেন দেবী যে প্রকারে॥
মেনকার পুত্রী ভাবে প্রার্থনা কারণ।
করিবারে মহাদেবে পতিত্বে বরণ॥
লীলা ছলে সে কারণে তাঁর জন্ম লাভ
মেনকার গর্ভ্বে আসি হন আবির্ভাব॥
শুভক্ষণে কন্যারত্ন প্রসব করিল।
শোভিছে বদন যিনি প্রফুল্ল কমল॥
দেখিবামাত্রেতে হয় আনন্দ উদয়।
দশদিক সুপ্রসন্ন পুষ্প বৃষ্টি হয়॥
সুগন্ধ পবিত্র বায়ু হয় প্রবাহিত।
রূপ হেরি নারীগণ হয় চমৎকৃত॥
দরশনে দাসীগণে বাড়িল আহ্লাদ।
অমনি রাজাকে দিল এ শুভ সংবাদ॥
দূরে থাকি উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল
পরম অপূর্ব্ব রূপা কন্যা যে হইল॥

সূর্য্য সম প্রভাবতী দীর্ঘ ত্রিনয়না।
দেখিবারে অতিশয় প্রসন্ন বদনা॥
তাহে অষ্টভুজা তার কি কব বাখান।
ললাটেতে অর্দ্ধ চন্দ্র যেন দীপ্যমান॥
শুনিয়া কন্যার কথা পুলকিত অতি।
ভাবেন হবেন বুঝি পরমা প্রকৃতি॥
ভাবনা মাত্রেতে হয় প্রফুল্লিত মন।
করিলেন নানা বিধ বস্ত্র বিতরণ॥
অভিনব কুমারীর মুখ দেখি বারে।
হরষিত গিরি রাজ যান অন্তঃপুরে॥
চমকিত হেরি সে রূপের মধুরতা।
নিশ্চয় হইল মনে ইনি জগন্মাতা॥
সাষ্টাঙ্গেতে প্রনিপাত পতিত ভূতলে।
কৃতাঞ্জলি পুটে তবে গিরিরাজ বলে॥
হে জননি বিশালাক্ষী ওগো সুলক্ষণে।
চিন্তাকুল ভবতত্ত্ব বুঝিতে পারিনে॥
অতএব দেহ মাতা আত্ম পরিচয়।
যাহাতে এ অজ্ঞানের ভ্রম দুর হয়॥
অভিজাতা সে কুমারী বলেন অমনি।
জানিহ আমায় পিত মহেশমোহিনী॥
চিদানন্দ রূপ নিত্য ঐশ্বর্য্যশালিনী।
সর্ব্ব প্রাণী হিতৈষিণী আমি সনাতনী॥
বহু জন্মে করিয়াছ পুণ্য রাশি রাশি।
সে কারণে তব গৃহে পুত্রী ভাবে আসি
গিরি কয় সবিনয়ে শুন ওগো পুত্রী।
দেখিতে বাসনা তব ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি॥
পিতার সে অভিলাষ করিতে পূরণ।
দয়াময়ী দয়া করি বলেন তখন॥
করিতেছি দিব্য চক্ষু তোমাকে প্রদান.
তাহার প্রভাবে পাইবেহে দিব্যজ্ঞান॥
হৃদয় নির্ম্মল তব হইবে তাহাতে।
আমার পরম রূপ পাইবে দেখিতে॥
সমস্ত সংশয় তব অপসৃত হবে।
সর্ব্ব দেবময়ী বলি জানিতে পারিবে॥
এই বলি দিব্যচক্ষু করিয়া অর্পণ।
কহেন একণে পিতঃ করহ দর্শন॥

ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিলেন প্রথমত।
সহস্র অনল রাশি যেন একত্রিত॥
জ্যোতির্ম্ময় শোভিতেছে সে পঞ্চবদন।
অর্দ্ধ চন্দ্র সম এক ত্রিশূল ধারণ॥
দ্বিপী চর্ম্ম পরিধান জটা মস্তকেতে।
আছেন অনন্ত দেব বেষ্ঠিত অঙ্গেতে॥
প্রলয় কালীন মূর্ত্তি দেখি আচম্বিত।
কম্পমান গিরিরাজ ভয়ে অতিভীত॥
পিতার অবস্থা দেবী দেখিয়া নয়নে।
সম্বরণ করিলেন সে রূপ তৎক্ষণে॥
ধরিলেন কমনীয় রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
শরতের পূর্ণ চন্দ্র সম শোভাময়॥
মস্তক মুকুটে রত্ন শোভে সারি সারি।
ত্রিনয়ন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী॥
দিব্যাম্বর দিব্য মাল্য গলে বিভূষিত।
কিবা শোভা দিব্য অঙ্গ সুগন্ধে চর্চ্চিত॥
গাইছে যোগীন্দ্র গণে ভবগুণ গান।
চমকিত গিরি রাজ এক দৃষ্টে চান॥
এক এক রোম কূপে আছে ত্রিসংসার
কত শত নদ নদী সমুদ্র অপার॥
দেখিয়া পরম রূপ পরম সন্তোষ।
হেরিতে অপর রূপ হইল মানস॥
অন্তর যামিনী জানি মনোগত ভাব।
ধরিলেন মহা দেবী অপরূপ ভাব॥

নীলোৎপল দল শ্যামং বনমাল্যাবিভূষিতং।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং রক্তপঙ্কেরুহপদাম্বুজং॥
ঈষৎ সহাস বদনং দিব্য লক্ষণ লক্ষিতং।
চন্দনোক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্ন ভূষণ ভূষিতং॥

অস্যার্থ।

নীলোৎপল দল শ্যাম উজ্জ্বল বরণ।
গলে শোভে বনমালা বাঁকা দুনয়ন॥
বদনে ঈষৎ হাস মধুর লাবণ্য।
চিনিতে কে পারে রূপ মহাযোগীভিন্ন
মনোহর সর্ব্ব অঙ্গ চর্চ্চিত চন্দনে।
বিভুষিত নানা বিধ রত্ন আভরণে॥
রূপ দেখি অদ্রিনাথ আনন্দে মগন।
কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করেন তখন॥

গিরিরাজ কর্ত্তৃক গৌরির স্তব।

মাতঃ সর্ব্বময়ী প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে।
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তুত্বদন্যৎ শিবে॥
ত্বং বিষ্ণুর্গিরীশ ত্বমেবহি সুরা ধাতাসি শক্তিঃ পরা।
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্য চরিতে ব্রহ্মাদ্য গম্যং শিবে॥
ত্বং স্বাহাখিলদেবতৃপ্তিজানিকা পিত্রাদিষু ত্বং স্বধা।
তৃপ্তে হেতুরসি ত্বমেব জগতাং ত্বংদেবদেবাত্মিকা॥
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা।
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ২॥
রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্যোগিনো বিদ্যয়া।
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ সুগুপ্তং তব॥
বাচামবিষয়ং মনোহতিমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে।
ভক্ত্যাহং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং॥ ৩॥
উদ্যৎ সূর্য্য সহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া।
দেবীমষ্ট ভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলীং শুভাং॥
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তিমমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং।
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে॥ ৪॥
রূপন্তেরজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্র ভূষোজ্জ্বলং।
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈ র্ভীমৈঃ সমুদ্ভাষিতং॥
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজুটং শরণ্যে শিবে।
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে॥ ৫॥
রূপংশারদচন্দ্রকোটি সদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং।
দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনং॥
দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈঃ সুমিলিতং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ।
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদি দেবস্তুতে॥ ৬॥
রূপং তে নবনীরদদ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং।
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতং॥
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিণি।
ভক্ত্যাহং প্রণতোহস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে॥ ৭॥
মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং।
শক্তো দেবী জগত্রয়ে বহু যুগৈ র্দেবোহথবা মানুষঃ॥
তৎ কিং স্বল্পমতি র্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ।

নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥ ৮ ॥
অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চা সফলং মম।
তৎ ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা ॥ ৯ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজ লীলয়া।
নিত্যাপি মদগৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈযতঃ ॥ ১০ ॥
কিং ব্রূমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতং।
যতস্ত্রীজগতাং মাতুরপি মাতাঽভবত্তব ॥ ১১ ॥

অন্বয়ার্থ।

বিশ্বের ঈশ্বরী তুমি বিশ্বের আশ্রয়।
এ জগৎ চরাচর তোমাতে আছয় ॥
একাই সমস্ত রূপ করহ ধারণ।
তব শক্তি মূর্ত্তি হয় যত দেবগণ ॥
কে পারে চিনিতে তব চরিত্র অচিন্ত্য।
ব্রহ্মাদি দেবতা গণ নাহি পান অন্ত ॥১॥
দেবগণ প্রীত হেতু তুমি হও হব্য।
পিত্রাদির পক্ষে দেবি তুমি গো মা কব্য
স্বাহা স্বধা মন্ত্র তুমি তুমি যজ্ঞ ক্রম।
তুমি যাগ তুমি যজ্ঞ যজ্ঞের নিয়ম ॥
যজ্ঞের দক্ষিণা তুমি যজ্ঞ ফল দাত্রী।
শ্রেষ্ঠ মধ্যে শ্রেষ্ঠতর জগতের কর্ত্রী ॥ ২ ॥
জননি তোমার রূপ সূক্ষ্ম অতিশয়।
যোগীগণ চিত্তে যাঁরে শুদ্ধ ব্রহ্মময় ॥
অসীম তোমার রূপ পরাৎপর তর।
কি রূপে বর্ণিব তাহা বাক্য অগোচর ॥
ত্রৈলোক্যের বীজ তুমি প্রণত চরণে।
পরিত্রাণ কর দেবি ভক্তিহীন জনে ॥৩॥
লীলাছলে জন্ম পূর্ণ করিতে বাসনা।
সুশোভিতা অষ্টভূজা আকর্ণ নয়না ॥
শশাঙ্ক কোটির ন্যায় সুকান্তি শালিনী।
শুভাবহ ত্রিনয়নী মঙ্গল দায়িনী ॥
বিশ্ব মাতা তুমি বিশ্ব পালন কারিণী।
মম প্রতি সুপ্রসন্না হও গো জননি ॥ ৪ ॥
অন্য মূর্ত্তি যাহা হেরিয়াছি হে নয়নে।
সুশোভিত করিয়াছ নাগেন্দ্র ভূষণে ॥
পঞ্চমুখ প্রত্যেকেই আছে ত্রিনয়ন।
মস্তকে চন্দ্রার্দ্ধ জটা জুটে সুশোভন ॥
হে শরণ্যে হে অম্বিকে হে শিব গেহিনি
মম প্রতি সুপ্রসন্না হও গো জননি ॥ ৫ ॥
পুনর্ব্বার হেরিলাম যে রূপ তোমায়।
কোটি শরদের চন্দ্র যেন শোভাপায় ॥
দিব্য কান্তি দিব্য বস্ত্র দিব্য আভরণ।
না পারি বর্ণিতে রূপ ভুবন মোহন ॥
দিব্য বাহু চতুষ্টয়ে কিবা সুমিলিত।
প্রণাম তব চরণে করি শত শত ॥ ৬
অপর যে রূপ অতিশয় মনোহর।
নবীন নীরদ শ্যাম পরম সুন্দর ॥
প্রফুল্ল কমল ন্যায় উজ্জ্বল নয়ন।
রত্নে বিভূষিত অঙ্গ সুহাস্য বদন ॥
বনমালা শোভে বক্ষঃস্থল বিলসিত।
ভক্তিভাবে মহাদেবি হইগো প্রণত ॥ ৭ ॥
যাবতীয় প্রাণী আছে এ বিশ্বমাঝারে।
যক্ষ রক্ষ দেবতাদি নর কি কিন্নরে ॥
একত্র হইয়া যদি তব গুণ কহে।
শত যুগে বর্ণনা করিতে শক্ত নহে ॥
আমি অল্প মতি মূঢ় জ্ঞান হীন তায়।
মায়া জালে মুগ্ধ কেন কর মা আমায় ॥৮॥
সফল জনম অদ্য সফল তপস্যা।
কন্যা মম যিনি হন ত্রিলোক উপাস্যা ॥৯॥
ধন্য ধন্য আমি ধন্য কৃতার্থতা মানি।
পুত্রীভাবে মম গৃহে নিত্যাহন যিনি ॥১০॥
মেনকার সৌভাগ্যের কিবা দিব সীমা
ত্রিজগত মধ্যে তাঁর না দেখি উপমা ॥

তুমি ত্রিজগত মাতা হওগো জননি।
হইল তোমার মাতা সে মেনকা রাণী॥

মেনকা কর্ত্তৃক গৌরীর স্তব।

মাতঃ স্তুতিং ন জানামি ভক্তিম্বা জগদম্বিকে।
তথাপ্যহমনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজগুণে নহি॥ ১॥
ত্বয়া জগদিদং সর্ব্বং সূয়তে জগদম্বিকে।
ত্বং মমোদরসংভূতা ইতি লোকবিড়ম্বনং॥ ২॥

অস্যার্থ।

হে মাত জগদম্বিকে আমি জ্ঞান হীনা।
নাহি জানি ভক্তি নাহি জানি উপাসনা॥
শুনিয়াছি তুমি মা তারিণী নামধর।
নিজগুণে মম প্রতি অনুগ্রহ কর॥
তুমি মা প্রসব কর সমস্ত সংসার।
লোক বিড়ম্বনা মাত্র উদরে আমার॥

দেবী উক্তি।

শুন গো জননি তুমি হও ভাগ্যবতী।
শুভাশুভ ফল দানে আমার শকতি॥
মানস করিয়া আমি হইব দুহিতা।
করিয়াছ বহু তপ তুমি আর পিতা॥
সেই তপস্যার ফল প্রদান করিতে।
লীলাক্রমে জন্মিলাম তোমার গর্ব্ভেতে॥

হিমালয় উক্তি।

দেবের দুর্লভ ধন অসীম মহিমা।
যোগীগণ ধ্যান যোগে নাহি পান সীমা॥
মম গৃহে অবতীর্ণা স্বয়ং হেন ধন।
লইলাম ও জননি চরণে শরণ॥
হইতে সংসার পার নাহি মম জ্ঞান।
উপদেশ দাও মাতা সে ব্রহ্মবিজ্ঞান॥

ভগবতী-গীতারম্ভ।

পার্ব্বতী উক্তি।

ওহে মহীপতে পিতঃ বলেন পার্ব্বতী।
যোগসার কহিতেছি শুনহ সংপ্রতি॥
কহিব সকল কথা গুহ্য অতিশয়।
যাহা জ্ঞান মাত্রে দেহী হয় ব্রহ্মময়॥
প্রথমে সংযতাহারী শুদ্ধ চেতা হবে।
সদ্‌গুরু নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে॥
কায়মনোবাক্যে করি আমাকে আশ্রয়
সর্ব্বদাই মদগত প্রাণ যেন হয়॥
আমার প্রসঙ্গ আর মম গুণগান।
মানসে জপিয়া নাম হবে ভক্তিমান॥
স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত বিহিত মতেতে।
দান যজ্ঞ তপস্যা করিবে বিধিমতে॥
যজ্ঞ দ্বারা ধর্ম্মলাভ ধর্ম্মেতেই ভক্তি।
ভক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ জ্ঞানেতেই মুক্তি
দান যজ্ঞ তপস্যাই অর্চ্চনা আমার।
এইত উপায় তত্ত্ব জ্ঞান পাইবার॥
মুক্তি পদ পাইবে জন্মিলে তত্ত্ব জ্ঞান।
মন দিয়া শুন পিতা তাহার বিধান॥
প্রথমে আমার রূপ করিবে আশ্রয়।
মম অংশেতেই দেব দেবী মূর্ত্তি হয়॥
বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রে আমাকে ভাবিবে
পরে অন্য দেব দেবী ভজনা করিবে॥
ক্রমে অন্তঃ নির্ম্মলতা তাহাতেই হয়।
নির্ম্মল হইলে আত্মজ্ঞানের উদয়॥
সে সময়ে তার মনে হইবে এ ভাব।
কত দিনে মুক্তি ধনে করিব হে লাভ॥
তখন স্ত্রী পুত্র মিত্র সাধারণ গণে।
সকল লোকের প্রতি ঘৃণা হবে মনে॥
জন্মিলে বিবেক মনে দৃঢ় ভক্তি হয়।
বেদান্তাদি শাস্ত্রে মন নিবেশ করয়॥
গুরু উপদেশেতে করিবে আলোচনা।
সামান্য সুখ বস্তুতে প্রয়াশ হবেনা॥
কাজেই কামনা তার পরিত্যাগ হবে।
সর্ব্ব জীবে সমভাব উদয় হইবে॥
মনোমধ্যে না রহিবে মায়া ও মমতা।
সহজেই তত্ত্বজ্ঞান হবে আবির্ভূতা॥
পরম দুর্লভ তত্ত্ব জ্ঞানের প্রভাব।
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হবে পরমাত্ম ভাব॥

সেই নিত্যানন্দ রূপ সম্ভোগ করিবে।
জীবনের মুক্তিপদ তাহাতে পাইবে ॥
এড়াইতে চাহ যদি এ ভব যন্ত্রণা।
আমাতে করিয়া ভক্তি কর উপাসনা ॥
সংসার নিখিল দুঃখ রবেনা ইহাতে।
যত্ন করি চল পিতা যোগ শাস্ত্র মতে ॥

হিমালয় উক্তি।

হে মাতঃ জগদীশ্বরি করি নমস্কার।
বিদ্যা হইতেই মুক্তি বিদ্যা কি প্রকার ॥
আত্মার স্বরূপ তত্ত্ব পাইব কেমনে।
কৃপা করি কহ দেবি এই মূঢ় জনে ॥

পার্ব্বতী উক্তি।

এ ভব সংসার পিতা দুঃখ রাশিময়।
নিবৃত্তিকারিণী যিনি তাঁকে বিদ্যাকয় ॥
আছয়ে বিস্তর কথা স্বরূপ বলিতে।
সংক্ষেপে কহিব তাহা শুন মহামতে ॥
দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় গণ।
এ সকল হইতে পৃথক যিনি হন ॥
অদ্বিতীয় চিদানন্দ ও বিশুদ্ধিময়।
তাঁহাকে বলিয়া আত্মা জানিহ নিশ্চয়
যেই জ্ঞান সহকারে আত্মা জানা যায়।
সেই মহাজ্ঞান আমি বিদ্যাবলি তায় ॥
আত্মার নাহিক দেহ দেহ মধ্যে বাস।
নাহিক জনম তাঁর নাহিক বিনাশ ॥
বিশুদ্ধ স্বভাব সেই আত্মা নিরাময়।
মন বুদ্ধ্যাদিস্বরূপ উপাধি যে হয় ॥
তৎশূন্যজ্ঞান তেজ আনন্দ প্রভৃতি।
ত্রিতয়ময় বলিয়া জানিহ সম্প্রতি ॥
হস্ত পদ হীন আত্মা তাঁর কটাক্ষেতে।
সৃষ্টি কার্য্য চলিতেছে সুশৃঙ্খলা মতে।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি আদি যে সব উপাধি।
সোপাধিক তেজদান করে নিরবধি ॥
কোন কোন স্থানে হয় অত্যন্ত প্রখর।
কোন স্থানে হয় দেখ কিছু মৃদুতর ॥

কিন্তু সে নিরুপাধিক আত্মা তেজময়।
সর্ব্বদাই তাহে পূর্ণ তেজের উদয় ॥
যেস্থানে বসিয়া মনোনিবেশ করিবে।
কোটি পূর্ণ চন্দ্র জ্যোতিঃ তাহে বোধহবে
শুদ্ধজ্ঞানময় সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত।
স্থূল সূক্ষ্ম সকলের হন অন্তর্গত ॥
কি সূর্য্য কি চন্দ্র আর সমস্ত আকাশ।
মহান জগৎ তিনি করেন প্রকাশ ॥
আত্মার স্বরূপ এই কহিলাম আমি।
এ রূপে আত্মাকে চিন্তা করিবে হে তুমি
ভ্রমরূপ আত্মবুদ্ধি অনাত্ম দেহেতে।
রাগ দ্বেষ আদি করি জন্মায় তাহাতে ॥
বিষয়ানুরাগ আর বিদ্বেষ প্রবল।
পাপ পুণ্য কাম্য কর্ম্ম জন্ময়ে সকল ॥
কর্ম্মজন্য জন্ম মৃত্যু হয় বারংবার।
দুঃসহ দুঃখাদি ভোগ হয় অনিবার ॥
অনুরাগ বিদ্বেষ দুঃখের মূলীভুত।
সাবধানে পরিত্যাগ করিবে গো পিত ॥

হিমালয় উক্তি।

অদৃষ্ট জনক হয় শুভাশুভ কার্য্য।
রাগদ্বেষ কি প্রকারে হবে পরিত্যজ্য ॥
কেহ যদি অপরের করে অপকার।
অন্য লোক সহ্য তাহা করে কি প্রকার
যদিচ প্রত্যপকার নাহি করে তার।
কিন্তু চেষ্টা হয় যাতে নাহি ঘটে আর

পার্ব্বতী উক্তি।

ওহে হিমালয় বলি শুন এক চিতে।
অপকার কেহ কার না পারে করিতে
গুরু উপদেশ মত বিচার করিবে।
অপকার কথা আঁর বোধ না হইবে ॥
অতএব যে বিষয় কহিব এখন৷৷
শুন পিতা সেই কথা স্থির করি মন ॥
পঞ্চভূতময় দেহ জানিহ নিশ্চয়।
দেহ অধিষ্ঠাতা আত্মা সে চৈতন্যময় ॥

জন্ম মৃত্যু নাই অস্ত্রে নাহি হয় ছেদ।
পতিত থাকিলে জলে নাহি হয় ক্লেদ॥
প্রজ্জলিত অনলেও না হয় দাহন।
সূর্য্যাদি কিরণে তাহা না হয় শোষণ॥
সমভাব হন তিনি অদাহ্য অচ্ছেদ্য।
নিরাময় নিত্য তিনি আশোষ্য অক্লেদ্য॥
সেই বস্তুতেই কোন নাহিক বিকার।
তা হইলে কে তাঁহার করে অপকার॥
চৈতন্যময় আত্মার সম্বন্ধ বশতঃ।
অচেতন দেহ হয় চেতনের মত॥
আত্মভ্রম হয় পিতঃ না জানি বিচার।
বোধ করে অপকার হইল আত্মার॥
হে পিতঃ অনলে যদি গৃহ দাহ হয়।
সে গৃহের অভ্যন্তরে যে আকাশ রয়॥
আকাশের কোন স্থান না হয় লক্ষিত।
সেইরূপ দেহে আত্মা জানিহ নিশ্চিত॥
আত্মবিচারেতে তাহা নিশ্চয় হইবে।
পরম প্রেমআস্পদ বলি বোধ হবে॥
যখন স্বভাব তাঁর জানিবে নিশ্চিত।
সর্ব্বদা আত্মাতে মন হইবে ধাবিত॥
বিকারী দেহ পিণ্ডের হইলে যন্ত্রণা।
আত্মার সে অপকার বোধ হইবে না॥
আত্মাকে হননকর্ত্তা ভাবয়ে যে জনা।
কিম্বা হন্যমান বলি করে বিবেচনা॥
উভয় ভাবনা ভ্রম শুন ও গো পিত।
আত্মা কখনই নহে হন্তা কিম্বা হত॥
আত্মার এই স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া।
সুখী হও ওগো পিত বিদ্বেষ ত্যজিয়া॥
বিষয়ের অনুরাগ আর যে বিদ্বেষ।
উভয়েতে মনস্তাপ জন্মায় বিশেষ॥
এই উপদেশ পিতা রাখিবে হে মনে।
এরাই কারণ হয় সংসারবন্ধনে॥

হিমালয় উক্তি।

হে জননি মম মনে এই গো সংশয়।
দেহ হইতেই যদি আত্মা ভিন্ন হয়॥
তাহাতেই বুঝিলাম ইহার কারণ।
দুঃখ বোধ আত্মার না হয় কদাচন॥
দেহ যদি অচেতন পদার্থ হইল।
তা হইলে দুঃখবোধ কে করিবে বল॥
দেহের মধ্যেতে আর আছে কোনজন
কোন ব্যক্তি কহ দেবি দুঃখ ভোক্তা হন

পার্ব্বতী উক্তি।

পার্ব্বতী বলেন কথা সত্য বটে তাই।
দেহ কিম্বা আত্মা উভয়ের দুঃখ নাই॥
আমার মায়াতে আত্মা হইয়া মোহিত।
বাস্তবিক নিজভাব সে হয় বিস্মৃত॥
অবিদ্যারূপিণী মায়া তাহারি প্রভাব।
তাই আত্মা বোধ করে সুখ দুঃখভাব॥
জনম লইলে জীব সংসার মাঝেতে।
আশ্রয় করয়ে মায়া জনম মাত্রেতে॥
মায়াবশে রাগদ্বেষ করয়ে আশ্রয়।
ঘোরতর সংসারেতে বিহার করয়॥
সংসার আশক্ত মন হয়ত বিকারী।
ক্ষণে ক্ষণে হয় দেখ নানা রূপধারী॥
আত্মা সে বিকারী মন করেন গ্রহণ।
কল্পিত অসূয়া তাহে হয় উদ্দীপন॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য।
ইহাতেই অভিমানী হয়ে করে কার্য্য॥
যেমন স্ফটিকমণি বিশুদ্ধ নির্ম্মল।
তাহার বিবর্ণ ভাব নাহি কোন স্থল॥
অন্তর্বাহ্য সর্ব্বত্রই হয় সমভাব।
উৎক্ষিপ্ত সলিল ন্যায়তার স্বচ্ছভাব॥
পুষ্পের সমীপবর্ত্তি হইলে সে মণি।
পুষ্পের বরণ মণি ধরয়ে তখনি॥
বাস্তবিক মণি মধ্যে নাই কোন বর্ণ।
নিক্ষিপ্ত প্রতিভা মত ধরে নানাবর্ণ॥
নির্ম্মল পদার্থ পিত যত দৃষ্ট হয়।
সর্ব্বাপেক্ষা আত্মাই নির্ম্মল অতিশয়॥
আত্মার নিকটবর্ত্তী সে বিকারী মন।
বিকৃত প্রতিভা তাহে করয়ে ক্ষেপণ॥

তখন আত্মাকে বোধ হয় সেইভাব।
ফলতঃ তাঁহাতে নাই সুখ দুঃখভাব ॥
মন বুদ্ধি অহঙ্কার সূক্ষ্ম ভুতগণ।
ইহারাই জীবের যে সহকারী হন ॥
ইহারাই সুখ দুঃখ করয়ে সম্ভোগ।
আত্মাকে আরোপ করে করি অনুযোগ
মন বুদ্ধি অহঙ্কার আর দেখ চিত্ত।
বাস্তবিক ইহাদের আছয়ে জীবত্ব ॥
স্বকীয় কর্ম্ম বশত জীব সমুদায়।
জীবনের সুখ দুঃখ ভোগ করে তায় ॥
ফলতঃ আত্মা নির্লেপ হন নিত্য বিভু
তাঁহার এ ভোগাভোগ নাহি হয় কভু
জীবের যে স্থূল অন্নময় আদি দেহ।
কাল উপস্থিতে হে বিনাশ হয় সেহ ॥
কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ অদৃষ্ট যাহার।
তাহারই জন্ম মৃত্যু হয় বারম্বার ॥
কর্ম্মসূত্রে যদিহয় সদগুরু ঘটনা।
স্থূল দেহে আত্মবোধ মোহ যে থাকেনা
আত্মার স্বরূপভাব জানিয়া তখন।
নিঃসংশয়ে জ্ঞান দ্বারা তিনি সুখীহন
স্থূল দেহে জীবের যে হয় আত্মজ্ঞান।
সে কারণে যাবদীয় মনস্তাপ পান ॥
কর্ম্ম দ্বারা ঐ দেহ হয় হে উৎপন্ন।
কর্ম্ম যে দ্বিবিধ হয় পাপ আর পুণ্য ॥
পাপ পুণ্য অনুসারে দুঃখী সুখী হয়।
কিন্তু সুখ দুঃখ দেখ চিরস্থায়ী নয় ॥
পুণ্য দ্বারা স্বর্গ ভোগ হয় বটে সত্য।
ক্ষীণ পুণ্য হইলেই নরকে পতিত ॥
বুদ্ধি মান খণ্ড সুখে না হবে আশক্ত।
লভিতে পরম সুখ হও অনুরক্ত ॥

হিমালয় উক্তি।

শুন গো জননি মম আছে নিবেদন।
পঞ্চ ভুতাত্মক দেহ দুঃখের কারণ ॥
যদি না থাকিত দেবি এই স্থূল দেহ।
তা হইলে দুঃখ ভোগ করিত না কেহ ॥
অতএব ইচ্ছা হয় শুনিতে সম্প্রতি,।
বিস্তারিয়া কহ মাতা দেহের উৎপত্তি

পার্ব্বতী উক্তি।

ক্ষিতি তেজ বায়ু ব্যোম জল আদি করি
পঞ্চভুতময় দেহ শুন ওহে গিরি ॥
পৃথিবী ইহার মধ্যে প্রধান কারণ।
জল তেজ বায়ু ব্যোম সহকারী হন ॥
উর্দ্ধভেদে উদ্ভিজ্জ হে উষ্মেতে স্বেদজ।
ডিম্বেতে জন্মিলে হয় নাম যে অণ্ডজ ॥
জরায়ুজ জন্মে পিত জরায়ু নাড়ীতে।
স্ত্রী পুং ক্লীব হয় দেহ ত্রিবিধ ভেদেতে
শুক্রাধিক্য হইলেই পুরুষ জন্মায়।
অধিকতা রক্ত ভাগে স্ত্রী হইবে তায় ॥
ক্লীব হয় শুক্র রক্ত হইলে সমান।
এইত নিয়মে পিতা জানিহ বিধান ॥
স্বকীয় কর্ম্ম বশতঃ যত জীব গণ।
নীহার কণায় হয় ক্ষিতিতে পতন ॥
ধরণী গর্ত্ত হইতে শস্যের মধ্যেতে।
পরে শুক্র রূপ হয় শস্য ভোজনেতে ॥
হইতে পিতার শুক্র মাতার গর্ব্ভেতে।
প্রবেশয়ে ঋতুকাল মধ্যে সময়েতে ॥*
ঋতুকাল যুগ্ম দিনে হইলে জনম।
পুরুষ হইবে জীব এইত নিয়ম ॥
হইলে অযুগ্ম দিন তাহাতে স্ত্রীহয়।
এরূপে জীবের জন্ম জানিহ নিশ্চয় ॥
ঋতু স্নাতা নারী মুখ দেখয়ে যাহার।
তদাকৃতি সন্তান প্রসব হয় তার ॥
এই জন্য ঋতুস্নান করিবে যখন।
তখনি স্বামীর মুখ উচিত দর্শন ॥
মাতৃগর্ব্ভে প্রবেশিয়া এক রাত্র গত।
জরায়ু বেষ্টন দ্বারা হয় সংকলিত ॥
পঞ্চ রাত্রে হয় তাহা বুদ্বুদ আকার।
পক্ষ মধ্যে পিণ্ডে হয় রক্তের সঞ্চার ॥

* ঋতুকাল হইতে ষোড়শ দিনের মধ্যে।

স্কন্ধ গ্রীবা পৃষ্ঠ আর মস্তক উদর।
অঙ্গের প্রকাশ এক মাসের ভিতর॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় কর ওচরণ।
তৃতীয়েতে সন্ধিস্থান শুন হে রাজন॥
চতুর্থ মাসেতে তার চেতন সঞ্চারে।
চৈতন্য পাইয়া জীব সঞ্চালন করে॥
পঞ্চমে নাসিকা আর হয় নেত্র ফল।
ষষ্ঠে নাভিস্থল কর্ণ ছিদ্র এ সকল॥
নখশ্রেণী পাদ মেঢ্র আর যে উপস্থ।
সপ্তমেতে কেশ রোম থাকিয়া গর্ভস্থ॥
ক্রমে ক্রমে এ সকল হয় যে উৎপন্ন।
অষ্টমেতে সব অঙ্গ হয় সুসম্পন্ন॥
নবম মাসেতে লব্ধচৈতন্য হইয়া।
উর্দ্ধপাদ করি গর্ভ পিঞ্জরে থাকিয়া॥
সে ঘোর যাতনা জীব অনুভব করে।
মল মূত্রে পরিপূর্ণ গর্ব্ভের ভিতরে॥
যে যাতনা প্রতিক্ষণে বুঝি মৃত্যুহয়।
বিষম সে গর্ব্ভাশয় কহিবার নয়॥
কিন্তু সে কেবল কর্ম্ম ফল অনুবন্ধ।
উপস্থিত মৃত্যু পাশ হয় প্রতিবন্ধ॥
দারুণ দুঃখিত জীব হয় সে সময়।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের দুষ্কর্ম্ম মনে হয়॥
দুরন্ত যাতনা ভোগ করিয়া গর্ব্ভেতে।
ব্যাকুল হইয়া খেদ করয়ে মনেতে॥
দারা পুত্র আদি করি কুটুম্ব স্বগণে।
উপার্জ্জন করিয়াছি তাদের পোষণে॥
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা প্রসন্ন বদনা।
ক্ষণকাল করি নাই তাঁর আরাধনা॥
হায় হায় হায় আমি কি মূঢ় ছিলাম।
সেই ভ্রম জন্য এত দুঃখ পাইলাম॥
এইবার যদি হয় এ হতে নিষ্কৃতি।
কদাচ দিবনা আর সংসারেতে মতি॥
মন্ত্রেশ্বরী দুর্গাই সেবিব নিরন্তর।
রাখিব সর্ব্বদা মন তাঁহারি উপর॥
পুত্র কলত্রাদি দেখি সব অকারণ।
বিষয়ের বশীভূত হবনা কখন॥
ক্রমে করিয়াছি আপনার অমঙ্গল।
তাই হইতেছে ভোগ তার প্রতিফল॥
এ হইতে সুখকর সে মৃত্যু যন্ত্রণা।
এ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ কি পাবনা॥
বিষময় বিষয়ের সম্পর্কে রবনা॥
করিব দুর্গার সদা চরণ বন্দনা॥
এইরূপে মনে চিন্তা করে বহুতর।
দুঃখিত হইয়া জীব গর্ব্ভের ভিতর॥
পরেতে প্রসূতি বায়ু হইয়া যন্ত্রিত।
সময় ক্রমেতে জীব হয় বিনিঃসৃত॥
জরায়ু নাড়ীতে অঙ্গ থাকয়ে বেষ্ঠিত।
অসৃক ও মেধ নানা তাহে পরিপ্লুত॥
এই অবস্থায় জীব আইসে ধরাতে।
পাতকী পাইল ত্রাণ নরক হইতে॥
ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র চৈতন্য হারায়।
গর্ব্ভের যন্ত্রণা আদি সব ভুলে যায়॥
আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তখন।
বিস্মৃত হইয়া যায় পূর্ব্ব বিবরণ॥
সুষুম্নাদি নাড়ী থাকে আবৃত শ্লেষ্মাতে
সে কারণে স্পষ্ট বাক্য না পারে কহিতে
সুকোমল অস্থি বলি মাংসপিণ্ড প্রায়।
সহজে উত্থান শক্তি নাহি থাকে তায়
বন্ধুগণে করে সদা রক্ষণাবেক্ষণ।
নাহি থাকে বাক শক্তি গমনাগমন॥
দিন দিন বয়োবৃদ্ধি পাইলে যৌবন।
কাম ক্রোধে বশীভূত সে হয় তখন॥
বিষয় সুখেই সদা হয় যত্নবান।
নানা বিধ শুভাশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠান॥
বিষয়ের সুখ পিতা হয় স্বপ্নোপম।
মায়ামুগ্ধ জীব তার সদা হয় ভ্রম॥
স্ত্রী, পুত্র কলত্র বন্ধু বান্ধব নিচয়।
তাদের উপভোগার্থে চেষ্টান্বিত হয়॥
এই রূপে আয়ু ক্ষয় কাটাইয়া কাল।
ক্রমে ক্রমে সেই জীব হয় প্রাপ্তকাল॥
কৃতান্ত আসিয়া গ্রাস করয়ে তখন।
সর্পের সম্মুখে ভেক পতিত যেমন॥

ব্যাকুল হইয়া পড়ে নাহি পুণ্য বল।
মায়ামুগ্ধ জীব জন্ম হয় যে নিষ্ফল ॥
এ হেতু বিষয় সুখ অকিঞ্চিতকর।
নিত্য সুখ জন্য পিতা হও গো তৎপর ॥
আমায় নিশ্চল রূপে দৃঢ় করি ভক্তি।
একান্ত ভাবেতে ডাক যদি চাও মুক্তি
আপনায় জ্ঞান দ্বারা ভাবিয়া আপনি।
দেহাদি যে হয় ভিন্ন সুনিশ্চয় জানি ॥
গৃহ দারা পুত্রাদির প্রতি যে মমতা।
চেষ্টা করি পরিত্যাগ কর ওগো পিতা
সংসার দুঃখ নিবৃত্ত যদি ইচ্ছা থাকে
যত্ন করি আরাধন করহ আমাকে ॥

হিমালয় উক্তি।

কহিছেন হিমালয় শুন গো জননি।
তোমাকে আশ্রয় করে যে সকল প্রাণী
কি রূপে তাদের হয় মুক্তি অধিকার।
তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হয় গো আমার ॥
মুমূর্ষু ব্যক্তি যাহার নাহি তত্ত্ব জ্ঞান।
তব কোন রূপ মাগো সে করিবে ধ্যান

পার্ব্বতী উক্তি।

আছয়ে ধরায় পিতা কত শত জন।
কোন কোন লোকে হয় ভক্তিযুক্ত মন ॥
তাহাদের মধ্যে কেহ ভক্তিযুক্ত বিজ্ঞ।
বিজ্ঞ মধ্যে হয় কেহ আমার তত্ত্বজ্ঞ ॥
আমার যে রূপ তাহা সূক্ষ্ম অতিশয়।
নির্ম্মল নির্গুণ আর নিত্যানন্দময় ॥
জ্যোতিরূপ সর্ব্বব্যাপী হয় নিরাকার।
জগতের অদ্বিতীয় জগত আধার ॥
বাক্যাতীত নির্ব্বিকল্প আর নিরালম্ব।
করিবে আমার সেই রূপ অবলম্ব ॥
মন দিয়া শুন হে পর্ব্বত অধিপতি।
মতিমান ব্যক্তিদের আমিই সুমতি ॥
আমিই সূর্য্যের তেজ চন্দ্রের কিরণ।
তেজস্বীর কাম ক্রোধ করি নিবারণ ॥

আমিই পবিত্র যজ্ঞ আমি বাকবাণী।
আমিই গায়ত্রী বেদ প্রসবকারিণী ॥
মন্ত্রগণ মধ্যে আমি প্রণব যে হই।
তপস্বীগণের মধ্যে তপস্যাতে রই ॥
সাত্ত্বিক রাজস আর তামস যে ভাব।
আমাতে উৎপন্ন হয় সে সকল ভাব ॥
এ সমস্ত দেখ সব আমারি অধীন।
আমি কিন্তু কখনই নহি পরাধীন ॥
মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ মনেও করে না।
আমার অব্যয় রূপ জানিতে পারে না ॥
একান্ত ভক্তিতে যেবা করয়ে ভজনা।
তার কাছে মায়া জাল কখন রবেনা ॥
প্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির কারণ।
স্ত্রী পুরুষ রূপ আমি করিহে ধারণ ॥
প্রধান পুরুষ আমি শিবরূপী যিনি।
আমিই পরমা শক্তি স্ত্রীরূপধারিণী ॥
শিব শক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম জানি যোগিগণ।
ভাবিয়া যুগল রূপ সমাধিস্থ হন ॥
সৃষ্টি হেতু ব্রহ্মরূপ করিহে ধারণ।
বিষ্ণুরূপে করি আমি জগত পালন ॥
পরিশেষে এই সব জগৎ সংসার।
রুদ্র রূপ ধরি আমি করিহে সংহার ॥
যে সকল আছে মম স্ত্রী পুরুষ রূপ।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই শক্ত্যাত্মক রূপ ॥
শক্তির আশ্রয় বিনা যে করে সাধনা।
শব রূপ সেই রূপ সে ফল পাবেনা ॥
এই স্ত্রী পুরুষ পিতা হয় স্থূল রূপ।
পূর্ব্বে বলিয়াছি যাহা সেই সূক্ষ্ম রূপ ॥
স্থূল রূপ সাধনা না করি প্রথমেতে।
সূক্ষ্ম রূপ ধারণা না হয় হৃদয়েতে ॥
স্থূল রূপ চিন্তা যবে নৈপুণ্য হইবে।
ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম রূপ দেখিতে পাইবে ॥

হিমালয় উক্তি।

বহুবিধ স্থূল রূপ উপাস্য যে হয়।
তার মধ্যে কোন রূপ করিয়া আশ্রয় ॥

মানব গণেতে শীঘ্র মোক্ষপদ পায়।
কৃপা করি সেই কথা বলুন আমায়॥

পার্ব্বতী উক্তি।

ওহে গিরি যে রূপে থাকিহে সূক্ষ্ম রূপে
সে রূপে সংসার ব্যাপী আছি স্থূল রূপে
আশু মুক্তিপ্রদা যাহা আমার মূরতি।
করিব তাহার নাম শুনহ সম্প্রতি॥

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্না মহাত্রিপুরসুন্দরী॥
ধূমাবতীচ মাতঙ্গী নৃণামাশু বিমুক্তিদা।

এ কয়েক মূর্ত্তি মধ্যে যে কোন মূর্ত্তিতে
উপাসনা করে যদি একান্ত ভক্তিতে॥
প্রথমত ক্রিয়া যোগ করিতে করিতে।
সময়েতে সূক্ষ্ম রূপ সে পায় দেখিতে॥
তখন জীবের হয় আনন্দ উদয়।
রমণীয় বস্তুতেও ঘৃণা বোধ হয়॥
ক্রমশঃ আমার রূপ করয়ে সম্ভোগ।
দুঃখালয় পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় ভোগ॥
অন্যমনা হইয়াও যে করে স্মরণ।
সংসারের দুঃখ তার করি নিবারণ॥
মৃত্যু কালে যেবা চিন্তা করয়ে আমাকে
সংসারে আসিতে পুনঃ না হয় তাহাকে
অনন্যচেতা হইয়া যে রূপ ভজিবে।
তাহাতেই সে মাহাত্মা মুক্তি পদ পাবে
কিন্তু পিতা এইক্ষণে মম বাক্য ধর।
সহজেতে মুক্তিলাভ যদি ইচ্ছা কর॥
মম শক্তিময় রূপ আশ্রয় করিবে।
সহজে পরম ধন লভিতে পারিবে॥
অন্য রূপে অন্য দেবে ভজিবেন যিনি।
আমারি ভজনা মাত্র করিছেন তিনি॥
একা আমি সর্ব্ব রূপে হইহে বিখ্যাত।
আমি দিই যজ্ঞ ফল অভিলাষ মত॥
বলিয়াছি সার তত্ত্ব পূর্ব্বেই তোমায়।
সে ভিন্ন সুলভ মুক্তি নাহি পাওয়া যায়

ধন লোভকারী আর পীড়িত যে জন।
জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষী আর জ্ঞানী মহাজন
চতুর্ব্বিধ লোক করে আমার ভজনা।
সে সবার সেই ভাবে পূরাই বাসনা॥
কামনা রহিত হয়ে যে লয় স্মরণ।
নিশ্চয় আমাকে প্রাপ্ত হয় সেই জন॥
অতএব হে পিতঃ আমাতে রাখ মন।
অন্তে আমাতেই তব হবে আগমন॥
যেবা অতিশয় মূঢ় দুরাচার ব্যক্তি।
সময় বশতঃ হয় আমা প্রতি ভক্তি॥
সে পাপ হইতে তারে করিহে বিমুক্ত।
সেই হয় সাধুতম প্রিয়তম ভক্ত॥
আমার ভক্তের কিছু দুর্ল্লভ থাকেনা।
আমা প্রতি ভক্তি পিতা করহ স্থাপনা
সর্ব্বদা আমাতে মন নিবেশ করিবে।
তা হইলে অন্তে পিতা আমাকে পাইবে
জগদম্বিকার মুখে যোগ সার শুনি।
জীবন্মুক্ত গিরিরাজ হইল তখনি॥
অমনি বিমুগ্ধ মহা মায়ার মায়াতে।
মেনকা ও গিরি দেখে বাৎসল্য ভাবেতে
প্রাকৃত বালিকা মত মগ্ন স্তন্য পানে।
মহোৎসব করে গিরি বিবিধ বিধানে॥
ষষ্ঠী পূজা করিলেন করি রীতি নীতি।
দশম দিবসে নাম রাখেন পার্ব্বতী॥
মেনকার গর্ব্ভে করি জনম গ্রহন।
গিরি রাজে যোগ সার করেন কীর্ত্তন॥
ঐ যোগ পাঠ কিম্বা করিলে শ্রবণ।
তাহার উপর দেবী পরিতুষ্টা হন॥
ঈশ্বর তত্ত্বেতে তার দৃঢ় হয় মন।
সহজে সুলভ হয় সে পরম ধন॥
অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী নবমী তিথিতে।
সর্ব্বদা যে করে পাঠ একান্ত ভক্তিতে॥
অথবা মহা অষ্টমী শরৎ কালেতে।
উপবাস করিয়া থাকিবে দিবসেতে॥
শুদ্ধমনে নিশাযোগে পাঠ কি শ্রবণ।
করিলে দেবত্ব পদ পাইবে সে জন॥

মন অভিলাষ ইহলোকে ভোগ হবে।
গুণোপেত পুত্র লাভ সেজন করিবে॥
রহিবেনা বিপজ্জাল হইবে খণ্ডন।
সম্মানের সহ কাল করিবে যাপন॥

পার্ব্বতীর বাল্যভাব ও নারদের
হিমালয়ে আগমন।

জৈমিনিকে কহিছেন ব্যাস তপোধন।
অতঃপর যা হইল করহ শ্রবণ॥
যাঁহার মায়াতে বিশ্ব বিমোহিত রয়।
যাঁর ইচ্ছা কখনই অন্যথা না হয়॥
যিনিই পরমা বিদ্যা প্রধানা প্রকৃতি।
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের যিনি হন কর্ত্রী॥
হিমালয় গৃহে বাল্য ভাবেতে সম্প্রতি।
শুক্ল পক্ষ শশী যেন হেন বৃদ্ধি মতী॥
দিন দিন শোভারাশি করেন বিস্তার
ক্রমোন্নত নব নব প্রকাশ শোভার॥
সর্ব্বদা ইচ্ছুক গিরি পার্ব্বতী দর্শনে।
নিয়তই রাখিতেন নয়নে নয়নে॥
জন্ম জন্ম যোগীগণ যোগ আচরণে।
যে পরমধন তাঁরা নাহি পান ধ্যানে॥
শৈল রাজ স্বনিকটে পাইয়া সে ধন।
সামান্য নয়নে করে সর্ব্বদা দর্শন॥
নাহি জানি গিরি কত তপস্যা করিল।
পরমা প্রকৃতি কন্যা রূপেতে পাইল॥
সখী সহ পার্ব্বতী বেড়ান ক্রীড়াকরি।
দেখিয়া আনন্দে মগ্ন হইতেন গিরি॥
পতি পত্নি উভয়েই অতি কুতূহলে।
পার্ব্বতীকে রক্ষা করিতেন বক্ষঃস্থলে॥
যখন অঙ্গণে সখীসহ খেলিতেন।
উভয়েই এক দৃষ্টে তাহা দেখিতেন॥
প্রতিক্ষণে করিতেন দর্শনের আশা।
নিবৃত্তি না হইত সে দর্শন পিপাশা॥
এক দিন গিরি রাজা বাহির অঙ্গণে।
ক্রোড়ে করি পার্ব্বতীকে আনন্দিত মনে।
করিছেন ইতস্ততঃ পাদ সঞ্চালন।
হেন কালে দেবঋষি দেন দরশন॥

অদূরে দেখিয়া নারদের আগমন।
দাসীর ক্রোড়েতে কন্যা করিয়া অর্পণ
আস্তে ব্যস্তে হিমালয় হন অগ্রসর।
কৃতাঞ্জলি পুটে স্তব করেন বিস্তর॥
বসিবার সিংহাসন দিয়া গিরি রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া করিলেন তার পূজা॥
অনন্তর হিমালয়ে করি সম্বোধন।
মিষ্ট ভাষে দেবঋষি কহেন তখন॥
পূর্ব্বে বলিয়াছি মনে হয় কি সম্প্রতি।
এই কন্যা হয় সেই পরমা প্রকৃতি॥
ইনি হইবেন গিরি শম্ভুর দয়িতা।
কন্যা ভাবে তব গৃহে ত্রিলোকের মাতা
মহাদেবে এই কন্যা প্রদান করিবে।
অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তি প্রকাশ হইবে॥
ইনি করিবেন দেবকার্য্যের সাধন।
মহাবল পুত্র গর্ব্ভে করিয়া ধারণ॥
সেইপুত্র যুদ্ধে হবে পরাক্রমশালী।
ব্রহ্মচর্য্যা নিষ্ঠা আর বলে মহাবলী॥
অতএব তোমারে হে করি নিবারণ।
অন্য পাত্রে কন্যা দিতে না কর মনন॥
নারদের বাক্য শুনি কন হিমালয়।
তব আজ্ঞা ওহে দেব মিথ্যা নাহি হয়॥
কিন্তু শুনিয়াছি আমি সেই যোগীশ্বর।
করিছেন তিনি যে তপস্যা উগ্রতর॥
বহির্বিষয়েতে তাঁর দৃক পাত নাই।
যোগ পরায়ণ তিনি হন সর্ব্বদাই॥
সে বিশুদ্ধ ভাব ভ্রষ্ট কে পারে করিতে
দার পরিগ্রহ তাঁর হয় কি রূপেতে॥
গিরি বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি কন।
যোগ ভঙ্গ হবে তার শুন বিবরণ॥
মহাবল পরাক্রান্ত সে তারকাসুর।
তপবলে দর্পান্বিত হয়েছে প্রচুর॥
স্বর্গ রাজ্য চ্যুত হয়ে যত দেবগণ।
ভয়ে ভীত ভূমণ্ডলে করেন ভ্রমণ॥
শিবের ঔরসজাত পুত্র ব্যতিরেকে।
হেন জন নাহি বধ করয়ে তাহাকে॥

ব্রহ্মার নিকটে করি উপায় শ্রবণ।
হরযোগ ভঙ্গে যত্নবান দেবগণ॥
শিবকে মোহিত করা অসাধ্য সাধনা।
এই কন্যা ভিন্ন অন্যে কেহ পারিবেনা॥
দেবগণ তাহাতে নিমিত্ত মাত্র হবে।
ফলতঃ তোমারি কন্যা বিমুগ্ধ করিবে॥
ইনি হন মহামায়া জগতমোহিনী।
বিষ্ণুর মোহিনী লক্ষ্মী রূপে হন যিনি॥
ইনি মহা কালী শিব হৃদিবিলাসিনী।
ইহাঁরি ধ্যানেতে মগ্ন হয়েছেন তিনি॥
শীঘ্রই তাঁহার ভঙ্গ হইবেক ধ্যান।
এই কথা বলি ঋষি হন অন্তর্ধ্যান॥

মহাদেবের হিমালয়ে গমন।

এই সময়েতে শিব তপস্যাকারণ।
পূর্ব্বাশ্রম ত্যজি হিমালয়েতে গমন॥
সঙ্গেতে প্রমথগণ সবে আনন্দিত।
নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গেতে হন উপনীত॥
যেই স্থানে গঙ্গা দেবী নিপতিতা হন।
সেই স্থানে মনোনীত করি যোগাসন॥
ধ্যানানন্দে সমুৎসুক হন মহাযোগে।
লভিব পরম দেবী এই অনুরাগে॥
প্রমথ গণেতে সব সেবা পরায়ণ।
ফল পুষ্প আদি করি করয়ে চয়ন॥
হিমালয়বাসী যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
শৃঙ্গোপরে দরশন করি যোগীশ্বর॥
বিস্ময় মানিয়া মনে করিল গমন।
গিরিরাজ নিকটে করয়ে নিবেদন॥
ওষধী প্রস্থ নগরে অনতি দুরেতে।
দেখিলাম মহাদেবে আজি স্বচক্ষেতে॥
গঙ্গার অবতরণ প্রস্থে লয়ে স্থান।
যোগাসনে উপবিষ্ট করিছেন ধ্যান॥
চারি দিকে কোটি কোটি প্রমথ গণেতে
নৃত্য গীত করিতেছে প্রফুল্ল মনেতে॥
কি কহিব দেখিলাম তাঁর যে ঐশ্বর্য্য।
নিবেদিতে আসিয়াছি হইয়া আশ্চর্য্য।

শুনি হিমালয় হন আনন্দে মগন।
পূজা উপহার সহ করেন গমন॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম অগ্রে করি গিরি রাজা
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করিলেন শিব পূজা
পূজা প্রাপ্তে মহাদেব পরম সন্তোষ।
হিমালয় প্রতি কহিছেন আশুতোষ॥
তোমার শৃঙ্গটি এই বড়ই নির্জ্জন।
করিতে তপস্যা করিয়াছি আগমন॥
আপনিত হও রাজা বড় পুণ্যবান।
তাহাতে পবিত্র হয় তব এই স্থান॥
মম সহ কোটি কোটি আছয়ে প্রমথ।
ইহারা যে নিতান্ত আমার অনুগত॥
অতএব করিবে হে আমারে সাহায্য।
পাছে কেহ আসি বিঘ্ন করে মম কার্য্য
এনিমিত্ত আপনাকে জানাই রাজন।
রাজাজ্ঞা ঘোষণা করি করিবে বারণ॥
শুনিয়া গিরীন্দ্র কন যোড় করি হাত।
দেবের দুর্লভ ধন দেব জগন্নাথ॥
মম প্রস্থে হইয়াছে তব আগমন।
সফল জনম আজ সার্থক জীবন॥
নিশঃঙ্ক হইয়া প্রভু থাকুন আপনি।
দিবনা আসিতে হেথা পশু পক্ষী প্রাণী
এই কথা বলি যান নিজ রাজধানী।
অনুচরগণে ডাকি কহেন তখনি॥
গঙ্গাবতরণ প্রস্থে যে কেহ যাইবে।
মম আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে সে বধ্য হইবে॥
রাজ আজ্ঞা এইরূপে হয় বলবতী।
ভয়ে ভীত কেহ তথা না করিল গতি॥
নির্জ্জনে নিভৃত ভাবে আছেন শঙ্কর।
বিবাহের যোগ্যা কন্যা হয় অতঃপর॥
নারদের বাক্য মনে করিয়া স্মরণ।
বিবাহের চেষ্টা কোন না করে রাজন

পার্ব্বতীর শিবসন্নিধানে যাত্রা।

একদা পার্ব্বতীকন্যা পাইয়া নির্জ্জন।
পিতা মাতা নিকটেতে করেন গমন॥

কহিলেন মহাদেব আছেন যেখানে।
তপস্যা করিতে আমি যাইব সেস্থানে
তাহার কারণ পিতা নিবেদি এখন।
কহিব তোমায় সেই পূর্ব্ব বিবরণ॥
পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা কামে হইয়া অজ্ঞান।
নিজ তনয়ার প্রতি হন ধাবমান॥
তাহা দেখি মহাদেব করি উপহাস।
বারম্বার নিন্দা করি কন কটুভাষ॥
তাহাতেই চতুর্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হন মনে।
লজ্জায় করি প্রবেশ নির্জ্জন কাননে॥
বহু কাল করিলেন মম আরাধনা।
আমারে প্রশান্ত করি করিল প্রার্থনা॥
কহিল জানিনে কিসে ঘটিল আমার।
ক্ষণকাল জন্য হয় ইন্দ্রিয় বিকার॥
উপদেশ না করিয়া তাহাতে শঙ্কর।
উপহাস কটু উক্তি করেন বিস্তর॥
তদবধি মনে মনে দুঃখে দহে মন।
আপনার শ্রীচরণে লই গো শরণ॥
নিবেদন করি মাতা এই সে মনন।
যখন হবেন শিব ধ্যান পরায়ণ॥
আপনি মোহিনী রূপ করিবে ধারণ।
যাতে মোহ প্রাপ্ত হয় মহেশের মন॥
শিবের সে বাক্যবাণে বড় দুঃখ পাই।
কৃপা কর জননি গো এই বর চাই॥
তথাস্তু বলিয়া করিয়াছি অঙ্গীকার।
দক্ষ কন্যা হয়ে মুগ্ধ করি একবার॥
ত্যজিলাম দক্ষে আমি শিবনিন্দা দোষে
তাই গো জনম মম তোমার ঔরসে॥
এ শরীরে দীর্ঘকাল করিব যাপন।
মম জন্য মহাদেব যোগ পরায়ণ॥
আমার লাগিয়া গাত্রে মেখেছেন ছাই
আমা ভিন্ন ধন তার ত্রিজগতে নাই॥
অতএব আমি শীঘ্র যাইব সে স্থানে।
তপস্যা করেন যথা নির্জ্জন কাননে॥
কন্যার মুখেতে শুনি মধুর বচন।
নারদের বাক্য মনে হইল স্মরণ॥

পাঠাইতে পার্ব্বতীকে শিব সন্নিধানে।
করেন উদ্যোগ গিরি বিবিধ বিধানে॥
অমনি মেনকা রাণী লয়ে বক্ষঃস্থলে।
অভিষেক করত অজস্র অশ্রুজলে॥
মুক্ত কণ্ঠে গিরি রাণী করিয়া রোদন।
কহেন নন্দিনি তুমি মম প্রাণ ধন॥
ক্ষণ কাল না হেরিলে হই ব্যাকুলিত।
কেমনে কানন মধ্যে করি নির্ব্বাসিত॥
জননীকে খেদান্বিত দেখিয়া পার্ব্বতী।
সান্ত্বনা করিতে তাঁরে হন যত্নবতী॥
তুমিত পূর্ব্বেই মাতা সব জানিয়াছ।
মম লাগি বৃথা দুঃখ কেন করিতেছ॥
শশ্মান ভবনে আমি থাকি সর্ব্বদাই।
কোন স্থানে কোন কালে মম দুঃখ নাই
সকলি সমান মম বন বা ভবন।
চিন্তা না করিয়া মাতা সুস্থ কর মন॥
পার্ব্বতীর বাক্যে রাণী সিহরে উঠিল।
ভয়ে ভীতা উ, মা এইশব্দ যে করিল॥
তদবধি উমা নাম বিখ্যাত হইল।
রাজার নিকটে রাণী তখনি কহিল॥
একান্ত পার্ব্বতী যদি করিবে গমন।
সঙ্গে তবে দাও প্রভু সখী দুই জন॥
ফল পুষ্প আহরণে সাহায্য করিবে।
প্রাণ কুমারীর সহ সততঃ রহিবে॥
মেনকার বাক্যে গিরি অতি দুঃখ মনে
চলিলেন কন্যা সহ শিব সন্নিধানে॥
শূন্য মার্গে থাকি দেখে যত দেবগণ।
মহানন্দে পুষ্প বৃষ্টি করে বরিষণ॥

পার্ব্বতীর শিব নিকটে গমন ও দেবগণের মন্ত্রণা।

কন্যা সহ গিরি রাজ হইয়া সত্বর।
উপস্থিত হইলেন যথা যোগীশ্বর॥
যোড় হাত করি গিরি রহে দাণ্ডাইয়া।
ধ্যান অবসান জন্য অপেক্ষা করিয়া॥
নিয়ম ক্রমেতে হয় ধ্যানের বিরাম।
দেখি চক্ষু উন্মীলন করেন প্রণাম॥

কৃতাঞ্জলি করপুটে কহেন তখন।
মম নিবেদন এই ওহে ভগবন॥
আমার কন্যাটি আর সখী দুই জনা।
তব নিকটেতে হবে সেবা পরায়ণা॥
আসিয়াছি প্রভু আমি এই বাসনায়।
ভাল বলি মহাদেব সায় দেন তায়॥
শঙ্করের আজ্ঞা প্রাপ্তে তনয়াকে রাখি
ফিরিয়া গেলেন গিরি মনে হয়ে দুঃখী
জ্ঞান চক্ষু দ্বারা শিব জানিলেন মনে।
ইনিই প্রকৃতি অবস্থিতা মম স্থানে॥
ভার্য্যা রূপে অভিলাষ না হয় তখন।
শুন ওহে ভক্তগণ ইহার কারণ॥
স্থিরতর চিত্ত করি সমাধি যোগেতে।
আনন্দে নিমগ্ন রূপ হেরি অন্তরেতে॥
বাহ্যিক ইন্দ্রিয় গণে ছিলনা বিকার।
ধৈর্য্য নষ্ট হইবেক কি রূপে তাঁহার॥
পরে উভয়েই তথা পার্ব্বতী শঙ্কর।
যোগ সাধনেতে দোঁহে হলেন তৎপর॥
এ সময় যাহা করিলেন দেবগণ।
সে সমস্ত কথা বলি করহ শ্রবণ॥
তারকা নামেতে এক দুর্জ্জয় অসুর।
নিজ বাহুবলে জয় করে স্বর্গ পুর॥
অমরের বৃন্দ নিজ অধিকার নাশে।
ব্যথিত হইয়া গেল চতুর্ম্মুখ পাশে॥
অসুরের ভয়ে ভীত দুঃখিত একান্ত।
ব্রহ্মার নিকটে সব কহেন বৃত্তান্ত॥
আপনার বরে সেই দর্পিত অসুর।
দেবগণ প্রতি হিংসা করয়ে প্রচুর॥
মহাবলশালী দুষ্ট অহঙ্কারে মত্ত।
স্বর্গরাজ্য জয় করি করয়ে প্রভুত্ব॥
তাহার ভয়েতে প্রভু যত দেবগণে।
লুকাইয়া আছে সবে বন উপবনে॥
সে স্থানে ও তাহাদের নাহিক নিস্তার
আক্রমণ করি তথা করয়ে প্রহার॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু আদি যত দেবগণ।
ইহাদের উপরেও প্রভুত্ব স্থাপন॥
স্বর্গরাজবর্গদের এইত দুর্গতি।
অসুরের বধোপায় করুন সম্প্রতি॥
নতুবা নির্দ্দিষ্ট স্থান করিয়া প্রদান।
অসুরের পীড়নেতে কর পরিত্রাণ॥
দেবগণ মুখে শুনি করুণ বচন।
সান্ত্বনা বাক্যেতে ব্রহ্মা বলেন তখন॥
শান্ত হও কর সবে ধৈর্য্যাবলম্বন।
ইহার উপায় আমি করিব এখন॥
মম বরে হইয়াছে অসুর দর্পিত।
স্বহস্তে বিনাশ করা না হয় উচিত॥
শুন ওহে দেবগণ বচন নিশ্চয়।
শিবের ঔরষ পুত্র বিনা বধ্য নয়॥
অতএব সকলেতে হও সচেষ্টিত।
শঙ্করের যোগ ভঙ্গ করহ ত্বরিত॥
তাহাতে প্রকৃতি রূপা নিকটে তাঁহার।
এ সুযোগে কর তাঁর ইন্দ্রিয় বিকার॥
ব্রহ্মার নিকটে এই পাইয়া সন্ধান।
দেবগণ নিজ স্থানে করেন প্রস্থান॥
এক দিন স্বর্গ মধ্যে নির্জ্জন স্থানেতে।
সভা করি দেবগণ বসি একত্রেতে॥
হেন কালে উপনীত গুরু বৃহস্পতি।
ইন্দ্র কহিলেন তাঁরে করিয়া মিনতি॥
শুনহে আচার্য্য কহ ইহার উপায়।
শিব বীর্য্য সম্ভূত সন্তান কিসে হয়॥
তাঁর হস্তে দুরাত্মা যে বিনষ্ট হইবে।
শিব বিমোহন গুরু বল কে করিবে॥
কিন্তু সংসারের সুখে দিয়া বিসর্জ্জন।
নিমগ্ন আছেন করি যোগাবলম্বন॥
কার সাধ্য কেবা পারে সে স্থানে যাইতে
পাণি গ্রহণের কথা কে পারে বলিতে॥
কোন ব্যক্তি করিবেক চিত্ত বিমোহন।
ত্রিলোকের মধ্যে নাহি দেখি হেন জন
আমি শুনিয়াছি সেই গিরীন্দ্র নন্দিনী।
করিছেন পরিচর্য্যা দিবস রজনী॥
তাহাতেও নাহি হয় চিত্তের বিকার।
স্বর্গ বিদ্যাধরী গণ কি করিবে তাঁর॥

এই কথা বলি ইন্দ্র অধোমুখ হন।
অশ্রুধারে পরিপূর্ণ হইল নয়ন॥
গুরু কন দেব রাজ সুস্থ কর মতি।
বিমুগ্ধ করিবে তাঁরে আপনি পার্ব্বতী॥
কামদেবে এ সময়ে পাঠাও তথায়।
পার্ব্বতীর রূপ রাশি করিয়া সহায়॥
সেই পারিবেক হরে করিতে মোহন।
নাহিক উপায় কিছু বিহনে মদন॥
দেবগুরু মুখে শুনি সহস্রলোচন।
সেই ক্ষণে কামদেবে করেন স্মরণ॥
মন্মথে দেখিয়া ইন্দ্র কন মিষ্টভাষ।
ত্রিলোকের কর তুমি আনন্দ প্রকাশ॥
সুমহত কার্য্য এক করিতে হইবে।
তাহাতে ত্রিলোক রক্ষা সহজে পাইবে
তুমি আর বজ্র দোঁহে উভয়ে সমান।
দুই অস্ত্র প্রভাবেতে আমার সম্মান॥
তপস্বীর নিকটেতে বজ্র যে কুণ্ঠিত।
কোন কালে কোন স্থলে তুমি নহ ভীত
এই জন্য করিয়াছি তোমাকে স্মরণ।
তুমি রক্ষা কর অদ্য এই ত্রিভুবন॥
শুনি কন কামদেব ভাবিত কি জন্য।
কোন সুদারুণ কার্য্য করিব সম্পন্ন॥
তব অভিলাষ যদি শুনিবারে পাই।
অবশ্য সমাধা প্রভু করিব তাহাই॥
আমার নিকটে দেব কেবা ধরে টান।
অমোঘ এ ফুলধনু এই পঞ্চবাণ॥
যে হৃদয় শ্রীহরির চক্র বক্র করে।
আপনার বজ্র জীর্ণ হয় যে শরীরে॥
এ রূপ যদ্যপি হয় হৃদয় পাষাণ।
তাহা ভেদ করে মম এই পুষ্পবাণ॥
সন্দীপন আদি করি বাণ সম্মোহন।
বসন্ত যে মন্ত্রী আর মলয় পবন॥
প্রাণপ্রিয়া রতি সহ যদি আমি যাই।
পূর্ণ শশধরে যদি সহায়তা পাই॥
অন্যের কি কব কথা স্বয়ং মহাদেবে।
ক্ষণ মধ্যে তাঁহাকে বিমুগ্ধ করি তবে॥

এই কথা শুনি ইন্দ্র আহ্লাদে উতলা।
মন্মথের গলে দিল বৈজয়ন্তী মালা॥
ওহে রতিপতি যাহা মম অভিলাষ।
স্বয়ং তুমি হে তাহা করিলে প্রকাশ॥
তথাপি তোমারে কহি করহে শ্রবণ।
যে কারণে দুঃখ পায় যত দেবগণ॥
মহাবল পরাক্রান্ত সে তারকাসুর।
উৎপীড়ন করিতেছে এই সুরপুর॥
আমরা দেবতা সবে তার ভয়ে ভীত।
কেবা দিবে দুরাত্মার দণ্ড সমুচিত॥
মহেশের বীর্য্য জাত সন্তান বিহনে।
কার সাধ্য তারে জয় করিবেক রণে॥
কিন্তু মহাদেব হন হিমালয়োপরে।
জিতেন্দ্রিয় ভাবালম্বী বিমুখ সংসারে॥
পরিচর্য্যা করিছেন দক্ষকন্যা যিনি।
হিমালয় গৃহে জন্ম লইয়া আপনি॥
আছেন সর্ব্বদা তিনি নিকটে তাঁহার।
তাহাতেও নাহি হয় চিত্তের বিকার॥
অতএব সেই স্থানে করিয়া গমন।
শঙ্করের চিত্ত তুমি কর বিমোহন॥
যে রূপে ইন্দ্রিয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হন তিনি
গ্রহণ করাও তাঁরে পার্ব্বতীর পাণি॥
দেবকার্য্য সম্পাদনে নাহি দেখি অন্য।
নাহিক উপায় তব বাহুবল ভিন্ন॥
ত্বরায় এ আজ্ঞা তুমি করহ পালন।
তোমার প্রসাদে সুস্থ হবে ত্রিভুবন॥

শিবমোহনার্থে কামের যাত্রা।

শিহরিল কামদেব ইন্দ্রের বচনে।
ব্রহ্মদত্ত অভিশাপ হইল যে মনে॥
বিধাতার নিকটেতে সন্ধ্যা কন্যা ছিল।
সে সময়ে মম মনে উদয় হইল॥
পরীক্ষা করিব বাণ বিধাতা উপরে।
এই ভাবি বাণাঘাত করি সে বিধিরে
ইন্দ্রিয় বিকল তাঁর দারুণ প্রহারে।
ক্রোধ করি বিধি শাপ দিলেন আমারে

ওরে দুষ্ট দুরাচার মন্মথ মদন।
ধনুর্ব্বাণ দিয়া তোমে করেছি সৃজন॥
সেই বলে তুমি এত হয়েছে দর্পিত।
স্বয়ং তোমায় আমি না করিব হত॥
কিছুকাল পরে এর প্রতিফল পাবে।
শঙ্করের নেত্রাগ্নিতে ভস্মরাশি হবে॥
বুঝিকাল পূর্ণ মম হয়েছে এখন।
দৈবের নির্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন॥
যা হবার তাই হবে কেন ভাবি বৃথা।
অঙ্গীকৃত বিষয়েতে না করি অন্যথা॥
এই ভাবি দেবরাজে কহেন মদন।
যে আজ্ঞা তথায় আমি করিব গমন॥
কিন্তু যদি দেব ক্রুদ্ধ হন অতঃপরে।
বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন আমারে॥
তাহাতে আপনি আর যত দেবগণ।
যত্ন করিবেন আমা রক্ষার কারণ॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র কহেন বচন।
তোমারে করিবে রক্ষা যত দেবগণ॥
আশীর্ব্বাদ করি তুমি প্রাপ্ত হও জয়।
এ রূপ ঘটনা যেন তোমাতে না হয়॥
বিদায় হইয়া তবে চলিল মদন।
প্রথমে নিজ ভবনে করেন গমন॥
প্রাণকান্তা রতি আর সখা যে বসন্ত।
অবগত করাইয়া সকল বৃত্তান্ত॥
দুই জন সহ যাত্রা করি কামদেব।
চলিলেন সেই স্থানে যথা মহাদেব॥
তাহা দেখি দেবরাজ ডাকি দেবগণে।
কহিলেন যাও সবে মদনের সনে॥
যদিচ তাহাতে না হইবে উপকার।
পশ্চাতে থাকিলে হবে সন্তোষ তাহার॥
যোজনা করিবে যবে সম্মোহন বাণ।
সংবাদ পাঠায়ে দিবে মম সন্নিধান॥
যে সময়ে এ কার্য্যের সংবাদ পাইব।
তৎক্ষণ মাত্রেই আমি উপস্থিত হব॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
চলিলেন সকলেতে যথা তপোবন॥

দেখিলেন কামদেবে সহিত সগণ।
ইতস্ততঃ করিছেন ছিদ্র অন্বেষণ॥
বসন্তের সমাগম বনের ভিতরে।
সমুদায় ঋতু স্বীয় স্বীয় পুষ্প ভারে॥
কোকিল পঞ্চম স্বরে করিতেছে গান।
ভ্রমর ভ্রমরী সহ করে মধুপান॥
সুগন্ধী পুষ্প গন্ধেতে পূর্ণ বনস্থলী।
কিন্নর অপ্সরা সবে করিতেছে কেলী॥
মদনে উন্মত্ত হয়ে বিহঙ্গমগণ।
প্রিয়া সহ সুখে কাল করয়ে যাপন॥
সকল তপস্বীগণ বসন্তের ডরে।
চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু যান বনান্তরে॥
কত শত যোগীদের যোগ ভ্রষ্ট তায়।
করিতে লাগিল কার্য্য উন্মত্তের ন্যায়॥
কি কব অধিক যাঁরা শিবপরায়ণ।
বিকল হইয়া উঠে সে প্রমথগণ॥
তথাপি দেবের চিত্ত স্থিরতর রয়।
বিষয়ানুরাগ তাঁর উদয় না হয়॥
তখন মদন মনে করি বিবেচনা।
সৈন্য দ্বারা ইষ্টকার্য্য কিছু হইলনা॥
এই ভাবি ধরিলেন স্বীয় ধনুর্ব্বাণ।
দেবের অনতিদূরে ক্রমে ক্রমে যান॥
দেখি তেজঃপ্রভা কোটি সূর্য্যের সমান
প্রলয় কালের অগ্নি সে জাজ্বল্যমান॥
ভীষণ দর্শনে হয় ভয়ের উদয়।
কিন্তু প্রতিশ্রুত কার্য্য না করিলে নয়॥
এই ভাবি ধনু ধরি করেন যোজনা।
রতি আসি হস্ত ধরি করিলেন মানা॥
শুনহে প্রাণবল্লভ দাসীর বচন।
আছয়ে আমার বাক্য করহ শ্রবণ॥
সম্মুখে দেদীপ্যমান যেই প্রভাবল।
আলোকিত হইয়াছে আকাশমণ্ডল॥
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন রবি পারি দেখিবারে
ও গাত্রেতে নেত্রপাত কার সাধ্য করে
ইহাঁর উপরে বাণ প্রহার করিবে।
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি দিবে॥

কাজ নাই কার্য্য হয় যদিচ মহত।
পতঙ্গে লঙ্ঘিবে কিহে অনল পর্ব্বত ॥
হবেনা হবেনা ইহা জীবন থাকিতে।
এহেন দারুণ কর্ম্ম না দিব করিতে ॥
তবে যদি এই কার্য্য করিবে নিতান্ত।
আমাকে বিনষ্ট অগ্রে কর প্রাণকান্ত ॥
দেখিয়াছি অমঙ্গল নিশিতে স্বপন।
নৃত্য করিতেছে মম দক্ষিণ নয়ন ॥
বুঝিতে পারিনে নাথ কিআছে ললাটে
বিধি বিঘটন অদ্য কি দুর্দ্দৈব ঘটে ॥
রতি বাক্য শুনি কাম সহাস্য বদনে।
কেন প্রিয়তমে শোক কর আকারণে ॥
জান না কি প্রিয়ে মম পরাক্রম কত।
কুসুম শরেতে এই কেবা বশীভূত ॥
মম শরে ইন্দ্র চন্দ্র আর দেখ বিধি।
করিয়া ছিলেন কার্য্য নিতান্ত অবিধি ॥
গুরু পত্নি গুরুকন্যা আর তনয়াতে।
উদ্যত হইয়াছিল অভিগমনেতে ॥
শ্রবণ করিলে যাহা মর্ত্ত্য বাসিগণ।
শ্রবণ যুগলে তারা করে হস্তার্পণ ॥
যদি বল সর্ব্বাপেক্ষা তেজপুঞ্জ ইনি।
সম্মুখে বিরাজমানা মহেশমোহিনী ॥
ইহাতে আমার বল ভয় কিসে আর।
পার্ব্বতী হেরি আনন্দ বাড়িবে অপার
কোপ প্রকাশের আর না হবে সময়।
শুনহ প্রেয়সি বৃথা করিতেছ ভয় ॥
স্ত্রীস্বভাব ভয়ে ভীতা কারণ জাননা।
নিষ্কলঙ্ক মম যশে কলঙ্ক দিওনা ॥
রতি কন প্রাণনাথ যত দাও বোধ।
না বুঝে আমার মন না মানে প্রবোধ ॥
কি জানি বুঝিতে নারি কারণ ইহার ॥
মম হৃদি কম্পমান হয় বারেবার ॥
কাম কন প্রিয়ে তব অন্তর কোমল।
সে কারণে ভ্রমভীরু হয়েছ প্রবল ॥
ক্ষণ কাল কামদেব নিবৃত্ত থাকিয়া।
পরে নিকটস্থ এক আশ্রম দেখিয়া ॥

রুদ্রাক্ষ শাখাতে করি দেহ আচ্ছাদিত
সেই স্থানে রহিলেন হয়ে লুক্কায়িত ॥
ক্রমে ক্রমে শ্লথ হয় বদ্ধ যোগাসন।
ধ্যান ভঙ্গ মহাদেব চক্ষু উন্মীলন ॥
নন্দী আসি অষ্টাঙ্গেতে করিয়া প্রণতি
অবনত রহিলেন চাহি অনুমতি ॥
নন্দী প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তখন।
কহেন আনন্দে বৎস আছত এখন ॥
নন্দী কন দয়াময় তব সন্নিধানে।
পূর্ণানন্দ অনুভব করি সর্ব্বক্ষণে ॥
এক্ষণে দণ্ডায়মানা গিরীন্দ্র নন্দিনী।
পরিচর্য্যা হেতু আজ্ঞা চাহিছেন তিনি
মস্তক হেলন করিলেন নন্দী প্রতি।
ইঙ্গিত করিয়া তাঁরে দেন অনুমতি ॥
অনন্তর নন্দী আসি হয়ে অগ্রসর।
গৌরীকে লইয়া যান আশ্রম ভিতর ॥
পার্ব্বতীকে মহেশ্বর করি নিরীক্ষণ।
বলিলেন ওহে নন্দী শুনহ বচন ॥
নিতান্ত সুশীলা কন্যা দেখিয়া রাজন।
শিখাইতে তপস্বীগণের আচরণ ॥
রাখিয়া গেছেন তিনি করিয়া যতন।
দেখ যেন ইনি অবমানিত না হন ॥
এরূপে নন্দীর প্রতি কন মহেশ্বর।
ইতি মধ্যে সখীসহ পার্ব্বতী সত্বর ॥
স্বহস্তে গ্রথিত করি পদ্মবীজ মালা।
মহেশের হস্তেতে দিলেন গিরিবালা ॥
সময় বুঝিয়া তবে সাহসে কন্দর্প।
পুষ্প ময় ধনু ধরিলেন করি দর্প ॥
যোজনা করিয়া তায় বাণ সংহর্ষণ।
মহেশের উপরেতে নিক্ষেপে তখন ॥
কামশরে আহত হইয়া মহেশ্বর।
আহ্লাদেতে পরিপূর্ণ প্রফুল্লঅন্তর ॥
স্বভাবতঃ পার্ব্বতী যে শিববিমোহিনী।
প্রকাশ পাইয়া রূপ কোটি শশী জিনি ॥
সুশোভিতা সমধিক বসন্ত পুষ্পেতে।
দেখিছেন রূপ শম্ভু একাগ্র চিত্তেতে ॥

অবসর পাইয়া মদন পুনর্ব্বার।
সম্মোহন বাণ ধরি করেন প্রহার॥
একান্ত বিমুগ্ধচেতা হয়ে মহেশ্বর।
পার্ব্বতীকে যে রূপে করেন সমাদর॥
ব্যাকুলতা দেখিয়া এরূপ বোধহয়।
বুঝি সেই ক্ষণেতে করেন পরিণয়॥
এরূপ চাঞ্চল্যভাব দেখিয়া তখন
অন্তরীক্ষে দেবগণ আনন্দে মগন॥
মনে মনে মহাদেব করেন বিচার।
কেনবা ঈদৃশভাব হইল আমার॥
পার্ব্বতী বদন আমি দেখি সর্ব্বদাই।
কোনদিন এরূপে অধীর হই নাই॥
বিবেক সারথি অদ্য কোথায় রহিল।
বিশুদ্ধ এ দেহরথ কলঙ্কে ডুবিল॥
এই রূপ চিন্তা মনে করিতে করিতে।
আশ্রমের প্রান্তে দেখিলেন আচম্বিতে
পঞ্চশর চারু চাপ করি চক্রীকৃত।
বীরদর্পে স্বীয় বাণ প্রহারে উদ্যত॥
এসময়ে ব্রহ্মা সব জানিয়া কারণ।
মদনের বাণ লয়ে করেন গমন॥
ধনুসার শক্তিসার ও বসন্তসার।
যতনে সংগ্রহ করি বাণ প্রাণসার॥
মহাদেব কামদেবে করিয়া দর্শন।
মনে মনে এই স্থির করেন তখন॥
এ দুরাত্মা করিয়াছে চিত্তের বিকার।
উপযুক্ত ফল অদ্য পাইবে ইহার॥
যাবতীয় লোক মুগ্ধ এ পাপাত্মা করে।
সেই সাহসেতে বাণ প্রহারে আমারে॥
এই চিন্তা করি দেব ক্রোধেতে অধীর
ত্রিনয়ন দিয়া অগ্নি হইল বাহির॥
কপাল নেত্রেতে ভয়ানক অগ্নিরাশি।
বোধহয় ত্রিসংসার হয় ভস্মরাশি॥
ভীষণ মূরতি অগ্নি করিয়া দর্শন।
হইল অত্যন্ত ভীত যত দেবগণ॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি কন প্রভো দয়াময়।
মন্মথে বিনাশ করা উচিত না হয়॥
রক্ষাকর দেবদেব এজন নির্দ্দোষী।
আমাদের অনুরোধে হিতঅভিলাষী॥
নহে দর্প দেখাইতে তব নিকটেতে।
আসিয়াছে কামদেব ইন্দ্রের বাক্যেতে
রক্ষা কর রক্ষা কর কহে স্বর্গবাসী।
বলিতে বলিতে কাম হয় ভস্মরাশি॥

রতির বিলাপ।

তীব্র তেজা অনল যে বেগেতে আইল।
মন্মথের উপরেতে পতিত হইল॥
ভয়ে ভীতা কামপত্নি শরীর কম্পিতা।
হায় কি হইল বলি অমনি মূর্চ্ছিতা॥
মূর্চ্ছা ভঙ্গ পরে ভাসি নয়নের জলে।
তখনি উঠিয়া রতি পতি পাশে চলে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ কহিছেন রতি।
দেখিলেন ভস্মরাশি পুরুষআকৃতি॥
পুনর্ব্বার শোকানলে বিহ্বলা হইল।
ছিন্নমূলতরু ন্যায় ভূতলে পড়িল॥
আলু থালু কেশ বক্ষে করে করাঘাত।
উচ্চৈঃ স্বরে কান্দি কহে কোথা প্রাণনাথ
নয়ন নীরের ধারে ধরণী ভিজিল।
বোধ হয় সন্তাপিত পৃথিবী হইল॥
এই রূপ ক্ষণকাল চীৎকার করিতে।
কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইল ক্রমেতে॥
তখন সে কামপত্নি উঠিল বসিয়া।
মনে মনে মনদুঃখ কহে বিনাইয়া॥
ওহে নাথ তব কান্তি উপমার স্থল।
ভস্মরাশি করিল সে দুরন্ত অনল॥
এরূপ ঘটনা দেখি আছিহে জীবিতা।
কঠিন হৃদয় মম গঠিল বিধাতা॥
নতুবা এ বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইত।
পাপ দেহ হতে প্রাণ বাহিরে যাইত॥
সেতুভগ্ন জলরাশি যায় হে চলিয়া।
জল প্রাণা পদ্মিনীকে প্রান্তরে ফেলিয়া॥
পতিপ্রাণা অধীনীকে পরিত্যাগ করি
কোথায় চলিয়া গেলে প্রাণ পরিহরি

হে প্রাণবল্লভ তুমি বলিতে আমায়।
হৃদয়ের অভ্যন্তরে রেখেছি তোমায়॥
তব বাক্যে ছিল নাথ বিশ্বাস আমার।
এক্ষণেতে দেখি প্রভু বাক্য মাত্র সার॥
তোমার হৃদয়ে যদি বাস করিতাম।
অবশ্য তোমার সহ ভস্ম হইতাম॥
ক্ষণ কাল জন্য তুমি যদি না দেখিতে।
অবিলম্বে আসি মোরে দর্শন করিতে॥
যেই রূপে সমাদর করিতে আমায়।
মনেতে হইলে বুক বিদরিয়া যায়॥
কুত্রাপি না পাওয়া যায় ঈষৎ তুলনা।
মনেই রহিল নাথ মনের বেদনা॥
দৈবযোগে দরিদ্র পাইলে মহারত্ন।
প্রাণের অধিক ভাবি করে তাহে যত্ন॥
অপহৃত হয় যদি ঘটনা ক্রমেতে।
পুনঃপ্রাপ্তে রাখে তাহা কত আদরেতে॥
সে আদর অনাদর তব আদরেতে।
মরি প্রাণ যায় নাথ তব বিরহেতে॥
ম্লানভাব হইলে হে সামান্য আঘাতে।
দুরন্ত আঘাত ভাবি কাতর হইতে॥
আমিহে তোমার সেই রতি আদরিণী।
আশ্বাস প্রদান কর ওহে গুণমণি॥
বহুবিধ বিলাপ করিয়া মনে মনে।
প্রতিজ্ঞা করিল প্রাণ ত্যজিব এক্ষণে॥
প্রাণ পরিত্যাগে রতি হইল উদ্যতা।
হেনকালে আইলেন সকল দেবতা॥
ক্ষান্ত হও রতি, শোক কর সম্বরণ।
সুস্থির হইয়া গৃহে করহ গমন॥
আমরা সকল দেবে করি অঙ্গীকার।
কন্দর্পকে জীবিত করিব পুনর্ব্বার॥
রতিকে আশ্বাস দিয়া যত দেবগণে।
গমন করেন সবে নিজ নিজ স্থানে॥

পার্ব্বতীর সহিত শিবের কথা।

রতির দুঃখবিলাপ করিয়া শ্রবণ।
করিলেন মহাদেব কোপ সম্বরণ॥
সময় বুঝিয়া তবে পার্ব্বতী তখন।
কহিলেন মহাদেবে সুমিষ্ট বচন॥
ওহে শম্ভু আমি আদ্যা প্রকৃতি জানিবে
আরাধনা করিতেছ যারে পত্নিভাবে॥
তবে কেন কন্দর্পকে বিনাশ করিলে।
পত্নিতে কি ফল কাম বিনষ্ট হইলে॥
যোগীর এ রূপ ধর্ম্ম কখনই নয়।
অপরাধী বলি তারে বিনাশ করয়॥
এই কথা মহাদেব শ্রবণ করিয়া।
জানিলেন সব তত্ত্ব ধ্যানেতে বসিয়া॥
ইনিই আপনি হন পরমা প্রকৃতি।
পর্ব্বত নন্দিনী হয়ে সম্মুখে সম্প্রতি॥
পুলকে পূর্ণিত রূপ করেন দর্শন।
কৃতাঞ্জলি পুটে দেব পার্ব্বতীকে কন॥
জানিয়াছি আপনিই ব্রহ্মসনাতনী।
পূর্ব্বেতে পুরুষত্রয় উৎপত্তি কারিণী॥
বর দান দিয়া ছিলে আমায় সন্তোষে।
পূর্ণা রূপে পত্নিভাবে রবে মম পাশে॥
আপনিই দক্ষ কন্যা সতী হয়ে ছিলে।
লীলাক্রমে দেহত্যাগ আপনি করিলে॥
তদবধি প্রজ্বলিত বিয়োগ অনল।
দগ্ধ করিতেছে দেহ হইয়া প্রবল॥
শান্ত রাখিবার জন্য ধ্যানাবলম্বন।
সর্ব্বদাই করিতেছি ও রূপ দর্শন॥
এই রূপে হয় মম কাল অতিপাত।
হইলাম কৃতার্থ গো পাইয়া সাক্ষাৎ॥
সুপ্রভাতা নিশি মম আজি জানিলাম।
অপভ্রষ্ট মহানিধি প্রাপ্ত হইলাম॥
স্মিতমুখী গিরি কন্যা কহেন তখন।
ওহে শম্ভু মম বাক্য করহ শ্রবণ॥
নিতান্ত সন্তুষ্টা আমি তোমার ভক্তিতে
তাই আসিয়াছি গিরি রাজার গৃহেতে
তোমাকেই পতিলাভ করিয়া মনন।
সে কারণে এই স্থানে মম আগমন॥
যেই জন যে ভাবেতে করয়ে ভজনা।
সেই ভাবে আমাকেই পায় সেই জনা॥

আমি সেই দক্ষকন্যা নাম ছিল সতী।
যজ্ঞ স্থলে হয়ে ছিল ভীষণ মূরতি ॥
প্রেমপূর্ণ বাক্য শিব শ্রবণ করিয়া।
গদগদ চিত্তে কন ওগো মহামায়া ॥
সকল তপস্যা হবে সফল জীবন।
অভিলাষ সেই মূর্ত্তি করিতে দর্শন ॥
তুমি যদি সেই সতী মম প্রাণেশ্বরী।
ধরহ সে কালী মূর্ত্তি হয়ে দিগম্বরী ॥

কালীরূপ দর্শন।

মহাদেব এইরূপ করিলে প্রার্থনা।
ধরিলেন কালি মূর্ত্তি গিরীন্দ্র ললনা ॥
সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রভা তাহে দিগম্বরী।
দশ দিক্ আচ্ছাদিল রূপের মাধুরী ॥
প্রফুল্ল মুখারবিন্দ কিবা মনোহর।
পরিপূর্ণ যৌবনেতে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥
সুচিকণ কেশজাল তাহাতে কুঞ্চিত।
পড়িয়াছে পদতলে হয়ে প্রসারিত ॥
লম্বমানা শোভিতেছে সে লোলো রসনা
কুন্দবিনিন্দিত দন্ত আকর্ণ নয়না ॥
গলে মালা অরি মুণ্ড তাহাতে গ্রথিত।
কিরীট কুণ্ডল মণিরাজি অলঙ্কৃত ॥
মেঘরাশি বিভূষিত চাঁদের মালায়।
সেইরূপ শোভা যেন প্রকাশিছে তায় ॥
আজানুলম্বিত শোভে বাহু চতুষ্টয়।
এক হস্তে বর আর অন্যেতে অভয় ॥
ধরেছেন এক হস্তে খড়্গ খরসান।
ছিন্ন মুণ্ড অন্যহস্তেতে দোদুল্যমান ॥
রতন মুকুট শোভে মস্তক উপর।
দেখি মহাদেব রোমাঞ্চিত কলেবর ॥
প্রেম অশ্রুধারা বহে পূর্ণানন্দ লাভে।
বলিলেন দেবদেব গদগদ ভাবে ॥
তোমার বিরহানলে বিদগ্ধ হৃদয়।
অতএব মহাদেবি এই ইচ্ছা হয় ॥
ঐ পাদপদ্ম মম হৃদে দিতে হবে।
কিয়ৎকাল বক্ষদেশে রাখিতে হইবে ॥
দীর্ঘকাল জ্বলিতেছে বিচ্ছেদ অনল।
সমুতপ্ত হৃদয় করিব সুশীতল ॥
এই বলি করিলেন যোগাবলম্বন।
ধরাতলে মহাদেব করিয়া শয়ন ॥
সময় বুঝিয়া মহাকালী রূপ ধরি।
দাঁড়ালেন শঙ্করের হৃদয় উপরি ॥
পাদপদ্ম বক্ষোপরি করিয়া ধারণ।
সাক্ষাৎ সে ব্রহ্মানন্দ হইল তখন ॥
সে কারণে মহাদেব বাহ্যজ্ঞান হত।
শবরূপী রহিলেন হইয়া পতিত ॥
সেই সদাশিব দেহ হইতে তখন।
অন্য এক মহাদেব বিনিঃসৃত হন ॥
সম্মুখে দণ্ডায়মান পঞ্চ বদনেতে।
আরম্ভ করেন স্তব সহস্র নামেতে ॥

কালীর সহস্র নাম স্তোত্র।

শিব উবাচ।

অনাদ্যা পরমাবিদ্যাপ্রধানা প্রকৃতিঃ পরা।
প্রধান পুরুষারাধ্যা প্রধানপুরুষেশ্বরী ॥
প্রাণাত্মিকা প্রাণশক্তিঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষিণী।
উমাচোন্মত্তকেশীচ উন্মত্তোন্মত্তভৈরবী ॥
উর্ব্বশী চোন্নতা চোগ্রা মহোগ্রা চোন্নতস্তনী।
উগ্রচণ্ডোগ্রনয়না মহোগ্র দৈত্যনাশিনী ॥
উগ্রপ্রভাবতী চোগ্রবেগাত্যুগ্রপ্রমর্দ্দিনী।
উন্মত্তভৈরবারাধ্যা মহোন্মত্তপ্রমর্দ্দিনী ॥
উগ্রতারোদ্ধনয়না চোর্দ্ধস্থাননিবাসিনী।
উন্মত্তনয়না তুগ্র দন্তোত্তুঙ্গস্থলালয়া ॥
উল্লাসিন্যুল্লসচ্চিত্তা চোৎফুল্লনয়নোজ্জ্বলা।
উৎফুল্লকমলারূঢ়া কমলা কামিনীকলা ॥
কালী করালবদনা কমনীয়া সুকামিনী।
কোমলাঙ্গী কৃষাঙ্গীচ কৈটভাসুরমর্দ্দিনী ॥
কালিন্দীকমলস্থা চ কান্তঃ কাননবাসিনী।
কুলীনা নিষ্কলা কৃষ্ণা কালরাত্রিস্বরূপিণী ॥
কুমারী কামরূপা চ কামিনী কৃষ্ণপিঙ্গলা।
কপিলা শান্তিদা শুদ্ধা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ॥
কৌমারী কার্ত্তিকা দুর্গা কৌষিকী কুণ্ডলোজ্জ্বলা।
কুলেশ্বরীকুলশ্রেষ্ঠা কুন্তলোজ্জ্বলমস্তকা ॥
ভবানী ভাবিনী বাণী শিবানী শিবমোহিনী।
শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবপ্রাণৈকবল্লভা ॥
শিবপত্নী শিবস্তুত্যা শিবানন্দপ্রদায়িনী।
ত্রৈলোক্য জননী শম্ভু হৃদয়স্থপদাম্বুজা ॥

সদয়া নির্দ্দয়া মায়া শিবা ত্রৈলোক্যমোহিনী।
ব্রহ্মাদিত্রিদশারাধ্যা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী॥
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মগায়ত্রী সাবিত্রী ব্রহ্মসংস্তুতা॥
ব্রহ্মোপাস্যা ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মসৃষ্টিপ্রদায়িনী।
কমণ্ডলুকরা সৃষ্টিকর্ত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
চতুর্বেদাত্মিকা যজ্ঞসূত্ররূপা দৃঢ়ব্রতা।
হংসারূঢ়া চতুর্ব্বক্ত্রা চতুর্ব্বক্ত্রাভিসংস্তুতা॥
বৈষ্ণবী পালনকরী মহালক্ষ্মীর্হরিপ্রিয়া।
শঙ্খচক্রধরা বিষ্ণুশক্তি র্বিষ্ণুস্বরূপিণী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুপ্রাণৈকবল্লভা।
যোগনিদ্রাকরা বিষ্ণুমোহিনী বিষ্ণুসংস্তুতা॥
বিষ্ণুসম্মোহনকরী ত্রৈলোক্যপরিপালিনী।
শঙ্খিনী চক্রিণী পদ্মা পদ্মিনী মুষলায়ুধা॥
পদ্মালয়া পদ্মসংস্থা পদ্মমালা বিভূষিতা।
গরুড়স্থা চারুরূপা সম্পদ্রূপা সরস্বতী॥
বিষ্ণুপার্শ্বস্থিতা বিষ্ণুপরমাহ্লাদদায়িনী।
সম্পত্তিঃ সম্পদাধারা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী॥
শ্রীর্বিদ্যা সুখদা সৌখ্যদায়িনী দুঃখনাশিনী।
দুঃখহন্ত্রী সুখকরী সুখাসীনা সুখপ্রদা॥
সুখসম্পন্নবদনা নারায়ণমনোরমা।
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী নারায়ণবিমোহিনী॥
নারায়ণশরীরস্থা বনমালাবিভূষিতা।
দৈত্যঘ্নী পীতবসনা সর্ব্ব দৈত্যপ্রমর্দ্দিনী॥
বারাহী নারসিংহী চ রামচন্দ্রস্বরূপিণী।
রক্ষোঘ্নী কাননাবাসা অহল্যাশাপমোচনী॥
সেতুবন্ধকরী সর্ব্বরক্ষঃকুলবিনাশিনী।
সীতা পতিব্রতা সাধ্বী রামপ্রাণৈকবল্লভা॥
অশোককাননাবাসা লঙ্কেশ্বরবিনাশিনী।
লঙ্কেশ্বরসমারাধ্যা সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী॥
রামস্তুতা রমা রামশত্রুহন্ত্রী রণপ্রিয়া।
গোপিনী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী বরবর্ণিনী॥
রুক্মিণী কৃষ্ণরূপা চ কংসাসুরবিনাশিনী।
নীতিঃ সুনীতিঃ সুকৃতিঃ কান্তির্মেধা বসুন্ধরা॥
দিব্যমাল্যধরা দিব্যা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
দিব্যবস্ত্র পরীধানা দিব্যস্থাননিবাসিনী।
মহেশ্বরী প্রেতসংস্থা প্রেতভূমিনিবাসিনী॥
নির্জনস্থা শ্মশানস্থা ভৈরবী ভীমলোচনা।
সুঘোরা ঘোরনয়না ঘোররূপা ঘনপ্রভা॥
ঘনস্তনী ঘনশ্যামা প্রেতভূমিপ্রিয়াশয়া।
খট্টাঙ্গধারিণী দ্বীপিচর্ম্মাম্বরবিশোভিতা॥
মহাকালী চতুর্ব্বক্ত্রা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী।
উদ্যানকাননাবাসা পুষ্পোদ্যানবনপ্রিয়া॥

বলিপ্রিয়া মাংসভক্ষ্যা রুধিরাসবভক্ষিণী।
ভীমরবা সাট্টহাসা রণনৃত্যপরায়ণা॥
অসুরাসৃক্প্রিয়াচৈব দুষ্টদানবমর্দ্দিনী।
দৈত্যবিদ্রাবিণী দৈত্যমথনী দৈত্যসূদিনী॥
দৈত্যঘ্নী দৈত্যহন্ত্রী চ মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
রক্তবীজ নিহন্ত্রীচ শুম্ভাসুরবিনাশিনী॥
নিশুম্ভহন্ত্রী ধূম্রাক্ষমর্দ্দিনী দুর্গহারিণী।
দুর্গাসুর নিহন্ত্রীচ শিবদূতী মহাবলা॥
মহাবলবতী চিত্রবস্ত্রা রক্তাম্বরামলা।
বিমলা ললিতা চারুহাসা চারুত্রিলোচনা।
অজেয়া জয়দা জ্যেষ্ঠা জয়শীলাহপরাজিতা॥
বিজয়া জাহ্নবীদুষ্টজৃম্ভিনী জয়দায়িনী।
জগদ্রক্ষা করী সর্ব্বজগচ্চৈতন্যরূপিণী॥
জয়া জয়ন্তী জননী জনরক্ষণতৎপরা।
জলরূপা জলস্থা চ জপ্যা জাপকবৎসলা॥
জাজ্বল্যমানা জিজ্ঞাসা জন্মনাশবিবর্জ্জিতা।
জরাতীতা জগন্মাতা জগদ্রূপা জগন্ময়ী॥
জঙ্গমা জালিনী জম্ভা জম্ভিনী দুষ্টতাপিনী।
ত্রিপুরঘ্নী ত্রিনয়না মহাত্রিপুরতাপিনী॥
তৃষ্ণা জাতিঃ পিপাসা চ বুভুক্ষা ত্রিপুরা প্রভা।
ত্বরিতা ত্রিপুটা ত্র্যক্ষ্যা তন্বী তাপবিবর্জ্জিতা॥
ত্রিলোকেশী তীব্রবেগা তীব্রা তীব্রবলাশ্রয়া।
নিঃশঙ্কা নির্ম্মলাভাচ নিরাতঙ্কানলপ্রভা॥
বিনীতা বিনয়া বিজ্ঞা বিশেষজ্ঞা বিলক্ষণা।
বরদা বল্লভা বিদ্যুৎপ্রভা বিনয়শালিনী॥
বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্রাচ বিবস্ত্রা বিনয়প্রদা।
বিশ্বেশপত্নী বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপা বলোৎকটা॥
বিশ্বেশী বিশ্ববনিতা বিশ্বমাতা বিচক্ষণা।
বিদূষী বিশ্ববন্দিতা বিশ্বমোহনকারিণী॥
বিশ্বমূর্ত্তি র্বিশ্বধরা বিশ্বপালনকারিণী।
বিশ্বকর্ত্রী বিশ্বহর্ত্রী বিশ্বপালনতৎপরা॥
বিশ্বেশ্বরহৃদাবাসা বিশ্বেশ্বরমনোরমা।
বিশ্বস্থা বিশ্ববিলয়া বিশ্বমায়া বিভূতিদা॥
বিশ্বা বিশ্বোপকারাচ বিশ্বপ্রাণাত্মিকাপিচ।
বিশ্বপ্রিয়া বিশ্বময়ী বিশ্বদুষ্টবিনাশিনী॥
দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
বিশ্বম্ভরা বসুমতী বসুধাবিশ্বপাবনী॥
সর্ব্বাতিশায়িনী সর্ব্বদুঃখদারিদ্র্যহারিণী।
মহাবিভূতিরব্যক্তা শাশ্বতী সর্ব্বসিদ্ধিদা॥
অচিন্ত্যা চিন্ত্যরূপাচ কেবলা পরমাত্মিকা।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বদা সর্ব্বপারজ্ঞানপরায়ণা॥
সর্ব্বভার্ত্তিহরা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলপ্রদা।
মঙ্গলার্হা মহাদেবী সর্ব্ব মঙ্গলদায়িনী॥

শান্তিঃ শান্তিকরী সৌম্যা সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী।
ক্ষান্তিঃ ক্ষমা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রবাসিনী॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষুধা ক্ষৌণী জগৎক্ষেমবিধায়িনী।
ক্ষেত্রস্থা ক্ষেত্রনিলয়া ক্ষেত্রস্থাননিবাসিনী॥
ক্ষণাত্মিকা ক্ষীণতনুঃ ক্ষীণাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা।
ক্ষিপ্রগা ক্ষেমদা ক্ষিপ্তা ক্ষণদাচরণাশিনী॥
বৃত্তি র্নিবৃত্তির্ভূতানাং প্রবৃত্তির্বৃত্তলোচনা।
ব্যোমমূর্ত্তি র্ব্যোমসংস্থা ব্যোমালয় কৃতাশ্রয়া॥
চন্দ্রাননা চন্দ্রকান্তিশ্চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিত মস্তকা।
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকলা শরচ্চন্দ্রনিভাননা॥
চন্দ্রাত্মিকা চন্দ্রমুখী চন্দ্রশেখরবল্লভা।
চন্দ্রশেখরবক্ষঃস্থা চন্দ্রলোকনিবাসিনী॥
চন্দ্রশেখরশৈলস্থা চঞ্চলা চঞ্চলেক্ষণা।
ছিন্নমস্তা ছাগমাংসপ্রিয়া ছাগবলিপ্রিয়া॥
জ্যোৎস্না জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বজ্যায়সী জীবনাত্মিকা।
সর্ব্বকার্য্য নিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূত হিতৈষিণী।
গুণাত্মিকা গুণময়ী ত্রিগুণা গুণশালিনী॥
গুণৈকনিলয়া গৌরী গুহ্যা গোপকুলোদ্ভবা।
গরীয়সী গুরুতরা গুপ্তস্থান নিবাসিনী॥
গুণজ্ঞা নির্গুণা সর্ব্বগুণার্হা গুহ্যকালিকা।
গলজ্জটা গলৎকেশী গলদ্রুধির চর্চ্চিতা॥
গজেন্দ্রগমনা গন্ত্রী গীতনৃত্যপরায়ণা।
গগনস্থা গণাধ্যক্ষা গণেশজননীতথা॥
গানপ্রিয়া গানরতা গৃহস্থা গৃহিণীপরা।
গজসংস্থা গজারূঢ়া গ্রসন্তী গরুড়াসনা॥
যোগস্থা যোগিনী যোগ্যা যোগচিন্তাপরায়ণা।
যোগিধ্যেয়া যোগবন্দ্যা যোগলভ্যা যুগাত্মিকা॥
যোগিজ্ঞেয়া যোগযুক্তা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী।
যুগান্তজলদারাবা যুগান্তজলদপ্রভা॥
যুগান্তকারিণী যজ্ঞরূপা সূর্য্যাসমপ্রভা।
যুগান্তানিলবেগাচ সর্ব্বযজ্ঞফলাত্মিকা॥
সংসারযোনিঃ সংসারব্যাপিনী সকলাস্পদা।
সংসারতরিসংসেব্যা সংসারার্ণবতারিণী॥
সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বসংসারব্যাপিনী তথা।
সংসারবন্ধকর্ত্রী চ সংসারপরিবর্জ্জিতা॥
দুর্নিরীক্ষ্যা সুদুষ্প্রাপ্যা ভূতি র্ভূতিমতীত্যপি।
অনাদ্যানন্তবিভবা মহারিপুবিদারিণী॥
শব্দব্রহ্ম স্বরূপাচ শব্দযোনিঃ পরাৎপরা।
ভূতিদা ভূতিমত্তা চ ভূতিদাত্রী বিভূতিদা॥
ভূতান্তস্থা কূটস্থা ভূতনাথপ্রিয়াঙ্গনা।
ভূতমাতা ভূতনাথাভূতালয়নিবাসিনী॥
ভূতনিত্যাপ্রিয়া ভূতসঙ্গিনী ভূতলাশ্রয়া।
জন্মমৃত্যুজরাতীতা মহাশঙ্করবল্লভা॥

ভুজগা তামসী ব্যক্তা তমোগুণবতী তথা।
ত্রিতত্ত্বা তত্ত্বরূপা চ তত্ত্বজ্ঞা ত্র্যম্বকপ্রিয়া॥
ত্র্যম্বকা ত্র্যম্বকারূঢ়া শুক্রা ত্র্যম্বকরূপিণী।
ত্রিকালজ্ঞা জন্মহীনা রক্তাঙ্গী জ্ঞানরূপিণী॥
অকার্য্যকার্য্যজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া।
বৈরাগ্যযুক্তা বিজ্ঞানগম্যা ধর্ম্মস্বরূপিণী॥
সর্ব্বধর্ম্মবিধানজ্ঞা ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মতৎপরা।
ধর্ম্মিষ্ঠ পালনকর্ত্রী ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণা॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীনা চ ধর্ম্মজন্যফলপ্রদা।
ধর্ম্মিণী ধর্ম্মনিরতা ধর্ম্মিণামিষ্টদায়িনী॥
ধন্যা ধীর্ধারণা ধীরা ধনধান্যপ্রদায়িনী।
ধনুষ্মতী ধরাসংস্থা ধরণীস্থিতিকারিণী॥
সর্ব্বযোনিরপাংযোনি র্বিশ্বযোনিরযোনিকা।
রুদ্রাণী রুদ্রবনিতা রুদ্রৈকাদশরূপিণী॥
রুদ্রাক্ষমালিনী রৌদ্রী ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদা।
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রবন্দ্যা চ নিত্যং মুদিতমানসা॥
ইন্দ্রাণী বাসবী চৈন্দ্রী বিচিত্রৈরাবত স্থিতা।
সহস্রনেত্রা দিব্যাঙ্গী দিব্যকেশবিলাসিনী॥
দিব্যাঙ্গনা দিব্যনেত্রা দিব্যচন্দনচর্চ্চিতা।
দিব্যালঙ্করণা দিব্যা শ্বেতচামরবীজিতা॥
দিব্যহারা দিব্যপাদা দিব্যনূপুরশোভিতা।
কেয়ূরশোভিতা হৃষ্টা হৃষ্টচিত্তা প্রহর্ষিণী॥
প্রহৃষ্ট মানসা হর্ষ প্রসন্নবদনা তথা।
দেবেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জা দেবেন্দ্রপরিপূজিতা॥
রাজসী রক্তবসনা রক্তপুষ্প প্রিয়াসদা।
রক্তাঙ্গী রক্তনেত্রা চ রক্তোৎপলবিলোচনা॥
রক্তাভা রক্তবস্ত্রা চ রক্তচন্দনচর্চ্চিতা।
রক্তেক্ষণা রক্তভক্ষ্যা রক্তগর্ত্তা রণাশ্রয়া॥
রক্তদন্তা রক্তজিহ্বা রক্তভক্ষণ তৎপরা।
রক্তপ্রিয়া রক্ততুষ্টা রক্তভক্ষণদায়িনী॥
বন্ধুককুসুমাভাষা রক্তমাল্যানুলেপনা।
স্ফুরদ্রক্তাঞ্চিততনুঃ স্ফুরৎসূর্য্যাসমপ্রভা॥
স্ফুরন্নেত্রা পিঙ্গজটা পিঙ্গলা পিঙ্গলেক্ষণা।
বগলা পীতবস্ত্রা চ পীতপুষ্পপ্রিয়াসদা॥
পীতাম্বরা পিবদ্রক্তা পীতপুষ্পোপশোভিতা।
শত্রুঘ্নী শত্রুসম্মোহজননী শত্রুতাপিনী॥
শত্রুপ্রমর্দ্দিনী শত্রুবাক্যস্তম্ভনকারিণী।
উচ্চাটনকরী সর্ব্বদুষ্টোৎসারণ কারিণী॥
বিপক্ষমর্দ্দনকরী শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করী।
সর্ব্বদুষ্টঘাতিনী চ সর্ব্ব দুঃখ বিনাশিনী॥
দ্বিভুজা শূলহস্তা চ ত্রিশূলবরধারিণী।
শত্রুবিদ্রাবিনী শত্রুসম্মোহনকরী তথা॥
শত্রু সন্তাপজননী সর্ব্বশত্রু বিনাশিনী।

ক্ষোভিনী ক্ষোভজননী দুষ্টক্ষোভ বিবর্জ্জিনী ॥
দুষ্টানাং ক্ষোভসংবর্দ্ধা ভক্তক্ষোভ নিবারিণী।
দুষ্টসন্তাপিনী দুষ্টসন্তাপপরিবর্দ্ধিনী ॥
সন্তাপরহিতাভীমা ভক্তসন্তাপনাশিনী।
অক্ষুব্ধা ক্ষোভরহিতা দুষ্টক্ষোভপ্রদায়িনী ॥
দুষ্টস্তম্ভনকর্ত্রীচ সর্ব্বদুষ্টপ্রবর্দ্ধিনী।
মহাস্তম্ভনকর্ত্রীচ ভক্তস্তম্ভনিবারিণী ॥
শত্রুস্তম্ভনকর্ত্রীচ স্বভক্তপরিপালিনী।
অদ্বৈতা দ্বৈতরহিতা নিকলব্রহ্মরূপিণী ॥
প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপা চ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
ত্রিদশেশী ত্রিলোকেশী সর্ব্বেশী জগদীশ্বরী ॥
ব্রহ্মেশবিষ্ণুবনিতা ত্রিদশেশ্বরসংস্তুতা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেশ্বরী ॥
দেবরাজস্তুতা রাজ্ঞী রাজরাজেশ্বরেশ্বরী।
দেবরাজেশ্বরী সর্ব্বদেবরাজেশ্বরেশ্বরী ॥
ব্রহ্মেশসেবিতপদা সর্ব্ববন্দ্যপদাম্বুজা।
অচিন্ত্যরূপচরিতা অচিন্ত্যবলবিক্রমা ॥
সর্ব্বচিন্ত্যপ্রভাবাচ সুপ্রভাবপ্রদর্শিনী।
অচিন্ত্যমহিমাচিন্ত্যরূপসৌন্দর্য্যশালিনী।
অচিন্ত্যবেশশোভা চ লোকাচিন্ত্যগুণান্বিতা।
অচিন্ত্যশক্তির্দুশ্চিন্ত্যপ্রভাবা চিন্ত্যরূপিণী ॥
যোগিচিন্ত্যা মহাচিন্তানাশিনী চেতনাত্মিকা।
গিরিজা দক্ষজা বিশ্বজননী জগৎপ্রসূঃ ॥
সংমশ্যা প্রণতা সর্ব্বপ্রণতার্ত্তিহরা তথা।
প্রণতৈশ্বর্য্যদা সর্ব্বপ্রণতাশুভনাশিনী ॥
প্রণতাপন্নাশকরী প্রণতাশুভমোচনী।
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধসেব্যা সিদ্ধচারণসেবিতা ॥
সিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিকরী সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরেশ্বরী।
অষ্টসিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিগণসেব্যপদাম্বুজা ॥
কাত্যায়নী স্বধা স্বাহা বসট্বৌষট্স্বরূপিণী।
পিতৃণাং তৃপ্তিজননী কব্যরূপা সুরেশ্বরী।
কব্যভোক্ত্রী কব্যতুষ্টা পিতৃরূপাশিতপ্রিয়া ॥
কৃষ্ণপক্ষপ্রপূজ্যাচ প্রেতপক্ষসমর্চ্চিতা।
অষ্টহস্তা দশভুজা অষ্টাদশভুজান্বিতা ॥
চতুর্দ্দশভুজাশখ্যভুজবল্লীবিরাজিতা।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া সহস্রভুজরাজিতা ॥
ভুবনেশী চান্নপূর্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রিপুরা সুন্দরী সৌম্যমুখী সুন্দরলোচনা ॥
সুন্দরাস্যা শুভ্রদংষ্ট্রা সুভ্রূঃ পর্ব্বত নন্দিনী।
নীলোৎপল দলশ্যামা স্মেরোৎ ফুল্ল মুখাম্বুজা ॥
সত্যসন্ধা পদ্মবক্ত্রা ভ্রূকুটী কুটিলাননা।
বিদ্যাধরী বরারোহা মহাসন্ধ্যাস্বরূপিণী ॥
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী সুধুম্রাক্ষী সুলোচনা।
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ কৃতির্যোগমায়া পুণ্যা পুরাতনী ॥
বাগ্দেবতা বেদবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী।
বেদশক্তির্ব্বেদমাতা বেদাদ্যা পরমা গতিঃ ॥
আন্বিক্ষিকী তর্কবিদ্যা যোগশাস্ত্র প্রকাশিনী।
ধূমাবতী বিষমূর্ত্তি বিদ্যুন্মালাবিলাসিনী ॥
মহাব্রতা সদানন্দা নন্দিনী নগনন্দিনী।
সুনন্দা যমুনা চণ্ডী রুদ্রচণ্ডী প্রভাবতী ॥
পারিজাতবনাবাসা পারিজাতবন প্রিয়া।
সুপুষ্পগন্ধসংতুষ্টা দিব্য পুষ্পোপশোভিতা ॥
পুষ্পকানন সংস্থানা পুষ্পমালা বিলাসিনী।
পুষ্পমাল্যধরা পুষ্প গুচ্ছালঙ্কতদেহিকা ॥
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসা শুদ্ধকাঞ্চনমণ্ডিতা।
সুবর্ণকুণ্ডলবতী স্বর্ণপুষ্পপ্রিয়া সদা।
নর্ম্মদা সিন্ধুনিলয়া সমুদ্রতনয়া তথা।
ষোড়শী ষোড়শভুজা মহাভুজগমণ্ডিতা ॥
পাতালবাসিনী নাগী নাগেন্দ্রকৃতভূষণা।
নাগিনী নাগকন্যাচ নাগমাতা নগালয়া ॥
দুর্গাপত্তারিণী সর্ব্বদুষ্টগ্রহনিবারিণী।
অভয়াপন্নিহন্ত্রীচ সর্ব্বাপৎপরিনাশিনী ॥
ব্রহ্মণ্যা শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞা জগতাং কারণাত্মিকা।
নিষ্কারণা জন্মহীনা মৃত্যুঞ্জয়মনোরমা ॥
মৃত্যুঞ্জয়হৃদাবাসা মূলাধারনিবাসিনী।
ষট্ চক্রসংস্থা মহতা পুণ্যমাহাত্ম্যনাশিনী ॥
রোহিণী সুন্দরমুখীসর্ব্ববিদ্যা বিশারদা।
সদসদ্বস্তুরূপাচ নিষ্কামা কামপীড়িতা ॥
কামাতুরা কামমত্তা কামালসালসত্তনুঃ।
কাম রূপাচ কালিন্দী কুচালম্বিতবিগ্রহা ॥
অতসীকুসুমাভাসা সিংহ পৃষ্ঠ নিষেদুষী।
যুবতী যৌবনাদ্রিক্তা যৌবনোদ্রিক্ত মানসী ॥
অদিতির্দ্দেবজননী ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী।
দক্ষিণাপূর্ব্ববসনা পূর্ব্বকালবিবর্জ্জিতা।
অশোকা শোক রহিতা সর্ব্বশোকনিবারিণী ॥
অশোককুসুমাভাসা শোক দুঃখ ভয়ঙ্করী।
সর্ব্ব যোষিৎ স্বরূপাচ সর্ব্বপ্রাণি মনোরমা ॥
মহাশ্চর্য্যা মহদাশ্চর্য্যা মহামোহ স্বরূপিণী।
মহামোহান্মোক্ষকরী মোহিনী মোহদায়িনী ॥
অশোচ্যা পূর্ণকামাচ পূর্ণাপূর্ণমনোরথা।
পূর্ণাভিলসিতা পূর্ণ নিশানাথসমাননা ॥
দ্বাদশার্ক স্বরূপাচ সহস্রার্কসমপ্রভা।
তেজস্বিনী সিদ্ধমাতা চন্দ্রাবয়বলক্ষণা ॥
অপরাপারমাহাত্ম্যা নিত্য বিজ্ঞানশালিনী।
শুভদামিত মাহাত্ম্যা সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী ॥
ডাকিনীশাকিনী বিশ্বরূপা বিশ্ব বিনাশিনী।

বৈশ্বানরী হব্যবাহা জাতবেদস্বরূপিণী ॥
স্বৈরিণী স্বেচ্ছাবিহারা নির্ব্বীজা বীজরূপিণী।
অনন্তবর্ণানন্তাখ্যানন্তসংস্থা মহোদরী ॥
দুষ্টভূভারহন্ত্রী চ সদ্বৃত্তপরিপালিকা।
কপালিনী পানমত্তা মত্তবারণগামিনী ॥
বিন্ধ্যাস্থা বিন্ধ্যানিলয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী।
বন্ধুজীবপ্রিয়া রম্যা কৈলাশপুরবাসিনী ॥
কাশ্মীবিলাসিনী কাশীক্ষেত্ররক্ষণতৎপরা।
যোনিরূপা যোনিপীঠস্থিতা যোনিস্বরূপিণী ॥
কামালস্থিতচার্ব্বঙ্গী কটাক্ষক্ষেমোহিনী।
কটাক্ষক্ষেপনিস্তারা কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী ॥
পাশাঙ্কুশধরা শক্তিধারিণী খেটকায়ুধা ॥
বাণায়ুধাঽমোঘশস্ত্রা দিব্যশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
মহাস্ত্রজালনিক্ষেপ বিপক্ষক্ষয়কারিণী ॥
ঘণ্টিনী পাশিনী পাশহস্তা পাশাঙ্কুশায়ুধা।
চিত্র সিংহাসনগতা মহাসিংহাসনস্থিতা ॥
মন্ত্রাত্মিকা মন্ত্রময়ী মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রি দেবতা।
সুরূপাঽনেকরূপাচ বিরূপা বহুরূপিণী ॥
বিরূপাক্ষপ্রিয়তমা বিরূপাক্ষমনোরমা।
বিরূপাক্ষা কোটরাক্ষী কুটস্থা কুটরূপিণী ॥
করালাস্যা বিশালাস্যা ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগা।
অধ্যাত্মবিদ্যা শাস্ত্রার্থ কুশলা শৈলনন্দিনী ॥
নগাধিরাজপুত্রী চ নগপুত্রী নগোদ্ভবা।
গিরীন্দ্রবালা গিরীশপ্রাণতুল্যা মনোরমা ॥
প্রসন্নচারুবদনা প্রসন্নাস্যাঽম্বদা তথা।
শিবপ্রাণা পতিপ্রাণা পতিসম্মোহকারিণী ॥
পতিসেব্যাঽনঙ্গমত্তা পতিবিচ্ছেদকাতরা।
শিবশীর্ষকৃতাবাসা শিরোধার্য্যা শিরঃস্থিতা ॥
জটান্তরস্থা তরলা শিবশীর্ষ বিহারিণী।
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী সুদৃষ্টিহংসগামিনী ॥
নিত্যং কুতূহলপরা নিত্যানন্দাভিবন্দিতা।
সত্যবিজ্ঞান রূপেণ তত্ত্বজ্ঞানৈক কারণা ॥
ত্রৈলোক্যসাক্ষিণী লোকধর্ম্মাধর্ম্ম প্রদর্শিনী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিধাত্রীচ শম্ভু প্রাণাত্মিকা পরা ॥
মেনকাগর্ভসম্ভূতা মৈনাকভগিনী তথা।
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠহারস্থ শ্রীকণ্ঠকণ্ঠভূষিতা ॥
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠজপ্যাচ নীলকণ্ঠ মনোরমা।
কালকূটাত্মিকা কালকূট ভক্ষণকারিণী ॥
মহাকালপ্রিয়া কালী কলনৈক বিধায়িনী।
সংক্ষোভপ্রাপ্তী সংক্ষোভনাশিনী তে নমো নমঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে কাল্যাঃ সহস্র নাম স্তোত্র সমাপ্তোঽয়ং।

শিব শিবার কথোপকথন।

এ রূপে সহস্র নাম করিলে কীর্ত্তন।
পর্ব্বত নন্দিনী দুর্গা কহেন তখন।
ওহে শম্ভু তুমি মম প্রাণ সম স্বামী।
পরাকাষ্ঠা ভক্তিতে ত্বদীর বশ্য আমি ॥
বিচ্ছেদ দহন তব অক্ষম বহনে।
তাই জন্ম লইয়াছি গিরীন্দ্র ভবনে ॥
বহুকাল করিতেছ সাধনা আমার।
সেই রূপ আরাধনা করিব তোমার ॥
তুমি ত্রিজগৎ বন্দ্য শক্তিতে অনন্ত।
তত্রাপি প্রশান্ত চেতা হয়েছ একান্ত ॥
এখনি করিতে পারি পতিত্বে বরণ।
কিন্তু তাহা না করিব না করি সাধন ॥
ভবদ্বিধ পতি প্রাপ্ত বিনা তপস্যায়।
চিরন্তন সৌহার্দ্দের কারণ না হয় ॥
তুমি হও তপস্যার সাধনের ধন।
তব জন্য করিবহে যোগাবলম্বন ॥
এই কথা শুনি শিব বলেন অমনি।
হে পরমেশ্বরি হও বিশ্বের জননী ॥
কার আরাধনা তুমি করিবে এক্ষণে।
অনুগ্রহ আমারে করেছ নিজগুণে ॥
প্রার্থনীয় তিন বর আছয়ে মনন।
দয়া করি দয়াময়ি করহ পূরণ ॥
যখনই কালিরূপ করিবে ধারণ।
পদতলে শব প্রায় রহিব তখন ॥
দ্বিতীয় বরেতে শব বাহনা নামেতে।
প্রখ্যাতা হইবে তুমি এই ত্রিজগতে ॥
তৃতীয় যে বর তাহা এই রূপ হবে।
মহাকালি মুর্ত্তি যবে ধারণ করিবে ॥
সে সময়ে ও চরণ না হই বঞ্চিত।
এইতিন বর মনে আছয়ে বাঞ্ছিত ॥
পার্ব্বতী দিলেন সায় তথাস্তু বলিয়া।
গৌরী মূর্ত্তি ধরিলেন সত্বর হইয়া ॥
নন্দী আর সখীদ্বয় বাহিরে আছিল।
এই বিবরণ তারা কিছু না জানিল ॥

পার্ব্বতীর তপস্যায় গমন।

মনোনীত বর প্রাপ্তে আনন্দিত মন।
সম্মুখেতে ভস্মময় দেখেন মদন ॥
কিঞ্চিত সে ভস্ম হস্তে করিয়া গ্রহণ।
নিজগাত্রে মহাদেব করেন লেপন ॥
পুনঃ তপস্যায় মন নিবিষ্ট করিয়া।
যোগাসনে বসিলেন উদ্যোগী হইয়া ॥
গিরিবালা পার্ব্বতী ও অপর শৃঙ্গেতে।
বসিলেন সখীসহ তীব্র তপস্যাতে ॥
এ প্রকারে পরস্পরে তপস্যায় মন।
তিন সহস্রেক বর্ষ করেন যাপন ॥
একদা সমাধি যোগ বিরাম সময়।
আশ্রমের পার্শ্ব দেশ দরশন হয় ॥
ফুটেছে অতসী পুষ্প করিয়া দর্শন।
অতসী কুসুম গৌরী হইল স্মরণ ॥
নয়ন শ্রবণ,আদি ইন্দ্রিয় গণেতে।
অক্ষম আছিল তারা স্বকার্য্য করিতে ॥
এক্ষণেতে মন সহ করি যোগাযোগ।
বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গণ ত্যাজিলেক যোগ ॥
শঙ্করের অনুরাগ ছিলনা কিছুতে।
ক্রমাগত অনুগত সে রূপ রাশিতে ॥
সেই জন্য বুভুক্ষিত শিবের নয়ন।
ব্যাকুল সে অনুরূপ করিয়া দর্শন ॥
অমনি হইল ইচ্ছা করিতে শ্রবণ।
গিরি নন্দিনীর সেই মধুর বচন ॥
সত্বর হইয়া চলিলেন সেইস্থানে।
উপস্থিত পার্ব্বতী যথায় যোগাসনে ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে কন হে পরমেশ্বরি।
কি কারণে তপ তব বুঝিতে না পারি ॥
জপ হোম ধ্যান আদি মহামূল্য ধনে।
আমি তব ক্রীতদাস হেরগো নয়নে ॥
তোমার সেবাতে আমি নিযুক্ত হইব।
উপস্থিত আছি দেখি বল কি করিব ॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করি এই হয় মনে।
করিব অলক্ত দান ঐ শ্রীচরণে ॥
নুপূরাদি আভরণে তাহে সাজাইব।
মনোনীত রত্ন হার গলে পরাইব ॥
ত্রিলোক সুন্দরি ওগো হও কৃপাবতি।
কটাক্ষে করুণা কর,মহেশে সম্প্রতি ॥
মদন দেহের ভস্ম গ্রহণ করিয়া।
অঙ্গেতে লেপন করি বিভূতি বলিয়া ॥
অনল কণিকা বুঝি ভস্মে ঢাকা ছিল।
বিরহ অনলে মিলি প্রবল হইল ॥
দব দহনের ন্যায় দহিছে হৃদয়।
দুরন্ত মদনানল নির্ব্বাণ না হয় ॥
হে বিশ্বরূপিণী পদে সঁপিয়াছি প্রাণ।
তোমা ভিন্ন এ অনল কে করে নির্ব্বাণ
ব্যথিত হইয়া দেব বলিলেন যত।
স্মিতমুখী পার্ব্বতী বদন অবনত ॥
সখি প্রতি বলিলেন করি সম্বোধন।
কহ সখি মহাদেবে বিনয় বচন ॥
পিতা মম সম্প্রদান করিবে আমারে।
অগোচরে উপগতা হই কি প্রকারে ॥
প্রেরণ করিতে কহ কোন বিজ্ঞ জনে।
প্রকাশিয়া অভিপ্রায় পিতা সন্নিধানে

পার্ব্বতীর পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন।

সখি প্রতি পার্ব্বতী কহিল মধুস্বরে।
কর্ত্তব্য ভাবিয়া শিব যান স্থানান্তরে ॥
পার্ব্বতী ও সখি সহ করেন গমন।
উপস্থিত হইলেন পিতার ভবন ॥
বহুকাল পরে হেরি তনয়া রতন।
সহসা উঠেন গিরি আনন্দে মগন ॥
নিজাঙ্ক আদান করি হয়ে অগ্রসর।
পুরমধ্যে আনিলেন হইয়া তৎপর ॥
আনন্দে মেনকা রাণী হেরি কন্যা রত্ন
আলিঙ্গন করিলেন করি অতি যত্ন ॥
আদরে পার্ব্বতি মুখ চুম্বি বারে বার।
বলেন মাগো আমার প্রাণের আধার ॥
যদবধি গিয়াছ মা ত্যাজিয়া আমায়।
প্রাণহীন হয়ে আছি মৃতকায় প্রায় ॥

আজি আমি মৃতদেহে পাইগো জীবন
এই বলি করিলেন পাণি প্রসারণ ॥
ক্রোড়ে করি পুত্রি পানে চান ঘনে ঘন
প্রেমধারে মেনকার ভিজিল বসন।
আনন্দিত ভাতৃগণ মৈনাক প্রভৃতি ॥
বন্ধুবর্গ গণ সবে হেরিয়া পার্ব্বতী ॥
পার্ব্বতীর সঙ্গে ছিল সখী দুই জনা।
কহিল রাজারে আসি যে রূপ ঘটনা ॥
সখি প্রমুখাৎ সব করিয়া শ্রবণ।
হইলেন হিমালয় আহ্লাদে মগন ॥
সংবাদের জন্য রাজা করিয়া অপেক্ষা।
কখন পাইব বলি করেন প্রতীক্ষা ॥

শিবের আজ্ঞায় সপ্তঋষী গণের
গিরিপুরী আগমন।

গিরি শৃঙ্গে মহাদেব করিয়া গমন।
স্মরণ করেন মনে ঋষি সপ্তজন ॥
মরীচি প্রভৃতি আইলেন সাত জনে।
উপস্থিত হইলেন শিব সন্নিধানে ॥
জিজ্ঞাসেন ঋষিগণ করিয়া মিনতি।
কিজন্য স্মরণ তব দাস বৃন্দ প্রতি ॥
শুনি মহাদেব কন শুনহে কারণ।
মম সম তত্ত্ববেত্তা হে মহর্ষিগণ ॥
পূর্ব্ব পত্নি সতী তাঁর বিরহ তাপেতে।
শান্তি জন্য থাকি আমি ধ্যান অবস্থাতে
তারকার ভয়ে ভীত যত দেবগণ।
মম ধ্যান ভঙ্গ করে সেই সে কারণ ॥
জানিয়াছি সব তত্ত্ব হইয়াছে মনে।
জন্মেছেন সতী হিমালয়ের ভবনে ॥
অতএব সেই স্থানে গমন করিয়া।
ভাল মতে গিরিরাজে কহ বুঝাইয়া ॥
মধ্যস্থ হউন সবে যাইয়া তথায়।
যাহে গিরি কন্যাদান করয়ে আমায় ॥
আজ্ঞা মাত্র ঋষিগণ হয়ে পুলকিত।
গিরীন্দ্র ভবনে আসি হন উপস্থিত ॥
অদ্ভুত সে তেজরাশি করি দরশন।
রাজায় সংবাদ দিল রাজদূতগণ ॥

শ্রবণ মাত্রেই গিরি হইয়া তৎপর।
সশঙ্কিত কিয়দ্দূর হন অগ্রসর ॥
দেখিলেন মুনিগণ উপনীত দ্বারে।
পুর মধ্যে লয়ে যান পরম সাদরে ॥
সম্মুখে বিনীত ভাবে করি সম্ভাষণ।
বসিতে দিলেন পরে রত্ন সিংহাসন ॥
প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি পুটে কন গিরি।
অদ্য সুপ্রভাতা মম হয়েছে শর্ব্বরী ॥
এরূপ সৌভাগ্য হবে স্বপ্নেও না জানি
অধমের গৃহে আসিবেন মহামুনি ॥
স্বপ্নপ্রায় বোধ মম হয় একবার।
ফলতঃ সে তাহা নহে সত্যই ব্যাপার ॥
ভবদীয় পদার্পণ অসম্ভাব্য মান।
অদ্যাবধি মহাতীর্থ হইল এ স্থান ॥
অসীম আকাশ বলি মনে ভাবিতাম।
তদপেক্ষা উচ্চ আমি অদ্য হইলাম ॥
মহাবাগ্মী অঙ্গীরা বলেন অতঃপর।
তবদেহ দ্বয় হয় জঙ্গম স্থাবর ॥
স্থাবরে কাঠিন্য ভাগ করেছ স্থাপিত।
কোমল বিনয়সারে জঙ্গম নির্ম্মিত ॥
দেবগণ ঋষিগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
যক্ষ রক্ষ পশু সংঘ প্রাণি বহুতর ॥
নদ নদী অসংখ্য পল্বল সরোবর।
বসবাস করিতেছে তোমার উপর ॥
সর্ব্বাধার বিষ্ণু যিনি হন নারায়ণ।
তুমিও স্থাবর রূপী বিষ্ণুর মতন ॥
ওহে গিরি তুমি হইয়াছ সর্ব্বাশ্রয়।
দীনমনা দেখি সাধুতম বোধহয় ॥
এই বলি হইলেন মহর্ষি নীরব।
অতঃপর গিরি কন শুনহে গুরব ॥
আপনারা মহাঋষি হন আত্মারাম।
আপনাদিগের কিছু নাহি মনকাম ॥
তথাপি অধীনে যদি আজ্ঞা না করিবে
দাসের দাসত্ব সিদ্ধ কিরূপে হইবে ॥
যতক্ষণ গুরু আজ্ঞা নহে সম্পাদন।
ততক্ষণ বৃথা দেহ করিব বহন ॥

অকৃতাত্মা দেহপ্রতি ঘৃণা উপজয়।
তাই অভিলাষ শুনিবারে ইচ্ছা হয়॥
দাণ্ডাইয়া রহে গিরি দীন বদনেতে।
মহর্ষি অঙ্গীরা কন মধুর বাক্যেতে॥
আমরা আদেশ করি যাহা যে বিষয়।
উপকার বিনা অপকার নাহি হয়॥
অতএব তব হিত করিতে সাধন।
বলিতেছি মহারাজ করহ শ্রবণ॥
তোমার এ গৌরী কন্যা সামান্যা যে নন।
ভবের সে পূর্ব্ব পত্নি দাক্ষায়ণী হন॥
শিব আপমানে দেহ পরিত্যাগ করি।
জন্মেছেন তব গৃহে শিবের শঙ্করী॥
সেই কন্যা শিব করে কর সমার্পণ।
প্রাপ্তদার হয়ে তাঁর সুখী হবে মন॥
তুমিও হে ভক্তিযুক্ত হও সাধুমনা।
শিব পরমার্থ তত্ত্ব তুমি কি জাননা॥
যোগিগণ স্থির তর বসি যোগাসনে।
যাঁহার চরণ চিন্তে নির্জ্জন কাননে॥
যিনি হন বন্দনীয় এই ত্রিজগতে।
কন্যা সম্প্রদান তুমি করিবে তাঁহাতে॥
যিনি হন বিশ্বগুরু তাঁর গুরু হবে।
ইহার অধিক ভাগ্য বল কি হইবে॥
পরমা প্রকৃতি কন্যা তুমি সম্প্রদাতা।
ত্রিলোকের নাথ শিব হবেন জামাতা॥
আমরা সকলে আছি মধ্যস্থ যাহার।
ইহার অধিক কর্ম্ম নাহি কিছু আর॥
ঋষি বাক্য শুনি গিরি আনন্দ অপার।
বলেন এমন ভাগ্য হবে কি আমার॥
দেব দেব মহাদেব সকলেই কয়।
যাঁহার কটাক্ষে সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়॥
সেই বিশ্বপূজ্য পাত্রে হবে কন্যা দান।
কি পুণ্যে হইব আমি এত ভাগ্যবান॥
ওহে গুরুগণ ইথে নাহিক আপত্তি।
করুণ সংবাদ হরে মম মন বৃত্তি॥
করিব সকল কার্য্য তাঁর আদেশেতে।
কন্যা দান শিব বিধি বিষ্ণুর সাক্ষাতে॥

পার্ব্বতীর বিবাহ।

মরীচি প্রভৃতি করি সপ্ত ঋষিগণ।
গিরি রাজ বাক্যেতে সন্তোষ প্রাপ্ত হন
চলিলেন ঋষিগণ শিব সন্নিধানে।
মহাদেব ত্রাস যুক্ত দেখি মুনিগণে॥
কি বলিতে কি বলিবে না জানি কারণ
পাছে গিরি কন্যাদানে অসম্মত হন॥
হেনকালে ঋষিগণ নিকটে আইল।
কথোপকথন যাহা সকলি কহিল॥
শুভদিন শুভক্ষণ করিয়া নির্দ্ধার্য্য।
পাঠাইলে সংবাদ সুসিদ্ধ হবে কার্য্য॥
আহ্লাদে বলেন শুন তপোধনগণ।
তোমারা এ সুভক্ষণ কর নিরূপণ॥
বিবিধ বেদ পারগ তোমরা থাকিতে।
সময় অবধারণ কে পারে করিতে॥
শিব বাক্যে ঋষিগণ নিস্তব্ধ থাকিয়া।
কহিলেন পস্পরে বিচার করিয়া॥
হে দেবেশ বর্ত্তমান বৈশাখ মাসেতে।
শুক্লপক্ষ গুরুবার পঞ্চমী তিথিতে॥
ঐ দিনে শুভলগ্ন শাস্ত্রে এই কয়।
শুভ দিনে শুভ কার্য্য কর্ত্তব্য যে হয়॥
দেব কন শুন বলি হে মহর্ষিগণ।
পুনর্ব্বার গিরি পুরে করহ গমন॥
বুঝাইয়া তাঁহারে কহিবে এই কথা।
কোন মতে এ কার্যের না হয় অন্যথা॥
সত্যবাদী গিরিরাজ জানে সর্ব্বজনে।
আকাঙ্খিত বিষয়েতে শঙ্কা হয় মনে॥
অতএব শীঘ্র করি যাও হিমালয়।
নির্দ্ধারিত কর কন্যা দানের সময়॥
আমি সেই মত করি সময় ধারণ।
গমন করিব তথা সহ দেবগণ॥
শিব বাক্যে ঋষিগণ হইয়া সত্বর।
উপস্থিত হইলেন যথা গিরিবর॥
বিবাহ সময় আদি করি নির্দ্ধারিত।
শিবের নিকট পুনঃ হন উপনীত॥

শুনি সদানন্দ শিব আনন্দে মগন।
কহিছেন শুন ওগো তপোধন গণ॥
ইহাতে নিশ্চিন্ত না থাকিবে তোমা সবে
ঐ দিনে সকলেতে আসিতে হইবে॥
শুনহে নারদ মম বচন সম্প্রতি।
আছয়ে তোমার বাপু অব্যাহত গতি॥
ত্রিলোকের মধ্যে স্থান নাই অবিদিত
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল তোমাতে পরিচিত॥
তুমিই নিযুক্ত হও দেব নিমন্ত্রণে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবগণে॥
তাঁহারা সকলে যেন ঐ দিবসেতে।
সাহায্য করেন আসি বিবাহ কার্য্যেতে
বিধির নিকটে তুমি অগ্রেই যাইবে।
করিবে সেরূপ কার্য্য তিনি যা কহিবে
পাইয়া শিবের আজ্ঞা ঋষি মতিমান।
মঙ্গল বিধান করি করেন প্রস্থান॥
অনন্তর ব্রহ্মলোকে হন উপস্থিত।
কহেন পিতার কাছে শঙ্কর ভাষিত॥
সুচির বাঞ্ছিত কথা করিয়া শ্রবণ।
হইলেন পরমেষ্ঠী পুলকিত মন॥
ওহে বৎস যাইবারে সক্ষম যে হবে।
যত্ন করি তা সবারে নিমন্ত্রণ দিবে॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা নারদে লইয়া।
বৈকুণ্ঠ ধামেতে উপনীত হন গিয়া॥
শিবের বিবাহ শুনি বিষ্ণু আনন্দিত।
কহেন তথায় আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েতে কথোপকথন।
বিদায় লইয়া ঋষি করেন গমন॥
হরিনামামৃত পান করিতে করিতে।
মূর্চ্ছনা আলাপ তাহে ত্রিতন্ত্রী বীণাতে
আহ্লাদে প্রবেশ করিলেন ইন্দ্রপুরী।
শিব বিবাহের বার্ত্তা নিমন্ত্রণ করি॥
অগ্রে গিয়া মহেন্দ্রকে সংবাদ করিয়া।
অপ্সর কিন্নরে শুভ বার্ত্তা জানাইয়া॥
ক্রমে ক্রমে নাগ লোক করি নিমন্ত্রণ।
পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোক করেন গমন॥

হিমালয় পুরীতে বৈবাহিক উৎসব।

সপ্ত ঋষি মুখে বিবাহের দিন শুনি।
অন্তঃ পুরে গিরিরাজ প্রবেশে অমনি॥
পতি পত্নি উভয়েই আনন্দে মগন।
অবগত হইলেক পুরবাসীগণ॥
সকলের প্রিয়তমা পর্ব্বতনন্দিনী।
আনন্দ সলিলে ভাসে যতেক রমণী॥
দিগ দিগন্তরে দূত করয়ে গমন।
আহ্বান করিতে যত আত্মীয় স্বজন॥
সুহৃদ গণেতে আজ্ঞা পাইয়া রাজার।
লইলেন এক এক বিষয়ের ভার॥
মুনিগণে আনাইয়া তৎক্ষণ মাত্রেতে।
আরম্ভ করেন কার্য্য বেদ বিধিমতে॥
মার্জ্জনা করয়ে পুরী যত কারুগণ।
স্থলান্তরে মণি মুক্তা করয়ে শোভন॥
বিচিত্র পতাকা তার কি দিব বাখান।
সৌধ শিখরেতে হয় উড্ডীয়মান॥
নগরের বহির্দ্বার উভয় পার্শ্বেতে।
নিখাত করিয়া স্তম্ভ লাগিল গঠিতে॥
বিমানের বাদ্যশালা হইল নির্ম্মাণ।
বাদ্য গৃহ সজ্জা দেখি চমৎকৃত জ্ঞান॥
হেমময়ী পূর্ণ কুম্ভ আম্রশাখা দিতে।
প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে লাগিল শোভিতে
পার্শ্বেতে কদলি বৃক্ষ স্থাপনা করিল।
আলোক মালায় পথ উজ্জ্বল হইল॥
দেবের দুর্লভ পুরী অতি সুশোভন।
দর্শনে বিমুগ্ধচেতা অমরের গণ॥
বহুমূল্য অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
ভৃত্যগণে ঘরে ঘরে করে বিতরণ॥
বিভূষিতা পুরনারী বস্ত্র আভরণে।
আমোদ প্রকাশ করে স্ব স্ব নিকেতনে
স্থানে স্থানে নানা বাদ্য লাগিল বাজিতে
সুমিষ্ট সুশ্রাব্য শুনি মধুর শব্দেতে॥
মনোহর সুললিত গন্ধর্ব্ব সঙ্গীত।
তাললয়যুক্ত তাহে রাগ সমন্বিত॥

রঙ্গিণী অপ্সরাগণে নাচিতে লাগিল।
হাবভাব দেখাইয়া মোহিত করিল ॥
বিবাহের মহোৎসব করিতে দর্শন।
আইলেন শত শত দেব কন্যাগণ ॥
গিরিরাজ তৎক্ষণাৎ তথ্যানুসন্ধানে।
বিশেষ সম্মান দেন দেব কন্যাগণে ॥
অন্তঃপুর সমাগত যত পুরনারী।
তোষেন মেনকা মিষ্ট সম্ভাষণ করি ॥
সমাগতা তেজঃপুঞ্জ ঋষিপত্নিগণ।
বনদেবি ন্যায় আসি দেন দরশন ॥
দেখিয়া মেনকা রাণী কৃতার্থ মানিয়া।
নিজেই রাঙ্কবাসন প্রদান করিয়া ॥
গললগ্নী কৃতঞ্জলা হইয়া তখন।
বিনীত ভাবেতে কহি মধুর বচন ॥
সম্মান সহকারেতে সোৎফুল্ল নয়নে।
বসিবারে কহিলেন ঋষি পত্নি গণে ॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার পূর্ণ সুশীতল জলে।
পদ প্রক্ষালন করি মুছান অঞ্চলে ॥
পবিত্র চরণোদক মস্তকে রাখিয়া।
আদেশ করেন রাণী দাসীকে ডাকিয়া
আজ্ঞা মাত্র পাত্র আনি করিল স্থাপন
পুনর্ব্বার ধৌত হস্ত হলেন তখন ॥
সুশিক্ষিতা দাসিগণ এই অবসরে।
যোগাইল অর্ঘ্য পাত্র গিরিরাণি করে ॥
অর্ঘ্য প্রদানান্তে রাণী প্রণাম করিয়া।
আজ্ঞা পালনার্থে দেবী রহেন চাহিয়া ॥
তখন তাঁহারা সব এক বাক্য ধরি।
বলেন গিরীন্দ্র পত্নি আশীর্ব্বাদ করি ॥
যতনে সিঞ্চিত তব আশা তরুবরে।
অবনত শাখা অদ্য হক ফলভরে ॥
পাইয়া মেনকা সুমধুর আশীর্ব্বাদ।
মনে মনে চিন্তা করি বাড়িল আহ্লাদ
ভাবেন ইহাঁরা একান্তই পতিপ্রাণা।
সেই বলে জ্ঞাত অন্তঃ বাহ্য যে ঘটনা ॥
ইহাঁদের আশীর্ব্বাদ বিফল না হয়।
অভীষ্ট হইবে সিদ্ধ নাহিক সংশয় ॥

জীবন সর্ব্বস্ব মম এই গৌরীধন।
অবশ্যই মহাদেব করিবে গ্রহণ ॥
এই ভাবি গিরিরাণী আহ্লাদিত মনে।
প্রেমধারা অবিরত বহে দুনয়নে ॥
কহেন মেনকা পুনঃকরি সম্বোধন।
পরমা শক্তি স্বরূপা ওগো মাতৃগণ ॥
পূর্ব্বে এই গিরিপুরে অনেক সময়।
বিবাহাদি মহোৎসব কতশত হয় ॥
আপনাদিগের পদরেণু পড়েনাই।
এ রূপ সৌভাগ্যোদয় মনে ভাবি তাই ॥
সুপ্রভাতা নিশি আজ হইল আমার।
এ হইতে চরিতার্থ কি হইব আর ॥
বলিতে বলিতে রাণী নয়ন যুগল।
বাষ্পরাশি সমাকুল হয় ছল ছল ॥
চিত্র পুত্তলিকা প্রায় স্থির দাণ্ডাইয়া।
ঋষি পত্নীগণ প্রতি রহেন চাহিয়া ॥
নিষ্কপট ভক্তি তবে করি দরশন।
বয়োজ্যেষ্ঠ ঋষি সাধ্বী কহেন তখন ॥
শুনবলি ওগো গিরি রাজার মহিষী।
তব গৌরী দেখিবারে মোরা অভিলাষী
আজ্ঞা মাত্র আহ্লাদে হইয়া ব্যগ্রতর।
পথ প্রদর্শন জন্য স্বয়ং অগ্রসর ॥
গমন কালেতে সব ঋষি পত্নীগণ।
পুরীর সৌন্দর্য্য শোভা করেন দর্শন ॥
রাণীর অনুগামিনী সকলে হইয়া।
চতুর্থ কক্ষেতে উপস্থিত হন গিয়া ॥
দেখিলেন আনন্দিতা পুরনারী গণে।
পার্ব্বতীকে বসাইয়া রতন আসনে ॥
রত্নময় আভরণ লইয়া সকলে।
ভূষণে ভূষিতা করিতেছে কুতুহলে ॥
রাণীকে দেখিয়া দাসীগণ সশঙ্কিত।
ব্যগ্রভাবে নিকটেতে আসি উপস্থিত
ইঙ্গিত করিয়া রাজ্ঞী আনিতে আসন।
পার্ব্বতীর সন্নিধানে করেন গমন ॥
তাঁহাদের অভিমুখে নির্দ্দেশ করিয়া।
পদপদ্ম বচনেতে কন সম্বোধিয়া ॥

দরিদ্রের নিধিএই ওগো মাতৃগণ।
আমার উমাকে কর কৃপাবলোকন ॥
রাণীর ইঙ্গিত মাত্রে ভুবনমোহিনী।
ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করেন অমনি ॥
চরণ বন্দনা করি বসেন আসনে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ঋষি পত্নীগণে ॥
আনিয়াছিলেন সবে পুষ্প আভরণ।
দিলেন গৌরীর অঙ্গে করিয়া যতন ॥
মনে মনে তাঁরা সবে করিলেন স্তব।
হে বিশ্ব জননি তুমি বিশ্বের বিভব ॥
স্বামীর নিকটে তব তত্ত্ব পাইয়াছি।
ও চরণ হেরিবারে তাই আসিয়াছি ॥
শিবের আরাধ্যা তুমি হও গো শিবানী
আদ্যাশক্তি মহামায়া জগৎজননী ॥
আছয়ে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।
কটাক্ষেতে সৃষ্টি স্থিতি করগো প্রলয় ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি প্রসবিনী।
আশীর্ব্বাদ তোমারে কি করিব জননী
তুমি মা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল বিধান।
করিব কি তব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ॥
মঙ্গল কামনা করি লোক ব্যাবহারে।
জান মা সকল তত্ত্ব কে জানে তোমারে
আসিয়াছি পদযুগ দর্শন করিতে।
অভিপ্রায় অবিদিত নাই মা তোমাতে
তোমার চরণে এই মাত্র ভিক্ষা চাই।
পতি চরণেতে মতি থাকে সর্ব্বদাই ॥
এই রূপ স্তব করি ঋষি পত্নীগণ।
নিজ নিজ পতি পার্শ্বে করয়ে গমন ॥
আস্তে ব্যস্তে গিরিরাণী অমনি আসিয়া
করযোড়ে কহিছেন বিনয় করিয়া ॥
যদিচ আপনাদের পতি ঋষিগণ।
সর্ব্বসার সম্পত্তির অধিকারী হন ॥
তথাপি প্রার্থনা কিছু বস্ত্র আভরণ।
অভিলাষ পূর্ণ হয় করিলে গ্রহণ ॥
শুনিয়া ঈষৎ হাসি ঋষি সাধ্বী কন।
কৃতার্থ হয়েছি উমা করিয়া দর্শন ॥

শুন দেবি অপরের দর্শন কারণ।
কদাচই বেশভুষা না করি ধারণ ॥
যখন পতির প্রীতি সাধন উদ্দেশে।
আবশ্যক হয় দেবী সুরম্য সুবেশে ॥
না জানি কে দিব্যরূপা কামিনী আসিয়া
বস্ত্র আভরণ আনিদেয় সাজাইয়া ॥
বিচিত্র বসন মণিময় আভরণে।
বোধ হয় রাণী দেখ নাই তা নয়নে ॥
ক্ষান্ত হও দেবি কিছু আবশ্যক নাই।
লহ আশীর্ব্বাদ সবে নিজস্থানে যাই ॥
এই রূপে বেলা দশ দণ্ড যে হইল।
নগর ভ্রমণে রাজা আপনি চলিল ॥
নানাবিধ সৌন্দর্য্য করেন দরশন।
আশ্চর্য্য হইয়া গিরি আহ্লাদে মগন ॥
নদীর উভয় কুলে স্নান মণ্ডপেতে।
অগনণ ভৃত্যগণ তৈল পাত্র হাতে ॥
আমন্ত্রিত গণ জন্য অপেক্ষা করিছে।
ইতস্ততঃ তৈল কুল্যা তাও রহিয়াছে ॥
স্নান মণ্ডপের তার অনতি দুরেতে।
মনোহর অট্টালিকা অপূর্ব্ব দেখিতে ॥
দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা বিশ্রামের গৃহে।
তাল বৃন্ত সঞ্চালনে ভৃত্যদ্বয় রহে ॥
সুশীতল জলপূর্ণ রম্য সরোবরে।
পরি পাটী গৃহ তার নিকটস্থ তীরে ॥
স্নান পান ভোজন বিশ্রাম করিবারে।
উপযুক্ত দ্রব্য রহিয়াছে থরে থরে ॥
কোথাও বা দীন হীন দরিদ্র আতুর।
তাহাদের জন্য দ্রব্য আছয়ে প্রচুর ॥
শাক শূপ অন্ন আদি যাহা আবশ্যক।
দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর রসনা রঞ্জক ॥
ঘরে ঘরে খাদ্য দ্রব্য পর্ব্বতপ্রমাণ।
যথাযোগ্য ব্যক্তিদের করিতে সম্মান ॥
প্রস্তুত সকল দ্রব্য দেখি গিরিরায়।
প্রফুল্ল মনেতে পুর প্রবেশে ত্বরায় ॥
এ দিকে মধ্যাহ্ন কাল উত্তাপ প্রবল।
লোক সমাগমেতে হইল কোলাহল ॥

চতুর্দ্দিক হইতে উঠিল মহাধ্বনি।
দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দ এই মাত্র শুনি ॥
সময়েতে মন্দবায়ু বহিতে লাগিল।
পাংশু শূন্য দিক সব প্রসন্ন হইল ॥
প্রফুল্ল হইয়া যত জীব জন্তুগণ।
সুখ অনুভব তারা করে প্রতিক্ষণ ॥
দৈনন্দিন কার্য্য রাজা করি সমাপন।
স্বকীয় সভাভবনে করেন গমন ॥
পরিপাটী সভাগৃহ দেখি সজ্জীভূত।
পরম আনন্দে চিত্ত হয় উল্লাসিত ॥
ভক্তিযোগ সহকারে গিরীন্দ্র তখন।
শিব আগমন জন্য সচঞ্চল মন ॥
এখানেতে ইন্দ্রদেব শোভনীয় বেশে।
সজ্জীকৃত হয়ে আইলেন বহির্দ্দেশে ॥
বরযাত্রী একত্রে করিতে সম্মিলিত।
করেন দুন্দুভি ধ্বনি করিয়া ইঙ্গিত ॥
নিনাদ শ্রবণ করি দিকপালগণ।
স্বগণে বেষ্টিত উপস্থিত সেইক্ষণ ॥
নিজ নিজ যন্ত্রে স্বর সংযোজনা করি।
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরি
কেহ পদব্রজে কেহ বিমানে গমন।
শূন্য পথ পদ্মাকর সদৃশ শোভন ॥
গাল বাদ্য কক্ষবাদ্য করিতেছে সুখে।
হর হর ব্যোম ব্যোম এই শব্দ মুখে ॥
একত্রে অমরগণ আনন্দিত মনে।
উপনীত হন আসি শিব সন্নিধানে ॥
হংসযুক্ত বিমানে বিধাতা আগমন।
গরুড় বাহনে আইলেন নারায়ণ ॥
হরি হর দেহ দেখি একত্রে মিলিত।
হইলেন দেবগণ পুলকে পূর্ণিত ॥
উভয়ে উভয়ে দোঁহে প্রণাম করিয়া।
পরিষ্কৃত শিলাতলে বসিলেন গিয়া ॥
অমর কিন্নর গণে জনতা হইল।
বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥
সময় বুঝিয়া তবে নারদ ত্বরিত।
রতির নিকটে ঋষি হন উপনীত ॥

কহেন হরপার্ব্বতী বিবাহ উৎসবে।
একত্রিত হইয়াছে দেবগণ সবে ॥
এই সুযোগেতে কর পতীকে জীবিত।
শচীনাথ বাক্য এবে না হও বিস্মৃত ॥
নারদের বাক্যে রতি সজল নয়ন।
ভুলিবনা ঋষি দেব থাকিতে জীবন ॥
ঋষি কন চলিলাম শিব সন্নিধান।
সত্বরে তথায় যাও হয়ে যত্নবান ॥
এই বলি দেব ঋষি করেন প্রস্থান।
উপনীত হইলেন শিব বিদ্যমান ॥
সম্মুখে নারদে হেরি কহিছেন দেব।
আসিয়াছে দেখ বাপু অগনণ দেব ॥
এইভার লহ বৎস থাক তুমি তথা।
কর্ত্তব্যতা বিষয়ের না হয় অন্যথা ॥
সর্ব্বদাই থাকি আমি বিমনায় মান।
সতীর বিচ্ছেদ শোকে আকুলিত প্রাণ
যতক্ষণ পার্ব্বতীকে পার্শ্বে নাহি দেখি
ততক্ষণ সতী শোকে থাকি যে অসুখী
শিববাক্যে নারদ উত্তর দেন তায়।
আপনি থাকুন দেব আপন চিন্তায় ॥
কর্ত্তব্যতা বিষয়ের যাহা কিছু আছে।
অনেকেই সেইভার গ্রহণ করেছে ॥
যাকিছু করিতে হয় সকলি করিব।
সময়েতে গিরি পুরে লইয়া যাইব ॥
বিবাহ উৎসবে আইলেন দেবগণ।
হইল জনতা পূর্ণ সেই তপোবন ॥
আকাশ পূরিল শব্দে নানা বিধ বাজা
বংশী বীণা সপ্তস্বরা মৃদঙ্গ মুরজা ॥
গাইছে কিন্নর গান মিলি একতানে।
নাচিতেছে বিদ্যাধরী প্রফুল্লিতমনে ॥
মঙ্গলার্থে পুষ্পবৃষ্টি হয় অবিরত।
মলয়া অনিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত ॥
বিহঙ্গম কুল সব পঞ্চম স্বরেতে।
মন সুখে কলরব লাগিল করিতে ॥
তপোবন সুশোভন হইয়া উঠিল।
আনন্দের পরিসীমা আর না রহিল ॥

গাল বাদ্য কক্ষ বাদ্য করিতেছে গান।
কেহ কেহ লম্ফ ঝম্ফ করিছে প্রদান ॥
কেহ বম্ বম্ শব্দে দেয় করতালি।
অঙ্গ ভঙ্গী করি কেহ যাইতেছে চলি ॥
বিশ্বস্ত সেবক নন্দী আসিয়া তখন।
বর অঙ্গে করিতেছে বিভূতি লেপন ॥

মদনের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি।

এ দিকে কন্দর্প পত্নি-রতি পতি হারা।
শোকেতে কৃশাঙ্গী আর নিতান্ত কাতরা
নারদের পরামর্শে আসিয়া সে স্থানে।
আনন্দ কাননে চলে ইন্দ্র অন্বেষণে ॥
দেখিলেন দেবরাজ আর প্রজাপতি।
ধীরে ধীরে সেই স্থানে উপনীত রতি ॥
ভক্তিভাবে পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া।
দীনভাবে দেবরাজে কহেন চাহিয়া ॥
পূর্ব্বে প্রভু আপনার পেয়ে অনুমতি।
কুসুম শর সন্ধান করিলেন পতি ॥
তাহে ক্রোধে মহাদেব আরক্ত নয়ন।
রোষাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইল মদন ॥
অধৈর্য্য হইয়া আমি পতির কারণে।
উপক্রম করিলাম প্রাণ বিসর্জ্জনে ॥
তখন আপনি প্রভু সম্মুখে আসিয়া।
আশ্বাসিত করিলেন আমা প্রবোধিয়া ॥
কিয়ৎকাল জন্য তুমি ধৈর্য্য হও রতি।
না কর আশঙ্কা বাঁচাইব তব পতি ॥
পার্ব্বতীর পরিণয় হইবে যখন।
সে সময়ে তবকান্ত পাইবে জীবন ॥
সেইত সময় এই সেই রতি আমি।
এহতভাগিনী ভিক্ষা চাহিতেছে স্বামী
এই বলি চাহি রহে পাগলিনী প্রায়।
পড়িতেছে নয়নাশ্রু বক্ষ ভেসে যায় ॥
রতির অবস্থা দেখি হইয়া লজ্জিত।
ব্রহ্মা ইন্দ্র উভয়েতে অত্যন্ত দুঃখিত ॥

তৎক্ষণাৎ চলিলেন শিব সন্নিধানে।
মিনতি করিয়া কন মধুর বচনে ॥
ওহে ভূতনাথ প্রভু ওহে যোগীশ্বর!
করুণা বিতর প্রভু দেবতা উপর ॥
এই দেব গণ তব চির অনুগত।
সততঃ আছয়ে দেব তোমাতে আশ্রিত
অতএব কৃপাদান কর বিতরণ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করহে ভূতভাবন ॥
শুনি আশুতোষ কন ওহে দেবগণ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করি অনুক্ষণ ॥
সন্তোষ হইলে ভক্ত আমি তুষ্ট হই।
ভক্তের অধীন আমি ভক্তছাড়া নই ॥
অতএব কি প্রার্থনা বলহ ত্বরিত।
অবশ্য তাহাই হইবেক সম্পাদিত ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে ইন্দ্র কহিছে তখন।
শুন প্রভু দেবদেব দুঃখ বিবরণ ॥
দুর্দ্ধর্ষ তারকাসুর করিল পীড়ন।
হৃদয় কম্পিত হয় হইলে স্মরণ ॥
দেবতাদিগের প্রতি উপদ্রব করি।
সে দুরত্মা জয় করে অমরনগরী ॥
সহ্য না করিতে পারি দৌরাত্ম্য তাহার
ভয়েতে শরণাপন্ন হই বিধাতার ॥
কাতর দেখিয়া বিধি দেন উপদেশ।
তোমাদের দুঃখ শীঘ্র হইবেক শেষ ॥
যখন হইবে হরপার্ব্বতী মিলন।
দুঃখ অন্ত হবে তবে হে অমরগণ ॥
হর যোগ ভঙ্গ যদি করিবারে পার।
কোন রূপে চেষ্টা কর উপায় তাহার ॥
করিতে হে দয়াময় অমরের হিত।
করিলাম কাম দেবে কার্য্যে নিয়োযিত
কিন্তু কাম দেব তাহে হন অসম্মত।
দেবগণ তুষ্টি হেতু অগত্যা সম্মত ॥
যাইবার কালে কাম কহে দেবগণে।
কিছুতেই প্রত্যাশা নাহিক মম প্রাণে ॥
যাঁর ইচ্ছা মাত্রে ত্রিভুবন পায় লয়।
তাঁর প্রতিদ্বন্দী হওয়া মরণ নিশ্চয় ॥

দেবকার্য্য সাধনেতে করিব এ কষ্ট।
দেখ চিরদিন জন্য না হই বিনষ্ট॥
যদি কোন স্থানে পাও সেই মৃত্যুঞ্জয়।
তৎকালে থাকেন যদি সন্তুষ্টহৃদয়॥
সে সময়ে দেবগণ করি স্তব স্তুতি।
আমার পুনর্জ্জীবনে করিবে মিনতি॥
আশুতোষ তব দয়া স্মরণ করত।
প্রত্যুপকারেতে হইয়াছি প্রতিশ্রুত॥
ঐ দেখ ভগবান্ কাম পত্নি রতি।
নিতান্ত দীনার ন্যায় হারাইয়া পতি॥
হইয়া শরণাপন্না করিছে রোদন।
প্রার্থনা করিছে সদা পতির জীবন॥
বৈরিপত্নি বোধে কাছে নাপারে আসিতে
ভস্মীভূত হয় পাছে সেই আশঙ্কাতে॥
অদূরে দেখুন প্রভু পাগলিনী প্রায়।
পতির বিরহে করিতেছে হায় হায়॥
বক্ষে করাঘাত করি হইয়া দুঃখিতা।
প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে উদ্যতা॥
হে ভক্ত বৎসল প্রভু প্রসন্ন হউন।
প্রতিজ্ঞা পাশে আমারে বিমুক্ত করুন
দয়াময় নাম রক্ষা কর দয়াময়।
মদনে পুনর্জ্জীবন দিতে আজ্ঞা হয়॥
প্রতিজ্ঞা হইলে ভঙ্গ পাপে ডুবে মরি।
সম্মুখে আবার তাহে হত্যা হয়নারী॥
এই বলি দেবরাজ রহে দাঁড়াইয়া।
প্রত্যুত্তর অভিলাষে অপেক্ষা করিয়া॥
দেব প্রমুখাৎ কথা করিয়া শ্রবণ।
মনে মনে মহাদেব করেন চিন্তন॥
ইহাতে যে কন্দর্পের নাহি কিছুদোষ।
বিনা অপরাধে আমি করিয়াছি রোষ
তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য তাই করিয়াছে।
অকারণে কোপাগ্নিতে ভস্ম হইয়াছে॥
পতির বিরহে রতি না জানি কেমনে।
অদ্যাবধি রহিয়াছে ধৈর্য্য ধরি প্রাণে॥
আমি ধৈর্য্যশালী হয়ে যখন অধৈর্য্য।
কি রূপে অবলা রতি করিলেক সহ্য॥

অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ পতির বিরহে।
এই ভাবি ত্রিনয়নে বারি ধারা বহে॥
ডাকিয়া বলেন শুন শুন দেবগণে।
জীবিত হউক কাম আমার বচনে॥
না হইতে না হইতে বাক্য বিনিঃসৃত।
তৎক্ষণাৎ কামদেব হলেন জীবিত॥
শিবের সম্মুখে করি বহু স্তব স্তুতি।
দেবগণে প্রণমিয়া যান যথারতি॥

শিবের গিরি পুরে গমন।

দিবা অবসান হয়, শশাঙ্ক আসি উদয়,
প্রকাশয় মনোহর শোভা।
যামিনী যেহাস্যছলে তারাহারদিয়াগলে
চন্দ্রাতপ পরি মনোলোভা॥
অমর কিন্নর গণ, বরযাত্রী অগনণ,
কোলাহল উদ্যোগী গমনে।
নন্দী করিয়ে সুসাজ, আনিল বৃষভরাজ,
উপনীত শিব সন্নিধানে॥
হেন কালে ব্রহ্মা আসি, মধুর বচনে ভাষি,
মহাদেবে কহেন তখন।
আছে এক অভিলাষ, করিব তাহা প্রকাশ
বেশ ভূষা পক্ষে নিবেদন॥
বিভূতিতেবিলেপিত, কঙ্কাল মালালম্বিত
শোভা করে অহিভূষণেতে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ, করয়ে প্রিয় দর্শন,
নিরন্তর বৈরাগ্য ভাবেতে॥
কিন্তু যে কান্ত কামদা, কামিনি গণের সদা
প্রীতিকর এরূপ না হবে।
এবেশ ত্যাগ উচিত, পরিচ্ছদ বরোচিত,
পরিধান করিতে হইবে॥
মহাদেব তা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া
করিলেন প্রধান সম্মতি।
ত্যজি চতুর্ভুজ ধারী অপরূপ রূপ ধরি,
হইলেন দ্বিভুজ মুরতি॥
পাংশুবর্ণ জটাজুটি যেন সুবর্ণ কিরিটী,
কিবাশোভা মস্তকে হইল।

বিভূতি ছিল অঙ্গেতে গন্ধযুক্ত হয় তাতে
চন্দনের স্যোগন্ধ ছুটিল ॥
অস্থিমালা ছিলগলে,মণি হার যেন জ্বলে
নীলকণ্ঠ হয় সুশোভন।
পরিধেয় বাঘাম্বর, হইল সে রূপান্তর,
মনোহর বিচিত্র বসন ॥
আছিল নাগ ভূষণ, এবে হইল রতন,
মণিময় শোভিছে বলয়।
ধরিলেন অপরূপ,ত্রিলোক বাঞ্ছিত রূপ,
হেরি রূপ দেবতা বিস্ময় ॥
মনোহর রূপ ধরি, সমাসীন বৃষোপরি,
চলিলেন জগৎ ঈশ্বর।
স্থির করি শুভক্ষণ, সঙ্গেতে অমরগণ,
যান দেব গিরীন্দ্র নগর ॥
পুষ্প বৃষ্টি অবিরত; মন্দবায়ু প্রবাহিত,
কার্য্য সিদ্ধি করিছে প্রকাশ।
সকলি আনন্দময়, স্থাবর জঙ্গম চয়,
জীব জন্তু আনন্দে উল্লাস ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে, কেহ কেহ পদব্রজে
ভূতগণে দেখি হয় ভয়।
মহাদেব হৃষ্টচিত, অমরগণে বেষ্ঠিত,
উপনীত হন হিমালয় ॥
সযাত্রিক মহাদেব দেখি গিরিবর।
অভ্যর্থনা করিতে হলেন অগ্রসর ॥
গললগ্নীকৃত বাস হইয়া রাজন।
স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন জনে জন ॥
তুষ্টিকর মিষ্ট বাক্যে আহ্বান করিয়া।
পুর মধ্যে গিরি রাজ গেলেন লইয়া ॥
মহাদেবে আনি দিল রত্ন সিংহাসন।
পরে বসিলেন ব্রহ্মা আর নারায়ণ ॥
বসিল অমরগণ যথা যথা স্থানে।
গিরি রাজা বসিলেন নির্দ্দিষ্ট আসনে ॥
চারিদিকে আরম্ভ হইল বাদ্য গীত।
সভার অপূর্ব্ব শোভা হয় সম্পাদিত ॥
অন্তঃপুরে বারম্বার শঙ্খ উলুধ্বনি।
গবাক্ষের দ্বার দেশে যতেক রমণী ॥
মন্মথ মথন অপরূপ রূপ হেরি।
পরস্পরে বলা বলি করে যত নারী ॥
হেরিয়া পার্ব্বতী রূপ এই ছিল মনে।
অনুরূপ পাত্র না মিলিবে ত্রিভুবনে ॥
আবার যে এতাদৃশ রূপ ও সৌন্দর্য্য।
সৃষ্টি করেছেন বিধি এ অতি আশ্চর্য্য ॥
প্রফুল্ল কমল দল পূর্ণ শশধর।
ইহারা জগতি তলে পরম সুন্দর ॥
পার্ব্বতী নাথের মুখ করিলে দর্শন।
তাহাদের সুন্দরতা নাহিলয় মন ॥
মণিময় কীরিট ও রত্নের ভূষণ।
এ সকলে অঙ্গ শোভা করয়ে বর্দ্ধন ॥
অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখি মনে ভাবি তাই
এ অঙ্গে অঙ্গভূষণ আবশ্যক নাই ॥
বসন ভূষণ সখি অঙ্গে যাহা আছে।
অঙ্গরাগে ইঁহারাই শোভিতা হয়েছে ॥
বোধ হয় ভূষণে ভূষিত করিবারে।
ধারণ করিয়াছেন অঙ্গের উপরে ॥
ললাটেতে সখি অর্দ্ধচন্দ্র দেখাযায়।
চন্দ্রের অবস্থা দেখি বোধহয় তায় ॥
অঙ্গের সৌষ্টব আর মুখকান্তি হেরি।
অসার কলঙ্ক অংশ পরিত্যাগ করি ॥
ও রূপের অনুরূপ হইব বলিয়া।
ললাটে আছেন চন্দ্র হীনাঙ্গ হইয়া ॥
কেহ বলে থাকিলে গো সহস্র নয়ন।
চরিতার্থ হইতাম করিয়া দর্শন ॥
কেহ বলে দুই চক্ষু দিলেন যে বিধি।
চক্ষের পলক সই না থাকিত যদি ॥
অনিমিষ নয়নেতে ও মুখ কমল।
হেরি মন প্রাণ করিতাম সুশীতল ॥
কেহ বলে মেনকা কি পুণ্য করেছিল।
এমন অপূর্ব্ব রূপা পার্ব্বতী পাইল ॥
তেমনি কৈলাশ নাথ জামাতা সুন্দর।
জীবন সার্থক করিলেন গিরিবর ॥
পরিতুষ্টা পরস্পরে পুরনারীগণ।
মন্মথমোহন রূপ করিয়া দর্শন ॥

হেনকালে গিরিরাজ ছাড়ি সিংহাসন
সপ্তর্ষি গণের অগ্রে করিয়া গমন ॥
দাণ্ডাইয়া করযোড়ে বলেন বচন।
শুহে গুরুগণ মম এই যে মনন ॥
বিবাহের শুভ লগ্ন হইল এক্ষণে।
পাত্রস্থ করিব গৌরী অভিলাষ মনে ॥
একথা শুনিয়া তবে অঙ্গীরা মহর্ষি।
কহেন বেদজ্ঞ তুমি হও বহুদর্শী ॥
উপযুক্ত সময়ে প্রসঙ্গ করিয়াছ।
রাখিতে সম্মান অনুমতি চাহিতেছ ॥
মনোগত ভাব অবগত আছি আমি।
অদ্রিনাথ কন প্রভু অন্তরযামিনি ॥
যোগ বলে আপনারা জানিতে পারেন
যে সকল মহাত্মারা সভাস্থ আছেন ॥
কি রূপে করিব স্তব ঋষি চূড়ামণি।
উপযুক্ত স্তবনীয় বাক্য নাহি জানি ॥
জ্ঞান হীন মূঢ় প্রতি না করিবে রোষ।
করিতে হইবে ক্ষমা শত শত দোষ ॥
অনন্তর গিরিরাজ বাক্য অবসানে।
দেববৃন্দ যক্ষ বৃন্দ গন্ধর্ব্বাদি গণে ॥
ব্রহ্মার ইঙ্গিত ক্রমে কহেন তখন।
পাত্রস্থ করুন কন্যা এই শুভক্ষণ ॥
অমনি রাজন সভ্য জনের আদেশে।
আয়োজন করিলেন সভা পার্শ্বদেশে ॥
মহাদেবে লয়ে যান প্রফুল্লিত মনে।
বরণ করয়ে সবে বিহিত বিধানে ॥
অনন্তর স্ত্রী আচার করি সমাপন।
মহাদেব হস্তে গৌরী করেন অর্পণ ॥
পার্ব্বতী কে পুনঃ প্রাপ্ত হন মহেশ্বর।
দেখি মহা মহোৎসব করিছে অমর ॥
পরিতোষ লাভ করি মদনে প্রশংসে।
পরস্পরে মিষ্টালাপ মনের হরিষে ॥
কেহ কহে মেনকার কি সৌভাগ্যোদয়
যাঁর গর্ভে জগন্মাতা স্বয়ং জন্ম লয় ॥
বাক্য মন অতীত যে হেন মহেশ্বর।
যাঁহার জামাতা সেই কত ভাগ্যধর ॥

এই রূপে হইতেছে কথোপকথন।
আজ্ঞামত আনি দিল রত্ন সিংহাসন ॥
বসিলেন মহাদেব সিংহাসনোপরি।
বাম অংশে বসিলেন গিরি কন্যা গৌরী
হেরিয়া যুগল রূপ চরিতার্থ গিরি।
সার্থক হইল চক্ষু হর গৌরী হেরি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়েতে সম্মুখে আসিয়া।
বলেন ছিলে হে প্রভু কাতর হইয়া ॥
এক্ষণে জগদম্বিকা সতীর মিলনে।
হইল হে দুঃখ দূর সুস্থ হয়ে মনে ॥
বিশাল বিশ্বসংসার হে জগৎপিতা।
করুন পরি পালন সহ জগন্মাতা ॥
করুন অসুর ভয়ে অমরের ত্রাণ।
এই বলি স্ব স্ব স্থানে করেন প্রস্থান ॥
অনন্তর সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবঋষি।
ব্রহ্ম ঋষিগণ সবে আর যে সপ্তর্ষি ॥
হর পার্ব্বতীকে করি বন্দনা প্রণাম।
প্রস্থান করেন সবে নিজ নিজ ধাম ॥
প্রতিবাসী গণে গেল নিজ নিকেতন।
রাণীকে আসিতে আজ্ঞা দিলেন রাজন
অতি ব্যগ্র মেনকা আইল সেই খানে।
চরিতার্থ হইলেন যুগল দর্শনে ॥
ভক্তি স্নেহ মিলাইয়া একদৃষ্টে চান।
আনন্দাশ্রু নীরে তাঁর ভাসিল বয়ান ॥
তখন মেনকা রাজসম্মতি পাইয়া।
বরকন্যা অন্তঃপুরে গেলেন লইয়া ॥
শঙ্খ ধ্বনী উলু ধ্বনি করিতে লাগিল।
জলধারা দিয়া পথ পবিত্র করিল ॥
মেনকা উমাকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রেতে
মহাদেব ধীরে ধীরে চলেন পশ্চাতে ॥
সর্ব্ব শেষে গিরিরাজ পূর্ণানন্দ মনে।
প্রেবেশেন অন্তঃ পুরে সহ পুরজনে ॥
সুখাসনে শিবদুর্গা বসাইয়া গিরি।
আরম্ভ করেন স্তব বিশ্বরূপ হেরি ॥

গিরিরাজা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

তুমিহে অনাদিনাথ বিশ্বের আধার।
অসাধ্য সুসাধ্য হয় কটাক্ষে তোমার ॥
ওহে সতীনাথ তুমি বিধির বিধাতা।
শরণাগতের বাঞ্ছাধিক ফলদাতা ॥
ত্রিগুণঅতীত হও গুণের আকর।
উদ্ধার করহ মোরে এ ভবসাগর ॥
পরমা প্রকৃতি গৌরী তোমার সঙ্গিনী।
পরাৎপরা মহামায়া জগৎতারিণী ॥
জন্ম মৃত্যু আবির্ভাব নাহি তিরোভাব
সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে যাঁর সমভাব ॥
না জানি মেনকা কিবা পুণ্য করেছিল
কন্যা রূপে জগন্মাতা গর্ব্ভেতে জন্মিল ॥
করুণা করিয়া নাম ধরেণ পার্ব্বতী।
পর্ব্বত কুলের এবে হইল সদ্গাতি ॥
হে ধূর্জ্জটে তুমি আসি এ পাষাণ পুরী
গ্রহণ করিলে মম প্রাণাধিকা গৌরী ॥
প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় বিধিঅনুসারে।
সেবকের মনোভিষ্ট পূর্ণ করিবারে ॥
তুমি হে ভক্তবৎসল ওহে আশুতোষ।
ভক্তের কামনা সিদ্ধি তোমার সন্তোষ
শরণাগতের দুঃখ কর বিদূরিত।
বিপদভঞ্জন তুমি ত্রিলোকপূজিত ॥
হে গৌরি ও পদে তুমি রেখোগো আমায়
কোটি কোটি নমস্কার করি গো তোমায়
তব কৃপাবলে দিব্য জ্ঞান পাইয়াছি।
তাই পরাৎপরা অবগত হইয়াছি ॥
কন্যা ও জামাতা বলি নাই গো সম্ভ্রম।
ত্রাণ কর দীনহীনে আমি মা অধম ॥
ধ্যানযোগ সমাধি করিয়া যোগীগণ।
অন্তর্ণয়নেতে তারা করয়ে দর্শন ॥
একাসনে সেই চিরপ্রার্থিত যে ধন।
চর্ম্মচক্ষে হেরিলাম সার্থক জীবন ॥
ওগো শিব দুর্গে হেরি যুগল চরণ।
সার্থক হইল দেহ মন ও নয়ন ॥
ভক্তি ভাবে বারম্বার করি নমস্কার।
প্রেমঅশ্রু বিসর্জ্জন গিরিমেনকার ॥

গিরিরাজার বরপ্রাপ্তি।

অদ্রিনাথ করিলেন বহু স্তব স্তুতি।
হইলেন মহাদেব পরিতুষ্ট অতি ॥
সদয় হইয়া কহিলেন গিরিবরে।
ভক্তই যথার্থ ভাব জানিবারে পারে ॥
অতি ভাগ্যবান তুমি শুন ওহে ভূপ।
হে শৈলেন্দ্র তুমি মম মূর্ত্তির স্বরূপ ॥
তোমার উপর তুষ্ট রব নিরবধি।
যজ্ঞের হব্যাংশ প্রাপ্ত হবে অদ্যাবধি ॥
আজ হতে ভূমণ্ডলে কেহ তোমা বিনা
যজ্ঞ পূর্ণ করিবারে সমর্থ হবে না ॥
শিবের আদেশ গিরি করিয়া শ্রবণ।
অবনত মস্তকেতে করেন গ্রহণ ॥
হে জগৎগুরু এক আছয়ে প্রার্থনা।
কৃপাকরি পূর্ণ কর মনের বাসনা ॥
আমার জীবন ধন এই যে পার্ব্বতী।
করিতে হইবে দেব এ স্থানে বসতি ॥
ইচ্ছামাত্র সেচ্ছা সুখে দরশন পাব।
হেরিয়া যুগল রূপ চরিতার্থ হব ॥
তথাস্তু বলিয়া করি মস্তক হেলন।
গিরি প্রতি মহাদেব কহেন তখন ॥
এ স্থানে এ পুরমধ্যে বাস না করিব।
নির্জ্জন অনতিদূরে তথায় রহিব ॥
নিকটে রহিবে মম সে প্রথমগণ।
স্বেচ্ছা অনুরূপ সদা পাবে দরশন ॥
পার্ব্বতীসহিত আমি হব অবস্থিত।
এ হেতু গিরীশ নামে হইব বিখ্যাত ॥
এই রূপে শুভনিশা প্রভাতা হইল।
পক্ষী সব কলরব করিতে লাগিল ॥
অরুণ উদয় হয় নির্ম্মল আকাশ।
ক্রমে ক্রমে দিকবিদিক করিল প্রকাশ
পাঠক গণেতে স্তুতিপাঠ আরম্ভিল।
পুরবাসীগণ সবে জাগিয়া উঠিল ॥

বাহির অঙ্গনে গিরি করেন গমন।
পরিধান করি রাণী পবিত্র বসন॥
আসি নিজ প্রকোষ্ঠের অনিত দূরেতে
হেরিব গৌরীর মুখ সেই লালসাতে॥
জননীর মনোগত অভিপ্রায় জানি।
বহির্দ্দেশে আইলেন সর্ব্বান্তর্যামিনী॥
প্রাণসম কন্যাধনে করিয়া দর্শন।
পুলকে পূর্ণিত অঙ্কে করেন ধারণ॥
স্নেহ ভরে চাঁদমুখ চুম্বি বারে বারে।
লইয়া গেলেন রাণী স্বকীয় মন্দীরে॥
প্রক্ষালন করি মুখ শুশীতল জলে।
মুছাইয়া দেন নিজ বসন অঞ্চলে॥
খাওয়াইয়া ক্ষীর সর নানা বিধ খাদ্য।
শিব পূজা করিলেন বিবিধ নৈবেদ্য॥
আনিলেন নন্দী বৃষ সজ্জিত করিয়া।
গৌরীসহ চলিলেন পৃষ্ঠে আরোহিয়া
সুরম্য নির্জ্জন স্থান গিরি শৃঙ্গোপর।
যাত্রা করিলেন শিব নির্ম্ময়া নগর॥
বিবিধ যৌতুক আর দাস দাসীগণ।
শিবের সম্মুখে আনি দিল বহুধন॥
দেখি মহাদেব কন হে পর্ব্বতেশ্বর।
তব ভক্তি ভাবে বাধ্য আছি নিরন্তর॥
আমার নাহিক কিছু স্পৃহা বা বাসনা।
সন্ন্যাসী বলি আমারে জানে সর্ব্বজনা॥
কখন শ্মশানে বাস কখন অরণ্যে।
তুঙ্গ গিরি শৃঙ্গে কভু কভুবা নির্জ্জনে॥
মম ভক্তগণ সব এই ভূমণ্ডলে।
আমাকে পাগল বলি জানয়ে সকলে॥
আমার সহিত যত অনুচরগণ।
তাহারা আনন্দময় সদা সর্ব্বক্ষণ॥
অতএব এ সকল রত্ন অলঙ্কার।
দর্শনে গ্রহণ করা হইল আমার॥
ইচ্ছাক্রমে সাধারণে কর বিতরণ।
প্রয়োজন নাই এই দাস দাসীগণ॥
করিতে যথার্থ সেবা যে নাহি জানিবে
আমাদের ভাব অবগত না হইবে॥

এ বিষয়ে গিরিরাজ না হও উদ্বিগ্ন।
আছয়ে পরিচারিণী পার্ব্বতীর জন্য॥
শুনি গিরি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।
গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল॥
সজল নয়নে তবে পার্ব্বতী তখন।
জনক জননী করিছেন দরশন॥
রাণীর নয়ন ধারা পড়ে অবিরত।
স্থানান্তরে যায় গৌরী দেখি বিশেষতঃ
বিশেষ ব্যথিত হয়ে করয়ে রোদন।
বলেন জননি কবে হেরিব বদন॥

হর গৌরীর গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ।

প্রমথগণ সকলে হয়ে একত্রিত।
গিরিপুরী হইতে হইল বহির্গত॥
অগ্রে নন্দী বৃষ রজ্জু করিয়া ধারণ।
ক্রমে গিরি পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ॥
যতক্ষণ দৃষ্টিরোধ না হইয়াছিল।
নির্নিমেষ নেত্রে রাণী চাহিয়া রহিল॥
পুত্তলিকা ন্যায় যত পুরনারীগণ।
স্থির দৃষ্টে সকলেই করয়ে দর্শন॥
ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি পথ অতিক্রম তায়।
কোথা হরগৌরী আর দেখা নাহি যায়
পুরবাসী গণ সবে সজল নয়নে।
ফিরিয়া চলিল পুনঃ আপন ভবনে॥
ধৈর্য্যশালী গিরিরাজ বুঝিয়া তখন।
করিলেন কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন॥
কিন্তু স্ত্রী স্বভাব হেতু মায়ানুরাগিণী।
হৃতবৎসা গাভী যেন সে মেনকা রাণী
ভবনাভিমুখে কভু করয়ে গমন।
পার্ব্বতী গমন পথে কভুবা ভ্রমণ॥
মেনকার ব্যাকুলতা দেখি দাসীগণে।
হস্তে ধরি লয়ে গেল গিরি সন্নিধানে॥
উভয়ের অশ্রুপূর্ণ হেরিয়া লোচন।
বুঝায় সান্ত্বনা বাক্যে যত দাসীগণ॥
ক্ষণকাল পরে গিরি ধৈর্য্য ধরি মনে।
রাণীকে বুঝান রাজা প্রবোধ বচনে॥

কন্যা রত্ন উদরেতে ধরিয়াছ যবে।
আছয়ে নিশ্চয় পর গৃহে দিতে হবে॥
নিশ্চিত বিষয়ে কেন দুঃখ অকারণ।
অন্তরে স্থিরতা ভাব কর সম্পাদন॥
তোমার নিকটে এই করি অঙ্গীকার।
কিছুদিন পরে গৌরী আনিব আবার॥
এই রূপে নানা মতে বুঝাইয়া গিরি।
শোকশান্তি করিয়া পাঠান অন্তঃপুরী॥

হরপার্ব্বতীর বিহার।

পার্ব্বতী উদ্দেশে শিব করি মহাযোগ।
দিবা রাত্র হয়েছিল যত ক্লেশ ভোগ॥
স্মরণ করিয়া হন ব্যাকুলিত অতি।
অনুরক্ত হইলেন পার্ব্বতীর প্রতি॥
পার্ব্বতী রূপ মাধুরি মধুর বচন।
নিয়ত করেন দেব দর্শন শ্রবণ॥
একদিন বন পুষ্প করি আহরণ।
চর্চ্চিত করিয়া তাহে অগুরু চন্দন॥
গাঁথি মালা মনোহর নির্জ্জনে বসিয়া।
প্রেমাবেশে পার্ব্বতীর গলে পরাইয়া॥
পুত্র উৎপাদন জন্য স্থির করি মনে।
সংকল্প করেন শিব পার্ব্বতীরমনে॥
অমনি নন্দীকে ডাকি করেন আদেশ।
তুমি রক্ষা কর বৎস মম দ্বারদেশ॥
দেব বা দেববন্দিত যে কেহ আসিবে।
প্রবেশিতে মম পুর নিষেধ করিবে॥
মহাদেব আজ্ঞা নন্দী করিয়া ধারণ।
পুরদ্বার রক্ষাহেতু করয়ে যতন॥
এ দিকেতে ভগবান কামেতে মোহিত
দীর্ঘকাল কামকেলি প্রিয়ার সহিত॥
পঞ্চদশ বর্ষে শ্রান্তি বোধ হইল না।
বসুধা সহিতে নারে শিবের তাড়না॥
গোরূপ ধরিয়া যান অমর নগর।
কাতর হইয়া কন ইন্দ্রের গোচর॥
সকল অমরে মিলি ধরণী সহিত।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া হন উপনীত॥

বিবরণ শুনি ব্রহ্মা কন দেবগণে।
হইতেছে কার্য্য দেবকার্য্যের সাধনে॥
শিবের ঔরষে ও শিবাণী গর্ব্ভজাত।
সে পুত্র তারকাসুর করিবে নিপাত॥
জগদ্ব্যাপী হইবেক বিক্রমে দুর্জ্জয়।
দানব দলন পুত্র করিবে নিশ্চয়॥
প্রার্থনা করহ গিয়া হয়ে একত্রিত।
যে রূপে সত্বরে সুত হয় উৎপাদিত॥
আমি নিজে সেই স্থানে করিব গমন।
চলহ ত্বরায় তথা ওহে দেবগণ॥

কার্ত্তিকের জন্ম বিবরণ।

ব্রহ্মাদি দেবতা গণ হন উপস্থিত।
আরম্ভিল অম্বিকার স্তব যথোচিত॥
হে মাতঃ তুমি গো দেবি জগতের মাতা
দেবদেব মহাদেব ত্রিজগৎ পিতা॥
শিশু ভাবাপন্ন সুরগণ উপস্থিত।
শিশুদের নিকটেতে নাহি সঙ্কুচিত॥
হে শিব সুন্দরি তুমি লজ্জা স্বরূপিণী।
শিব লজ্জা সম্পাদনে রক্ষ গো ধরণী॥
কখন পুরুষ মাগো কখন রমণী।
তুমি সত্ত্ব তুমি রজঃ ব্রহ্ম সনাতনী॥
সন্তানে ডাকিছে মাগো হইয়া ব্যথিত
প্রসন্ন হইয়া হও বিরাহে বিরত॥
কাতর করুণা স্বর শুনিবারে পান।
শিব সঙ্গ ছাড়ি করিলেন গাত্রোত্থান॥
তাঁহার বীর্য্যেতে এক জন্মিল মূরতি।
ভীষণ ভীম লোচন বলশালী অতি॥
দেবী কন ওহে সুত মম আজ্ঞা ধর।
এই পুরদ্বার তুমি সদা রক্ষা কর॥
সদ্যজাত সে পুরুষে দিয়া উপদেশ।
রত্নময় পুরমধ্যে করেন প্রবেশ॥
শম্ভুও সুরগণের হিত সাধনেতে।
উদ্যত হলেন বীর্য্য নিক্ষেপ করিতে॥
তখন কমলযোনি ডাকি সমীরণে।
বলেন পবন শুন বাক্য সাবধানে॥

যে সময়ে শম্ভুবীর্য্য করিবে ক্ষেপণ।
সে সময়ে তুমি অতি করিয়া যতন॥
গ্রহণ করিয়া তাহা স্ববেগপ্রভাবে।
স্ত্রীগণের যোনিমধ্যে স্থাপন করিবে॥
দীপ্তিশালী বীর্য্য বহ্নি শিরেতে পড়িল
বীর্যতেজ অগ্নিদেব সহিতে নারিল॥
ব্যাকুল হইয়া ত্যজিলেন শরবনে।
দেখিয়া পবন ভাবিলেন মনে মনে॥
ক্ষিপ্ত বীর্য্য অর্দ্ধাংশেতে বিভাগ করিয়া
কৃত্তিকাদি স্ত্রীযোনিতে ফেলেন লইয়া
যোনিরন্ধ্র দিয়া বির্য্য প্রবেশ করিল।
শোণিত সহিত তাহা মিশ্রিত হইল॥
বহ্নিশিরে যেই রেতঃ হয় সংপতিত।
সুবর্ণ রূপেতে তাহা হয় পরিণত॥
নিক্ষিপ্ত হইল যাহা শরকাননেতে।
বিনষ্ট না হয় পাওয়া যায় তা দেখিতে
কৃত্তিকাদি রমণীরা পাইল যে বীর্য্য।
ধারণ করিতে তাহা হইল অসহ্য॥
কাষ্ঠপাত্রে পরিত্যাগ করিল সকলে।
ভাসাইয়া দিল পাত্র জাহ্নবী সলিলে॥
পিতামহ প্রজাপতি জানিয়া কারণ।
স্বয়ং কাষ্ঠ পাত্র লয়ে করেন গমন॥
নিজ পার্শ্বে কাষ্ঠকোষ করিলেন স্থিত।
সুন্দর পুরুষ তাহে হয় আবির্ভূত॥
সুচারু দ্বাদশ বাহু দ্বাদশ লোচন।
সুবর্ণ সদৃশ কান্তি তাহে ষড়ানন॥
উদয় উদ্যত শশী সম আভা তায়।
শ্রীমান মুখ পঙ্কজ কিবা শোভা পায়॥
পরম তেজস্বী পুত্র জানিয়া তখন।
কাষ্ঠ কোষ খুলি মুর্ত্তি করেন দর্শন॥
আশ্বিন মাসের শুভ পূর্ণীমা তিথিতে।
জন্মিলেন শিবপুত্র সে ব্রহ্ম লোকেতে॥
যখন জন্মিল পুত্র সেই ব্রহ্মপুরে।
তারকার মস্তক মুকুট খসি পড়ে॥
শরীর কম্পিত তার হইয়া উঠিল।
আনন্দে সকল দিক প্রসন্ন হইল॥

পার্ব্বতী সুতের বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্মলোকে উপনীত হন নারায়ণ॥
মহেন্দ্র প্রভৃতি অন্য অন্য দেবগণ।
আইলেন দেখিবারে যত ঋষিগণ॥
আনন্দে অবধি নাই সেই ব্রহ্মধামে।
হইল নাম করণ কার্ত্তিকেয় নামে॥
ছয় জন গর্ব্ভে বীর্য্য স্থাপিত কারণ।
ষন্মাতুর নামে খ্যাত হবে ত্রিভুবন॥
ক্ষরিত বীর্য্যেতে জন্ম স্কন্দ নাম ধরি।
বধিবে তারকাসুর নাম তারকারি॥
সাদরে করেন ব্রহ্মা লালন পালন।
রাখেন পার্ব্বতী পুত্র করিয়া যতন॥
অস্ত্রবিদ্যা শাস্ত্রবিদ্যা করেন প্রদান।
দিলেন তাঁহাকে যে অপূর্ব্ব ধনুর্ব্বাণ॥
ইতি মধ্যে ব্রহ্মলোকে আসি দেবচয়।
ব্রহ্মার নিকটে সবে করযোড়ে কয়॥
যে কাল পর্য্যন্ত এই শঙ্কর নন্দন।
তারকা অসুরে নাহি করেন হনন॥
না দিবেন ইহাঁকে যে পিতৃপরিচয়।
এই অনুরোধ করি প্রভু দয়াময়॥
কি জানি শিব শিবানী পুত্র স্নেহভরে
না পাঠান সংগ্রামেতে এ নব কুমারে॥
তা হইলে আমাদের নাহিক উপায়।
কে বধ করিবে প্রভু সেই তারকায়॥
এই বলি দেবগণ করিল প্রস্থান।
কুমার করেন ব্রহ্মলোকে অবস্থান॥

কুমারের যুদ্ধযাত্রা।

তারকার পীড়নে হইয়া উৎপীড়িত।
ব্রহ্ম সদনেতে দেবগণ উপনীত॥
কহেন আপনি প্রভু সব অবগত।
হইতেছি সকলেতে সর্ব্বদা ব্যথিত॥
কি কব সে দুঃখ আর সহনে না যায়।
করুন সত্বরে প্রভু তাহার উপায়॥
দেবের করুণ উক্তি করিয়া শ্রবণ।
তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন শঙ্কর নন্দন॥

শুন তাত কার্ত্তিকেয় আমার বচন।
তারকা ভয়েতে ভীত এই দেবগণ॥
ত্রিদশের রক্ষাকর্ত্তা তুমিহে কুমার।
তাই তাঁরা লইয়াছে আশ্রয় তোমার॥
শুনি কার্ত্তিকেয় আসি ব্রহ্মার সম্মুখে।
সুস্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে কন বিধাতাকে॥
দুর্বৃত্ত তারকাসুরে করিব হনন।
কে হইবে বল প্রভু আমার বাহন॥
তাহা শুনি বেগগামী ময়ূর আনিয়া।
দিলেন তাঁহারে ব্রহ্মা বাহন করিয়া॥
মহাশক্তি বাণ এক দিলেন কুমারে।
কার সাধ্য ত্রিভুবনে কে ধরিতে পারে
ব্রহ্মারে প্রণাম করি পার্ব্বতীতনয়।
ময়ূর বাহনে শক্তি ধারণ করয়॥
চলেন অমর সৈন্য হইয়া বেষ্টিত।
তারকা অসুর পুরে হন উপনীত॥
অমরের আগমন শুনি দৈত্যরাজ।
আজ্ঞা দেন করিবারে সংগ্রামের সাজ
শক্তিধারী সেনাপতি দেখি দৈত্যরায়
কোপেতে জ্বলিয়া উঠে অনলের প্রায়
সাজ সাজ বলিয়া হইল উচ্চস্বর।
সাজিল দুর্জ্জয় সৈন্য অতি ভয়ঙ্কর॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
অগনণ সৈন্য কেবা সংখ্যা তাহা করে॥
আরোহণ করিলেক সুন্দর স্যন্দনে।
চলিল যে দৈত্যরাজ সংগ্রামের স্থানে॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিতে পাইল।
ঘন ঘন উল্কাপাত সম্মুখে হইল॥
রথ ধ্বজে গৃধ্রগণ পড়ে শত শত।
অশ্বদের অশ্রুধারা হয় বিগলিত॥
ক্ষণে ক্ষণে কম্পমান হতেছে হৃদয়।
উগ্রমূর্ত্তি অসুরের না জন্মিল ভয়॥
নানাবিধ বিভীষিকা দেখি বারেবার।
মনোভাব বিচলিত না হইল তার॥

কার্ত্তিকের সহিত তারকাসুরের যুদ্ধারম্ভ ও তারকাসুর বধ।

সুরাসুর দুই সৈন্য উভয়ে মিলিল।
তুমুল সংগ্রাম পরে আরম্ভ হইল।
চক্রের ঘর্ষণ আর সৈন্য কোলাহল।
দারুণ নিনাদে পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল॥
বিধাতা অপূর্ব্ব রথে করি আরোহণ।
গগন মার্গেতে থাকি করেন দর্শন॥
দেবরাজ ইন্দ্র করি বজ্রের প্রহার।
শত শত দৈত্যদল করিছে সংহার॥
পাশঅস্ত্র ছাড়য়ে বরুণ কোপান্বিত।
পলায় দানব সৈন্য ভয়ে অতিভীত॥
অন্যান্য ত্রিদশগণ নিক্ষেপিয়া শর।
হয় হস্তী ও পদাতী বধিল বিস্তর॥
কুমার মারয়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি ত্যজিলেক প্রাণ॥
এই রূপে দৈত্যদল নির্ম্মূলিত প্রায়।
ঘোর নদী সংঘটিত শোণিত ধারায়॥
সম্মুখে সকল সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া।
আইল তারকাসুর সন্ধান পূরিয়া॥
সেনানী উপরে করে বাণ অবতার।
বাসিয়া কাটেন তাহা পার্ব্বতী কুমার॥
সেনানী মারেন বাণ মহাস্ত্র সকল।
নিবারয়ে তারকা করিয়া বাহু বল॥
এই রূপে মহাযুদ্ধ হয় বহুতর।
তারকা মারিল বাণ অমর উপর॥
যমদণ্ড সম বাণ দেখিতে ভীষণ।
কোপভরে শররাশি করিল ক্ষেপণ॥
কুমার মারেন তাহে অর্দ্ধ চন্দ্রবাণ।
ক্ষিপ্ত বাণ কাটিয়া করেন খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি ক্রোধে হইয়া অস্থির।
দশবাণে বিদ্ধিলেক সেননীশরীর॥
ক্রোধেতে কুমার মারিলেন দশবাণ।
তারকার বক্ষে বাজে বজ্রের সমান॥
দারুণ প্রহারে দৈত্য অত্যন্ত পীড়িত।
রথের উপর পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত॥

মূর্চ্ছাঅবসানে দৈত্য সিংহনাদ করি।
ক্রোধভরে আইলেক শূল হস্তে ধরি॥
কুমারের নিজ শূল দেখিতে অদ্ভুত।
সেই শূলে দৈত্যশূল হয় ভস্মীভূত॥
কোপে লৌহময়ী গদা ধরি দৈত্যবর।
ক্ষেপণ করিল বেগে সেনানী উপর॥
দেখি নিজ গদাত্যাগ করেন সেনানী।
খণ্ড খণ্ড হয়ে গদা পড়িল ধরণী॥
মহাক্রোধে অন্য গদা করিল ধারণ।
সেনানীও ক্ষুর বাণ করিল ক্ষেপণ॥
তাহে ক্ষত বিক্ষত হইল বাহুদ্বয়।
বিষম আঘাতে দৈত্য নিনাদ করয়॥
মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে বীর মনেতে পড়িল।
বাছিয়া অমোঘ শক্তি হস্তেতে লইল॥
সুদারুণ শক্তি সেই রত্নেতে মণ্ডিত।
দরশনে দেবগণ হইল কম্পিত॥
দেখিয়া মহর্ষিগণ ভীতমন তায়।
করিছেন স্বস্ত্যয়ন শুভকামনায়॥
যত দূর যায় শক্তি তত দূর পোড়ে।
ত্রিভুবনে কার সাধ্য সে শক্তি নিবারে
পার্ব্বতী নন্দন তাহে হাসিতে হাসিতে
ভস্ম করিলেন শক্তি দেখিতে দেখিতে
আনন্দ অবধি নাই যতেক অমরে।
আরম্ভিল পুষ্পবৃষ্টি সেনানী উপরে॥
বিধাতাও পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়।
সিদ্ধও গন্ধর্ব্ব গণে হইল বিস্ময়॥
রুষিল তারকা ধনু করিল ধারণ।
কুমার উপরে শর করয়ে বর্ষণ॥
নিমিষে সেনানী তাহা করিয়া ছেদন।
কোটি সূর্য্য সম প্রভা করেন ধারণ॥
ইতি মধ্যে দেবরাজ বধি শূরগণে।
আসি উপস্থিত শিবসুত সন্নিধানে॥
সে সময় হইল যে মনোহর সাজ।
শিখী পৃষ্ঠে স্কন্দ ঐরাবতে দেবরাজ॥
হেনকালে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিল।
তারকার বক্ষ মূলে প্রবিষ্ট হইল॥

রোষাক্ত নয়নে দৈত্য ছাড়িয়া কুমারে
খড়্গ হস্তে ধাবমান ইন্দ্র নাশিবারে॥
ক্রোধেতে কুমার শিখী করেন চালন।
খড়্গ সহ বাম হস্ত করেন ছেদন॥
দক্ষিণ করেতে ঘোর পরিঘ লইয়া।
সেনানীর অভিমুখে চলিল ধাইয়া॥
ব্রহ্মদত্ত শক্তি করে কুমার ধরিল।
ক্রোধ করি সেই শক্তি দৈত্যে প্রহারিল
শক্তি বিদ্ধ দৈত্যরাজ চীৎকার করত।
অমনি ধরণী পৃষ্ঠে হইল পতিত॥
নিহত হইল যদি দানব প্রধান।
আনন্দে কিন্নর গণ আরম্ভিল গান॥
প্রীতি লাভ করিলেন যতেক অমর।
সুন্দর প্রভায় প্রকাশিত দিবাকর॥
হইল সকল দিক্ অতি সুনির্ম্মল।
সুস্থিরতা লাভ করিলেক ভূমণ্ডল॥

কার্ত্তিকের জনক জননী পরিচয়।

দেবগণ কুমারের করয়ে সম্মান।
দিয়া গন্ধপুষ্প অর্ঘ্য আর ধূপদান॥
সমাদরে নানা বিধ করি স্তব স্তুতি।
গমন করেন যথা শঙ্করপার্ব্বতী॥
ব্রহ্মা কুমারের সহ হন উপনীত।
মহেশ্বর মহেশ্বরী যথা অবস্থিত॥
ভক্তিভাবে উভয়েরে করি নমস্কার।
কহিলেন ষড়াননে হে বৎস কুমার॥
জগজ্জননী যিনি ইনি তব মাতা।
জগজ্জনক দেব মহাদেব পিতা॥
তুমি হও ইহাঁদের ঔরষ সন্তান।
পিতা মাতা প্রতি কর উচিত সম্মান॥
শিবানী ব্রহ্মার মুখে করিয়া শ্রবণ॥
নমস্কারি পুত্রে অঙ্কে করেন ধারণ।
মহেশ পরমানন্দ করি অনুভব॥
দেবতা গণের সহ করেন উৎসব॥
এমন সময়ে উপস্থিত ভগবান।
দেখেন দেবীর অঙ্কে সুরূপ সন্তান॥

তাঁহার সুন্দর অঙ্গ সস্নেহেতে অতি।
নিরীক্ষণ করিছেন জননী পার্ব্বতী ॥
ষড়ানন জননীর ক্রোড়ে বসিয়াছে।
ভাগ্যফলে মহানন্দ ভোগ করিতেছে ॥
আমি ও ইহার ন্যায় অঙ্কদেশোপরি।
ইচ্ছাহয় স্তন দুগ্ধ সুখে পানকরি ॥
মনে মনে এই রূপ সঙ্কল্প করতঃ।
করিয়া দেবীর ধ্যান গমনে উদ্যত ॥
দেবী কন তব মনোভাব পূর্ণ হবে।
পুত্রভাবে অবতীর্ণ হইতে পারিবে ॥
এইরূপে বর প্রাপ্ত হন নারায়ণ।
নিজ নিজ স্থানে চলিলেন সুরগণ ॥

গণেশের জন্ম ও তাঁহার গজমুখ ধারণ।

এক সময়েতে ভব ভবানী সহিত।
করিব বিহার মনে হয় আচম্বিত ॥
নিজ মন্দিরেতে পুত্রে করি সংস্থাপন।
ধরণী তলেতে আসি আবির্ভূত হন ॥
দর্শন করিয়া এক সুরম্য কানন।
পুরী নির্ম্মাইয়া রহিলেন দুই জন।
দেবীকে রাখিয়া সেই নির্জ্জন মন্দিরে
বনপুষ্প জন্য শিব যান বনান্তরে ॥
প্রমথ গণের সহ করেন ভ্রমণ।
বিলম্ব হইল পুষ্প করিতে চয়ন ॥
অতীত হইল দেখি স্নানের সময়।
গাত্রেতে হরিদ্রা দেবী লেপন করয় ॥
অবগাহনের হেতু গমনে মনন।
কে রক্ষা করিবে দ্বার ভাবেন তখন ॥
বিষ্ণুর মানস মনে হইল স্মরণ।
গাত্র হরিদ্রায় পুত্র করেন সৃজন ॥
রক্ত বর্ণ দেহ চতুর্ভুজ লম্বোদর।
চারিটী বদন তিন নেত্র-মনোহর ॥
গণের ঈশ্বর পুত্ররূপী নারায়ণ।
পরম পুরুষ আসি আবির্ভূত হন ॥
ঈষৎ হাসিয়া দেবী অঙ্কেতে লইয়া।
যত্ন করি স্তন্য পান তাঁরে করাইয়া ॥

কহিলেন পুত্র তুমি মম বাক্য ধর।
যাবৎ না আসি পুর দ্বার রক্ষাকর ॥
এই কথা বলি দেবী স্নানেতে গমন।
জননীর আজ্ঞা শিশু করেন পালন ॥
হেন কালে মহাদেব অরণ্য হইতে।
আগমন করিলেন সে পুর দ্বারেতে ॥
দেখিলেন শিশু হস্তে ত্রিশূল ধরয়।
বাধা জন্মাইল আসি প্রবেশ সময় ॥
উমাসুত বলিতারে জানিতে না পারি
শূলপাণী রোষান্বিত দেখি শূলধারী ॥
ক্রোধ করি নিজ শূল করেন প্রহার।
তাহাতে শিশুর মুণ্ড হয় ভস্মসার ॥
ভুবনবিখ্যাত শূল কে ধরিবে টান।
শিবসুত জানি শূল না লইল প্রাণ ॥
এমন সময়ে আসি গিরীন্দ্র নন্দিনী।
ব্যগ্র হয়ে বলিলেন কহ শূলপাণী ॥
ধরণী পতিত কেন আমার সন্তান।
কে করিল শূন্য শির কহ ভগবান ॥
শিব কন শুন ওগো পর্ব্বত নন্দিনী।
তোমার সন্তান তাহা পূর্ব্বে নাহি জানি
প্রবেশের পথ রোধ করিল আমার।
সে কারণে শিরভস্ম করেছি উহার ॥
পার্ব্বতী কহেন আর বিলম্ব সহেনা।
অবিলম্বে শিশু শির কর সংযোজনা ॥
লজ্জিত হইয়া দেব পার্ব্বতী বচনে।
তৎক্ষণাৎ চলিলেন শির অন্বেষণে ॥
অরণ্য মাঝেতে দেখিলেন গজবর।
শয়নে আছয়ে শির করিয়া উত্তর ॥
অধর্ম্ম নাহিক তার মস্তক ছেদনে।
কাটিলেন সেইশির ইহা ভাবি মনে ॥
সংগ্রহ করিয়া শির চলেন তখন।
স্বীয় সুত শিরে করিলেন সমার্পণ ॥
তদবধি গজানন গণঅধিপতি।
নারায়ণ জ্ঞানে ক্রোড়েলয়ে উমাপতি ॥
পুত্রভাবাপন্ন জানি প্রভু জনার্দ্দন।
অপরাধী মনে বলি হইল তখন ॥

অজ্ঞানতা যুক্ত শূল নিক্ষেপ করেছি।
ভয়ানক দোষে আমি লিপ্ত হইয়াছি ॥
সান্ত্বনা বাক্যেতে কন বৎস গজানন।
প্রীত মনে মম বর করহ গ্রহণ ॥
দ্বাপরের শেষে বসুদেবভবনেতে।
অবতীর্ণ হবে তুমি দেবকীগর্ব্ভেতে॥
শোণিত নামক পুরে তোমার সহিত।
তুমুল সংগ্রাম মম হবে উপস্থিত ॥
সর্ব্বলোক সমক্ষেতে সংগ্রাম করিব।
শূলধারী হয়ে আমি পারাভূত হব ॥
এই রূপ বাক্য দেব করি উচ্চারণ।
স্নেহভরে গজাননে করিয়া গ্রহণ ॥
পুরমধ্যে লয়ে যান যত্ন করি অতি।
হিমাদ্রি রম্য শিখরে যথায় পার্ব্বতী ॥
জেষ্ঠ পুত্র কর্ত্তিকেয় আর গজানন।
প্রীত মনে নিত্যকাল করেন ক্ষেপণ ॥
কখন কৈলাশে কভু বারানসী পুরী।
বিরাজ করেন সুখে রাজরাজেশ্বরী ॥
বেদব্যাস কন বৎস শুনহ জৈমিনি।
জিজ্ঞাসিলে কহিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী
ভক্তিসহ এ চরিত যেবা পাঠ করে।
সর্ব্বাণী সদয় হন তাহার উপরে ॥
মনোভীষ্ট সিদ্ধহয় দেবী কৃপাবলে।
শত্রুকুল নির্ম্মূলিত হয় যুদ্ধকালে ॥
রঘুত্তম যেই রূপ ভক্তি সহকারে।
পুজিলেন সুরেশ্বরী বিধিঅনুসারে ॥

আরম্ভ করিয়া পূজা কৃষ্ণ নবমীতে।
মহা নবমী অবধি প্রতি দিবসেতে ॥
শ্রীরামের হস্তে যেন রাবণ নিহত।
সেই রূপ শত্রু তার হয় নিপাতিত ॥
দেবীর মাহাত্ম্য পাঠ করয়ে যে জন।
তাঁর অনুগ্রহে হয় অসাধ্য সাধন ॥
করিলে দেবী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ।
প্রসন্নময়ীর হয় দয়ার ভাজন ॥
যে ফল সে প্রাপ্ত হয় তাঁহার দয়াতে।
কোটি কল্প শতে আমি নাপারি বলিতে
হে বৎস জৈমিনি শুন মম অভিলাষ।
দেবীর মহত তত্ত্ব না কর প্রকাশ ॥
ভক্তিমান বিনা ইহা প্রদানে কিফল।
ভক্তি না থাকিলে হয় সকল বিফল ॥
তুমিহে পরম ভক্ত হও দৃঢ়ব্রত।
তাই হে তব নিকটে করি প্রকাশিত ॥
শুনিবারে যদি কিছু অভিলাষ হয়।
প্রকাশিয়া বল তাহা কহিব নিশ্চয় ॥
শুনিয়া জৈমিনি হন আহ্লাদিত মন।
করপুটে কন গুরু করহ শ্রবণ ॥
তবমুখে শুনিবারে এই আকিঞ্চন।
যে রূপেতে অবতীর্ণ শ্রীরঘুনন্দন ॥
যে রূপে রাবণ হয় স্ববংশে নিহত।
যে রূপেতে দেবগণ মর্ত্ত্যে আবির্ভূত ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
দেবীতত্ত্ব কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবত পুরাণ।

শ্রীরামাবতার কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয় মুদীরয়েৎ ॥

ভগবানের রাম অবতার হওনের মন্ত্রণা।

যে প্রকারে ভগবান বিষ্ণু নারায়ণ।
মর্ত্তেতে মনুষ্যদেহ করেন ধারণ ॥
অকালে শরৎকালে দেবীর অর্চ্চনা।
তব মুখে শুনিবারে আমার বাসনা ॥
হে গুরু শরণাগত আমাকে জানিয়া।
পবিত্র করুণ তাহা প্রকাশ করিয়া ॥
বেদব্যাস কন মুনি করহ শ্রবণ।
পরম পবিত্র সেই অপূর্ব্ব কথন ॥
পুরাকালে দশস্কন্ধ এক রক্ষঃরাজ।
বিষম দুর্জ্জয় ছিল ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥
ভকতবৎসলা দেবী তার ভক্তিভাবে।
হইয়াছিলেন বাধ্য তপস্যা প্রভাবে ॥
লঙ্কায় যোগিনিগণ করি অবস্থান।
সর্ব্বদা দিতেন তারে বিজয় প্রদান ॥
উপদ্রবে ত্রিজগত পীড়িত করিল।
তপঃ পুণ্য ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল ॥
কাজেই চণ্ডিকা পুরী ত্যজিয়া তখন।
শ্রীরাম কর্ত্তৃক তারে করেন নিধন ॥
রক্ষঃরাজতেজে দেবগণ ভয়ে ভীত।
উৎপীড়িত লক্ষ্মীপতি জগত কম্পিত ॥
ঋষিগণ ভীতমন যজ্ঞ সাধনেতে।
দেবতা অক্ষম হবি গ্রহণ করিতে ॥
আজ্ঞাবহ থাকিতেন ইন্দ্র প্রতিক্ষণে।
চন্দ্র সূর্য্য আদি করি দিকপালগণে ॥
পীড়িত হইয়া পৃথ্বী আর দেবগণ।
ব্রহ্মার নিকটে আসি উপনীত হন ॥
কৃতাঞ্জলিপুটে কন হইয়া দুঃখিত।
আপনার বরলাভে রাবণ দর্পিত ॥
তার অত্যাচার প্রভু সহনে না যায়।
অচিরে করুন দেব তার বধোপায় ॥
আশ্বাসিত করি ব্রহ্মা যতেক অমরে।
দেবগণ সহ যান বৈকুণ্ঠ নগরে ॥
বিষ্ণুকে চাহিয়া স্তুতি করেন বিস্তর।
হে বিশ্বপালক তুমি হও হে তৎপর ॥
মম বরে লঙ্কাপুরে সেই দশানন।
দুর্দ্ধর্ষ হইয়া করে জগত পীড়ন ॥
নর ভিন্ন অপরের বধ্য সেহ নয়।
সে জন্য মানবদেহ করহ আশ্রয় ॥
অবতীর্ণ হও দেব মনুষ্যরূপেতে।
সবান্ধবে রক্ষঃরাজে বিনাশ করিতে ॥
আশ্বাস প্রদান করি দেব নারায়ণ।
বলেন ব্রহ্মার প্রতি মধুর বচন ॥
দেবগণ জন্য আমি অবনীতে যাব।
দশরথ ঔরসেতে জনম লইব ॥
দাশরথি রূপে আমি হইব প্রকাশ।
পুত্র পৌত্র সহ তারে করিব বিনাশ ॥

তোমরা হে পৃথিবীতে করিয়া গমন।
ঋক্ষ ও বানর রূপ করহ ধারণ॥
রাবণের সহ মম সংগ্রাম হইবে।
তোমরা আসিয়া তাহে সাহায্য করিবে॥
হে বিধি রাবণবধে বলিলে হে যাহা॥
অনায়াসে সাধনীয় না হইবে তাহা।
তাহারে সদয়া দেবী জগতজননী॥
রাজ্যরক্ষা করিতেছে যতেক যোগিনী
যদ্যপী ছাড়েন তিনি রাবণের পুরী।
রাক্ষশবিনাশ আমি করিবারে পারি॥
দয়াময়ী সানুকুলা যাহার উপরে।
নিখিল সংসার নাশ সে করিতে পারে
করহে কমলাসন বিধান ইহার।
নতুবা রাবণ-বধে সাধ্য আছে কার॥
ব্রহ্মা কহিলেন শুন ওহে ভগবন্।
সত্য দশানন দুর্গাভক্তিপরায়ণ॥
তত্রাচ রাবণ বধে আছয়ে উপায়।
হে প্রভু এ চরাচর যাঁহার কৃপায়॥
সেই সুরেশ্বরী সৃষ্টি পালন করয়।
কালপূর্ণ না হইলে মৃত্যু নাহি হয়॥
আদ্যাশক্তি সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ।
আমরা নিমিত্ত মাত্র এই তিনজন॥
শুনি নারায়ণ কহিলেন বিধাতারে।
চল যাই উভয়েতে কৈলাশশিখরে॥
এই বলি উঠিলেন প্রভু নারায়ণ।
সত্বরে কৈলাশপুরে দেন দরশন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু উভয়ের দেখি আগমন।
জিজ্ঞাসেন মহাদেব ইহার কারণ॥
তাঁহাদের অভিপ্রায় বৃত্তান্ত জানিয়া।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একত্রে মিলিয়া॥
দেবগণ সহ চলিলেন তিন জনে।
মহাদেবী পার্ব্বতী আছেন যেই স্থানে॥
কোথা মা তারিণি বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
দেবগণ নিপতিত ধরণীউপরে॥
শুনিয়া পার্ব্বতী দেবগণের রোদন।
অষ্ট মূর্ত্তি ধরি দেবী আবির্ভূতা হন॥

রত্নময় সিংহাসনে দেবী বিরাজিতা।
মনোহর অষ্টাদশ ভুজ বিভূষিতা॥
ভালে অর্দ্ধ চন্দ্র তাহে প্রসন্ন বদনা।
সুন্দর দশনশ্রেণী সুরম্যনয়না॥
রোমাঞ্চিত কলেবর করি গাত্রোত্থান।
হইয়া অঞ্জলিবদ্ধ কন ভগবান॥
শুন মা জগদম্বিকে মম নিবেদন।
পৌলস্ত তনয় সে রাক্ষস দশানন॥
তব অনুগ্রহলাভে হইয়া দর্পিত।
অখিল সংসার করিতেছে উৎপীড়িত॥
সে জন্য গন্ধর্ব্ব আর যত দেবগণ।
বিধাতার নিকটেতে লয়েছে শরণ॥
হে জগদীশ্বরি সেই বাক্য অনুসারে।
প্রতিশ্রুত হইয়াছি তারে বধিবারে॥
পৃথিবীতে নরদেহে অবতীর্ণ হব।
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসে আমি নিপাত করিব॥
আপনি করেন রক্ষা তারে প্রীতমনে।
তাহার বিনাশ দেবি হইবে কেমনে॥
হে দেবি জগদম্বিকে করুন উপায়।
যাহাতে এ ত্রিজগত আশু রক্ষা পায়॥
দেবী কন শুন বলি হে মধুসূদন।
বহুদিনাবধি পূজা করিল রাবণ॥
সেই রূপ করিয়াছে মহেশে সাধন।
অশেষ সম্পত্তি লভিয়াছে সে কারণ॥
তার পক্ষে দুর্লভ পদার্থ নাহি আর।
লব্ধ হইয়াছে সেই ফল তপস্যার॥
এক্ষণেতে সে দুরন্ত হইয়া দর্পিত।
বিশ্বচরাচর সেই করিছে ব্যথিত॥
কি বলিব আমি তারে রক্ষা করিতেছি
আমিই তাহার বধ মনে ভাবিতেছি॥
স্বয়ং যে সক্ষম নহি করিতে সংহার।
নিমিত্ত পাইলে প্রাণ বধিব তাহার॥
ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছে উপযুক্ত হয়।
তুমি গিয়া নরদেহ করহ আশ্রয়॥
আমার অংশ রূপিণী জন্মিবে ভূতলে।
দর্শন করি দুর্ম্মতি হরিবেক বলে॥

লঙ্কাপুর মধ্যে লয়ে যাইবে রাবণ।
স্থান পরিত্যাগ আমি করিব তখন॥
সে অংশভূতায় অবমাননা করিবে।
সেই কোপানলে প্রাণ সংহার হইবে॥
হে মধুসূদন নাশিবারে দশানন।
সর্ব্বদা আমারে তুমি করিবে স্মরণ॥
মন্ত্র প্রাপ্ত হইবেক বশিষ্টের স্থানে।
সময়েতে সেই মন্ত্র করিবে হে মনে॥
ক্ষিপ্ত শরে দেহ ভেদ না হবে তোমার।
আমারে স্মরিয়া বাণ করিবে প্রহার॥
মম অনুগ্রহে পার হইবে সাগর।
সৈন্য সহ প্রবেশিবে লঙ্কার ভিতর॥
ব্রহ্মার আদেশ মতে শরৎ কালেতে।
গঠন করিবে মূর্ত্তি সমুদ্রতীরেতে॥
বেদউক্ত মন্ত্র মতে হইয়া অর্চ্চিত।
দুর্বৃত্ত রাবণে আমি করিব পাতিত॥
হরি কন দেবি মম ভয় হইতেছে।
দুরাত্মার দৃঢ় ভক্তি বিদ্যমান আছে॥
শঙ্কটে পড়িলে সেই দুর্জ্জয় রাবণ।
ভক্তি ভাবে আপনারে করিবে স্মরণ॥
বিপদে পড়িয়া মাগো যেডাকে তোমারে
হরি হর উভয়েতে রক্ষা করি তারে॥
তোমার স্মরণকারী ভক্ত দশাননে।
রক্ষা না করিয়া নাশ করিব কেমনে॥
দেবী কন সত্য বটে তুমি যা বলিলে।
স্মরণ করিবে দশানন যুদ্ধকালে॥
কিন্তু যে রূপেতে তার মৃত্যু সংঘটন।
শুন মহাবাহো তার প্রকৃত কারণ॥
আমাতে আশ্রয় দেখ এ বিশ্বসংসার।
জগতরূপিনী আমি জগতআধার॥
জগত পীড়িত হলে আমিও পীড়িত।
যে জন এ রূপে করে সংসার ব্যথিত॥
সঙ্কটে পড়িয়া যদি স্মরণ সে লয়।
তাহার ঐহিক সুখ ভোগ নাহি হয়॥
কিন্তু পরকাল পক্ষে ব্যাঘাত থাকেনা
তাহার প্রকৃত ফল পায় সেই জনা॥

এজন্য সে লঙ্কাপুরী নিশ্চয় ত্যজিব।
যুদ্ধকালে আমি তারে রক্ষা না করিব॥
প্রণিপাত করি মহাদেবের পদেতে।
নররূপে অবতীর্ণ হও অবনীতে॥

ভগবতীর রাবণ বধার্থে আশ্বাস প্রদান
ও শ্রীরামের জন্ম।

দেবীর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন।
প্রণাম করিয়া কন ওহে পঞ্চানন॥
শুনিলেন ভগবতী কহিলেন যাহা।
আপনি কি করিবেন কহ প্রভু তাহা॥
শম্ভু কন নারায়ণ রাবণ বধেতে।
অবতীর্ণ হব আমি বানর দেহেতে॥
তোমার সে অঙ্গনার অন্বেষণ জন্য।
দুর্লঙ্ঘ্য জলধি আমি হইব উর্ত্তীর্ণ॥
সতত করিব তব সন্তোষ সাধন।
যে রূপে রাবণ হয় স্ববংশে নিধন॥
আমি লঙ্কা প্রবেশিলে সেই লঙ্কেশ্বরী
নিশ্চয় যাবেন তিনি লঙ্কা পরিহরি॥
ব্রহ্মা কন ঋক্ষ যোণি করিব ধারণ।
হিতকর মন্ত্রণা দিব হে অনুক্ষণ॥
স্বয়ং ধর্ম্ম বিভীষণ লঙ্কায় আছয়।
ত্যজিয়া রাবণে লবে তোমাতে আশ্রয়
বিলম্ব না কর আর শুন নারায়ণ।
মানবদেহেতে বিশ্ব করহ পালন॥
এ রূপেতে ভগবান প্রার্থনা করিয়া।
দশরথগৃহে জন্ম লইলেন গিয়া॥
চারি অংশে নারায়ণ অবতীর্ণ হন।
শ্রীরাম লক্ষণ ও ভরত শত্রুঘ্ন॥
অঙ্গকান্তি প্রকাশিত দুর্ব্বাদলশ্যাম।
এক রূপ হইলেন ভরত শ্রীরাম॥
সমভাবে দীপ্তি যে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন।
কনকের ন্যায় বর্ণ অতি সুশোভন॥
শ্রীরামের অনুবর্ত্তী লক্ষণ নিয়ত।
শত্রুঘ্ন সে ভরতের হন অনুগত॥
লক্ষ্মী প্রাদুর্ভূতা হইলেন পৃথিবীতে।
কন্যারূপে রহিলেন জনকগৃহেতে॥

ব্রহ্মা নিজ অংশে আইলেন ধরাধামে।
ঋক্ষযোণি ধরি খ্যাত জাম্ববান নামে ॥
শিব অংশে জন্মিলেন মহাবীর্য্যবান।
পবনআত্মজ বীর নাম হনুমান ॥
ঋক্ষ ও বানর রূপে অন্যদেব গণে।
শ্রীরামের অপেক্ষায় রহিল কাননে ॥

শ্রীরামের বিবাহান্তে অরণ্যে যাত্রা।

আছেন বশিষ্ট দেব কুলপুরোহিত।
তিনি শিক্ষা দেন যথাযোগ্য রাজনীত
চারি জনে সব শাস্ত্র করিলেন শিক্ষা।
বশিষ্ট নিকটে মন্ত্র পাইলেন দীক্ষা ॥
অনন্তর একদিন বিশ্বামিত্র আসি।
শ্রীরামলক্ষ্মণে লয়ে গেলেন মহর্ষি ॥
নিশাচরী তারকারে করিয়া নিধন।
ঋষি হতে নানা অস্ত্র করেন গ্রহণ ॥
রাখিলেন যশ রাম আশ্রমে যাইয়া।
যজ্ঞ বিঘাতক সেই সুবাহু বধিয়া ॥
নিক্ষেপ করিয়া শর নিজ বাহু বলে।
ফেলিলেন মারীচেরে সমুদ্রের জলে ॥
গৌতমীর শাপ পরে করি বিমোচন।
মুনি সহ করিলেন মিথিলা গমন ॥
জনকপুরীতে হেরি প্রচণ্ড কোদণ্ড।
পরাক্রম দেখাইতে করিলেন ভঙ্গ ॥
হেরিয়া মিথিলাপতি আহ্লাদিত মনে
আনিলেন দশরথে সহ পুত্রগণে।
চারি কন্যা সম্প্রদান চারিটী সন্তানে ॥
রামচন্দ্রে সীতা আর উর্ম্মিলা লক্ষ্মণে।
সমার্পণ করিলেন আনন্দিতমনে ॥
ভরতে মাণ্ডবী শত্রুঘ্নে শ্রুতকীর্ত্তি।
কন্যাদান করি রাজা রাখিলেন কীর্ত্তি ॥
যজ্ঞভূমি বিশোধনে হন সমুদ্ভূতা।
সেই সে কারণে নাম রাখিলেন সীতা ॥
ঔরষসম্ভবা কন্যা উর্ম্মিলা বলিয়া।
মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি ভ্রাতার তনয়া ॥

বিবাহ সম্পন্ন হেরি পূর্ণমনোরথ।
নিজ রাজ্যে চলিলেন রাজা দশরথ ॥
পরম আনন্দে রাজা করেন গমন।
পথ মধ্যে উপস্থিত ভৃগুর নন্দন ॥
ত্রিলোকবিজয়ী বলে হইয়া দর্পিত।
ভার্গবের গর্ব্ব রাম করিলেন হত ॥
পুত্রগণ সহ রাজা গিয়া অযোধ্যায়।
রামচন্দ্রে দিব রাজ্য হয় অভিপ্রায় ॥
ত্রিদশ সমূহ তাহে ব্যাঘাত করিল।
কৈকেয়ী রাজার কাছে অমনি চলিল ॥
পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বর চাহিল রাজায়।
সত্যব্রত দশরথ সায় দেন তায় ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম হবে বনবাসী।
নিজ পুত্রে অভিষেক এই অভিলাষী ॥
শুনি রামচন্দ্র কন নিকটে রাজার।
যাইব অরণ্যে ত্যজি রাজ্য অধিকার ॥
পিতৃদেব গুরুদেব চরণ বন্দিয়া।
কৈকেয়ী চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া ॥
বিনয়ে বলেন মাগো এই অভিলাষ।
নিরুদ্বেগে হয় যেন রাক্ষস বিনাশ ॥
শুক্লপক্ষ দশমীতে চলিলেন বন।
তাহাতে নক্ষত্র পুষ্যা অতি সুশোভন ॥
সঙ্গেতে জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ।
করিলেন রামচন্দ্র রথে আরোহণ ॥
বৃদ্ধরাজা পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া।
হা রাম হা রাম বলি রোদন করিয়া ॥
পুরবাসি গণ তাহে কাতর হইল।
সুমন্ত্র সারথি বেগে রথ চালাইল ॥
শৃঙ্গবেরপুরে রাম হয়ে উপস্থিত।
বিদায় করেন রথ সুমন্ত্র সহিত ॥
তথায় করিয়া জটা বল্কল ধারণ।
জাহ্ণবীর পর পারে করেন গমন ॥
ক্রমে চিত্রকূটে রাম প্রবেশ করিয়া।
ভরদ্বাজ আশ্রমেতে রহিলেন গিয়া ॥
সুমন্ত্রের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
আপন জীবন রাজা দেন বিসর্জ্জন ॥

ভরত পাইয়া বার্ত্তা হইয়া দুঃখিত।
ছিলেন মাতুলালয়ে গৃহে উপনীত॥
জননীকে বারম্বার ভৎসনা করিয়া।
যথাবিধি সমাধান করিলেন ক্রিয়া॥
অমাত্যগণের সহ ভরত শত্রুঘ্ন।
চলিলেন শ্রীরামে করিতে আনয়ন॥
বিস্তর করেন যত্ন দুই সহোদর।
সান্ত্বনা করেন তাহে রাম রঘুবর॥
দুই ভাই পাইয়া জেষ্ঠের অনুমতি।
নন্দীগ্রামে আসিয়া করেন অবস্থিতি॥
ভুমিশায়ী জটাধারী হয়ে দুইজন।
প্রতীক্ষা করেন কাল পুনঃ আগমন॥
এখানে প্রবেশি রাম দণ্ডক কানন।
নিশাচর বিরাধের করেন নিধন॥
রাক্ষশ করিতে ধ্বংশ পঞ্চবটী বনে।
পর্ণশালা নির্ম্মাইয়া রহেন সেস্থানে॥
একদা আইল তথা রাবণভগিনী।
কামশরে প্রপীড়িত সে কামরূপিণী॥
সুর্পনখা নাম তার মায়াবিরাক্ষসী।
নিকটে আইল রামচন্দ্রে অভিলাষী॥
জেষ্ঠের ইঙ্গিতে তবে অনুজ লক্ষ্মণ।
খড়্গাদিয়া নাসা কর্ণ করেন ছেদন।
বিষম আঘাতে ক্রুরা করিয়া রোদন।
উপস্থিত যথা ভ্রাতা খর ও দুষণ॥
মনোদুঃখে সুর্পনখা কহিতে লাগিল।
সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইল॥
দশরথ পুত্র রাম অযোধ্যাধিপতি।
অনুজের সহ অরণ্যেতে অবস্থিতি॥
পরম রূপসী সঙ্গে আছয়ে রমণী।
ত্রিভুবনে নাহি হেন সৌন্দর্য্যশালিনী॥
তব জন্য সে স্ত্রীরত্ন করিতে গ্রহণ।
দুর্দ্দশা করিল মোরে অনুজ লক্ষ্মণ॥
ভগিনীর মুখে বার্ত্তা করিয়ে শ্রবণ।
তর্জ্জন করিয়া উঠে খর ও দুষণ॥
চৌদ্দহাজার রাক্ষসে হইয়া পরিবৃত।
শ্রীরামের নিকটে আসিয়া উপস্থিত॥
দেখি রামচন্দ্র সমাগত নিশাচর।
নিহত করেন নিক্ষেপিয়া মহা শর॥
তাহা দেখি সুর্পনখা শোকপূর্ণ মনে।
কহিল সকল কথা রাবণের স্থানে॥
সীতার যে অপরূপ রূপের মাধুরী।
শুনিয়া ব্যাকুল তাহে লঙ্কাঅধিকারী॥
করিব হরণ সীতা সংকল্প করিয়া।
উপনীত পঞ্চবটী মারীচে লইয়া॥
শ্রীরামের হস্তে মৃত্যু জানিয়া মনেতে।
ধরিল সে মৃগরূপ মারীচ মায়াতে॥
দূর প্রদেশেতে রামে লইয়া চলিল।
রাম শরে বিদ্ধ মৃগ চীৎকার করিল॥
হায়রে লক্ষ্মণ বলি পতিত ধরণী।
লক্ষ্মণে পাঠান তবে জনকনন্দিনী॥
এই অবকাশে আসি রাজা দশানন।
বলে ধরি সীতাকে সে করিল হরণ॥
দেবীর সে অন্য মূর্ত্তি সীতা ঠাকুরাণী।
ভস্মসাৎ করিতেন রাক্ষসে তখনি॥
পূর্ব্ব স্বীয় অঙ্গীকার করিতে পূরণ।
সেই অনুষ্ঠানে দেবী সমর্থ না হন॥
এদিকে রাবণ সীতা হরণ করিয়া।
শূন্য মার্গে সে দুরাত্মা যায় পলাইয়া॥
জটায়ু বাসনা করি সীতার উদ্ধার।
রাবণের সহ যুদ্ধ করিল অপার॥
পক্ষছেদ করিয়া রাক্ষস অবশেষ।
সীতা সহ লঙ্কাপুরে করিল প্রবেশ॥
পরম সুরম্য অতি অশোক কানন।
সেই বন মধ্যে সীতা করিল স্থাপন॥
জ্বলন্ত অনল প্রভা দেখিয়া সীতার।
স্পর্শ করিবারে সাধ্য না হইল তার॥
ত্রিলোক ঈশ্বরী যিনি দেন ফলাফল।
সৌভাগ্য সময়ে শুভ দুঃখে অমঙ্গল॥
হেন সীতা অবস্থিতি অশোক কাননে।
দেখি দেবী লঙ্কেশ্বরী ক্রুদ্ধ হন মনে॥
জয় প্রদায়িনী দেবী করেন মনন।
ত্যজিব এ ছারলঙ্কা পাপিষ্ঠ রাবণ॥

হনুমান কর্ত্তৃক সীতান্বেষণ ও লঙ্কাদাহন।

মৃগরূপী রাক্ষসেরে করিয়া নিহত।
চলিলেন রামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহিত॥
না দেখি জানকী পর্ণশালার ভিতর।
রোদন করিয়া রাম হলেন কাতর॥
সীতা অন্বেষণ জন্য করেন ভ্রমণ।
ছিন্ন পক্ষ এক পক্ষী দেখেন তখন॥
সীতা অপহারী বোধ করিয়া তাহারে
ক্রোধ করি ধনুঃশর লইলেন করে॥
পিতার সুহৃদ পক্ষী জানিয়া বৃত্তান্ত।
সম্বরিয়া মহাক্রোধ হইলেন শান্ত॥
জানকী হরণ বার্ত্তা দিয়া পক্ষবর।
রামের সম্মুখে ত্যজিলেক কলেবর॥
মৃত পক্ষী লয়ে তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কানন প্রদেশে দেহ করেন দাহন॥
বিকট কবন্ধ পরে করিয়া নিপাত।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে উঠেন রঘুনাথ॥
সেই স্থানে দেখিলেন সুগ্রীব রাজনে।
হনুমান প্রভৃতি বানর পঞ্চজনে॥
সুগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়া মিতালী।
দিলেন কিষ্কিন্ধ্যা তারে বধ করি বালী
সম্মুখে বরিষাকাল করিয়া দর্শন।
মাল্যবান পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
তথায় বানর সৈন্য একত্র হইল।
সীতা-অন্বেষণ হেতু তাহারা চলিল॥
চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ হইল ধাবিত।
মহাবল পরাক্রান্ত বীর শত শত॥
দক্ষিণাভিমুখে যায় বীর হনুমান।
অঙ্গদ প্রভৃতি করি আর জাম্ববান॥
সম্পাতির মুখে শুনি সীতা বিবরণ।
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর হনু করিল লঙ্ঘন॥
অগাধ জলধি শত যোজনবিস্তৃত।
সন্ধ্যাকালে লঙ্কাপুর মধ্যে উপনীত॥
সপ্তরাত্রি অন্বেষণ করি পাতি পাতি।
অশোককাননে সীতা দেখিল মারুতী
অসাধ্য সাধনে হনু করয়ে চিন্তন।
দেবীর আদেশ মনে হইল স্মরণ॥
অমনি হইয়া ব্যগ্র পবনকুমার।
বৃক্ষ অগ্রে উঠিয়া চাহেন বারেবার॥
সিংহধ্বজ চিহ্নিত সে সুন্দর মন্দির।
নিরখিয়া হনুমান করিলেন স্থির॥
লম্ফ দিয়া উপনীত যথায় ঈশানী।
দেখেন বিরাজমান বেষ্টিত যোগিনী॥
কৃতাঞ্জলিপুটে হনু করিয়া ভকতি।
দেবীর সম্মুখে আসি করেন প্রণতি॥
বলেন প্রসন্ন হও বিশ্বেরঈশ্বরী।
পরিত্যাগ কর দেবি এই লঙ্কাপুরী॥
শ্রীরামের অনুচর নাম হনুমান।
জানকীর অন্বেষণে এসেছি এস্থান॥
তোমারি আজ্ঞায় বধ করিতে রাবণ।
নরদেহ নারায়ণ সেই সে কারণ॥
আমি গো সাক্ষাৎ শিব সাহায্য করিতে
আসিয়াছি অবনীতে বানর দেহেতে॥
জানকী তোমার অংশ অশোককাননে
অপমান করিতেছে দুষ্ট দশাননে॥
তব অনুমতি লয়ে আমি আসিয়াছি।
পূর্ব্বের আদেশ মত কার্য্য করিতেছি॥
অঙ্গীকার করিয়াছ ওগো সুরেশ্বরি।
পরিত্যাগ কর দেবি এই পাপপুরী॥
পাপিষ্ঠ রাক্ষশ রাজে করহ নিধন।
কর এই চরাচর স্থিতি সম্পাদন॥
দেবী কন শুন কহি হে বানরবর।
সীতা অপমান হেতু জ্বলিছে অন্তর॥
রাবণের প্রতি আর দয়া নাহি হয়।
এইক্ষণে পাপপুরী ত্যজিব নিশ্চয়॥
এইকথা বলি দেবী হন অন্তর্ধ্যান।
আনন্দে করয়ে নৃত্য বীর হনুমান॥
অনন্তর হনু অতিশয় ক্রোধ মনে।
চূর্ণীকৃত করিলেন নিবিড় কাননে॥
কানন রক্ষক গিয়া রাবণে কহিল।
অক্ষয় কুমারে যুদ্ধে পাঠাইয়া দিল॥

হনুমান সহ যুদ্ধ সাধ্য আছে কার।
পাদপ পাথরে তারে করিল সংহার॥
অনন্তর মেঘনাদ রণে প্রবেশিয়া।
হনুমানে লয়ে যায় বন্ধন করিয়া॥
ক্রোধেতে মূর্চ্ছিত হয়ে রাক্ষস রাবণ।
আজ্ঞা দিল হনুমানে করিতে ছেদন॥
হেনকালে তথা উপনীত বিভীষণ।
উপদেশ দিয়া তাহা করে নিবারণ॥
তদন্তর হনুমানে বিরূপ করিতে।
আজ্ঞা দিল লাঙ্গুলেতে বস্ত্র জড়াইতে
পাবক সংযোগে তাহা প্রদীপ্ত করিল।
সেই অগ্নি দিয়া হনু লঙ্কা পোড়াইল॥
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে চলিল ত্বরিত।
বানর সৈন্যের মধ্যে হন উপনীত॥
ভোগ করি মধুবন আনন্দিত মনে।
উপস্থিত সবে মিলি রাম সন্নিধানে॥
কহিলেন যে রূপেতে জানকী দর্শন।
যে রূপে হইল ভগ্ন সুরম্য কানন॥
যে রূপে করেন বধ অক্ষয়কুমার।
যে রূপে কনক লঙ্কা হয় ছারখার॥
সেই লঙ্কাপুরী ছিল যাঁহার রক্ষিতা।
স্বস্থানে গেলেন তিনি ত্রিজগতমাতা॥
যে রূপ জানকীদেবী বলিয়াছিলেন।
সেই রূপ বিস্তারিত হনু কহিলেন॥
শ্রাবণের শুক্লপক্ষ দশমী তিথিতে।
যাত্রা করিলেন রাম রাক্ষস নাশিতে॥
কপিসৈন্য সহ রাম যান সিন্ধুতীরে।
দেখিয়া রাবণ ডাকি অমাত্যবর্গেরে॥
যুদ্ধ করিবার জন্য করয়ে মন্ত্রণা।
বিভীষণ আসি তাহেকরিলেন মানা॥
শ্রীরামের বলবীর্য্য বলিতে লাগিল।
ফিরে দাও সীতাদেবী রাবণে কহিল॥
শুনি বাক্য দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হয়ে অতি।
ক্রোধে পদাঘাত করে ভ্রাতা বিভীষণে
দুঃখে বিভীষণ আর মন্ত্রী চারিজনে।
উপস্থিত হইলেন রাম সন্নিধানে॥

শ্রীরামের নাগপাশে বন্ধন ও রাবণের সহিত যুদ্ধারম্ভ।

বিভীষণে জানি রাম ধর্ম্মে অনুরক্ত।
লঙ্কারাজ্যে তাহাকে করেন অভিষিক্ত
সুগ্রীবে ডাকিয়া কন রাজীবলোচন।
কি রূপে করিব বল সমুদ্র লঙ্ঘন॥
সুগ্রীব বলেন প্রভু চিন্তা করিও না।
বৃক্ষ ও পাথরে সেতু করিব রচনা॥
সুহৃদের বাক্যে রাম অতি হৃষ্টমন।
করিলেন জলনিধি স্বীকার বন্ধন॥
নল আসি সুগ্রীবের বাক্য অনুসারে।
বান্ধিল অপূর্ব্ব সেতু সমুদ্র উপরে॥
শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষ তিথি ত্রয়োদশী।
সৈন্যসহ রামচন্দ্র লঙ্কায় প্রবেশি॥
কোটি লক্ষ বানর যে লঙ্কা প্রবেশিল।
জলস্থল চতুর্দ্দিক আছন্ন করিল॥
তদন্তর রামচন্দ্র ভাবিলেন মনে।
দেবীর অর্চ্চনা আমি করিব কেমনে॥
সম্প্রতি দক্ষিণায়নে আছেন নিদ্রিতা।
অকালে কি রূপে পূজি সেই জগন্মাতা॥
না হলে দেবীর কৃপা না হবে বিজয়।
আরাধনা ভিন্ন শত্রু না হইবে ক্ষয়॥
এই রূপ চিন্তাতুর হন নারায়ণ।
ভাবিতে ভাবিতে মনে জানেন তখন॥
যদিচ নিদ্রিত দেবী কথা বটে সত্য।
কিন্তু যে অপর পক্ষ হয়েছে প্রবৃত্ত॥
অদ্যাবধি যে অবধি না পাই দর্শন।
প্রতিদিন বিধিমতে করিব পার্ব্বণ॥
পার্ব্বণের শ্রাদ্ধ অগ্রে সমাধা করিয়া।
রাবণের সনে রণে প্রবেশিব গিয়া॥
এই মনে ভাবি কার্য্য করি সমাধান।
শুভদায়িনীর রূপ করিলেন ধ্যান॥
পূর্ব্বদিকে দিবাকর উদয় হইল।
উভয় সৈন্যেতে মহাযুদ্ধ আরম্ভিল॥
অক্ষৌহিণী সেনা সহ আইল রাবণ।
প্রথমেতে অগ্রসর বীর অকম্পন॥

শ্রীরামের হস্তে সেই হইল নিধন। •
কেশরী বিনাশ করে কেশরীনন্দন ॥
ধূম্রাক্ষ আইল পরে দ্বিতীয় দিবসে।
করিয়া দারুণ যুদ্ধ প্রাণ দিল শেষে ॥
রাবণমাতুল সেই প্রহস্ত দুর্জ্জয়।
নিশাকালে রামসহ ঘোর যুদ্ধ হয় ॥
দেখিতে আসিয়াছিল যত দেবগণ।
যুদ্ধের নিনাদ শুনি করে পলায়ন ॥
রামের সহিত যুদ্ধ করি বহুতর।
নিশার শেষেতে পড়ে সেই নিশাচর ॥
শুনিয়া নিধন বার্ত্তা দুঃখিত রাবণ।
বিষণ্ণবদন রাজা করয়ে রোদন ॥
মেঘনাদ খিদ্যমান দেখি দশাননে।
সান্ত্বনা করিয়া তারে মধুর বচনে ॥
চলিল যে মেঘনাদ সংগ্রামের স্থানে।
গুপ্তভাবে প্রবেশিল সেই মহারণে ॥
অতর্কিত ভাবে থাকি গগণ প্রদেশে।
শ্রীরামে করিল বদ্ধ তীক্ষ্ণ নাগপাশে ॥
লক্ষ্মণ হইল বদ্ধ সমস্ত বানর।
মেঘনাদ দিল বার্ত্তা পিতার গোচর ॥
এখানেতে বিভীষণ ত্বরায় আসিয়া।
শ্রীরামে জানান সব রাক্ষশের মায়া ॥
মায়াবী দিগের মায়া জানিয়া তখন ॥
ভগবান করিলেন ভবানী স্মরণ ॥
স্মৃতিমাত্রে গরুড় করিয়া আগমন।
অতি ঘোর নাগপাশ করিল মোচন ॥
প্রভাত হইল বার্ত্তা রাবণ পাইল।
নিজেই আসিয়া দুষ্ট যুদ্ধে প্রবেশিল ॥
দেখিয়া বিকট মুর্ত্তি রাক্ষস রাবণে।
ভয়েতে বানর সৈন্য ভঙ্গ দিল রণে ॥
শ্রীরামের সহ যুদ্ধ করিল পাপিষ্ঠ।
দশ কোটি সৈন্য তাহে হইল বিনষ্ট ॥
ক্রোধ করি রামচন্দ্র ছাড়ি তীক্ষ্ণবাণ।
কাটিয়া রাক্ষশ করিলেন খান খান ॥
কোটি বানরেতে আনি উপাড়ি পর্ব্বত
ভস্মীভুত করে তাহে রাবণের রথ ॥
কুপিল অঙ্গদ আর বীর হনুমান।
সহস্র সহস্র গিরি আনে দিয়া টান ॥
ক্রোধেতে নিক্ষেপ করে পাদপ পাথর
বিরথ রাবণ তাহে কম্পে থর থর ॥
হাস্য করি দুই ভাই শ্রীরামলক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শররাশি করেন বর্ষণ ॥
কপিগণ করে মহা কীল কীল শব্দ।
ধনুক টঙ্কার নাদে ত্রিভুবন স্তব্ধ ॥
রথের ঘর্ঘর ধ্বনি হয় হেষারবে।
মাতঙ্গ বৃংহনে সৈন্য মূর্চ্ছাপন্ন সবে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে উপজিল ভয়।
ভাবি মনে উপস্থিত অকালে প্রলয় ॥
দুর্ব্বৃত্ত রাবণ ক্ষত বিক্ষত হইল।
রামের প্রক্ষিপ্ত বাণ সহিতে নারিল ॥
বৃক্ষ পাথরেতে তাহে হয়ে আচ্ছাদিত
সংগ্রামের স্থল ছাড়ি হয় পলায়িত ॥

রাবণ বধার্থ ব্রহ্মার সহিত পরামর্শ।

এরূপে রাক্ষসরাজ হয়ে পরাভুত।
যুদ্ধ জন্য কুম্ভকর্ণে করে জাগরিত ॥
দুর্জ্জয় সে কুম্ভকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর।
রণ সজ্জা করে দুষ্ট করিতে সমর ॥
দেখি দেবগণ সবে ভয়ে সশঙ্কিত।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত ॥
প্রণাম করিয়া কন শুনহে ব্রহ্মণ।
নরদেহধারী রাম স্বয়ং নারায়ণ ॥
আমাদের হিত জন্য মনুষ্য রূপেতে।
অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি অবনীতে ॥
হতেছে তুমুল যুদ্ধ সহ নিশাচর।
পৌলস্ত তনয় রাবণের সহোদর ॥
সে নাম হইলে প্রভু শ্রবণ গোচর।
ভয়েতে কম্পিত হয় বিশ্ব চরাচর ॥
ভীম পরাক্রম সেই কুম্ভকর্ণ নাম।
করিবেক যুদ্ধ দুষ্ট সহিত শ্রীরাম ॥
সেই মহাবীর যুদ্ধে সমাগত প্রায়।
এই ত্রিজগত অদ্য কিসে রক্ষা পায় ॥

রাঘবের জয় লাভে কর স্বস্ত্যয়ন ।
আপনি করহ প্রভু ধরণী ধারণ ॥
চিন্তান্বিত হন ব্রহ্মা অমর বচনে ।
উপনীত হইলেন শ্রীরাম যেখানে ॥
অন্য অন্য দেবগণে তথায় মিলিল ।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মাকে কহিল ॥
ওহে সুরশ্রেষ্ঠ মনে হইতেছে ভয় ।
মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
রাবণের বাহুবল যাহা দেখিতেছি ।
কিরূপে পাইব জয় তাই ভাবিতেছি ॥
সম্প্রতি দুরন্ত দশাননসহোদর ।
শুনিলাম আসিতেছে করিতে সমর ॥
পঞ্চকোটি লক্ষ সেনা সঙ্গেতে তাহার ।
তাহারে জিনিবে যুদ্ধে সাধ্য আছে কার
কিরূপে পরাস্ত আমি করিব তাহায় ।
করহ এক্ষণে দেব তাহার উপায় ॥
শুনি ব্রহ্মা কহিছেন সান্ত্বনা বচন ।
অবদিত নাই তব হে রঘুনন্দন ॥
তথাপি জিজ্ঞাসা প্রভু আমারে করিছ
নিশ্চয় বিজয় হবে কেন ভাবিতেছ ॥
আরাধনা কর রাম সে ব্রহ্মরূপিণী ।
মহাভয় নিবারিণী সেই কাত্যায়নী ॥
লওহে স্মরণ সেই তারিণীর পায় ।
সংগ্রামে বিজয় দান করিবে তোমায় ॥
ত্রিভুবনে নাহি দেখি এরূপ ক্ষমতা ।
কেবধে রাবণে বিনা তাঁর প্রসন্নতা ॥
রাবণ চণ্ডিকা প্রতি করে শ্রদ্ধা ভক্তি ।
তাঁর অনুগ্রহ বিনা বধে কোন ব্যক্তি ॥
পূর্ব্বে দেবী দিয়াছেন তোমায় আদেশ
জিজ্ঞাসিলে শুন তাহা কহি সবিশেষ ॥
যে সময় দুরন্ত রাবণ বিনাশিতে ।
কহিলাম তোমারে এ অবনী আসিতে ॥
সে সময়ে জানিয়া সে রাক্ষস রাবণ ।
রক্ষাকারিণীর হয় রক্ষিত সে জন ॥
তখন কৈলাশধামে যাই উভয়েতে ।
রাবণবধের জন্য প্রার্থনা করিতে ॥

নমস্কার করিয়া কহিলে বহুতর ।
সুপ্রসন্ন হও দেবি আমার উপর ॥
অবতীর্ণ হব আমি মানব রূপেতে ।
রাক্ষস রাবণ তারে বিনাশ করিতে ॥
ব্রহ্মার বাক্যেতে আর দেবতা সকলে ।
তাহাদের অনুরোধে যাব ভূমণ্ডলে ॥
শুনিয়াছি রাবণের আছয়ে ভকতি ।
সর্ব্বদা প্রার্থনা করে তোমাতেই মতি ॥
তোমার প্রসাদে রণে সর্ব্বত্র বিজয় ।
তাহইলে কিরূপে বিনাশ তার হয় ॥
এইরূপে নানা বাক্য কহিলে বিস্তর ।
তোমার বাক্যেতে দেবী দিলেন উত্তর
কহিলেন শুন ওহে দেব নারায়ণ ।
সংগ্রামের কালে মোরে করিবে স্মরণ ॥
রাবণের ক্ষিপ্ত সেই সুদারুণ শর ।
ভেদ কভু না করিবে তব কলেবর ॥
অকালেতে বিধিবৎ করিবে অর্চ্চনা ।
তবে লঙ্কাপুরে তব সঙ্কট রবেনা ॥
ব্রহ্মা কন শুন রাম বচন আমার ।
রাক্ষস বধ সাধনে বাসনা তোমার ॥
এক্ষণে দেবীর পদে রাখ সদা মন ।
গুরুদত্ত দিব্য মন্ত্র করহ স্মরণ ॥
করহ দেবীর পূজা একান্ত মনেতে ।
কৃতকার্য্য হবে রাম রাবণ নাশিতে ॥
সকলি জানেন রাম ব্রহ্মা যা বলেন ।
লোক উপদেশ জন্য জিজ্ঞাসা করেন ॥
রাম কন দেবীপূজা সুসময় নয় ।
সম্প্রতি যে সুরেশ্বরী নিদ্রিত আছয় ॥
কৃষ্ণ পক্ষ এক্ষণে হে হয়েছে সঞ্চার ।
নিদ্রিতা দেবীর পূজা করি কি প্রকার
না হও ব্যাকুল রাম কহিলেন বিধি ।
চৈতন্য সাধন জন্য করিব হে বিধি ॥
অকালে মহামায়ার করিব অর্চ্চনা ।
সেজন্য তোমায় চিন্তা করিতে হবেনা ॥
শ্রীরাম বলেন ইথে হইবে বিজয় ।
কিন্তু এ বিষয়ে মনে হইতেছে ভয় ॥

রাবণ কর্ত্তৃক যদি হন সংপূজিত।
সন্তোষ করিয়া বর পায় মনোনীত ॥
তাহইলে কিরূপে মরিবে দশানন।
কিরূপে রাক্ষস কুল করিব নিধন ॥
ব্রহ্মা কন শুন রাম কমললোচন।
তব হস্তে মরিবে সে দুর্ব্ত্ত রাবণ ॥
হরন করেছে যবে সীতা ঠাকুরাণী।
দেবীর সে অন্যমূর্ত্তি লক্ষ্মী স্বরূপিনী ॥
লোভেতে রমন ইচ্ছা করে দুরাচার।
তদবধি কৌষিকির কোপের সঞ্চার ॥
বিপত্তি রূপেতে তার পুরে অবস্থান।
কিছুতেই রাবণের নাহি পরিত্রাণ ॥
যেখানে সাক্ষৎ ধর্ম্ম সদা বিরাজিত।
শ্রী কান্তি আদি করি হন উপস্থিত ॥
যেখানে দেখহ অধর্ম্মের আবির্ভাব।
শান্ত মূর্ত্তি ধারিণীর হয় উগ্রভাব ॥
বিপত্তি দায়িকা মূর্ত্তি করেন ধারণ।
শুন রাম বলি তার এইসে কারণ ॥
অহঙ্কারে যেই ধর্ম্ম করে অতিক্রম।
শিবশক্তি নষ্টকরে তাহার সেভ্রম ॥
হে রঘুনন্দন শুন পূর্ব্ব ইতিহাস।
বলিব তোমায় তাহা করিয়া প্রকাশ ॥
পঞ্চানন সম মম ছিল পঞ্চানন।
বলিয়া ছিলাম মহাদেবে কুবচন ॥
অহঙ্কার দেখি তবে দেব পঞ্চানন।
আমার পঞ্চম শির করেন ছেদন ॥
তদন্তর আমি ধরি এ চারি বদনে।
নারায়ণ সহ যাই দেবী সন্নিধানে ॥
দেখিলাম মহারুদ্র তথা উপস্থিত।
আমি বিষ্ণু মহেশ্বর তথায় মিলিত ॥
দেবী নমস্কার করি শম্ভুর সাক্ষাতে।
ইচ্ছা করিলাম মম দুঃখ জানাইতে ॥
হে জননী মম দর্প তব অনুগ্রহ।
সুর সভা মধ্যে শম্ভু করেন নিগ্রহ ॥
আমার পঞ্চম শির করেন ছেদন।
হে জননী মম দোষ আছে কি এখন ॥

আমার কাতর স্বরে হইল করুণা।
কহিলেন মম প্রতি প্রফুল্লবদনা ॥
হে বৎস জীবের কৃত কর্ম্ম যে সকল।
তাহাতে প্রদান করে শুভাশুভ ফল ॥
আমি দিই কর্ম্ম ফল করিয়া বিচার।
আমা ভিন্ন অন্যের এ নাহি অধিকার
শুভ বা অশুভ তার কার্য্য অনুষ্ঠানে।
সেই রূপ ফলভাগী হয় মম স্থানে ॥
দুষ্কর্ম্ম করিলে কিসে সুফল পাইবে।
সুকৃতিবানেতে কষ্ট কখন না পাবে ॥
আত্ম কন্যা সন্ধ্যা তুমি করিয়া দর্শন।
হইয়া বিবেক শূন্য কামেতে মগন ॥
যেই রূপ অভিপ্রায় মনে করেছিলে।
সেই অনুযায়ী ফল তাই হে পাইলে ॥
শিবক্রোধ সত্য সে নিমিত্তমাত্র হয়।
এ বিষয়ে মহাদেব অপরাধী নয় ॥
কন্যা প্রতি কাম চিন্তা করে যেই জন।
তাহার উচিত শাস্তি মস্তক ছেদন ॥
কর্ম্মের ফলবিধাত্রী আমি হে বিধাত।
শুভাশুভ যাহা কিছু হয় সংঘটিত ॥
আমি ত্রিজগৎ মধ্যে নিয়ন্ত্রী যে হই।
ইহার অন্য নিয়ন্তা নাহি আমা বই ॥
শুন হে ব্রহ্মণ ধর আমার বচন।
শিব জন্য বৃথা দুঃখ কর অকারণ ॥
অগ্নিই তোমারি হন পঞ্চমবদন।
সুরগণ তাহে হব্য করিবে গ্রহণ ॥
তদন্তর তিন জনে একত্রে মিলিয়া।
দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া ॥
করিলাম স্তব স্তুতি এই তিন জন।
হে মাতঃ তব শরীর হইতে জনন ॥
তব দেহে লয় হবে ও জগত মাতা।
কিন্তু তুমি জন্ম মৃত্যু হও বিবর্জ্জিতা ॥
তোমার মহিমা মাগো কিরূপে জানিব
কিরূপে সন্তোষ বল তোমারে করিব ॥
একণে প্রার্থনা করি ওগো জগদ্ধাত্রি।
প্রসন্ন হওগো মাতা আমাদের প্রতি ॥

শিব কন পদরেণু লভিব বলিয়া।
রাখিয়াছি গঙ্গা দেবী মস্তকে ধরিয়া॥
যাঁর পাদপদ্মরেণু চরম সময়।
অনায়াসে জীবকুলে উদ্ধার করয়॥
হৃদয়ের মধ্যে তব ও চরণ ধরি।
সেই বলে কালকূট বিষপান করি॥
সেইবলে মৃত্যুকেও জয় করিয়াছি।
সেইবলে সর্ব্বদা আনন্দে ভাসিতেছি॥
সেইবলে ত্রিজগৎ তুচ্ছ জ্ঞান হয়।
সেইবলে এ শরীর হয়েছে অক্ষয়॥
তোমার ও পাদপদ্মে নমস্কার করি।
প্রসন্ন হও গো মাতঃ ওগো সুরেশ্বরি॥
হে অম্বিকে বলিয়া কহেন নারায়ণ।
সমুদ্রে ভুজঙ্গশিরে করিগো শয়ন॥
সেবা করিতেছে সদা লক্ষ্মী সরস্বতী।
আনন্দে সম্ভোগ করি সে সুখ সুষুপ্তি॥
অসীম দুস্তর সেই সমুদ্র তোমার।
তোমারে সন্তোষ মাতা করি কি প্রকার
অদ্বিতীয় হেতু তুমি এ বিশ্বসংসারে।
কেহই শক্তি প্রভাবে জানিতে না পারে
কি রূপে হতেছে সৃষ্টি অখিল সংসার
অবগত হতে পারে সাধ্য আছে কার॥
হয়েছি কাতর কর কৃপা বিতরণ।
তোমারি সন্তান মাগো করহ পালন॥
ব্রহ্মা কন তব রূপগুণ নহি জ্ঞাত।
কথঞ্চিত স্তোত্র তব আছি অবগত॥
তাহাও কহিতে বহু যুগ যুগান্তেতে।
সহস্র সহস্র মুখে না পারি বলিতে॥
এ রূপে বিবিধ স্তুতি করি তিন জনে।
প্রণাম করিয়া যান নিজ নিজ স্থানে॥
হে রাম এক্ষণে তুমি সব শুনিয়াছ।
দুরাত্মা বধের জন্য বৃথা ভাবিতেছ॥
মন্দোদরীগর্ব্ভে জন্ম সে চারু রূপিণী
জনকনন্দিনী যিনি তোমার ঘরণী॥
যে সময়ে কামার্ত্ত হইয়া লঙ্কেশ্বর।
রমণ মানসে আনে লঙ্কার ভিতর॥

রাজলক্ষ্মী তখনই হন তিরোহিত।
রাক্ষস বধিতে রাম না হইও ভীত॥
বিধিঅনুসারে তুমি অর্চ্চনা করিবে।
নিশ্চয় বিপক্ষ জয় করিতে পারিবে॥
যে কিছু তাহার ছিল কর্ম্মের সাধন।
ফলভোগ করিয়াছে তাহার মতন॥
এক্ষণে দুষ্ক্রিয়া করিতেছে যে প্রকার।
সমুচিত প্রতিফল পাইবে তাহার॥
অবশ্য তোমার হস্তে মরিবে রাবণ।
দেবীপূজা কর রাম স্থির করি মন॥

রাম চন্দ্রের নিকটে ব্রহ্মার মহাদেবীর
রূপ ও স্থিতিস্থান কথন।

ব্রহ্মার মুখ হইতে করিয়া শ্রবণ।
প্রসন্নাত্মা রামচন্দ্র কহেন তখন॥
সেই ভগবতী দেবী বিজয় দায়িনী।
কোনস্থানে অবস্থিত কহ দেব শুনি॥
এক্ষণে কোথায় তিনি রূপ কি প্রকার
বর্ণন করহ তাহা নিকটে আমার॥
ব্রহ্মা কন স্বয়ং তুমি অবগত আছ।
তত্রাচ আমারে রাম জিজ্ঞাসা করিছ॥
কহিব পবিত্র কথা হে রঘুনন্দন।
যে মুখে নির্গত হয় যে করে শ্রবণ॥
উভয় পক্ষেতে হয় পুণ্য উপচয়।
ব্রহ্ম হত্যা আদি পাপ যাহে ক্ষয় হয়॥
শরীর সম্পন্না হয়ে সেই সনাতনী।
পীঠস্থানে অবস্থান করেন যে তিনি।
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আর বহিঃ প্রদেশেতে
অধিষ্ঠান হন তিনি সকল স্থানেতে॥
বিরাজ করেন স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালে।
কৈলাশ শিখরে আর গিরি হিমাচলে॥
শিব সন্নিধানে তিনি শিবানী মূর্ত্তিতে।
বিরাজেন সেই মূর্ত্তি পৌরাণিক মতে॥
ব্রহ্মাণ্ডের বাহির্দ্দেশে সেই ভগবতী।
তান্ত্রিকের অভিমত হন দুর্গা মূর্ত্তি॥
তাঁর স্থিতিস্থান কেবা করিবে বর্ণন।
যৎকিঞ্চিৎ কহি তাহা করহ শ্রবণ

ওহে রাম স্বর্গ আদি পাতাল ভূতল।
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এ সকল॥
তাহার যে ঊর্দ্ধভাগে হয় বহুদূরে।
সুরম্য সে ব্রহ্মলোক অবস্থিতি করে॥
ব্রহ্মলোক পরে বহুদূর নিরাময়।
শিবলোক যোজনেক সুবিস্তৃত হয়॥
সেখানে প্রমথগণ সহ পরিবৃত।
করেন প্রমথেশ্বর প্রমোদ নিয়ত॥
শিবলোকে যে সকল শিবভক্তগণ।
নিয়তই হৃষ্টমনে করে বিচরণ॥
তাহার দক্ষিণভাগে সে বৈকুণ্ঠপুরী।
বিরাজেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী॥
কমলা সহিত তিনি সে স্থানে নিয়ত।
উপভোগ করিছেন আনন্দ সতত॥
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় তথা নানা রত্নজাল।
বিরাজেন বনমালী সদা নিত্যকাল॥
বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ দানব দেবতা।
সালোক্যপদবী লাভে নিত্য প্রমোদিতা॥
তথায় গরুড় বৈষ্ণবের চূড়ামণি।
পুরদ্বারে প্রহরী রূপেতে হন তিনি॥
শিবলোক বামভাগে আছে গিরিলোক
সর্ব্বদা আনন্দময় নাহি রোগশোক॥
মণি মাণিক্যে মণ্ডিত মনোহর অতি।
তথায় বৈদিকী মূর্ত্তি দেবী ভগবতী॥
অতসী কুসুম কান্তি দশ বাহুন্বিতা।
সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা দেবী বিরাজিতা॥
শোভিছে ষোড়শ দ্বার সুরম্য মন্দিরে।
বিচিত্রিত বিভূষিত নানা অলঙ্কারে॥
দেবতা মুনীন্দ্র বৃন্দ সতত আছয়।
স্তুতি বাক্যে স্তব পাঠ নিয়তই হয়॥
অগণ্য চেটিকা আর ভৈরবিগণেতে।
প্রহরী হইয়া রক্ষা করে চারিভিতে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সমাগত হয়ে।
সর্ব্বদা দেবীর পূজা অর্চ্চনা করয়ে॥
বৈকুণ্ঠের বামভাগে সে গোলোকপুরী।
বিরাজ করেন তথা গোলোক বিহারী
সুবিচিত্র চতুর্দ্দিক রত্নে বিভূষিত।
বেদধ্বনি নিয়তই হয় নিনাদিত॥
তথায় পবিত্র মূর্ত্তি রাধিকা সহিতে।
রাধিকাপতি বিহার করেন সুখেতে॥
তার উর্দ্ধে পঞ্চাশত কোটি যে যোজন।
দেবীর পবিত্র স্থান পরম গোপন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আর রুদ্র এই তিন জন।
তাঁহাদের বোধগম্য নহে কদাচন॥
বেদাগমে ব্রহ্ম রূপে বিরাজেন যিনি।
সেই স্থানে ভগবতী মূর্ত্তিমতী তিনি॥
তিনিই নিরুপদ্রবা সূক্ষ্মা বিশ্বাত্মিকা।
সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ মাত্র একা॥
নিত্যা হয়ে বিহার মানসে দেহধরি।
বিশ্বের আশ্রয় স্থান সেই বিশ্বেশ্বরী॥
যাঁর পদনখদ্যুতি পাইবার তরে।
সমস্ত অখিল তপ করে অনাহারে॥
আগম নিগম আদি ধর্ম্মশাস্ত্র সবে।
নিয়ত ব্যাকুল যাঁর ভাবের অভাবে॥
মুমুক্ষু যে যোগিগণ জানি নিরাকার।
তত্রাচ সতত ধ্যান করয়ে তাঁহার॥
তাঁহারি অংশেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
শ্রুতিতে বর্ণিত আছে শুনি পরাপর॥
যে প্রকার দ্রবময়ী গঙ্গা অবনীতে।
মিশ্রিত সমুদ্র স্রোতে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে॥
সে রূপে ব্রহ্মের অংশে উৎপন্ন হইয়া।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তি ধরিয়া॥
তিনিই করেন সৃষ্টি করেন পালন।
তিনি ও বিশ্ব সংসার লয়ের কারণ॥
মহাত্মাদি হেতুভূত অন্য কেহ নয়।
প্রাধান্য সৃষ্টি বিষয়ে তাঁহাতে আছয়॥
অজ্ঞান সামান্য মতি যত জীবগণ।
মহামোহে না জানিয়া সে মূল কারণ॥
তাঁহাদের মনে এই আছয়ে ধারণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এরাই কারণ॥
যে রূপ মৃণ্ময় ঘট জন্মে যে প্রকার।
চক্রকে কারণ বলে ছাড়ি কুম্ভকার॥

অজ্ঞান সে জীবগণ তাহাদের ভ্রম।
শিবের শক্তির শক্তি করে অতিক্রম॥
দুর্জ্জয় মায়া প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে মূঢ়।
এইরূপ ধারণা করয়ে মনে দৃঢ়॥
বাস্তবিক তিনি হন জগত আধার।
তিনিই রক্ষাকারিণী অন্যে নহে আর॥
তাঁহারি মোহবন্ধনে জীবের বন্ধন।
প্রীত হইলে ভবপাশ করেন মোচন॥
বট পত্রময়ী তিনি সে মহা সাগরে।
রক্ষাপান নারায়ণ যাহার উপরে॥
চৈতন্যরূপিণী তিনি জানিহ নিশ্চয়।
তাঁহার অভাবে এ জগত শূন্যময়॥
লীলাপরবশ হয়ে ইচ্ছাক্রমে তাঁর।
বিরূপাক্ষ সহ তিনি করেন বিহার॥
স্বকীয় ইচ্ছায় মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
আপনিই বিশ্বেশ্বরী প্রাদুর্ভূত হন॥
পড়িলে বিপদে ভক্ত করেন নিস্তার।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তাই নাম তাঁর॥
মন্দভাগ্য ব্যক্তি নাম করিলে স্মরণ।
সহজে সৌভাগ্য লাভ করয়ে সেজন॥
ওহে রাম সেই দেবী বিদ্যার প্রধান।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করেন প্রদান॥
তিনিই বিপক্ষ পক্ষ করেন নিধন।
এক্ষণে সে স্থিতিস্থান করহ শ্রবণ॥
রত্ন দ্বীপ নাম সুধাসাগরে বেষ্টিত।
পরম সুরম্য স্থান আছয়ে কীর্ত্তিত॥
সে স্থানের চতুর্দ্দিক উজ্জ্বলিত স্বর্ণ।
কল্পপাদপেতে তাহা হয় সমাকীর্ণ॥
তথায় বসন্ত কাল আছে সর্ব্বদাই।
ষড় ঋতু সেই স্থানে আবির্ভাব নাই॥
ত্রিপথ গামিনী তথা পূর্ণা স্রোতঃস্বতী।
সুস্বাদ সলিল তার সুনির্ম্মল অতি॥
শোভিত মণি মাণিকে যত পক্ষীগণ।
সুমধুর স্বর করিতেছে বিতরণ॥
দেবাংশ সম্ভূত ব্যক্তিগণ সে স্থানেতে।
দেবীগুণ গানে রত মধুর ধ্বনিতে॥

দক্ষিণ হইতে বহে সুগন্ধ পবন।
হতেছে জীবের তাহে আনন্দ বর্দ্ধন॥
তথায় ভবানীভক্ত করে অবস্থান।
আনন্দে কাটায় কাল ভৈরব সমান॥
দেবী উপাসনা যথা হয় নৃত্যগীত।
তথায় করয়ে বাস হয়ে প্রমুদিত॥
সকলের বাসস্থান রত্নে সুশোভিত।
তোরণ সকল রত্ন জালে অলঙ্কৃত॥
দেবীপুর রত্নময় প্রাকার বেষ্টিত।
চন্দ্রকান্ত কৌস্তুভাদি মণি বিভূষিত॥
চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্বারে আছয়ে ভৈরব।
হস্তে রত্নদণ্ড শূল তাহে ঘোররব॥
ভৈরবীগণেতে দ্বারপালনে নিযুক্ত।
সর্ব্বদা তাহারা গান বাদ্যে অনুরক্ত॥
বিচিত্র পতাকা উড়েছে শত শত।
চত্বর সকল মধ্যভাগে বিরাজিত॥
তাহার চৌদিকে হর্ম্ম্যমালা বিমণ্ডিত।
অগণন রক্ষগণ আছয়ে নিরত॥
অন্তঃপুর দ্বারেতে বিরাজে গজানন।
ভ্রাতার সহিত তিনি ধ্যান পরায়ণ॥
তাঁহার ঐশ্বর্য্য রাম কব আর কত।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তথায় অবস্থিত॥
অপেক্ষা করয়ে কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটি পশুপতি মুদিত নয়ন॥
বিচিত্র মণি মণ্ডপ অন্তঃপুর মধ্যে।
তাহে উপবিষ্টা দেবী বিশ্বের আরাধ্যে
বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় সিংহাসনোপরি।
বিরাজ করেন তাহে বিশ্বের ঈশ্বরী॥
সহস্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান আভা।
বলিবার নহে তাহা সেই অঙ্গপ্রভা॥
শরতের নিশানাথ সম সে বদন।
কৌস্তুভ মণি মণ্ডিত কিরীট ধারণ॥
মহামণি মাণিক্যে সমূহ বিরচিত।
সে হারাবলীতে বক্ষ দেশ সুশোভিত॥
সুচারু দশন পংক্তি অতি সুশোভন।
রুচির সে হাস্য আর প্রফুল্ল লোচন॥

কর্ণ ও নাসিকা সবিশেষ অলঙ্কৃত।
মুখাম্বুজদ্যুতি চন্দ্র কলায় মিশ্রিত॥
চতুর্ভুজ সুশোভিত রতন ভূষণে।
বিরাজেন দেবী সিংহ পৃষ্ঠ আরোহণে॥
পরিধান রক্তবাস অতি মনোহর।
সুচারু সে পাদপদ্ম দেখিতে সুন্দর॥
মহা ব্রহ্মা মহাবিষ্ণু আর মহেশ্বর।
সম্মুখে করেন তাঁরা স্তব নিরন্তর॥
বামে ও দক্ষিণে জয়া বিজয়া দুজন।
সুরম্য ব্যজনী হস্তে করয়ে ব্যজন॥
আপনি কমলা দক্ষিণেতে অবস্থান।
অগুরু গন্ধাদি করিছেন সম্প্রদান॥
বামপার্শ্বে বীণা পাণী হয়ে অধিষ্ঠান।
বেদাগম সুসঙ্গত করিছেন গান॥
অপরাজিত প্রভৃতি যোগিনীগণেতে।
রত্নপাত্রে ধরি সুধা প্রিয় কামনাতে॥
নারদ প্রভৃতি করি যত মুনিগণ।
দেবীর চরিত তথা করয়ে কীর্ত্তন॥
নন্দিনী আদি তথায় যত অনুচরী।
দাঁড়াইয়া তাম্বুল আধার হস্তে ধরি॥
এ রূপ ব্রহ্মাণ্ড কত কত দেবচয়।
অবস্থিত রহিয়াছে সংখ্যা নাহি হয়॥
হে প্রভো আমার মাত্র চারিটি বদন।
সে ঐশ্বর্য্য কি প্রকারে করিব বর্ণন॥
যদি মম কোটি কোটি বদন হইত।
শ্রুতিগণ হত যদি বাক্যঅনুগত॥
তা হইলে বোধ হয় সহস্র বর্ষেতে।
পারি কিনা পারিতাম বর্ণন করিতে॥
গায়ত্রী ইন্দ্রাদি করি লোকপাল কত।
পবিত্র ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণ যত॥
অবস্থান করিতেছে বহিঃ প্রদেশেতে।
দেবীকে দর্শন হেতু একান্ত মনেতে॥
দুর্গা পরায়ণ যাঁরা হন দেবীভক্ত।
সর্ব্বদা যাঁদের চিত্ত তাঁহাতে আশক্ত॥
তাঁহাদের পক্ষেতে সুলভ অতিশয়।
ভক্তের আয়ত্ব ভূত অন্যের তা নয়॥

দেবীর যে মূর্ত্তি যাহা জানি কহিলাম।
ইহাই তান্ত্রিক মূর্ত্তি শুন হে শ্রীরাম॥
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে দেবীর আবাস।
কহিলাম রঘুনাথ করিয়া প্রকাশ॥
পৌরাণিক অভিমত তিনি দশভুজা।
গঠিয়া মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি তুমি কর পূজা॥
তব পক্ষ হয়ে আমি অর্চ্চনা করিব।
দেবীর চৈতন্যলাভে নিযুক্ত হইব॥
নিপাত না হয় যত দিন দুরাচার।
তত দিন পূজা আমি করিব তাঁহার॥
তুমি হে দেবীর প্রতি করিয়া ভকতি।
শুচী সমাহিত হয়ে কর স্তব স্তুতি॥
পরেতে রাক্ষস সহ যুদ্ধেতে যাইবে।
নিশ্চয় বিজয়লাভ তোমারি ঘটিবে॥
এই কথা বলি ব্রহ্মা ত্রিদশ সহিতে।
উপনীত সমুদ্রের উত্তর তীরেতে॥
বিল্ববৃক্ষ সান্নিধানে সহ দেবগণ।
আরম্ভ করেন তথা দেবী সংবোধন॥
কৃতাঞ্জলি পুটে রাম উত্তরাভিমুখে।
করেন দেবীর স্তব অতি মনোদুখে॥

শ্রীরাম কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামে জয় দায়িনি।
প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোহস্তুতে॥
সর্ব্বশক্তিময়ে দুষ্ট শক্তি মর্দ্দন কারিণি।
দুষ্ট জৃম্ভিনি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
ত্বমেকা পরমা শক্তি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতা।
দুষ্টহন্ত্রী চ সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
খট্টাঙ্গাসি করে মুণ্ডমালাদ্যোতিত বিগ্রহে।
অসুরাসৃক্‌প্রিয়ে নিত্যং জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
রণপ্রিয়ে রক্তভক্ষে মাংস ভক্ষণ কারিণি।
প্রপন্নার্ত্তিহরে যুদ্ধে জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
সিংহবাহিনি গৌরাঙ্গি প্রসন্নমুখপঙ্কজে।
ত্রিশূলধারিণি রণে জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
ত্বৎপদপঙ্কজদ্বন্দ্বমোহস্তি শরণং শিবে।
বিনাশয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
অচিন্ত্য বিক্রমে চিন্ত্যরূপ সৌন্দর্য্য শালিনি।
অচিন্ত্যচরিতে চিন্ত্যে জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥
যে ত্বাং স্মরন্তি দুর্গেষু দেবীং দুর্গতিহারিণীং।
নাবসীদন্তি তে দুর্গে জয়ং দেহি নমোহস্তুতে॥

মহিষাসৃক্প্রিয়ে সংখ্যে মহিষাসুর মর্দ্দিনি।
শরণ্যে গিরিকন্যে মে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
প্রচণ্ড বদনে চণ্ডি চণ্ডাসুর বিমর্দ্দিনি।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি শত্রূন্ জহি নমোঽস্তুতে॥
রক্তাক্ষি রক্তদশনে রক্ত চর্চ্চিত গাত্রকে।
রক্তবীজ নিহন্ত্রী ত্বং জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
নিশুম্ভ শুম্ভ সংহন্ত্রী বিশ্বকর্ত্রি সুরেশ্বরি।
জহি শত্রূন্ রণে নিত্যং জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
ভবৈ নৈতৎ জগৎ সর্ব্বং ত্বং পালয়সি সর্ব্বদা।
রক্ষ বিশ্ব মিদং মাতর্হত্বৈতান দুষ্ট চেতসঃ॥
ত্বং হি সর্ব্বগতা শক্তি দুষ্ট মর্দ্দন কারিণি।
প্রসীদ জগতাং মাতর্জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
দুর্ব্বৃত্তবৃন্দ দলিনি সদ্বৃত্ত পরিপালিনি।
নিপাতয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে॥
কাত্যায়নি জগন্মাতাঃ প্রপন্নার্ত্তি হরে শিবে।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি সর্ব্বদা॥

অস্যার্থ।

সংগ্রামে জয়দায়িনি জগদ্বন্দিনি।
দয়াকরি বিজয় দেহগো কাত্যায়নি॥
শক্তিময়ি দুষ্ট শক্তি মর্দ্দন কারিণি।
সংগ্রামে দেহ মা জয় ও দুষ্ট জৃম্ভিনি॥
তুমি মা পরমা সর্ব্বভূতে অবস্থিতা।
দুষ্টহন্ত্রী দেহ জয় ত্রিজগত মাতা॥
খট্টাঙ্গাসি করে মুণ্ডমালা বিভূষিণি।
অসুরের রক্তপ্রিয়ে তুমি গো জননী॥
রণপ্রিয়ে রক্ত মাংস ভক্ষণ কারিণি।
অনুগতে দয়াকর বিজয় দায়িনি॥
গৌরাঙ্গি পঙ্কজ মুখী ও সিংহবাহিনি।
রণে জয় দেহি মাতঃ ত্রিশূল ধারিণি॥
হে শিবে ও পাদপদ্মে লয়েছি শরণ।
দেহি জয় শত্রু রণে কর বিনাশন॥
অচিন্ত্য বিক্রমে চিন্ত্যে অচিন্ত্য চরিতে
চিত্ররূপ সৌন্দর্য্যশালিনী নমোস্তুতে॥
দুর্গতিহারিণী দুর্গে যে শরণ লয়।
সিদ্ধ কর মনোবাঞ্ছা দেহ মাতা জয়॥
মহিষাসুর মর্দ্দিনি ওগো গিরিকন্যে।
কৃপাকরি দেহ জয় আমি গো শরণ্যে॥
প্রচণ্ড বদনে চণ্ডাসুর বিমর্দ্দিনী।
সংগ্রামে দেহ বিজয় যেন শত্রু জিনি॥
রক্তাক্ষি রক্তদশনে রক্তেতে চর্চ্চিতা।
রক্তবীজ নাশিনি মা ওগো দৃঢ়ব্রতা॥
নিশুম্ভ শুম্ভ নাশিনী ওগো সুরেশ্বরি।
বিশ্বকর্ত্রী দেহ জয় শত্রু জয় করি॥
সৃষ্টি স্থিতি পালনের তুমিই কারণ।
বিশ্বরক্ষা কর করি দুষ্টের দমন॥
দুষ্ট মর্দ্দন কারিণী শক্তি সর্ব্বগতা।
দেহ জয় দয়াময়ি ও জগত মাতা।
দুর্ব্বৃত্ত দলিনী তুমি সদ্বৃত্ত পালিনী।
নিপাতহ রণে শত্রু দৈত্য বিনাশিনী॥
কাত্যায়নী এ সংগ্রামে বড় পাই ভয়।
দেহ জয় দেহ জয় দেহ মা বিজয়॥

এইরূপে রাম স্তব করেন ভক্তিতে।
শূন্যেতে আকাশ বাণী হয় আচম্বিতে॥
হে রঘুশার্দ্দুল তুমি না করিহ ভয়।
লঙ্কার সমরে রাম পাইবে বিজয়॥
বিল্ববৃক্ষে ব্রহ্মা মোরে করিছে অর্চ্চনা।
আসিয়াছি আমি তব সঙ্কট রবেনা॥
শত্রুকুল ক্ষয় করি অভীষ্ট যে বর।
করিহে প্রদান বধ কর নিশাচর॥
আকাশ সম্ভব বাক্য করি আকর্ণন।
হইব বিজয়ী মনে হইল ধারণ॥
এদিকে সে কুম্ভকর্ণ পাইয়া সময়।
রণক্ষেত্রে উপনীত রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
প্রকাণ্ড শরীর হুহুঙ্কার ভয়ঙ্কর।
প্রকম্পিত হয় তায় কানন ভূধর॥
বিচলিত ধরা ক্ষুব্ধ তাহে সরিৎপতি।
রথ অশ্ব কুঞ্জরের ভীম রব অতি॥
সমীরণ সহকারে হইল প্রবল।
লতিকার ন্যায় কম্পে শব্দে পৃথ্বীতল॥
বানরগণতে ভয়ে ভীতান্তঃকরণ।
দিক দিগন্তরে সব করে পলায়ন॥
কুম্ভকর্ণে দেখি রাম নিপুণতা রণে।
উদ্দেশে প্রণাম করি দেবীর চরণে॥

প্রচণ্ড কোদণ্ড হস্তে ধারণ করতঃ।
রণভুমে রামচন্দ্র হন উপনীত ॥
এদিকে ক্রোধিত অতি বীর কুম্ভকর্ণ।
প্রহারে বানরগণে করি ছিন্ন ভিন্ন ॥
ধরিয়া ভক্ষণ সুখে করিতে করিতে।
আসি উপনীত দুষ্ট রাম সম্মুখেতে ॥
দেখিল শ্রীরাম চন্দ্রে কৃতান্ত স্বরূপ।
দূর্ব্বাদল শ্যামবর্ণ অতি অপরূপ ॥
নীলপদ্ম সম তাহে বিশাল লোচন।
বিরাজেন রণমাঝে সহিত লক্ষ্মণ ॥
দেখি দুষ্ট রণমদে নিনাদ করয়।
প্রলয়ের কাল যেন হইল উদয় ॥
তাহা দেখি রঘুনাথ ক্রোধিত অন্তর।
যোড়েন ধনুকে বাণ হইয়া তৎপর ॥
দুইদলে মহাযুদ্ধ তুমুল সংগ্রাম।
সমন সমান মূর্ত্তি ধরেন শ্রীরাম ॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর পূজা ও স্তব।

এদিকে রাঘব জয় করিয়া মনন।
পূজারম্ভ করিলেন সে হংসবাহন ॥
অকালেতে অনুষ্ঠান করেন অর্চ্চনা।
লঙ্কাযুদ্ধে শ্রীরামের পুরাতে কামনা ॥
চেতন করিতে সেই জগদম্বীকার।
বেদউক্ত মন্ত্রপাঠ করি বারম্বার ॥

মন্ত্র।

ও রুদ্রভির্বসুভিশ্চরাম্যহং আদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রা বরুণোভাবিভর্ম্যহ মিন্দ্রাগ্নি মহমশ্বিনৌভাঃ ॥
অহং সোম মহৈনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমতপুষণমহং দদামি।
দ্রবিণং হবিষ্যতে সুপ্রাচ্যে যে যজমানায় সুন্নতে ॥
অহংবাষ্ট্রীসংগমনী বসুনাঞ্চি ত্রিধাতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তম্মে দেবীব্যদধুঃ অহং পুর ত্রাভুরিস্থাত্রীং ভুরি বেশয়ন্তীং ॥
ময়াসোন্নমতি যো বিপস্যতি যঃ প্রীণাতি য ইদং শ্রণোত্যুক্তং।
অমন্তরোষস্ত উপাস্ত শ্রুতিশ্রুত অধমস্ত বদামি ॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রংকৃণোমি তং ব্রহ্মাণ তমৃষিং তং সুমেধাঃ ॥
অহং রুদ্রায়ৈ ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শবরেহ সুরাট্।
অহং জ্বনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবীমাবিবেশ ॥
অম্বরেপ্যি তবমূর্দ্ধা স্বয়ামি পত্যাং তাঁসমুদ্রে।
তাঃ সমুদ্রে ততোধিতিষ্ঠে র্ভবনানি বিশ্বেতামুসুত্যাং ॥
ধর্ম্মনোপস্পৃশামি অহমিববাতইবপ্রষারম্যারভমান।
পরোদিবা পবতৃণা পৃশ্নিব্যে তাবতী মহিমা সংবভুব ॥
ওঁনমো বিদনায়ৈ ভুভুর্বঃ স্ব পরমর্থঃ,
কলায়ৈ পরমানন্দসন্দোহস্বরূপায়ৈ লোকত্রয়াবিম্নভি,
নিবাপসারক পরম জ্যোতিরূপায়ৈ সমদভিলাসতিক্ত-

রসদুষিত দোষাপসারণ পরমামৃতরসরসায়নী মৃতরূপায়ৈঃ,
মূর্ত্তিমাপ্ত কোটি চন্দ্রবদনায়ৈঃ তে দুর্গে দেবি।
সর্ব্ববেদোদ্ভবে নারায়ণি তেজঃ-
শরীরে পরমাত্মনঃ প্রসীদতে নমোনমঃ॥
হূংকাররূপি প্রণব স্বরূপে হ্রীং-
রূপিণি অম্বিকে ভগবত্যম্ব ত্রিগুণ প্রসূতে নমোনমঃ।
স্ফেং স্ফোং স্বাহা রূপিণি বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলাহল-
মুখি সর্ব্বে প্রসীদ জানে দেবী মীদৃশীং
ত্বাং মহেশীং স্থানে স্বাগতং ভবনে ঽস্মিন্ শক্রস্তুং।
মিত্ররূপাচ দুর্গ দুর্গম্যাত্বং যোগিনামন্তরে ঽপি॥

পূজা সমাধান করি বেদোক্ত বিধানে।
আরম্ভ করেন স্তব বিধি একমনে॥
এক হইয়াও মূর্ত্তি করহ ধারণ।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই কারণ॥
আমি বিষ্ণু মহাদেব আর দেব যত।
অপর দেবেন্দ্রবৃন্দ তোমাতে উদ্ভূত॥
তুমি স্বধা তুমি স্বাহা তুমি বষটকার।
তুমি মাগো রূপাত্মিকা তুমিই ওঁকার॥
তুমিহ পুরুষ তুমি স্ত্রীদেহধারিণী।
তুমি গো মা লজ্জাদির বীজ স্বরূপিণি॥
তুমি মাস তুমি ঋতু তুমিই অয়ন।
স্বধা রূপে কব্য তুমি করহ ভক্ষণ॥
স্বাহা রূপে যজ্ঞ হবি আহরণ কর।
তুমি দেবি শুক্লপক্ষে দেবরূপ ধর॥
কৃষ্ণ পক্ষে পূজনীয় তুমিই পিত্রাদি।
তুমি নিষ্প্রপঞ্চ মাগো নাহি তব আদি॥
নিশাকরে দিতে পার দিবাকরশক্তি।
হওগো প্রসন্ন মাতা নাহি জানি ভক্তি
দেবীসূক্ত স্তোত্র ব্রহ্মা করি সমাপন।
চৈতন্যা অবস্থা পরে করেন দর্শন॥
করপুটে বিধি আর যতেক দেবতা।
করেন প্রার্থনা বাঞ্ছাসিদ্ধি কর মাতা॥
ওগো সুরোত্তমে সুরদেবী দশানন।
পুত্র পৌত্র সহ তারে করহ নিধন॥
সংবোধিত হইয়াছ রাঘব কারণ।
দয়া করি রিপুকুল কর মা দলন॥
শুনিয়া কাতর বাক্য মহাদেবী কন।
পূর্ণ হবে অভিলাষ শুনহে ব্রহ্মণ॥
অদ্য কুম্ভকর্ণ সহ হবে যে সংগ্রাম।
সৈন্যসহ সে রাক্ষসে বধিবেন রাম॥
এ নবমী হতে আর শুক্ল নবমীতে।
মরিবে রাক্ষসগণ ইহার মধ্যেতে॥
মরিবে হে মেঘনাদ এ অমানিশায়।
আসিবে সে দশানন যুদ্ধ বাসনায়॥
সপ্তমী তিথিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।
উভয় পক্ষেতে ঘোর সংগ্রাম হইবে॥
সপ্তমী হইতে আর নবমী অবধি।
করহ মম অর্চ্চনা করি যথাবিধি॥
রচিয়া মৃন্ময়ী মূর্ত্তি পূজা উপচার।
ভক্তিভাবে স্তব স্তুতি করিবে আমার॥
পত্রিকা প্রবেশ হলে সপ্তমী তিথিতে।
আপনি প্রবেশ আমি করিব গৃহেতে॥
পূজিবে অষ্টমী দিয়া মাংস ও শোণিত
সেই দিনে সন্ধিক্ষণে হইলে অর্চ্চিত॥
শত্রু বলি সন্ধিক্ষণে প্রদান করিবে।
তাহাতেই বিপক্ষের শিরশ্ছিন্ন হবে॥
এইরূপে নবমীতে অর্চ্চিত হইব।
অপরাহ্নে দশাননে নিহত করিব॥

দশমীর প্রাতে করি মঙ্গলাচরণ।
বিমল সলিলে মূর্ত্তি দিবে বিসর্জ্জন ॥
এরূপ নিয়মে পূজি পঞ্চদশ দিনে।
নিষ্কণ্টক হবে বধ করিয়া রাবণে ॥
দেবী কন মম পূজা যে রূপে করিবে।
সেরূপে ত্রৈলোক্যবাসী সকলে পূজিবে
প্রতি বৎসরেতে যেবা করিবে অর্চ্চনা।
যত্নবতী হয়ে তার পূরাব বাসনা ॥
শত্রুহস্তে পরাভূত সে কভু হবেনা।
ভোগ না করিবে বন্ধু বিয়োগ যাতনা ॥
দরিদ্রতা দুঃখ ভোগ না হয় কখন।
সতত আমার থাকে দয়া নিবন্ধন ॥
ইহকালে পরকালে মঙ্গল পাইবে।
আয়ু পুত্র ধন ধান্য সৌভাগ্য লভিবে ॥
ভক্তি করি আরাধনা করয়ে যে জন।
তাহার নিকটে লক্ষ্মী রহে সর্ব্বক্ষণ ॥
থাকেনা কখন ব্যাধি আক্রমণ ভয়।
পলায়ন করয়ে বিরুদ্ধ গ্রহচয় ॥
অপমৃত্যু তাহাদের কদাচ না হবে।
রাজভয় দস্যুভয় কভু না ঘটিবে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি করি হিংস্র জন্তুগণ।
নিকটে তাহারা না করিবে আগমন ॥
তার ভয়ে শত্রুগণ সদা ভীত রবে।
যুদ্ধকালে সেই জন বিজয় পাইবে ॥
নিয়ত যাহারা করে আমার ভজনা।
তাহাদের কখনই দুষ্কৃতি থাকেনা ॥
আপদ জালেতে বদ্ধ করিতে না পারে
অন্তে গৌরিলোকে সেই অবস্থান করে
প্রতি বৎসরেতে যেবা অর্চ্চনা করয়।
কোটি অশ্বমেধ ফল সেই প্রাপ্ত হয় ॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে যত প্রাণীগণ।
মোহ দ্বেষ বশতঃ যে না করে অর্চ্চন ॥
রুষ্টভাব হয় মম তাদের উপরে।
মনের অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারে ॥
সাত্ত্বিক ভাবেতে যাঁরা করে উপাসনা
বলি বা সামিষ অন্ন তাহাদের মানা ॥
নৈবেদ্যাদি স্তোত্র জপ বেদাঙ্গ সম্ভূত।
ব্রাহ্মণভোজন এই সাত্ত্বিক সম্মত ॥
হিংসাবিবর্জ্জিত হয়ে সাধনা করিবে।
মম প্রসন্নতা সেই আহাতেই পাবে ॥
যেই জন রজোগুণ অধীন হইবে।
ছাগ মেষ মহিষাদি বলিদান দিবে ॥
সামিষান্ন স্তোত্র জপ ব্রাহ্মণ ভোজন।
পূজার নিয়ম এই জানিহ কারণ ॥
ধন ধান্য বিবর্দ্ধনে যাহাদের আশ।
বাসনা করয়ে করিবারে শত্রুনাশ ॥
সংগ্রামে হইব জয়ী যে ভাবে মনেতে।
আকিঞ্চন যাহাদের ঐহিক সুখেতে ॥
পরকালে সুখভোগ যার অভিপ্রায়।
রাজসিক উপচারে পূজিবে আমায় ॥
তমোগুণ অধীনা যে অর্চ্চনা আমার।
সে নহে পূর্ব্বের মত সুন্দর প্রকার ॥
বিজ্ঞানশালী লোকেরা সেই সে কারণে
সাহস না করে পূজিবারে তমোগুণে ॥
তোমরা রামের জয় মনে ভাবিয়াছ।
বিনাশ করিবে রিপু ইচ্ছা করিয়াছ ॥
শুক্ল নবমী অবধি দিবে বলিদান।
আমার প্রীতি সাধনে হয়ে যত্নবান ॥
নিয়ম পূর্ব্বক হইলেই অনুষ্ঠিত।
নিশ্চয় রাবণে রণে করিব পাতিত ॥
ইচ্ছা যে করিবে মম সন্তোষ সাধনে।
অবশ্য সে দিবে বলি নবমীর দিনে ॥
অভক্তির পাত্র কিম্বা ভক্তি বাধ্য হয়ে
জানত বা অজানত যে জন পূজয়ে ॥
অবশ্য বলি প্রদান কর্ত্তব্য তাহার।
সবিশেষ অনুরাগ তাহাতে আমার ॥
হইলে সামর্থ্য হীন যে কোন রূপেতে।
বলিদান দিবে মহা নবমী তিথিতে ॥
ওহে সুরগণ শুন ইহার কারণ।
মহা যজ্ঞফল ভাগী হইবে সে জন ॥
অপত্য সুখ ভোগেতে যে জন বঞ্চিত।
অষ্টমীতে উপবাস তাহার উচিত ॥

নবমীতে বলি উপবাস অষ্টমীতে।
মহত্তর ফললাভ হইবে ইহাতে॥
দেবীর নিকটে শুনি দেবগণ যত।
জয়লাভ অভিলাষে কার্য্যে হন রত॥

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ।

মর্ত্তলোকে ব্রহ্মা সুরলোকে সুরগণে।
করিছেন মহোৎসব দেবীআরাধনে॥
অতঃপর কুম্ভকর্ণ সহিত শ্রীরাম।
উভয়েতে ঘোরতর বাজিল সংগ্রাম॥
ভীমপরাক্রম সেই রাক্ষস দুর্জ্জয়।
নিপাত করেন রাম নিশীথ সময়॥
দুর্জ্জয় ভীষণ মূর্ত্তি কপি শত শত।
লক্ষ কোটি নিশাচরে করিল নিহত॥
রণ স্থলে হয় ঘোর নদী বিরচিত।
প্রবাহিত তরঙ্গিনী শোণিত মিশ্রিত॥
মৃতদেহ মুণ্ডমালা ভাসিতে লাগিল।
প্রলয়ের কাল যেন উদয় হইল॥
ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
বারংবার বিলাপ করয়ে দশানন॥
আশ্বাসিত করি তারে সান্ত্বনা বাক্যেতে।
যুদ্ধে যায় অতিকায় কৃষ্ণ দশমীতে॥
এখানে শ্রীরাম বধ করি কুম্ভকর্ণে।
উপনীত হন আসি বিরিঞ্চি যে খানে॥
সংগ্রামের বার্ত্তা ব্রহ্মা করিয়া শ্রবণ।
শত্রুর বিনাশোপায় কহেন তখন॥
বিধিবাক্য রামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া।
দশমীর প্রাতঃকালে বলিদান দিয়া॥
দেবীর চরণ-প্রান্তে করিয়া প্রণাম॥
পুনর্ব্বার যুদ্ধে যাত্রা করেন শ্রীরাম।
এ দিকেতে রণভূমি করি প্রকম্পিত।
অতিকায় রাম সৈন্য করে বিমর্দ্দিত॥
বানরেরা হস্তে গদা বৃক্ষ ও পাষাণ।
কোটি কোটি রাক্ষসের লইল পরাণ॥
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ তুমুল সংগ্রাম।
দিবা রাত্র তিন দিন নাহিক বিশ্রাম॥

ত্রিশূল পরিঘ গদা মহাস্ত্র প্রবল।
প্রজ্বলিত হইল যে সংগ্রাম অনল॥
বিনা মেঘে বৃষ্টিধারা হয় নিপতিত।
দারুণ প্রবল বায়ু হয় প্রবাহিত॥
হইল অশনিপাত সমর ক্ষেত্রেতে।
কম্পিত দেবতাগণ থাকিয়া শূন্যেতে॥
চতুর্থ দিবসে ত্রয়োদশী নিশা তায়।
লক্ষ্মণের শরে রণে পড়ে অতিকায়॥
আর যত অন্য অন্য নিশাচরগণ।
রাঘবের হস্তে তারা হইল নিধন॥
কেহ কেহ পলাইয়া যায় রণস্থল।
অঙ্গদাদি হনুমান বধে সে সকল॥
বানরেতে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল॥
প্রফুল্ল মনেতে বাহু করি প্রসারণ।
আদরে অনুজে রাম করি আলিঙ্গন॥
উপস্থিত হন আসি ব্রহ্মার সদন।
দেবী পূজি পুনঃ রণে করেন গমন॥
এদিকে লঙ্কাধিপতি পাপিষ্ঠ রাবণ।
পুত্রের বিনাশ বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
মেঘনাদে রাখি পুর রক্ষণ কার্য্যেতে।
আপনি চলিল যুদ্ধে সংগ্রাম স্থলেতে॥
হইল ভীষণ রণ রাক্ষস বানর।
কৃতান্ত পাইল ভয় দেখিয়া সমর॥
যুঝিছে রাবণ রাম লক্ষ্মণ সহিত।
রণ দেখি দেবগণ হন ভয়ে ভীত॥
বিভীষণে দেখিয়া দুরাত্মা দশানন।
ক্রোধেতে অমোঘ শক্তি করিল ধারণ।
লক্ষ্মণ সে বিভীষণে দিতে প্রাণদান।
সম্মুখ যুদ্ধেতে আসি হন যত্নবান॥
তাহা দেখি দশানন করিলেক লক্ষ।
সেই শক্তি দিয়া বিন্ধে লক্ষ্মণের বক্ষঃ॥
শক্তির প্রভাবে বীর হইয়া মূর্চ্ছিত।
ধরাশায়ী হইয়া হলেন নিপতিত॥
লক্ষ্মণে লইয়া যাব লঙ্কার মধ্যেতে।
ভাবিয় রাবণ যায় লক্ষ্মণে ধরিতে॥

পরম আহ্লাদে বাহু করে প্রসারণ।
অদূরে থাকিয়া দেখে পবননন্দন ॥
বক্ষঃপরে দৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিল।
প্রহারে রাক্ষস রাজ মূর্চ্ছিত হইল ॥
ধ্বজমুষ্টি ধরি করে রুধির বমন।
সংজ্ঞা লাভ করি করে ধনুক ধারণ ॥
অগ্রসর হয় বীর মারুতির প্রতি।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র ক্রোধান্বিত অতি ॥
বিশাল সে শরাসন করিয়া গ্রহণ।
রাবণের প্রতি কন করি সম্বোধন ॥
এই যুদ্ধে যদ্যপি না কর পলায়ন।
নিশ্চয় তোমার আজি বধিব জীবন ॥
বলিয়া ক্রোধেতে শর করেন সন্ধান।
তাহা দেখি দশানন করিল প্রস্থান ॥
পলায় রাক্ষস রাজ হয়ে অপমান।
ভীম পরাক্রম ইন্দ্রজিৎ বিদ্যমান ॥
জনকে আশ্বাস বাক্যে করি আশ্বাসিত
রণযাত্রা করিলেক স্বসৈন্য সহিত ॥
আরম্ভ হইল যুদ্ধ লক্ষ্মণের সনে।
দেখি ভয়াবহ রণ কম্পে দেবগণে ॥
ছাড়েন অমোঘ অস্ত্র লক্ষ্মণ ক্রোধিত।
সেই বাণাঘাতে পড়ে বীর ইন্দ্রজিৎ ॥
অমাবস্যা নিশিতে পড়িল মেঘনাদ।
দূতগিয়া রাবণেরে জানায় সংবাদ ॥
পুত্রের নিধন বার্ত্তা পেয়ে লঙ্কেশ্বর।
ক্রন্দন বিলাপ রাজা করিল বিস্তর ॥
চলিল রাবণ যুদ্ধে মহাক্রোধ মনে।
দেবান্তক প্রভৃতি রাক্ষসী সেনাগণে ॥
প্রতিপৎ হইতে আর নবমী অবধি।
প্রচণ্ড সংগ্রাম প্রতিদিন নিরবধি ॥
হয় নাই হইবেনা এরূপ সমর।
ত্রিলোক কম্পিত সর্ব্ব প্রাণী ভয়ঙ্কর ॥
প্রত্যহ রাত্রি অবধি হয় দিবসেতে।
বিপুল রাক্ষস সৈন্য পড়িল যুদ্ধেতে ॥
এ দিকে পরমেশ্বর লোক পিতামহ।
দেবী আরাধনা করিছেন অহরহঃ ॥

সায়ংকালে অধিবাস করিয়া ষষ্ঠীতে।
পত্রিকা প্রবেশ করাইয়া সপ্তমীতে ॥
সেই রাত্রিতেই শত্রু সংহারিণী মাতা।
রামের ধনুরুপরি হন আবির্ভূতা ॥
সন্তুষ্টা হইয়া অষ্টমীর সন্ধিক্ষণে।
অধিষ্ঠান হন দেবী শ্রীরামের বাণে ॥
বাণেতে প্রবেশি মাতা হলেন অস্থির।
কাটিতে চাহেন রাবণের দশ শির ॥
রামের নিক্ষিপ্ত বাণ দেখিয়া রাবণ।
ভয়েতে রাক্ষস করে দেবীকে স্মরণ ॥
সত্য বটে শিরশ্ছিন্ন হইল তাহার।
সেই ক্ষণে দশমুণ্ড হয় পুনর্ব্বার ॥
নাহি গেল প্রাণ দেবী স্মরণ করাতে।
ব্যথিত হইল কিন্তু সেই শরাঘাতে ॥
নবমীতে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
না যায় বর্ণন অতিশয় ভয়ঙ্কর ॥
দেখিছেন দেবগণ দ্যুলোক হইতে।
তথাপি স্থিরতা ভাব নাহি ছিল চিতে
শঙ্কটে পড়িয়া দুষ্ট ডাকে ঘনে ঘন।
অবিদ্যা রূপেতে দেবী দেন দরশন ॥
সে মহামায়ার মায়া না পারি বুঝিতে।
চিনিতে না পারে আর নিমগ্ন যুদ্ধেতে
হইয়া অমর্ষ বশ সেই দুরাচার।
শ্রীরামের সহ রণ করিছে অপার ॥
এইরূপে যুদ্ধ প্রায় তৃতীয় প্রহর।
দেবীর নিকটে রাম চলেন সত্বর ॥
দেখিলেন বসি ব্রহ্মা দেবী সন্নিধানে।
করিছেন নমস্কার দেবীর চরণে ॥
ধুপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিয়া প্রদান।
মহা নবমী তিথিতে দিয়া বলিদান ॥
অনুরোধ করিছেন বিধি বারম্বার।
রামের মানস পূর্ণ কর এই বার ॥

রাবণ বিনাশান্তে জানকীর উদ্ধার।

সময় বুঝিয়া দেবী জানিয়া কারণ।
অমোঘ উত্তম অস্ত্র দিলেন তখন ॥

রাক্ষস বিনাশভূত সে দুর্জ্জয় বাণ।
জ্বলন্ত কালাগ্নি যেন হয় দৃশ্যমান॥
হেন বাণ লয়ে ব্রহ্মা পরম সাদরে।
সমর্পণ করিলেন শ্রীরামের করে॥
অস্ত্র লাভে রঘুবর বিহ্বল পুলকে।
দেবীকে স্মরণ করি যোড়েন ধনুকে॥
সন্ধ্যাক্ষণে তীক্ষ্ণ শর শূন্যেতে চলিল।
রাবণ হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল॥
রাক্ষসের প্রাণবায়ু সহ অবশেষে।
স্ববেগে ধরণীতলে অমনি প্রবেশে॥
সংগ্রাম দর্শকগণ রাবণে দেখিল।
সুন্দর স্যন্দন হতে ভূপৃষ্ঠে পড়িল॥
তাহার পতনে হয় পৃথিবী কম্পিত।
উথলে সমুদ্র প্রাণীমাত্র বিত্রাসিত॥
বিমর্ষিত হইল রাক্ষস সৈন্যগণ।
বানরেতে জয় ধ্বনি করে ঘনে ঘন॥
ত্রৈলোক্যবাসী সকলে আনন্দে ভাসিল
রণ স্থলে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল॥
ভ্রাতৃশোকে বিভীষণ করয়ে রোদন।
তোষেন শ্রীরাম বলি প্রবোধ বচন॥
উদ্ধার করিয়া সীতা আনেন নিকটে।
উত্তীর্ণ হলেন রাম লঙ্কার সঙ্কটে॥
অনুজ ও অনুচর হইয়া বেষ্ঠিত।
ব্রহ্মময়ী নিকটেতে হন উপনীত॥
ধরণী পতিত হয়ে করেন প্রণতি।
প্রফুল্ল মনেতে করিলেন স্তব স্তুতি॥
যতেক দেবেন্দ্রবৃন্দ হইয়া একত্র।
ভক্তিভাবে পাঠ করিলেন দেবীস্তোত্র
আইলেন স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলবাসী।
উৎসবে অতিবাহিত সে নবমী নিশি॥
দশমীর প্রাতঃকালে যত দেবগণ।
জলধিগর্ভেতে মূর্ত্তি করিয়া স্থাপন॥
হইল রাবণবধ প্রফুল্লিত মনে।
সকলে চলিয়া যান নিজ নিজ স্থানে॥
দেবীর চরণপ্রান্তে করিয়া প্রণাম।
স্বকীয় আলয়ে যাত্রা করেন শ্রীরাম॥
পরম পুরুষ রাম যিনি ভগবান।
শারদীয় পূজা করিলেন সমাধান॥
দেবীর চরণ যেবা সেবা নাহি করে।
পাপাত্মা তাহার সম নাহিক সংসারে॥
শাক্ত সৌর বিষ্ণু উপাশক যদি হয়।
শারদীয়া পূজা বিধি বিধেয় নিশ্চয়॥
দেবীর প্রীতিসাধন করিবে নিয়ত।
বিশেষত পশুঘাত শাস্ত্র সুসঙ্গত॥
শৈব সৌর বৈষ্ণব যে বিদ্বেষ করিবে।
পশুদেহ ধরি সেই সংসারে আসিবে॥
সে কারণে নিস্তারিণী আসি অবনীতে
বলিছলে তাহাদের উদ্ধার করিতে॥
এই জন্য দেবী ভক্তিপরায়ণগণে।
দেবীর সমক্ষে বলি দিবেন যতনে॥
যে জন প্রতি বৎসর অর্চ্চনা সময়।
উপহার দিয়া প্রীতি সাধন করয়॥
দিব্য জ্ঞান লাভ তাহে হইবে তাঁহার।
যে জন করিবে ইন্দ্র পুর অধিকার॥
অধিক বলিতে আর নাহি প্রয়োজন।
শ্রবণ করয়ে যেবা এই রামায়ণ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিমোচন।
দেবের দুর্লভ পদ অধিকারী হন॥
শুনিলে জৈমিনি এই কথা সুচিক্কণ।
অবতীর্ণ অবনীতে হরি যে কারণ॥
এক্ষণে কি শুনিবারে তব ইচ্ছা হয়।
প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ আমায়॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
শ্রীরামাবতার কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবত পুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণাবতার কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

কালীর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণের বিবরণ।

বেদব্যাস মুখে শুনি সুমধুর বাণী।
কৃতাঞ্জলিপুটে তবে কহেন জৈমিনি ॥
তোমার মুখারবিন্দ হইতে ক্ষরিত।
সুগুপ্ত সে সুশোভন দেবীর চরিত ॥
শুনিবারে পুনর্ব্বার অভিলাষ হয়।
অনুগ্রহ করি ছেদ করহ সংশয় ॥
কৃষ্ণ রূপে স্বয়ং যিনি এই অবনীতে।
অবতীর্ণ হন আসি ভূভার হরিতে ॥
সেই সার পরাৎপরা দেবী কালীকাকে
তত্ত্বজ্ঞেরা মহাবিদ্যা বলেন তাঁহাকে ॥
কেন মহেশ্বরী নারী রূপিণী হইয়া।
ধরায় পুরুষ দেহ ধারণ করিয়া ॥
লীলাক্রমে দুষ্টলোক করেন দলন।
দয়া করি প্রভু মোরে বলহ কারণ ॥
জৈমিনির ব্যাকুলতা দেখি বেদব্যাস।
গোপনীয় দেবীতত্ত্ব করেন প্রকাশ ॥
সত্যই সত্যই সেই সত্যসনাতনী।
শম্ভু অনুরোধ বশবর্ত্তী হয়ে তিনি ॥
সেই মহামায়া দেবী মায়া প্রভাবেতে।
বসুদেব ঔরষেতে দৈবকী গর্ভেতে ॥
দ্বাপরান্তে আবির্ভূত ভূভার হরণে।
নাশিব দুর্বৃত্ত দল এই ভাবি মনে ॥
ওহে বৎস তুমি অতি ধার্ম্মিক রতন।
পূরাও মনের আশা করহ শ্রবণ ॥
কৈলাশ পর্ব্বত মাঝে নির্জ্জন মন্দিরে।
কৌতুকে শঙ্কর সহ শঙ্করী বিহারে ॥
পার্ব্বতী রূপলাবণ্য করি নিরীক্ষণ।
মনে মনে চিন্তা করিলেন পঞ্চানন ॥
আহা মরি নারীদেহ অতি মনোহর।
এই ভাবি অশ্রুধারা বহে নিরন্তর ॥
কর যুগলেতে অশ্রু করিয়া মার্জ্জন।
কহেন ঈশানী মম আছে নিবেদন ॥
তব কৃপাবলে আর কোন আশা নাই।
মানস সিদ্ধির কিছু দেখিতে না পাই ॥
এক্ষণে হে একমাত্র হয়েছে বাসনা।
যদি পূর্ণ কর শিবে ওগো শবাসনা ॥
শঙ্করের অনুনয়ে কহেন শঙ্করী।
তব অভিপ্রায় দেব বুঝিতে না পারি ॥
সে যাহা হউক আমি করিহে স্বীকার।
মন-অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার ॥
শিব কন এইমাত্র মানস মনেতে।
হইবে পুরুষ দেহ তোমার ধরিতে ॥
সে সময়ে নারী দেহ ধরিব হে আমি।
আমার প্রাণবল্লভ হইবে গো তুমি ॥
তোমার মনোহারিণী রমণী হইব।
ঐ পাদপদ্ম সদা সেবন করিব ॥

অভীষ্ট ফল প্রদাত্রী তুমি ওগো শিবে
আমার এ অনুরোধ রাখিতে হইবে ॥
শুনি মহাদেবী মহাদেবের বচন।
কহেন তাহাই হবে ওহে পঞ্চানন ॥
ভদ্রকালী মূর্ত্তি মম জলদের বর্ণ।
সে মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ রূপে হব অবতীর্ণ ॥
তুমিও স্বকীয় অংশে স্ত্রীদেহ ধরত।
পৃথিবী তলেতে গিয়া হবে প্রাদুর্ভূত ॥
শুনিয়া শিবানী বাক্য কন ত্রিপুরারি।
হব আমি বিরাজিত নয় মূর্ত্তি ধরি ॥
রাধিকা মূর্ত্তিতে বৃকভানুর নন্দিনী।
সেই মূর্ত্তি হবে তব বিলাসভোগিনী ॥
রুক্মিণী ও সত্যভামা আদি অষ্টজনা।
হইবে মহিষী তারা সুচারুলোচনা ॥
যে সকল ভৈরব সতত বশবর্ত্তী।
তাহারাও ধরিবেক রমণীর মূর্ত্তি ॥
তোমার অঙ্গনা ভাবে অবতীর্ণ হবে।
হইবে মানসসিদ্ধি নিকটেতে রবে ॥
দেবী কন তব মত বিভিন্ন মূর্ত্তিতে।
থাকিব তোমার সহ বিহার করিতে ॥
মম প্রিয় সখি দ্বয় জয়া ও বিজয়া।
শ্রীদাম সুদাম নামে পুংদেহ ধরিয়া ॥
সহবাস বাসনায় হবে আবির্ভূত।
সর্ব্বদা নিকটে রবে হয়ে অনুগত ॥
করেছেন নারায়ণ পূর্ব্বে অঙ্গীকার।
যখন পুরুষ দেহে হব অবতার ॥
হইবেন জ্যেষ্ঠ বলরাম নাম ধরি।
সতত হবেন তিনি মম প্রিয়কারী ॥
বহুদিন অবনীতে অবস্থিত করি।
পুনরায় আসিবেন সে গোলোকপুরী ॥
এই হেতু দেবী মহাদেবের বাক্যেতে।
শ্যামরূপে প্রাদুর্ভূত হন এ ধরাতে ॥
কালিকার কৃষ্ণ দেহ এই সে কারণ।
কৃষ্ণ অবতার কথা করহ শ্রবণ ॥
পূর্ব্বকালে দৈত্যদল অতি ভয়ঙ্কর।
ভবানী ও বিষ্ণু সহ করিল সমর ॥

তাঁহাদের হস্তে দৈত্য হইয়া নিহত।
দ্বাপরান্তে মহিপাল রূপে আবির্ভূত ॥
তাহাদের মধ্যে কংশ আদি দুর্য্যোধন।
স্থানে স্থানে হইল দুর্জ্জয় ক্ষত্রগণ ॥
ব্রহ্মার নিকটে আসি কহেন ধরণী।
দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে গোরূপধারিণী।
পূর্ব্বে সুরদ্বেষী ছিল যতেক দানব।
পৃথিবীতে ক্ষত্র হয়ে জন্মিয়াছে সব ॥
না পারি সহিতে তাহাদের পাপভার।
উচিত বিহিত প্রভু করুন তাহার ॥
ধরণীর দুঃখে ব্রহ্মা হইয়া দুঃখিত।
সন্তোষ করিয়া করিলেন আশ্বাসিত ॥
সঙ্গে করি লইলেন যত দেবগণ।
আপনি কৈলাশধামে করেন গমন ॥
মহাদেবী জগদ্ধাত্রী করিয়া সাক্ষাত।
তদীয় চরণপ্রান্তে করি প্রণিপাত ॥
কৃতাঞ্জলি পুটে ব্রহ্মা বলেন তখন।
শুন মাতা পৃথিবীর দুঃখের কারণ ॥
তুমি আর নারায়ণ এই দুইজনে।
পূর্ব্বে বধ করেছিলে যেই দৈত্যগণে ॥
এক্ষণে দুর্দ্দান্ত সেই দানব সকলে।
ক্ষত্র রূপে অবতীর্ণ তারা ক্ষিতিতলে ॥
অতিশয় উপদ্রবে ব্যথিত ধরণী।
তাহাদের বধোপায় কর মা আপনি ॥
অবতীর্ণ হও দেবি হয়ে অবতার।
যুদ্ধ করি নিপাতহ দানব দুর্ব্বার ॥
দেবী কন যা কহিলে সব আমি জানি
কি রূপে করিব যুদ্ধ হয়ে স্ত্রীরূপিণী ॥
এ মূর্ত্তি তাহারা সদা করয়ে ভজনা।
দানবের সহ যুদ্ধ এ রূপে হবে না ॥
প্রকাশিত হইব হে পুরুষ মূর্ত্তিতে।
কৃষ্ণ নাম ধরি বসুদেবের গৃহেতে ॥
দেবকী জঠরে জন্ম হইবে আমার।
ভদ্রকালী মূর্ত্তি রূপ মেঘের আকার ॥
বনমালা বিরাজিত শ্রীবৎস লাঞ্ছন।
প্রফুল্ল মুখকমল করিয়া ধারণ ॥

আপনার আত্মতত্ত্ব গোপন করিতে।
বিষ্ণুর যে চিহ্ন তাহা ধরিব অঙ্গেতে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিব ধারণ।
মায়াতে ক্ষত্রিয় কুল করিব নিধন॥
বলরাম রূপে বিষ্ণু জন্মিবে ধরাতে।
অন্য অংশে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন নামেতে॥
স্বয়ং ধর্ম্ম হইবেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার।
পবনাংশে ভীমসেন ভীষণ আকার॥
অশ্বিনীকুমার মাদ্রী পুত্র দুইজন।
পাণ্ডুপুত্রগণ হবে সত্য পরায়ণ॥
মম অংশে কৃষ্ণানামে জন্মিবেন যিনি।
পঞ্চ পাণ্ডবের হবে সুন্দরী গেহিনী॥
তাহার রূপ লাবণ্য করিয়া দর্শন।
ঈর্ষায় সন্তপ্ত চিত্ত হবে দুর্য্যোধন॥
ছলকরি পরাজিত করি যুধিষ্ঠিরে।
সভামধ্যে অবমানা করিবে কৃষ্ণারে॥
পাণ্ডব দিগকে ক্লেশ দিবে বিধিমতে।
ভ্রমণ করিবে তারা অরণ্য মাঝেতে॥
সে সময়ে তাহাদের সঙ্গেতে মিলিব।
যুদ্ধের যে অনুষ্ঠান সকলি করিব॥
শকুনির মতেতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন।
করিবে পাপিষ্ঠ সংগ্রামের আয়োজন॥
সেই যুদ্ধে আসিবেক অসংখ্য রাজন।
মিলিবে উভয় পক্ষে যার যাতে মন॥
সে সময়ে মায়াজাল করিয়া বিস্তার।
দুর্ম্মতি ক্ষত্রিয়গণে করিব সংহার॥
সংগ্রামে ক্ষত্রিয় শূন্য হইবেক ক্ষিতি।
বালক ও বৃদ্ধমাত্র পাবে অব্যাহতি॥
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোদ্ধা কেহ না রহিবে।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজন জীবিত থাকিবে॥
যদি কেহ সে সংগ্রামে থাকয়ে জীবিত
ছলক্রমে সে সকল করিব নিহত॥
মায়াতে সন্তান আমি করি উৎপাদন।
পরে তা সবারে আমি করিব নিধন॥
এ রূপে পৃথিবীতল করি নিষ্কণ্টক।
এ ধারে জাগিব কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক॥
যাও হে এক্ষণে বিধি যথা নারায়ণ॥
কহ তাঁরে ধরাতলে লইতে জনন॥
দেবীর চরণে ব্রহ্মা করিয়া প্রণতি।
উপনীত প্রজাপতি যথা লক্ষ্মীপতি॥
করিলেন অনুরোধ যাইতে ধরণী।
সম্মত হলেন বিষ্ণু বিধি বাক্য শুনি॥
অভিলাষ পূর্ণ ভাবি আনন্দিত মনে।
চলিলেন ব্রহ্মলোক আপনার স্থানে॥

রামকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত।

বেদব্যাস কন বৎস শুনহ জৈমিনি।
কহিব দেবীর লীলা যাহা আমি জানি
বিধি অনুরোধে বাধ্য হয়ে নারায়ণ।
অবতীর্ণ দেবকার্য্য সিদ্ধির কারণ॥
দুই মূর্ত্তি ধরি তিনি হন প্রকাশিত।
অর্জ্জুন ও বলরাম নামে পরিচিত॥
প্রথমে শুনহ রামকৃষ্ণ বিবরণ।
অর্জ্জুনের জন্ম পরে করিব বর্ণন॥
পূর্ব্বেতে অদিতি ও কশ্যপ প্রজাপতি।
করিল কঠোর তপ ভয়ঙ্কর অতি॥
শীতকালে জল মধ্যে থাকিয়া নিয়ত।
নিদাঘ সময়ে অগ্নি মধ্যে অবস্থিত॥
অনাহারে করে তপ সহস্র বৎসর।
দেবীর হইল দয়া দম্পতী উপর॥
আবির্ভূত হইলেন নয়ন গোচর।
কহিলেন তোমাদের কামনা কি বর॥
দেবীকে সম্মুখে দোঁহে করি দরশন।
নমস্কার করি পরে কহেন বচন॥
দক্ষগৃহে যে প্রকারে হয়ে দাক্ষায়ণী।
জনম লইয়াছিলে জগৎজননী॥
সেই রূপ আমাদের গৃহেতে আসিবে।
মম অভিলাষ পূর্ণ কর ওগো শিবে॥
দেবী কন পূর্ণ হবে যাহা অভিপ্রায়।
কিন্তু স্ত্রীরূপেতে হওয়া না দেখি উপায়
শঙ্করের বাসনায় বাধ্য হইয়াছি।
ধরিব পুরুষ দেহ জন্ম কহিতেছি॥

গলদেশে শ্রেণীবদ্ধ এই মুণ্ডমালা।
অবতার কালে সে হইবে বনমালা॥
তেজঃপুঞ্জ দেখিতেছ আকৃতি ভীষণ।
সৌম্য মূর্ত্তি হেরি হবে প্রফুল্লিত মন॥
হইবে বিলুপ্ত চতুর্ভুজ ত্রিনয়ন।
দ্বিভুজ ও দ্বিনয়ন করিব ধারণ॥
বিষ্ণুর চিহ্নেতে আমি চিহ্নিত হইব।
নবীন জলদকান্তি ধারণ করিব॥
এইরূপে উভয়ে করিয়া প্রবোধিত।
মহাদেবী ভগবতী হন তিরোহিত॥
আসিয়া কশ্যপ সে কারণে ধরাধামে।
খ্যাত হইলেন তিনি বসুদেব নামে॥
অদিতি দ্বিধা মূর্ত্তিতে দেবকী রোহিণী
তাঁহারা উভয়ে বসুদেবের রমণী॥
সেই সে দেবকী উগ্রসেনের নন্দিনী।
মূঢ়মতি দুরাচার কংসের ভগিনী॥
বসুদেব দেবকীর বিবাহ রাত্রেতে।
শূন্যেতে আকাশবাণী হয় আচম্বিতে॥
ইহার অষ্টম গর্ভে জন্মিবে যে জন।
তার হস্তে তব মৃত্যু শুন হে রাজন॥
নিদারুণ বাক্য শুনি সে কংস দুর্ম্মতি।
করে অসি ধাবমান ভগিনীর প্রতি॥
ব্যাকুলিত বসুদেব রমণী রক্ষণে।
প্রণমিয়া পড়িলেন কংসের চরণে॥
শুনহ রাজন রাখ বচন আমার।
সভার মধ্যেতে মম এই অঙ্গীকার॥
সন্তানাদি যা হইবে দেবকী উদরে।
জাতমাত্র সমর্পণ করিব তোমারে॥
বিশ্বাস করিয়া বসুদেবের বচনে।
দিলেন রক্ষক কংস দেবকী রক্ষণে॥
আদেশ করিয়া রাজা কন বারম্বার।
শুন হে রক্ষকগণ বচন আমার॥
যে সময়ে দেবকীর হইবে সন্তান।
সত্বরে সংবাদ মোরে করিবে প্রদান॥
এইরূপে আদেশিয়া সে রক্ষকগণে।
মন্ত্রীসহ চলিলেন আপন ভবনে॥
প্রহরী সকলে রাজআজ্ঞা অনুসারে।
সন্তান ভূমিষ্ঠমাত্র জানায় রাজারে॥
শ্রবণ মাত্রতে আসি কংস পাপাচার।
বধ করে শিলাতলে করি সম্প্রহার॥
বিনাশিয়া ষষ্ঠগর্ভ সকল সন্তানে।
আদেশ করিল রাজা সে রক্ষকগণে॥
সপ্তম গর্ভ্ভ লক্ষণ লক্ষিত হইলে।
সবিশেষ সাবধান হইবে সকলে॥

তখন বিধাতা মনে ভাবিয়া সময়।
আহ্বান করিয়া আনি যত দেবচয়॥
বিরলে মন্ত্রণা করি ত্রিদশসহিত।
কৈলাশ ধামেতে বিধি হন উপনীত॥
মহাদেব মহাদেবী করিয়া দর্শন।
কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মা কহেন বচন॥
ত্রিলোকপালিনিমাতা বলিগো তোমারে
স্বীকার করেছ যাবে অবনী মাঝারে॥
জন্মিবে দেবকী গর্ভে পুংদেহ ধরিবে।
পৃথিবীর ভার তুমি বহন করিবে॥
এক্ষণে সে দুরাচার কংস কোপমনে।
বিনাশে সে দুষ্টমতি দেবকী সন্তানে॥
শুনিয়া আকশবাণী রোষান্বিত অতি।
অষ্টম গর্ভ সন্তান হবে প্রাণঘাতী॥
ক্রমে ক্রমে ছয় গর্ভে সন্তান হইল।
শিলাতলে প্রক্ষেপিয়া সব বিনাশিল॥
অষ্টম গর্ভ তাহার হইলে প্রকাশ।
তৎক্ষণাৎ দেবকীকে করিবে বিনাশ॥
তা হইলে অবতীর্ণ হবে কি রূপেতে।
প্রবেশ করহ দেবী সপ্তম গর্ভেতে॥
দেবী কন দৈববাণী মিথ্যা কভু নয়।
জন্মিব অষ্টম গর্ভে জানিহ নিশ্চয়॥
আছয়ে উপায় ব্রহ্মা মম বাক্য ধর।
সচেষ্টিত হও আর বিলম্ব না কর॥
পূর্ব্বকালে প্রতিশ্রুত হয়েছেন হরি।
হবেন আমার জ্যেষ্ঠ রাম নাম ধরি॥

এক্ষণে বৈকুণ্ঠে তুমি করহ গমন।
এ সকল কথা তারে কর নিবেদন॥
বসুদেবঔরষেতে জন্মিবেন গিয়া।
রবেন দেবকী গর্ভ আশ্রয় করিয়া॥
মম অংশে দুই মূর্ত্তি ধারণ করিব।
রোহিণী যশোদা দুই গর্ভে প্রবেশিব॥
পঞ্চমাস গর্ভ প্রাপ্ত হইবে যখন।
রোহিণীর গর্ভ ত্যাগ করিয়া তখন॥
প্রবেশ করিব গিয়া দেবকী উদরে।
যখন আছেন বিষ্ণু গর্ভের ভিতরে॥
বিষ্ণু ও আমার মত ত্যজিয়া সে স্থান।
রোহিণী গর্ভেতে যাইবেন ভগবান॥
হইবে অষ্টম গর্ভ দেবকী তাহাতে।
জানিতে নারিবে কংস আমার মায়াতে
কৃষ্ণরূপে দেবকীর জঠরে জন্মিব।
দুর্ব্বৃত্তগণের বধ সাধন করিব॥
দুই মূর্ত্তি এককালে জনম হইবে।
দেবকী যশোদা দোঁহে প্রসব করিবে॥
দেবকীর গর্ভজাত সন্তান লইয়া।
যশোদার ক্রোড়ে তাহা স্থাপন করিয়া
স্ত্রীরূপা অপর মূর্ত্তি লইয়া ক্রোড়েতে।
বসুদেব আনি দিবে দেবকী কক্ষেতে॥
আমার স্ত্রী মূর্ত্তি কংস দেখিয়া নয়নে।
হইবেক যত্নবান তাহার নিধনে॥
আমার সে দিব্যমূর্ত্তি হয়ে মূর্ত্তিমান।
করিবেন তৎক্ষণাৎ দ্যুলোকে প্রয়াণ॥
শূন্যে থাকি বলিবেন সে কংস রাজনে।
হইবে সুকৃতি নাশ পাপ অনুষ্ঠানে॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক দুষ্কৃতি সঞ্চার।
আসিয়া গোকুল চন্দ্র করিবে সংহার॥

দেবী প্রমুখাৎ কথা করিয়া শ্রবণ।
উপনীত হন বিধি যথা নারায়ণ॥
ব্রহ্মার মুখেতে শুনি দেবীর আদেশ।
চলিলেন অবনীতে স্বয়ং হৃষীকেশ॥
এ দিকেতে দুই মূর্ত্তি ধরি ভগবতী।
ভূ-ভার হরণ জন্য হন যত্নবতী॥
যশোদা রোহিণী গর্ভে হন অধিষ্ঠান।
দেবকীর গর্ভে আবির্ভাব ভগবান॥
পঞ্চমাস গর্ভ হইলেই উপস্থিত।
বাক্যঅনুসারে দেবী হন উপনীত॥
ভয় পেয়ে বসুদেব সেই সময়েতে।
রোহিণীকে রাখিলেন নন্দভবনেতে॥
প্রসব করেন পুত্র থাকি নন্দধাম।
সুলক্ষণ গৌরকান্তি নাম বলরাম॥
এ দিকে থাকিয়া দেবী দেবকীগর্ভেতে
প্রকাশিত হইলেন পুরুষমূর্ত্তিতে॥
কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী রোহিণীযুক্তা তায়।
ভূমিষ্ট হলেন তিনি অর্দ্ধেক নিশায়॥
সে সময়ে চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকার।
মেঘরবে পরিপূর্ণ জগত সংসার॥
সুন্দর সুষুপ্তি সুখে প্রহরীগণেতে।
গাঢ় মগ্ন আছে কিছু না পারে জানিতে
সেই সদ্যজাত শিশু জলদের প্রায়।
বক্ষেতে শ্রীবৎস মণি কিবা শোভা তায়
শ্রীঅঙ্গেতে বনমালা তাহে বিভূষিত।
দ্বিভুজ নয়নদ্বয় অতি উজ্জ্বলিত॥
স্বকীয় দীপ্তি প্রভাবে বিশেষ প্রদীপ্ত।
নীল আভা করিতেছে চরাচর ব্যাপ্ত॥
দেবকী মোহনমূর্ত্তি করি নিরীক্ষণ।
পূর্ণব্রহ্ম বলি মনে হইল ধারণ॥
দুঃখিত হইয়া চাহি শিশু মুখপানে।
কহিছেন মৃদুস্বরে সজল নয়নে॥
কে তুমি হে সুলোচন বলহ আমারে।
কেন জন্মিয়াছ হতভাগিনীউদরে॥
জাননা কি আছে মম শত্রু সহোদর।
হয়েছে সন্তান শুনি আসিবে সত্বর॥
আমাকে করিয়া দুঃখী বধিবে তোমায়
অকারণে শোক হস্তে ফেলিয়া আমায়
জননীর কাতরোক্তি করিয়া শ্রবণ।
ভয় নাই শুগো মাতা কহেন তখন॥

মম হন্তা কেহ নাই ত্রিলোক মাঝারে।
না বধিতে পারে মাতা সুর বা অসুরে
বিশ্ব সংসারের আমি সংহারকারিণী।
জগতের আদি মহাবিদ্যা স্বরূপিণী ॥
শম্ভুর আদেশবশে বাধ্য হইয়াছি।
উত্তম পুরুষ মূর্ত্তি তাই ধরিয়াছি ॥
তোমাদের পূর্ব্ব জন্ম তপস্যা ফলেতে।
তাই জন্মিয়াছি মাতা তব জঠরেতে ॥
দেবকার্য্য সিদ্ধিহেতু আসিয়াছি আমি
আমার বিনাশভয় কেন কর তুমি ॥
দেবকী বলেন বৎস তোমার বচনে।
জন্মিল বিস্ময় পুত্র মম পাপমনে ॥
এক্ষণে তোমাকে এই অনুরোধ করি।
পূরাও বাসনা সেই দেবীমূর্ত্তি ধরি ॥
বুঝিলেন জননীর মনের প্রবৃত্তি।
তৎক্ষণাৎ ধরিলেন মহাকালী মূর্ত্তি ॥
মহাদেবী শবোপরে হলেন বাহনা।
ধরি চতুর্ভুজ হইলেন ত্রিনয়না ॥
ভীষণ সে লোল জিহ্বা হয় বিকসিত।
শিরোরুহ পৃষ্ঠ দেশে তাহে প্রলম্বিত ॥
মস্তকে কিরীট শোভা পাইতে লাগিল
যেন কোটি সূর্য্য আসি উদয় হইল ॥
গলদেশে বিরাজিত ছিল বনমালা।
সে রূপ অন্তর হয়ে শোভে মুণ্ডমালা ॥
দেখিয়া ভীষণ মূর্ত্তি দেবকী নয়নে।
আসিয়া কহেন বসুদেব সন্নিধানে ॥
শুনি বসুদেব শীঘ্র তথায় আসিয়া।
স্বচক্ষে সে দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ॥
কহেন হে মায়ারূপি বালদেহ ধারি।
বহু জন্ম আপনার আরাধনা করি ॥
সৌভাগ্য বশত করিলাম দরশন।
যে চরণ ধ্যানে নাহি পায় যোগীগণ ॥
হইল জন্ম সফল ওগো মহামায়া।
বাসনা পূরাও যদি দাসে করি দয়া ॥
দশভুজা মূর্ত্তি কোটি শশাঙ্ক উদয়।
দেখিতে সে সৌম্য মূর্ত্তি মনে ইচ্ছা হয়

বসুদেব অনুরোধ রাখিতে তখন।
পরিহরি সেই রূপ দশভুজা হন ॥
অপরূপ বসুদেব হেরিয়া নয়নে।
অমনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন মনে ॥
অন্তরে একান্ত ভক্তি উদয় হইল।
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব আরম্ভ করিল ॥

তুমি গো অনাদি মাতা পূর্ণ ব্রহ্মময়।
তুমি অতি সূক্ষ্মাত্মিকা তুমি গো চিন্ময়
বিশ্বের আশ্রয়রূপা বিশ্বের বনিতা।
পালন করহ বিশ্ব তুমি বিশ্বধাতা ॥
জনক জননী তব অন্য কেহ নাই।
বিশ্বমাঝে একমাত্র দেখিবারে পাই ॥
নারায়ণ পঞ্চানন ও চতুরানন।
তুমিই করেছ সৃষ্টি এই তিন জন ॥
তুমিই দিয়াছ মাগো বিভাগ করিয়া।
সৃষ্টিস্থিতিপালনে গো নিযুক্ত রাখিয়া ॥
নিজেই ভীমরূপিণী হইয়া আবার।
রুদ্রকে সংহার কার্য্যে দিয়াছ গো ভার
তুমি সূক্ষ্ম তুমি গো মা প্রধান প্রকৃতি
জগতব্যাপিনি তুমি কিন্তু নিরাকৃতি ॥
তুমিগো মা ব্রহ্মময়ী নিত্য বিরাজিত।
যদিচ মা স্ত্রীরূপিণী হওগো সতত ॥
স্ত্রী পুরুষ ক্লীব দেহে নাহি বিভিন্নতা।
এ কারণে তুমি হও জগতের মাতা ॥
কি রূপে করিব স্তব সামান্য বুদ্ধিতে।
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে না পান ধ্যানেতে
হে মায়াপুরুষরূপধারিণি হে গৌরি।
কৃষ্ণরূপী তোমাকে গো নমস্কার করি ॥

বসুদেব করে স্তব হয়ে যত্নবান।
দশভুজা দেবীমূর্ত্তি হন অন্তর্ধ্যান ॥
হইলেন বালমূর্ত্তি সেই সুকুমার।
তাহা দেখি বসুদেব কন পুনর্ব্বার ॥

শুগো বৎসে ভাবিতেছি সেই কংসভয়
উপায় কল্পনা কর কিসে রক্ষা হয় ॥
কৃষ্ণস্বরূপিণী কৃষ্ণা এ কথা শুনিয়া।
নন্দ যশোদার পূর্ব্ব সুকৃতি জানিয়া ॥
কহেন শুনহে তাত উপায় সম্প্রতি।
দুরাত্মা মাতুল ভয়ে হবে অব্যাহতি ॥
এক্ষণে অষ্টমী তিথি অতীত হইলে।
মম অন্য এক মুর্ত্তি জন্মিবে গোকুলে ॥
যশোদা প্রসবকালে হবে বিমোহিত।
আমার মায়াতে সবে থাকিবে নিদ্রিত
গৌরাঙ্গী মুর্ত্তিকে কেহ জানিতে নারিবে
তথায় রাখিয়া মোরে তাহাকে আনিবে
জন্মেছে সুন্দরী কন্যা একথা বলিয়া।
লোক সমাজেতে দিবে ঘোষণা করিয়া
পাইয়া সংবাদ দুষ্ট মাতুল আসিবে।
রোষাবেশে শিলাপরি নিক্ষেপ করিবে
সে সময়ে দেবকার্য্য সিদ্ধির কারণ।
সেই মুর্ত্তি স্বর্গ লোকে করিবে গমন ॥
কিয়ৎ কাল জন্য আমি গোকুলে রহিব
পরে আসি মাতুলেরে বিনাশ করিব ॥
শুনি বাক্য ক্রোড়ে তুলি নিলেন সন্তান
নিশাযোগে বসুদেব করেন পয়াণ ॥
সে সময়ে বিমোহিত সকলে মায়ায়।
কেহ অবগত নহে গুঢ় অভিপ্রায় ॥
দুঃখিত যে বসুদেব গমন সময়।
পুত্রের বদন হেরি রোদন করয় ॥
কি রূপে তোমায় লয়ে গোকুলে যাইব
কোন প্রাণে তথা রাখি গৃহে প্রবেশিব
এমন পাতকীগৃহে তুমি জন্মেছিলে।
এই বলি দুঃখে ভাসে নয়নের জলে ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গিয়া যমুনার পারে।
অতর্কিত ভাবে যান নন্দের মন্দিরে ॥
দেখেন যশোদা কন্যা প্রসব করিয়া।
আছেন ধরাশয়নে নিদ্রিত হইয়া ॥
অচৈতন্য জ্ঞানহীন থাকি নন্দরাণী।
স্বকীয় গর্ভসম্ভূতা তনয়া না জানি ॥

সেই খানে বসুদেব রাখিয়া নন্দন।
কন্যারত্ন ক্রোড়ে করি করেন গমন ॥
দশভুজা কন্যাধনে পাইয়া কক্ষেতে।
আনন্দেতে বসুদেব প্রবেশি গৃহেতে ॥
দেবকী নিকটে রাখি দিলেন ঘোষণা।
বলেন হইল এক দশভুজা কন্যা ॥
শুনিয়া সত্বরে আসি সে রক্ষকগণ।
কংসরাজ সন্নিধানে করে নিবেদন ॥
শুনিবা মাত্রেতে আজ্ঞা দিল পাপাশয়
এই ক্ষণে সেই কন্যা আনহ নিশ্চয় ॥
কংসের আদেশ মতে রাজদূতগণ।
আনয়ন করি কন্যা করে সমর্পণ ॥
দেখিয়া বালিকামূর্ত্তি সেই ভগবতী।
চিনিতে নারিল কংস ক্রোধান্বিত অতি
দৃঢ় মুষ্টি আঘাতিয়া করিয়া পেষণ।
বাসনা করিল তাঁর বধিতে জীবন।
সুদৃঢ় পাষাণ ন্যায় শরীর দেখিল।
উর্দ্ধ হতে শিলাতলে নিক্ষেপ করিল ॥
তৎক্ষণাৎ উঠি দেবী আকাশ মার্গেতে।
প্রদীপ্ত হইয়া নিজ তেজ প্রভাবেতে ॥
মহা সিংহ পৃষ্ঠোপরি করি আরোহণ।
পাপচেতা কংসাসুরে কহেন তখন ॥
বাসনা করিয়া তোরে করিতে নিধন।
মম অংশ করিয়াছে পুংদেহ ধারণ ॥
বসুদেব ঔরষেতে জনম লয়েছি।
নন্দভবনেতে অবস্থান করিতেছি ॥
এই কথা বলি দেবী সিংহ বাহনেতে।
স্বর্গ লোকে চলিলেন কংসের সাক্ষাতে

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পুতনা ও তৃণাবর্ত্ত বধ।

প্রভাত সময়ে তবে গোপরাজ নন্দ।
পুত্র মুখ নিরখিয়া পরম আনন্দ ॥
মহোৎসবে মগ্ন আনি যতেক ব্রাহ্মণ।
বসন ভূষণ ধন করে বিতরণ ॥
মানস করিয়া নন্দ দিতে রাজকর।
সত্বরে গমন করে মথুরানগর ॥

এমন সময়ে আজ্ঞা দিল কংস ভূপ।
ধরিল পুতনা তাহে অপরূপ রূপ॥
বধিব নন্দ নন্দন এই ভাবি মনে।
প্রবেশ করিল গিয়া নন্দের ভবনে॥
দেখিয়া তাহারে আঁসি যত ব্রজঙ্গনা।
জিজ্ঞাসিল কে গো তুমি সুন্দরি ললনা
এ দিকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র জানি মায়াবিনী।
চক্ষু নিমীলন করি দেখেন অমনি॥
শয্যোপরি নিশাচরী দেখিল সন্তান।
সৌম্য মূর্ত্তি শিশু যেন অনল সমান॥
দেখি ক্রূরা শান্ত বাক্যে কহে যশোদাকে
তোমার যে ভাগ্যবল কি কব তোমাকে
কত শত জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য ফলে।
এমন সুন্দর শিশু পাইয়াছ কোলে॥
এই রূপে স্নেহ বাক্যে কহে সুললিত।
শুনিয়া যশোদা রাণী হন পুলকিত॥
সময় বুঝিয়া তবে কহিছে রাক্ষসী।
মম অঙ্কে দাও পুত্র এই অভিলাষী॥
শুনিয়া যশোদা হয়ে প্রফুল্লিত মন।
রাক্ষসীর ক্রোড়ে সুত করে সমর্পণ॥
পুতনা পাইয়া শিশু এই অবসরে।
বিষ মাখা স্তন দেয় মুখের ভিতরে॥
জানিয়া রাক্ষসী ক্রূর শ্রীকৃষ্ণ তখন।
ওষ্ঠ দিয়া সেই স্তন করেন পেষণ॥
আঘাতেতে ভীম রূপ করিয়া ধারণা।
ছাড় ছাড় বলি প্রাণ ছাড়িল পুতনা॥
বিকট দেহে গোকুল আছন্ন করিল।
ধরণী কম্পিত করি ভূপৃষ্ঠে পড়িল॥
তৎক্ষণাৎ কালী মূর্ত্তি ধারণ করত।
রাক্ষসীর বক্ষঃপরে হন বিরাজিত॥
গলে দোলে মুণ্ডমালা বিকট বয়ান।
রাক্ষসীর রক্ত দেবী করিলেন পান॥
পুনর্ব্বার বালদেহ করিয়া ধারণ।
মৃতদেহ পরে সুখে করেন শয়ন॥
তাহা দেখি ব্রজবাসী বিস্ময় হইল।
নন্দসুতে আদ্যাশক্তি বলিয়া জানিল॥

তখন যশোদা রাণী পুত্রকে লইয়া।
ঔষধি সলিলযোগে স্নান করাইয়া॥
চুম্বিয়া বদন ক্রোড়ে করেন সন্তান।
মুখাম্বুজে নিজ স্তন করিলেন দান॥
এমন সময়ে নন্দ আনন্দিত মনে।
কংসে কর দিয়া উপনীত সেই স্থানে॥
স্বীয় বালকের কার্য্য হয়ে অবগত।
দেবী পূজা করিলেন নন্দ বিধিমত॥
এ দিকেতে কংস শুনি পুতনানিধন।
আপন আসন্ন মৃত্যু জানিল তখন॥
তৃণাবর্ত্ত মহাসুরে তখনি ডাকিল।
হরণ করিতে কৃষ্ণ তারে আজ্ঞা দিল॥
আদেশ মাত্রেতে দুষ্ট তথা উপস্থিত।
কৃষ্ণ লয়ে শূন্য মার্গে হইল উত্থিত॥
তখন শ্রীকৃষ্ণ তার থাকি অঙ্কোপরি।
করেন নিনাদ ভীম কালী মূর্ত্তি ধরি॥
ব্যাঘ্রাজিন কটিদেশে দেখি বিলম্বিত
ভয়েতে অসুর বর হয় চমকিত॥
পর্ব্বত কানন বন কম্পিত করিল।
মূর্চ্ছিত ধরণীতলে পতিত হইল॥
তীক্ষ্ণ অসি ধরি দেবী করিল গর্জ্জন।
দুরন্ত অসুর শির করেন ছেদন॥
পুনর্ব্বার পূর্ব্ব দেহ ধারণ করিয়া।
করেন বিরাজ তার বক্ষেতে থাকিয়া॥
কে লইল শিশু নাহি দেখি নন্দরাণী।
উপস্থিত সেই স্থানে যেন পাগলিনী॥
পতিত অসুর বর দেখিয়া অস্থির।
পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ কিন্তু ছিন্ন শির॥
ইতস্ততঃ করিছেন শিশু অন্বেষণ।
অসুরের বক্ষোপরি করেন দর্শন॥
বৎস বৎস বলি রাণী অতি স্নেহ ভরে
ব্যাকুল হইয়া অঙ্কে নিলেন সত্বরে॥
নন্দ আসি সেই স্থানে হন উপনীত।
অসুরের মৃত দেহ দেখি, ভয়ে ভীত॥
হইলেন আনন্দিত জানিয়া কারণ।
করেছেন কৃষ্ণ সেই অসুরে নিধন॥

এইরূপে মহাদেবী মায়া-প্রভাবেতে।
ধরিয়া পুরুষদেহ নন্দের গৃহেতে॥
নন্দযশোদার পূর্ব্ব তপস্যার ফলে।
করিলেন বাল্যলীলা থাকিয়া গোকুলে
এই সময়েতে শম্ভু নিজাংশ হইতে॥
প্রাদুর্ভূত হন বৃকভানুর গৃহেতে।
আখ্যাতা হলেন তিনি রাধিকা নামেতে
বিবাহ আয়ান সহ হয় বিধিমতে॥
কার সাধ্য বুঝিবারে পারে দেবতত্ত্ব।
শম্ভুর ইচ্ছায় তার হইল ক্লীবত্ব॥
সেই সে রাধিকা দেবী কৃষ্ণের সহিতে
প্রতি দিন আসিতেন প্রণয় আশেতে॥
তৃণাবর্ত্ত বধ বার্ত্তা শুনি কংস রায়।
নিয়ত আছেন তিনি সেই ভাবনায়॥
এ দিকেতে বলরাম রোহিণীনন্দন।
কৃষ্ণ সহ একত্রেতে খেলে দুইজন॥
শ্রীদাম ও বসুদাম সহিত সকলে।
কৌতুকে করেন ক্রীড়া থাকিয়া গোকুলে

নন্দ এবং যশোদার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

বেদব্যাস প্রতি তবে কহেন জৈমিনি।
বালকদেহধারিণী দেবী কাত্যায়নী॥
দেবকীউদরে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
নন্দের ভবনে বাস হয় কি কারণ॥
গোকুলেতে নন্দগোপ নামে খ্যাত যিনি
জানিতে বাসনা পূর্ব্বে কে ছিলেন তিনি
তাঁহার ঘরণী যিনি যশোদা সুন্দরী।
কি পুণ্য ফলেতে তাঁর গর্ভে মহেশ্বরী॥
ধরিয়া পুরুষ দেহ দেবকীউদরে।
অংশ রূপে কেন তবে যশোদা জঠরে॥
তাঁহার জননী কেন না দেখে নয়নে।
আনীত হলেন কেন তিনি অন্যস্থানে॥
কেন করিলেন তিনি জনম গ্রহণ।
স্বস্থানেতে কেন পুনঃ করেন গমন॥
না পারি বুঝিতে আমি কারণ ইহার।
কহ প্রভু এ অধীনে করিয়া বিস্তার॥

জৈমিনির বাক্যে কন ব্যাস তপোধন।
অবহিত চিত্তে তুমি করহ শ্রবণ॥
বহুকাল হইল যে দক্ষ প্রজাপতি।
সতী নামে ছিল কন্যা প্রধান প্রকৃতি॥
প্রসূতি ও প্রজাপতি তপস্যার বলে।
আদ্যাশক্তি কন্যা হন সেই পুণ্য ফলে
দুর্ভাগ্য বশতঃ শিবনিন্দার কারণে।
বঞ্চিত হলেন তাঁরা কন্যারত্ন ধনে॥
পরাৎপরা সেই কন্যা অবগত হয়ে।
করেন তপস্যা পুনঃ স্ত্রী ভর্ত্তা উভয়ে॥
হিমালয়প্রস্থ দেশে শতেক বৎসর।
উভয়েতে আরাধনা করেন বিস্তর॥
তুষ্ট হয়ে উপনীত দেবী সেই স্থানে।
কহিলেন কি প্রার্থনা বলহ এক্ষণে॥
দক্ষ কন হে জননি শুন গো অম্বিকে।
আমাদের প্রতি যদি কৃপা হয়ে থাকে
হইবে উৎপত্তি তব আমার গৃহেতে।
তপস্যার প্রয়োজন এই কামনাতে॥
কন্যা রূপে ও গো শিবে করিয়া গ্রহণ।
পূরাইব অভিলাষ করিয়া পালন॥
দেবী কন দ্বাপরান্তে ধরাতলে যাব।
তোমা হইতেই দেহ ধারণ করিব॥
যদিচ হইব আমি তোমার নন্দিনী।
নাহি হব আবির্ভূত না হব স্থায়িনী॥
পূর্ব্ব শিবনিন্দা আমি করিয়া স্মরণ।
দেব কার্য্যে দ্রুতবেগে করিব গমন॥
প্রসূতিকে কহিলেন দেবী কাত্যায়নী।
তব অভিলাষ পূর্ণ করিব জননি॥
অদিতি কশ্যপে বর করিয়াছি দান।
পুত্ররূপে হইব গো তাঁদের সন্তান॥
কিয়দ্দিন তব গৃহে করিব গো বাস।
আত্মীয় পালনে পূর্ণ হবে অভিলাষ॥
বশিষ্টকে তপস্যার ফল আমি দিব।
লীলা সম্বরণ করি স্বস্থানে আসিব॥
অন্তর্ধ্যান হন দেবী যান নিজ ধাম।
আসিয়া সংসারে দক্ষ নন্দগোপনাম॥

প্রসূতি যশোদা নামে হলেন বিখ্যাত।
সে কারণে যশোদার গর্ভেতে সম্ভূত ॥
জাতমাত্র করিলেন স্বর্গ আরোহণ।
জনক জননী কেহ না করে দর্শন ॥
তিনিই দেবকী গর্ভে জনম লইয়া।
লীলা করিলেন বৃন্দাবনেতে থাকিয়া ॥

শ্রীকৃষ্ণের গোকুলবিহার।

সংক্ষেপে কৃষ্ণ চরিত ব্যাস মুখে শুনি।
কৃতাঞ্জলিপুটে তবে কহেন জৈমিনি ॥
যে রূপেতে রাধানাথ রাধিকার সনে।
করেন বিহার তিনি নিকুঞ্জকাননে ॥
যে রূপেতে পৃথিবীর ভার বাহীগণে।
নিপাতিত করিলেন তা সবারে রণে ॥
যেই রূপে কুরুক্ষেত্রে থাকিয়া সাক্ষাৎ।
সকল বৃষ্ণিকদিগে করেন নিপাত ॥
যেই রূপে নিরুদ্রূপা করিয়া পৃথ্বীকে।
করেন গমন পুনঃ তিনি স্বর্গলোকে ॥
অনুরোধে করিতেছি করিয়া বিস্তার।
বর্ণন করুন দেব নিকটে আমার ॥
বেদব্যাস কন কৃষ্ণে যখন শৈশব।
ধনুকাদি মহাসুর বিনাশেন সব ॥
দেখাইয়া স্বপ্রভাব কালীয় দমনে।
করেন বিহার রাধাসহ বৃন্দাবনে ॥
ভৈরবীর অংশভূতা যত গোপীগণ।
তা সবার সহ করি লাবণ্য বর্দ্ধন ॥
বৃন্দাবন মাঝে করি গোরক্ষণ ছল।
বেণুরবে আকর্ষিয়া গোপীকা সকল ॥
প্রধান মহিষী রাধা করিয়া কল্পনা।
প্রমোদ করেন বনে লয়ে গোপাঙ্গনা ॥
গোপীগণ বনপুষ্প মালা বিরচিয়া।
কৃষ্ণের অঙ্গেতে পরিধান করাইয়া ॥
এক দৃষ্টে তাঁর দিকে করয়ে দর্শন।
হাসি কৃষ্ণ সেই মালা করেন অর্পণ ॥
কখন আসীন হয়ে রত্ন সিংহাসনে।
বামে রাধা চতুর্দ্দিকে গোপাঙ্গনা গণে।
কখন বা হস্তে ধরি আপন বসন।
রাধিকার মুখশশী করেন মার্জ্জন ॥
কখন বা ব্যাকুলিত হইয়া মদনে।
প্রণয়ের চিহ্ন দিতে চুম্বেন বদনে ॥
কখন যমুনা তীরে আসি বনমালী।
গোপীগণ সহ করিতেন জলকেলি ॥
কখন বা রাত্রিকালে বাজাইয়া বেণু।
বনমাঝে গোপীগণে আনিতেন কানু ॥
এই রূপে রাধাপতি রাধিকা সহিতে।
করেন বিহার পরিপূর্ণ আনন্দেতে ॥
শরতের নিশা দেখি অতি সুশোভন।
উপনীত হন কৃষ্ণ যথা বৃন্দাবন ॥
মল্লিকা চম্পক জাতি কুসুমে শোভিত।
মন্দ মন্দ বাহী বায়ু হয় প্রবাহিত ॥
মধুমত্ত ভৃঙ্গদল তাহে মধুস্বরে।
মধুলোভে নিয়তই গুণ গুণ করে।
কামার্ত্ত কোকিল আর ক্রৌঞ্চ দলগণ।
মনসুখে সে বিপিনে করয়ে কূজন ॥
মনোহর সরোবর পূর্ণ জলচর।
জলপুষ্প শোভিতেছে দেখিতে সুন্দর ॥
শোভন সময়ে শশী গগণে উদিল।
দেখিয়া সংসার হাস্য করিতে লাগিল ॥
কামিনী গণের চিত্ত হইল চঞ্চল।
বেণুরবে চঞ্চলতা করিল প্রবল ॥
তৎক্ষণাৎ গৃহ কর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি।
উপনীত বনমাঝে যথা বনমালী ॥
স্বয়ং শম্ভু রাধিকা যে চলেন তখন।
মায়াতে আপন তত্ত্ব রাখিয়া গোপন ॥
কমললোচন কৃষ্ণ দেখি গোপীগণে।
করিলেন যত্ন মহাবিহার কারণে ॥
পৃথক পৃথক দেহ ধারণ করিয়া।
গোপীগণ সহ করিছেন রতিক্রিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ অষ্ট মূর্ত্তিতে হন প্রকাশিত।
সব মূর্ত্তিতে সমাভা সুস্পষ্ট লক্ষিত ॥
তাহা দেখি শ্রীরাধিকা অষ্ট মূর্ত্তি ধরি।
অষ্ট মূর্ত্তি যেন শত চন্দ্রের মাধুরী ॥

সকল মূর্ত্তিই যেন কামেতে বিহ্বল।
অন্তর্হিত হইলেন ত্যজি ভূমিতল॥
ছলক্রমে পরিত্যাগ করি গোপীগণে।
অন্তরীক্ষে রাসকেলি অষ্ট অষ্ট জনে॥
করে কর মুখে মুখ করয়ে চুম্বন।
অঙ্গ সুরত ব্যাপারে হয়ে বিনিময়॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণ কৌতুক কারণ
প্রেয়সীর পরিধেয় করেন হরণ॥
এই রূপে পূর্ণব্রহ্ম আনন্দিত মনে।
রাধিকা সহিত লীলা থাকিয়া গগনে॥
শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি সঘনে পতিত।
মৃদঙ্গ তূর্য্যাদি ভেরী হয় নিনাদিত॥
পূর্ণানন্দে রাধাকৃষ্ণ করেন রমণ।
আকাশে দেব মণ্ডলী করেন দর্শন॥
না দেখি গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণ রাধায়।
রম্য কাননে পড়িয়া করে হায় হায়॥
শূন্যে থাকি তাঁহাদের বিলাপ শ্রবণে।
রাধাসহ আবির্ভূত হলেন কাননে॥
এই রূপে বহুদিন গোপিকা সহিতে।
রাসক্রীড়া করিতেন বনে রজনীতে॥
অমানুষী লীলা দেখি গোপবৃন্দচয়।
কৃষ্ণকে বলিয়া ব্রহ্ম করিত নিশ্চয়॥
মোহিত হইয়া পুনঃ তাঁহার মায়াতে।
পুত্রভাব দেখিতেন বাৎসল্য ভাবেতে॥
রাধিকা ও কৃষ্ণ রূপে হয়ে বশীভূত।
তাঁহার সুরতরঙ্গে থাকিতেন রত॥
অনন্তর এক দিন রাখাল সঙ্গেতে।
করিছেন গোচারণ কানন মাঝেতে॥
হেনকালে উপস্থিত তথা এক বীর।
বৃষভ অসুর নাম প্রকাণ্ড শরীর॥
রাম কৃষ্ণ দুইজনে করিব সংহার।
কামনা করিয়া সুর হয় আগুসার॥
দর্শন করিয়া তার ভীষণ বদন।
গোবৎস ও গোসকলে করে পলায়ন॥
সকল গোকুলবাসী অসুরের রবে।
পলাইছে প্রাণভয়ে বিশৃঙ্খল ভাবে॥
দেখিয়া দুরাত্মা সুরে শ্রীকৃষ্ণ কুপিত।
বৃষভের প্রতি ক্রোধে হলেন ধাবিত॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া রোষে অসুর প্রচণ্ড।
ক্ষুরাগ্রে ধরণী করিতেছে খণ্ড খণ্ড॥
মেঘের নিস্বন যেন গভীর গর্জ্জন।
দেখি কৃষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় করেন ধারণ॥
উত্তোলন করি ঊর্দ্ধে ঘন দেন পাক।
তাহাতে অসুর ডাকে পরিত্রাহি ডাক॥
ফেলিলেন বহু দূরে অস্থি হল ভঙ্গ।
প্রাণত্যাগ করিলেক হয়ে বিকলাঙ্গ॥
ভয়ার্ত্ত রাখালগণ বিস্ময় মানিল।
হৃষ্ট চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব আরম্ভিল॥

কংস নারদ সংবাদ।

একদা নারদ মুনি ত্রিতন্ত্রী বীণাতে।
হরি গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে॥
শূন্য পথে উপনীত কংসের সভায়।
মুনি দেখি সিংহাসন ত্যজি কংসরায়
রতন আসন রাজা আনিল আপনি।
ধৌত পদ হয়ে বসিলেন মহামুনি॥
প্রণামান্তে কংস বসি স্বীয় সিংহাসনে।
জিজ্ঞাসেন কিহেতু এ অধীন ভবনে॥
করেন উত্তর দান নারদ তখন।
তব সহ গূঢ় কথা আছে হে রাজন॥
চমকিত হয়ে কংস মুনির বাক্যেতে।
মুনি সহ প্রবেশেন মন্ত্র ভবনেতে॥
নির্জ্জনে আসনে দোঁহে আসীন হইয়া
কহেন মহর্ষি কংসে প্রকাশ করিয়া॥
শুন কংস হিতবাক্য অতি গুহ্যতম।
শ্রবণ করিলে তব ঘুচিবেক ভ্রম॥
শুনিয়াছি যিনি হন নন্দের নন্দন।
সম্প্রতি গোকুলে যিনি নীরদ বরণ॥
বনমালা গলদেশে শোভে নিরন্তর।
কমল নয়ন রূপ দেখিতে সুন্দর॥
জন্মেছেন দেবকীর অষ্টম গর্ভেতে।
অণুমাত্র সে সংশয় নাহিক ইহাতে॥

রোহিণীনন্দন রাম তিনি বলবান।
দেবকীর গর্ব্ভজাত সপ্তম সন্তান॥
সঙ্গোপনে বসুদেব দুইটি সন্তানে।
রাখিয়াছিলেন তিনি নন্দের ভবনে॥
গোকুলে বসতি করে সেই দুই জন।
তৃণাবর্ত্ত আদি করি করয়ে নিধন॥
যাঁহারে দেবকীকন্যা করিয়া মনন।
মানস করিয়াছিলে করিতে নিধন॥
অন্তরীক্ষে যেই কন্যা যান পলাইয়া।
নিশ্চয় জানিহ সেই নন্দের তনয়া॥
দেবকীর কন্যা বলি তুমি প্রতারিত।
জানিহ রাজন বসুদেবের আনিত॥
শুনি কংশ মহাক্রোধে অধীর হইল।
চর্ম্মকোষ হতে খড়্গ বাহির করিল॥
বসুদেব দেবকীকে করিতে ছেদন।
রোষভরে সে দুরাত্মা করয়ে গমন॥
দেখিলেন মুনিবর কংশ কোপান্বিত।
সান্ত্বনা বচনে তারে করি নিবারিত॥
বিধিমতে সে অসুরে বুঝায়ে বিস্তর।
অন্তর্দ্ধান হইলেন সেই ঋষিবর॥
উৎকণ্ঠিত কংশ রায় করয়ে ভাবনা।
মন্ত্রীগণ সহ স্থির করিল মন্ত্রণা॥
অক্রূরে আহ্বান করি আনিল তখন।
বলেন অক্রূর শুন আমার বচন॥
রামকৃষ্ণ নাম বসুদেবের নন্দন।
ছলক্রমে আছে তারা নন্দের ভবন॥
নিমন্ত্রণ করিয়া আনহ দুইজনে।
মল্ল যুদ্ধ করাইব মল্লগণ সনে॥
চানুর মুষ্টির আছে বীর অবতার।
মল্ল যুদ্ধে শিশুদ্বয়ে করিবে সংহার॥
দ্রুতগতি যাও তুমি মম আজ্ঞা ধর।
শীঘ্র আন রামকৃষ্ণ বিলম্ব না কর॥
তখনি অক্রূর বৈষ্ণবের চূড়ামণি।
কংসকুয়ে রথ লয়ে চলিল অমনি॥
দূর হতে নন্দালয় করিয়া দর্শন।
মহানন্দে ব্রজমাঝে করেন গমন॥

গমন সময়ে তিনি ভাবেন অন্তরে।
দুরাত্মা কংসের দূত বলিয়া আমারে॥
পাপিষ্টপ্রেরিত আসিয়াছি বৃন্দাবন।
সে কারণে বুঝি কৃষ্ণ না দেন দর্শন॥
আবার ভাবেন মনে কেন হবে তাই।
মনোগত ভাব তাঁর অবিদিত নাই॥
অন্তরে জানিয়া কৃষ্ণ ভক্তআগমন।
ভক্তের মনোবাসনা করিতে পূরণ॥
সেইক্ষণে আসি কৃষ্ণ সত্বর গমনে।
কহিলেন বলদেবে সুমিষ্ট বচনে॥
এস দাদা জননীর নিকটেতে যাব।
গোষ্ঠবিহারের সজ্জা এক্ষণে করিব॥
এই বলি উভয়েতে চলেন তখনি।
হাস্যমুখে উপস্থিত যথায় জননী॥
বলিলেন ও গো মাতা দাও সাজাইয়া
গোষ্ঠবিহারের সজ্জা উত্তম করিয়া॥
গোচারণ করিবারে অদ্য না যাইব।
সেইমত গোষ্ঠ ক্রিয়া অঙ্গনে করিব॥
যশোদা রোহিণী শুনি চুম্বি মুখ স্নেহে
মনোমত সুসজ্জিত করিলেন দোঁহে।
রামকৃষ্ণরূপ এক ত্রিলোকরঞ্জন॥
তনূপরি কিবা শোভে রত্নআভরণ॥
বদনমণ্ডল শোভে অলকাবলীতে।
মস্তক মণি রঞ্জিত বিচিত্র চূড়াতে॥
নীল পীত বসনেতে উভয়ে সাজিল।
বিচিত্র ধড়ায় কটি বন্ধন করিল॥
চরণউপরে শোভে রতন নুপুর।
রুণু রুণু বাদ্য কিবা বাজিছে মধুর॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব শোভা যত দেবগণ।
অন্তরীক্ষে থাকি রূপ করেন দর্শন॥
রোহিণী ও যশোদাকে সাধুবাদ দিয়া।
করিছেন পুষ্পবৃষ্টি গগণে থাকিয়া॥
রামকৃষ্ণ আইলেন বহির অঙ্গনে।
নব নব ধেনু বৎস বিচরে যেখানে॥
কৃষ্ণ কন ওগো দাদা চাহিয়া দেখহ।
আনিয়া জননীদ্বয় আমাদের সঙ্গ॥

বাহিরে আসিতে নারে লোকলাজভয়ে
মধ্যম দ্বারের পার্শ্বে আছেন দাঁড়ায়ে ॥
বাৎসল্যে বাধিত দেখিছেন বারেবারে
অন্তঃপুরমধ্যে ফিরে যাইতে না পারে।
এ সময়ে এস ভাই অঙ্গনমাঝেতে।
উভয়েতে দাঁড়াইব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে ॥
আমাদের সেই রূপ করিয়া দর্শন।
জননীগণের হবে সার্থক জীবন ॥
এই বলি উভয়েই মিলিত হইয়া।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপে রন দাঁড়াইয়া ॥
হেন কালে বহির্দ্বারে সে অক্রূর আসি
বিস্ময় মানেন মনে হেরি রূপরাশি ॥
হেন রূপ কখনই নয়নে না হেরি।
এই কি মনুষ্য আমি চিনিতে না পারি
বিচিত্র চিত্রিত বুঝি পুত্তলিকা হবে।
অপূর্ব্ব মুরতি রহিয়াছে স্থির ভাবে ॥
ঈষৎ ঈষৎ ভাবে দেখি দোলায়িত।
মনের সংশয় দূর হইল কিঞ্চিত ॥
নতুবা প্রাকৃত দেহে ঈদৃশ ঘটনা।
বোধ হয় কখনই হইতে পারে না ॥
এই রাম কৃষ্ণ মনে করিয়া নিশ্চিত।
দ্রুত বেগে চরণাগ্রভূমিতে পতিত ॥
ঈষৎ লজ্জিত কৃষ্ণ বলেন কৌশলে।
কে আপনি এ প্রকার প্রণত হইলে ॥
প্রেমসম্ভাষণ করি ধরিলেন হস্ত।
ধরণী হইতে তাঁরে করেন উত্থিত ॥
অক্রূর বলেন প্রভু করি নিবেদন।
আসিয়াছি যে কারণে শুনহ কারণ ॥

অক্রূরের নিবেদন।

অক্রূর বলেন শুন কৃষ্ণ দয়াময়।
প্রেরণ করেছে মোরে কংশ পাপাশয় ॥
কহিয়াছে লয়ে যেতে তোমা দুইজনে।
করেছে মন্ত্রণা দুষ্ট মন্ত্রিগণ সনে ॥
মল্লগণ সহ মল্লযুদ্ধ করাইবে।
সেই উপলক্ষে বধ সাধন করিবে ॥
কিন্তু দেব মনে মনে সব আমি জানি।
তোমারে করিবে জয় নাহি হেন প্রাণী
আসিয়াছ নাশিবারে ধরণীর ভার।
লীলাক্রমে ধরিয়াছ মনুষ্যআকার ॥
যশোদা ও নন্দগোপ বড় ভাগ্যবান।
তাঁদের তপস্যাফল করিতে প্রদান ॥
কিশোরবয়স তব অতীত হয়েছে।
এত দিনে সে দুরাত্মা জ্ঞাত হইয়াছে ॥
কাল বিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন।
মধুপুরী শীঘ্র প্রভু করুন গমন ॥
করহ বিনাশ কংশ সেইমূঢ় মতি।
নিগ্রহ হইতে প্রভু পাই অব্যাহতি ॥

রামকৃষ্ণের মথুরাগমনোদ্যোগ।

জৈমিনিকে বেদব্যাস কহেন তখন।
অক্রূরের মুখে সব করিয়া শ্রবণ ॥
স্বীয় পিতা মাতা দুঃখ হইল মনেতে।
ভিতিল বক্ষবসন চক্ষের জলেতে ॥
গোপগণে সে সকল করিতে গোপন।
সেই ক্ষণে করিলেন দুঃখসম্বরণ ॥
চলিলেন দুই ভাই নন্দ সন্নিধানে।
বলেন কৌশল করি মধুর বচনে ॥
নিমন্ত্রণ করিয়াছে কংশ মহীপতি।
রথ লয়ে আসিয়াছে অক্রূর সম্প্রতি ॥
কল্য প্রাতে চল পিতা লইয়া স্বজন।
দেখিব রাজার সভা কেমন শোভন ॥
সঙ্গে লহ কিছু উপঢৌকন কারণ।
দধি ঘৃত ছানা ননী করি আয়োজন ॥
যে সময়ে এই কথা হয় উপস্থিত।
নন্দের হৃদয়পিণ্ড হইল কম্পিত ॥
কি জন্য হৃদয় কম্প হইল তাহার।
বুঝিতে নারিল গোপ কারণ ইহার ॥
আহ্লাদের কথা বলি হইল মনেতে।
যাইব পুত্রের সহ রাজার সভাতে ॥
সন্তুষ্ট হবেন দেখি সভ্যগণ যত।
কতই আনন্দ মগ্ন হইবে বঞ্চিত

এই রূপ চিন্তা করি বাড়িল আহ্লাদ।
উপনন্দ আদি গোপে দিলেন সংবাদ॥
আয়োজনে ভৃত্যগণে আদেশ করিয়া
অন্তঃপুরে নন্দগোপ প্রবেশেন গিয়া॥
দেখেন যশোদা হস্তে লয়ে ক্ষীর সর।
কৃষ্ণে না দেখিয়া রাণী হইয়া কাতর॥
জিজ্ঞাসেন কোথা মম প্রাণের গোপাল
উত্তীর্ণ হয়েছে আজি আহারের কাল
হেন কালে উপনীত তথায় রোহিণী।
বাহির অঙ্গনে শুনি নূপুরের ধ্বনি।
অমনি সত্বরে ক্রোড়ে লইয়া দুজনে।
উপস্থিত হইলেন নন্দ সন্নিধানে॥
বাৎসল্য রসেতে আর্দ্র হইয়া তখন।
সস্নেহেতে করিছেন বদন চুম্বন॥
এমন সময়ে নন্দ কন যশোদারে।
আছয়ে সংবাদ শুভে কহিব তোমারে
আসিয়াছে রথ এক মথুরা হইতে।
কংসের সভায় কল্য হইবে যাইতে।
এসেছেন পাত্র তাঁর অক্রূর প্রধান।
রামকৃষ্ণে লয়ে যাবে করিয়া সম্মান॥
আমিহ যাইব সঙ্গে সহিত স্বজন।
আদেশ করেছি করিবারে আয়োজন
নন্দরাজ মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
হইল যে যশোদার বিলুপ্ত চেতন॥
ভয়েতে রোহিণী হস্ত করি প্রসারণ।
নিজাঙ্কেতে বলরামে করেন গ্রহণ॥
ক্ষণকাল পরে রাণী চেতন পাইয়া।
কহেন বিনীত ভাবে স্বামীকে চাহিয়া
কৃপা করি অধীনীর শুন নিবেদন।
কদাচ ও কথা না করিহ উত্থাপন॥
তা হইলে তব আজ্ঞা কেহ না শুনিবে
লোকবিগর্হিত কার্য্য সংঘটিত হবে॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত শিশুগণে।
যখন লইয়া যায় গোষ্ঠে গোচারণে॥
হস্তে ধরি তাসবারে করিগো বারণ।
যেন কৃষ্ণ দূর বনে না করে গমন॥
যে পর্য্যন্ত পুনঃ তার বদন না হেরি।
পাগলিনীমত পথ নিরীক্ষণ করি॥
নিকট প্রদেশে কৃষ্ণে করিয়া প্রেরণ।
সর্ব্বদা অস্থির সুস্থ নহে মম মন॥
কি রূপে পাঠাব কৃষ্ণে কোন প্রাণ ধরি
যোজনবিস্তৃত পথ সেই মধুপুরী॥
স্বামী সম্বোধন করি বলিতে বলিতে।
ভাসিলেন নন্দরাণী নয়ন জলেতে॥
বিপরীত ভাবে নন্দ লজ্জিত হইয়া।
কহিছেন যশোদাকে সান্ত্বনা করিয়া
গোপাল তোমার প্রিয়ে নয়নের মণি
তোমার প্রাণ পুতলী বিলক্ষণ জানি॥
যে কারণে ঘটিয়াছে এই যে ঘটন।
আমূল তা কহিতেছি করহ শ্রবণ॥
মাহাত্মা অক্রূর অগ্রে করি আগমন
রামকৃষ্ণ সহ হয় কথোপকথন॥
কার্য্যেতে ব্যাপৃত আমি আছি অন্যমনে
কি কথা কহিল তাহা জানিব কেমনে
প্রাণাধিক রামকৃষ্ণ গদগদ স্বরে।
বিনীত ভাবেতে আসি কহিল আমা
মথুরা হইতে আসিয়াছে নিমন্ত্রণ।
রথ সহ অক্রূর করেছে আগমন॥
এসেছেন তিনি কংসরাজআজ্ঞা মত
যাইবারে রাজগৃহে হয়েছি আহূত॥
অতএব শীঘ্র রাজসম্মানকারণে।
আপনি চলুন তথা সহিত স্বজনে॥
আমরা যাইব সঙ্গে কল্যই প্রভাতে
উদ্যোগ করুন পিতা অদ্যই হইতে॥
কুমারের আহ্লাদেতে হয়ে প্রফুল্লিত
স্নেহবশে বুঝিতে না পারি হিতাহিত
বিশেষত রব আমি তাহাদের সনে।
অদর্শন দুঃখ তাই হয় নাই মনে॥
কুমারেরা তাঁহাতেই হবে পরিচিত।
রাজসভা মধ্যে হইবেক সম্মানিত॥
এই বিবেচনা করি মনের উল্লাসে।
ভাল মন্দ বুঝি নাই কি হইবে শেষে॥

একণেতে বুঝিলাম আর বলিব না।
তোমার গোপালে তুমি করহ সান্ত্বনা॥
এই কথা বলি নন্দ নিরস্ত হইলে।
ত্বরায় যশোদা কৃষ্ণে লইলেন কোলে॥
সস্নেহে চিবুকে হস্ত করিয়া অর্পণ।
মধুর বাক্যেতে করিছেন সম্ভাষণ॥
হে বৎস আমারে ত্যাগ কর কি কারণে
কি রূপে ধরিব প্রাণ তব অদর্শনে॥
ওহে কৃষ্ণ তুমি মম অন্ধের নয়ন।
রোগীর ঔষধ তুমি নির্ধনের ধন॥
তোমা ব্যতিরেকে এই সংসার অসার
চারিদিক বোধ হয় সব অন্ধকার॥
তিলার্দ্ধ থাকিতে সুস্থ আমি পারিব না
একণেতে কোন স্থানে যাওয়া হইবেনা
শুনিয়া মায়ের বাক্য কন মৃদুস্বরে।
কেন গো নিষ্ঠুর কথা কহ গো আমারে
যাইব পিতার সহ স্বগণে বেষ্টিত।
মহারাজ কংসের হইব পরিচিত॥
ইহাতে আশঙ্কা কেন কর মা মনেতে।
অনুমতি দাও মাতা তথায় যাইতে॥
নতুবা জননী বলি আর ডাকিব না।
তোমার প্রদত্ত ক্ষীর সর খাইব না॥
এই বলি বালোচিত চপল কোপেতে।
যশোদার কোল হতে পড়েন ভূমিতে॥
অঞ্চল বসন ধরি রোদন করয়।
যশোদা দেখেন দশ দিক শূন্যময়॥
ধরিয়া অমনি রাণী অঙ্কেতে লইল।
পুনঃ পুনঃ মুখশশী চুম্বন করিল॥
গমন নিবৃত্তি হেতু প্রবোধ বচন।
কহিলেন নানামতে করিয়া যতন॥
কিছুতেই কোন কথা না শুনেন কাণে।
অঙ্কে থাকি কহিছেন রোদনবদনে॥
যেমন আমারে তুমি যাইতে দিলে না।
মা তোমার স্তন পান আর করিব না॥
একথা বলেন আর চক্ষে পড়ে জল।
দেখি যশোদার স্নেহ হইল প্রবল॥

কুমারের ঐকান্তিক বাসনা দর্শনে।
অগত্যা সম্মতি রাণী দেন সে কারণে॥
যশোদার পুত্র স্নেহ করিয়া দর্শন।
অন্তরীক্ষে দেবগণ চমৎকৃত হন॥
ত্রিসংসার বিমোহিত যাঁহার মায়াতে।
এ নহে আশ্চর্য্য গোপরমণী ভুলাতে॥
যশোদা দেখেন পার্শ্বে কান্দিছে রোহিণী
কোলে লয়ে বলদেবে হইয়া দুঃখিনী।
তখন যশোদা রামে জিজ্ঞাসা করিতে।
পোষকতা করিলেন কৃষ্ণের মতেতে॥
তাহা শুনি নন্দরাণী কৃষ্ণপ্রতি কন।
এই কি উচিত তব ওরে বাছাধন॥
আমার মতন যদি জননী হইতে।
পুত্র অদর্শন দুঃখ জানিতে পারিতে॥
অপত্য কামনা করি হয়ে ব্রতধারী।
বহু ক্লেশে আরাধিয়া শঙ্কর শঙ্করী॥
পাইয়াছি তোমা ধনে ওরে যাদুমণি।
আমার কণ্ঠের হার নীলকান্ত মণি॥
যতেক ধন সম্পত্তি জগত ভিতর।
তুচ্ছজ্ঞান হয় সব অকিঞ্চিতকর॥
যত কেন সুখময় হউক সংসার।
তোমা ব্যতিরেকে তাহা সকলি অসার
ব্রহ্মাণ্ডের যত ধন দেখিবারে পাই।
তোমার পাইয়ে আমি কিছু নাহি চাই
তোমারে লইয়া বক্ষে করিয়া ধারণ।
যাজ্ঞা করিয়া দিন করিব যাপন॥
তাহাতেও সুখ বোধ করিতে পারিতে
তব অদর্শন আমি না পারি সহিতে॥
একান্ত বাসনা যদি গমনে তোমার।
তার বিপরীতে কথা বলিবনা আর॥
কিন্তু তথা নগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
থাকিও না জননীকে বিস্মৃত হইয়া॥
এই মম অনুরোধ রহে যেন মনে।
বলিয়া নিরস্ত রাণী সজল নয়নে॥
উঠিলেন বলরাম সে স্থান হইতে।
কৃষ্ণ বসিলেন গিয়া রাণীর অঙ্কেতে॥

গদ গদ স্বরে কন হয়েছি ক্ষুধিত।
দাও মাতা আনি দাও সর নবনীত॥
অমনি যশোদা রাণী আনন্দে ভাসিল।
যত্ন করি সমাদরে অর্পণ করিল॥
খাদ্য প্রাপ্তে স্ববেগেতে উত্থান করিয়া।
ভক্ষণ করেন তাহা নাচিয়া নাচিয়া॥
তাহা দেখি বলরামে ডাকেন তখন।
ক্রোড়ে বসাইয়া মুখ করেন চুম্বন॥
ক্ষীর সর ননী দেন সুবর্ণ পাত্রেতে।
ভক্ষণ করেন রাম আনন্দ মনেতে॥
ভোজনান্তে বাহিরেতে আসি দুইভাই
রাম কন বেণুরব করহে কানাই॥
বেণুরবে রাখালেরা সকলে আসিবে।
সহজে তাদের সনে সাক্ষাৎ হইবে॥
উঠিল বংশীর ধ্বনি গোকুল মাঝেতে।
শুনিল রাখালগণ থাকিয়া গৃহেতে॥
নিজ নিজ জননীর নিকটেতে গিয়া।
কহিছে ত্বরায় মাতা দাও সাজাইয়া॥
ঐ যে বংশীর ধ্বনি যাইতেছে শোনা।
বিলম্ব করিতে মাগো আর পারিবনা॥
আহ্বান করিছে ঐ রাখালের রাজ।
শীঘ্র পরাইয়া দাও খেলিবার সাজ॥
চূড়া ধড়া বেশভূষা সমাপ্ত না হতে।
অস্থির রাখালগণ চলিল বেগেতে॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে উপনীত শ্রীকৃষ্ণ যথায়।
একত্রে রাখালগণ মিলিল তথায়॥
কৌতুকেতে ক্ষণকাল খেলা আরম্ভিল।
পরিক্লান্ত হয়ে পুনঃ নিরস্ত হইল॥
বসিলেন রামকৃষ্ণ মধ্যে দুইজন।
রাখালেরা চক্রাকারে করিয়া বেষ্টন।
অনন্তর কৃষ্ণ কন সব সহচরে।
আমরা যাইব কল্য প্রাতে মধুপুরে॥
আমাদের সঙ্গে তথা যে কেহ যাইবে।
সমস্তেতে নন্দালয়ে উপস্থিত হবে॥
রাখাল বালকগণ করিয়া শ্রবণ।
সকলেই যাইবারে করয়ে মনন॥

প্রেমভরে তাসবারে আলিঙ্গন করি।
মধুর বচনে পরে কন বংশীধারী॥
দেখিতেছি তোমাদের শৈশব সময়।
ত্যজিয়া জননী যাওয়া উচিত না হয়॥
কৃষ্ণের বাক্যেতে বটে নিবৃত্ত হইল।
অদর্শন চিন্তানলে অন্তর দহিল॥
অন্তর্যামী কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিয়া অন্তরে।
ভক্তের বাসনা পরিপূর্ণ করিবারে॥
জ্ঞানচক্ষু পায় তারা কৃষ্ণের কৃপাতে।
সর্ব্বদাই কৃষ্ণরূপ দেখে অন্তরেতে॥
তাহাদের মনে আর দুঃখ না রহিল।
অনুমতি লয়ে নিজ গৃহেতে চলিল॥
দিবাকর অস্তাচলে করেন গমন।
চিন্তামণি কৃষ্ণ মনে ভাবেন তখন॥
অদ্য রাধিকার সহ সাক্ষাৎ করিব।
আবার ভাবেন তথা কি রূপে যাইব॥
এ সম্বাদ শুনি হবে মনেতে বেদনা।
অতএব সে স্থানেতে যাওয়া হইবেনা॥
ব্যাকুলা হইলে আমি কি রূপে বুঝাই।
এতাদৃশ কোন বাক্য মর্ত্তে কিছু নাই॥
অল্পকাল জন্য বৃথা দরশন দিব।
প্রেমময় চিত্ত কেন বিদগ্ধ করিব॥
অতএব উদ্দেশেই করি আলিঙ্গন।
এই ভাবি কৃষ্ণ হন বিরসবদন॥
দিবসেতে দীপশিখা নিষ্প্রভ যে রূপ।
নীলকান্তিজ্যোতি হয় মলীন সে রূপ॥
একবার জননীকে দরশন দিয়া।
অমনি বিশ্রামাগারে প্রবেশেন গিয়া॥
তাহা দেখি রাণী কিছু না বলেন আর
ভাবিলেন ক্রীড়াক্লান্ত গোপাল আমার
এদিকেতে শ্রীমতিকে হইয়া মনেতে।
অতি কষ্টে প্রবেশেন শয়ন গৃহেতে॥
শয্যার নিকটে আর যাইতে না পারি
দুঃখ মনে পড়িলেন ভূমির উপরি॥
ক্রমে ক্রমে চিন্তানল দগ্ধ করে চিত্ত।
এ পার্শ্ব ও পার্শ্ব করি তথায় লুণ্ঠিত॥

চূড়া বাঁশী ভূমিপৃষ্ঠে খসিয়া পড়িল।
প্রস্রবণ সম অশ্রুজল যে বহিল ॥
কিছুক্ষণ এইরূপে থাকিয়া শয়নে।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ ভাবিছেন মনে ॥
কেন আমি হইয়াছি এরূপ আকুল।
দেখিলে এ ভাব লোকে বলিবে বাতুল ॥
গুরুজন আসি যদি এরূপ দেখিবে।
অপদার্থ জ্ঞান মোরে তখনি করিবে ॥
এই ভাবি গাত্রোত্থান করিয়া তখন।
বেশভূষা করি বংশী করেন গ্রহণ ॥
হইলেন মোহ প্রাপ্ত মানব যেমন।
বংশীপ্রতি বংশীধারী সম্বোধিয়া কন ॥
তুমি কি হে মিষ্টস্বরে আর বাজিবে না।
প্রেমময়ীরাধানাম গান করিবে না ॥
মানময়ী মানাসনে বসিত যখন।
নানা রাগে রাধানাম শুনাতে তখন ॥
এই বলি পড়িলেন পালঙ্ক উপরি।
রাধিকার প্রেম মুখ মনে চিন্তা করি ॥

বিসখা প্রভৃতি সখিগণের শ্রীমতির
নিকটে গমন।

গত যামিনীতে করে নিকুঞ্জ বিহার।
মনে মনে অনুরাগ বাড়িল রাধার ॥
নবীন নীরদশ্যাম অদ্য সাজাইব।
মনোমত পুষ্পহার আপনি গাঁথিব ॥
অদ্যকার ফুলশয্যা পরিপাটী করি।
করিব সুখ সম্ভোগ সহ সহচরী ॥
মনে মনে শ্রীরাধিকা ভাবেন অন্তরে।
শ্রীকৃষ্ণের পূজা আর সেবা করিবারে ॥
হেনকালে উপস্থিত সহচরীগণ।
দেখিয়া বলেন কুঞ্জে করহ গমন ॥
চল সবে আমি ওগো সঙ্কেতে যাইব।
সবিশেষ কথা তথা প্রকাশ করিব ॥
অমনি গৃহ হইতে হন বহির্গতা।
ললিতা চিত্রা প্রভৃতি ও চম্পকলতা ॥
হৃষ্টচিত্তে কুঞ্জবনে করিয়া গমন।
সুন্দর কুসুম রাশি করেন চয়ন ॥

সখীগণে ফুলশয্যা করে এক মনে।
রাধিকা গাঁথেন মালা বসিয়া নির্জ্জনে ॥
দিবস হইল গত রজনী আইল।
ক্রমে কোলাহল শূন্য নিস্তব্ধ হইল ॥
নিশাচরগণ সবে মহানন্দে ভাসে।
চন্দ্রমা উদিল আসি অম্বর প্রদেশে ॥
কুলায় কোকিল বসি করয়ে কূজন।
ভাসিল অমৃতরসে সমস্ত কানন ॥
দুলিছেন কুমুদিনী সুমন্দ পবনে।
চঞ্চল আস্যেতে হাসি নাথ আগমনে ॥
ঈর্ষা পরতন্ত্র গৌরবিণী কমলিনী।
বিষণ্ণ বদনে চক্ষু মুদিত অমনি ॥
শ্রীমতি প্রকৃতি শোভা করেন দর্শন।
কৃষ্ণ আগমন জন্য সময় যাপন ॥
আছেন সে রাজবালা রাধা এক মনে।
ললিতা চম্পকলতা আসি সেই স্থানে ॥
নিকুঞ্জেরশোভা আজি হেরগো কিশোরি
পরিপাটী হইয়াছে অতি মনোহারী ॥
চল সখি যাই সবে কুঞ্জ কুটীরেতে।
পরাইব ফুলহার কৃষ্ণের গলেতে ॥
এই বলি সখীসহ যান কুঞ্জবন।
না হেরিয়া বনমালী ব্যাকুলিত মন ॥
আসিছেন বুঝি পথে মদনমোহন।
যাও সখি অগ্রে তুমি করহ গমন ॥
যতনে আদর করি আন কালাচাঁদে।
বিলম্ব দেখিয়া মম প্রাণ মন কাঁদে ॥
শুনিয়া চলিল সব গোপের ললনা।
বৃন্দাসহ দেখা পথে বিষণ্ণবদনা ॥
বৃন্দা কয় সখিচয় যাইতেছ কোথা।
নিকুঞ্জ সাজান বুঝি হইল গো বৃথা ॥
শুনিতেছি আমাদের রাধিকারমণ।
কল্যপ্রাতে মধুপুরী করিবে গমন ॥
হায় ভগবান বুঝি নিতান্ত বিমুখ।
বিনষ্ট হইল সখি আমাদের সুখ ॥
এই বলি স্থিরভাবে বসিল তথায়।
নিস্তব্ধ হইল যেন পুত্তলিকা প্রায় ॥

কেহ বলে শ্রুত কথা সত্য না হইবে।
কেহ বলে জনরব যথার্থ জানিবে॥
বিসখাকে সংগোপনে করেন প্রেরণ।
যাও সখি জেনে এস নিগূঢ় কারণ॥
বিসখা জানিয়া কৃষ্ণ গমন বৃত্তান্ত।
অধৈর্য্য বিচ্ছেদবাণে হইল নিতান্ত॥
ব্যাকুলিত বাণবিদ্ধ হরিণীর ন্যায়।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে ধনী রাধিকা যথায়॥
দূর হতে রাধিকাকে দেখিতে পাইল।
ধীরে ধীরে নিকটেতে আসিয়া দেখিল॥
কখন করিছে ধনী কৃষ্ণ গুণগান।
কখন কখন আছে মুদিয়া নয়ান॥
এ সুখ সময়ে আমি বলিব কেমনে।
নিদারুণ বাক্য শুনি বাঁচিবেনা প্রাণে॥
আবার ভাবেন মনে হইবে বলিতে।
শুনিয়াত পারিবেন উপায় করিতে॥
এইরূপ চিন্তা করি বিসখা চলিল।
শ্রীমতির অগ্রে আসি প্রণাম করিল॥
সহাস্য বদনে রাধে জিজ্ঞাসেন তায়।
আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়॥
এসেছেন কুঞ্জে কিম্বা বিলম্ব কি আর।
এই দেখ সখি আমি গাঁথিয়াছি হার॥
জিজ্ঞাসেন বারে বারে উত্তর না পান।
বলেন বিসখে তব কিসে অভিমান॥
এই কি তোমার পরিহাসের সময়।
চমকিতচিত রাধে জন্মিল সংশয়॥
এমত সময়ে বৃন্দা সহ সখীগণে।
প্রবেশ করেন আসি নিকুঞ্জ কাননে॥
দেখেন বিষণ্ণ ভাবে নিকটে আইল।
ত্যজিলেন পুষ্পহার হস্তেতে যা ছিল॥
ওগো বৃন্দে কেন দেখি বিষণ্ণ বদন।
যথার্থ বলহ মোরে ইহার কারণ॥
বুঝি গুরুজনে করিয়াছে তিরস্কার।
কেন বা বিমর্ষভাব তোমা সবাকার॥
ভাবভঙ্গী দেখি মম বিচলিত মন।
অবশ্য হয়েছে কোন বিষম ঘটন॥

শুনিয়া সকল সখি বেষ্টিয়া শ্রীমতি।
বৃন্দা কন ঠাকুরাণি আছয়ে মিনতি॥
রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা তুমি গো সংসারে।
তোমার মহিমা দেবি কে বলিতে পারে॥
তুমি গো লক্ষ্মীস্বরূপা অন্ত কেবা পায়
তুমি জান কৃষ্ণে কৃষ্ণ জানেন তোমায়॥
করি তব পদ সেবা হয়ে অনুগত।
কিঞ্চিৎ তোমার তাই আছি অবগত॥
গাম্ভীর্য্য ধৈর্য্যতা গুণ আছয়ে তোমাতে
সেই জন্য সেই কথা পারিগো বলিতে॥
তখন কহেন বৃন্দা শুনগো কিশোরি।
শুনিয়া শ্রীহরি যাইবেন মধুপুরী॥
তাই বিসখায় করেছিলাম প্রেরণ।
জানিবারে অবিকল যথার্থ কারণ॥
এক্ষণে তাঁহার দেখি বিষণ্ণ বদন।
সত্য বলি বোধ দেবি হতেছে এখন॥
বৃন্দার মুখেতে শুনি শ্রীমতি রাধার।
মুখশশী শুষ্কপ্রায় হইল তাঁহার॥
এতক্ষণ পূর্ণশশী উদয় আছিল।
সামান্য দীপ আলোক হইয়া পড়িল॥
ক্রমে হন রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায়।
পূর্ব্বের যে চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়॥
নিকটস্থ সখীগাত্র করিয়া ধারণ।
বলেন বিসখে সব করহ বর্ণন॥
অকুতোভয়েতে বল সমস্ত বৃত্তান্ত।
কি দেখিলে কি শুনিলে কোথা প্রাণকান্ত
এরূপ কখন সখি ভাবিওনা মনে।
যাইবে আমার প্রাণ সে কথা শ্রবণে॥
আমার কঠিন প্রাণ যাবেনা যাবেনা।
সে বিচ্ছেদবাণ মোরে প্রাণে মারিবেনা
আমার তাপিত প্রাণ শীতল কি হবে।
ধর্ম্মরাজ কভু নাহি গ্রহণ করিবে॥
কৃষ্ণ গুণমালা কণ্ঠে করেছি ধারণ।
নটবর মূর্ত্তি হৃদে আছয়ে স্থাপন॥
হইব গো অনাথিনী বিরহে কাতর।
ধরাশায়ী হয়ে হব ধূলায় ধূসর॥

মৃতপ্রায় দেখি যেন করিয়া আক্ষেপ।
আমাকে চিন্তার মধ্যে না কর নিক্ষেপ॥
সে সময়ে এই কথা থাকে যেন মনে।
এই বলি বাস্পনীরে ভাসে দুনয়নে॥
বিসখা বলেন দেবি ধৈর্য্যধর মন।
বলিতেছি যাহা জানি করহ শ্রবণ॥
জনরব শুনি আনি ললিতা মুখেতে।
ধীরে ধীরে যাই গোপরাজের গৃহেতে
গৃহ কর্ম্মে নন্দরাণী আছেন ব্যাপৃত।
প্রচুর রূপেতে দেখি দধি দুগ্ধ ঘৃত॥
কথার প্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসি তখন।
ওগো রাণি কি কারণে এত আয়োজন
রাণী কন এ কথা কি তুমি জান নাই।
মধুপুরী যাবে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই॥
কংসরাজা নিমন্ত্রণ পত্র যে দিয়াছে।
রথসহ অক্রূর এখানে আসিয়াছে॥
কল্যই প্রভাতে কৃষ্ণ করিবে গমন।
উপহার জন্য দ্রব্য করি আয়োজন॥
পাঠাইতে গোপালেরে ইচ্ছা নাহি ছিল
যাইতে বাসনা কৃষ্ণ একান্ত করিল॥
সগণে বেষ্টিত হয়ে যাইবে তথায়।
দিবসত্রয়ের জন্য চাহিল বিদায়॥
কিন্তু মম মন সর্ব্বদাই উচাটন।
নিয়তই দুর্নিমিত্ত করিগো দর্শন॥
না জানি অদৃষ্টে মম ঘটে কি ঘটনা।
এই বলি অশ্রুজল করেন মার্জ্জনা॥
আমাকে বলেন রাণী সস্নেহ বাক্যেতে
যাও গো বিসখে তুমি কৃষ্ণের গৃহেতে
বুঝাও তাহারে গিয়া প্রবোধ বচন।
যাইবারে মধুপুরী কর নিবারণ॥
অঙ্কেতে পার্শ্বস্থ গৃহ দেন দেখাইয়া।
দ্বার দেশে উপনীত হইলাম গিয়া॥
দেখিলাম রাধানাথ করিছে রোদন।
আমা দেখি আত্মভাব করিয়া গোপন॥
হাস্য মুখে নিজ পার্শ্বে বসায়ে আমায়।
বলিলেন সখি তব কিবা অভিপ্রায়॥
সুযোগ পাইয়া আমি জিজ্ঞাসি তাঁহারে
বলেন নিশ্চয় কথা যাব মধুপুরে॥
প্রভাতে যাইব আমি শুনগো বিসখা।
সখীগণ সহ আর হইবে না দেখা॥
এই বলি বিসখা যে হন নিরুত্তর।
অশুভ সংবাদে রাধে হলেন কাতর॥

বিসখা বাক্য শ্রবণে, কতিপয় সখিগণে,
কহিছেন ওগো বৃন্দে সই।
অবলা যেগোপনারী,ত্যজি শ্যাম মধুপুরী,
যান যদি সত্যই সত্যই॥
কি কাজফুলশয্যায়,কিকাজ পুষ্পমালায়,
এখনি নিক্ষেপ করি দূরে।
সম্মুখেরাখি কিফল, বাড়য়ে বিরহানল
প্রজ্বলিত হয় গো অন্তরে॥
শুনিয়া শ্রীমতি কন, শান্ত হও কিছুক্ষণ,
দেখ সখি আর কিছুকাল।
মনে মনে ভাবি তাই,এখনত যান নাই,
অবশ্য আসিবে নন্দলাল॥
এখনওআছে আশা,সেইজন্য করিআশা
আশাপথ কর নিরীক্ষণ।
নভুবা ভুজঙ্গকলে,কূজনকরিকোকিলে,
যন্ত্রণা দিবেছে বিলক্ষণ॥
যদি বিপিন বিহারী, যান অদ্য মধুপুরী,
না জানি কি দুর্দ্দশা ঘটিবে।
বিরহে দগ্ধ হইব, দুঃখ সাগরে ডুবিব,
তাঁর ইথে ক্ষতি কি হইবে॥
শুনিয়া কহে গোপিনী,ওগোরাধাবিনো-
দিনি, মানিনী হইয়া ছিলে যবে।
তোমার চরণ ধরি,কাকুতি মিনতি করি
ভুমে পড়ি ছিলেন কি ভাবে॥
ভাঙ্গিল না তব মান,শ্যাম হয়ে ম্রিয়মাণ
চলিলেন ত্যজি কুঞ্জবন।
কুঞ্জের অদূরেগিয়া,রাধাকুণ্ডেতেপড়িয়া
রাধা বলি করয়ে রোদন॥

করেন বহু বিলাপ,না করেন বাক্যালাপ
চূড়া বাঁশী নিক্ষেপ করিয়া।
নয়ন জল ধারায়, বক্ষ দেশ ভেসে যায়,
গড়াগড়ি ভূমিতে পড়িয়া ॥
দেখি বিরহ বিকার,ভাবিলাম কি ব্যাপার
বিচ্ছেদ কি এত ভয়ঙ্কর।
হে রাধে তুমিই বল, কি দশা হইয়াছিল,
তোমা বিনা সেই নটবর ॥
রাধা কন জানি সই, ওগো বৃন্দে তোরে কই
দেখ সখি এ বিনোদ মালা।
করেছি আজি মনন,শ্যাম গলেতে অর্পণ,
কোথা মম সে চিকণ কালা ॥
সকলি বৃথা হইল, ওগো সখি চল চল,
ফুলশয্যা লইয়া সকলে।
কি হবে কুসুমমালা, নিভাইব সব জ্বালা,
নিক্ষেপিব যমুনার জলে ॥
করিব গো অবশেষ, যমুনা গর্ভে প্রবেশ,
কৃষ্ণ বিনা জীবন বিফল।
বলিতে বলিতে কথা,মরমে পাইয়া ব্যথা,
মুর্চ্ছিতা পড়েন ধরাতল ॥
নিকটস্থ সহচরী, হাহাকার রব করি,
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।
কেহ বা শীতল জল, রাধার মুখ মণ্ডল,
বার বার করিছে সেচন ॥
এই রূপে কমলিনী,বিগতা প্রায় যামিনী,
হেন কালে চৈতন্য হইল।
ডাকি কন সখি গণে,বিফল থাকা এ স্থানে
চল সখি মম সঙ্গে চল ॥
এখনি যাবেন হরি,ত্যজিয়া এ ব্রজপুরী,
কি করিব থাকিয়া এ স্থানে।
যে পথে যাবেন তিনি,দাঁড়ায়েসবগোপিনী
বাধা দিব তাঁহার গমনে ॥
এই যুক্তি করি মনে, স্খলিত পদ গমনে,
চলিলেন নির্জ্জন প্রান্তরে।
দুই পার্শ্বে সহচরী, স্কন্ধে হস্তার্পণ করি,
কৃষ্ণ রূপ জাগিছে অন্তরে ॥

রাম কৃষ্ণের মধুপুরী গমন।

বাজিল সঙ্কেত ভেরী প্রভাত হইল।
গমনের কাল জানি সকলে আইল ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই হয়ে সুসজ্জিত।
নন্দালয় বাহিরেতে হন উপস্থিত ॥
অমনি অক্রূর রথ প্রস্তুত করিয়া।
নন্দের সম্মুখে আসি কন সম্বোধিয়া ॥
রাম কৃষ্ণে লয়ে অগ্রে করিব গমন।
আপনি করুন প্রভু শকটারোহণ ॥
মথুরার নিকটেতে অপেক্ষা করিব।
তথায় একত্রে সবে মিলিত হইব ॥
এই বলি রামকৃষ্ণে লইলেন রথে।
আপনি প্রবৃত্ত হন সারথি কার্য্যেতে ॥
দ্রুত বেগে রথখান করিছে গমন।
ব্রজপুরী ত্যাগ প্রায় হইল তখন ॥
অদূরে অক্রূর দেখে অপূর্ব্ব ঘটনা।
দাঁড়ায়ে কামিনীগণ বিষণ্ণ বদনা ॥
নিরন্তর রথ দিকে করে নিরীক্ষণ।
চকিত অক্রূর ভাব করিয়া দর্শন ॥
রাম কৃষ্ণ মুখ চাহি যোড় হাত করি।
বলেন দেখুন ঐ কতিপয় নারী ॥
বোধ হয় তারা কোন বিপদে পড়েছে
রথ হেরি ব্যগ্রভাবে তাই দেখিতেছে
অন্তরে জানিয়া রাম সমস্ত কারণ।
লজ্জাক্রমে নিদ্রাদেবী করেন স্মরণ ॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকলি জানিয়া।
চমকিত হন দেব আশ্চর্য্য হইয়া ॥
এ দিকে রাধিকা ব্রজগোপিনী সহিতে
হলেন দণ্ডায়মান রথ সম্মুখেতে ॥
অক্রূরে চাহিয়া কন দাও পরিচয়।
হইবে ধার্ম্মিকবর ভাবে বোধ হয় ॥
বাহ্যিক ভাবেতে দেখি হবে মহাজন।
দুরন্ত দস্যুর কার্য্য কর কি কারণ ॥
আমা সবাকার সার ও সর্ব্বস্ব ধন।
হেন ধনে চুরি করি কর পলায়ন ॥

সন্ধান পাইয়া পথ অবরোধ করি।
জীবিত থাকিতে কৃষ্ণে ছাড়িতে না পারি
হে অক্রূর আমাদের শুন নিবেদন।
কৃষ্ণ পদে সঁপিয়াছি জীবন যৌবন॥
নিজের সম্পত্তি ধন আর কিছু নাই।
আমাদের বল কৃষ্ণ কৃষ্ণই দোহাই॥
হেন কৃষ্ণে করিয়াছ তুমি বশীভুত।
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত॥
আমাদের প্রাণ অগ্রে না করি সংহার
কৃষ্ণকে লইতে সাধ্য না হবে তোমার॥
এই বলি পড়িলেন ধরণী উপরে।
গতিরোধ দেখি কৃষ্ণ ভাবেন অন্তরে॥
দেখেন অগ্রজ রাম সুগাঢ় নিদ্রায়।
নাবিলেন রথ হতে সত্বরে তথায়॥
অমনি রাধার হস্ত করিয়া ধারণ।
মধুর বচনে করিলেন সম্বোধন॥
উঠ উঠ কমলিনি কেন এ প্রকার।
এ স্থান কি উপযুক্ত শয্যা গো তোমার
তুমি কুলকন্যা কেন প্রকাশ্য পথেতে।
নিন্দনীয় কার্য্য এই লোক সমাজেতে॥
কৃষ্ণ পরশনে যত ব্রজবালাগণ।
সমধিক বলযুক্ত হইয়া তখন॥
আশ্বাস পাইয়া সবে বসিল তথায়।
কিয়ৎকাল বাক্য মুখে নাহি বাহিরায়
কেবল নয়ন জল করে নিবারণ।
শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রানন করয়ে দর্শন॥
গোপীদের প্রেম হরি জানেন অন্তরে।
নিমগ্ন হলেন দেব সে প্রেম সাগরে॥
ভক্তের দুঃখেতে দুঃখী ভকত বৎসল।
অশ্রুজলে পরিপূর্ণ নয়নযুগল॥
ভাবিলেন এরা মম গোপাঙ্গনা সবে।
এই রূপ ভক্ত আর জগতে না হবে॥
ইহাদের পদধূলি যে রক্ষে লাগিবে।
দেবতুল্য মহত্তত্ত্ব তাহারাও পাবে॥
পুনর্ব্বার কৃষ্ণ কন ওহে সখিগণ।
তোমাদের কুলমান রক্ষার কারণ॥
স্বীকার করেছি ক্লেশ ইতিপূর্ব্বে কত।
তোমরা হে বিলক্ষণ আছ অবগত॥
দেখ ঐ গুরুজন নিকটে আগত।
অতল লজ্জা সাগরে হবে নিপতিত॥
কিছু দিন জন্য আমি তথায় যাইব।
পরে আসি শ্রীমতিকে দর্শন করিব॥
আমার বিরহ সত্য সহিতে হইবে।
তাহার উপায় বলি শুন সখি তবে॥
আমার বিয়োগে দুঃখ হইবে যখন।
নির্জ্জন স্থানেতে সখি মুদিবে নয়ন॥
অমনি হৃদয় মাঝে উদয় হইব।
বিয়োগ ভীত হৃদয় শীতল করিব॥
এই বলি শ্রীমতির গাত্র ধূলি লয়ে।
যত্ন করি রাখিলেন অঞ্চলে বাঁন্ধিয়ে॥
সকলের একে একে গাত্র স্পর্শ করি।
মধুর বাক্যেতে পরে বলেন শ্রীহরি॥
না কর বিলম্ব আর প্রিয়তমাগণ।
এ স্থান হইতে শীঘ্র করহ গমন॥
শুনিয়া প্রাণ সখার বাক্য সমাদর।
চলিলেন অল্পে অল্পে গোকুল ভিতর
বিদায় করিবামাত্র রাধা প্রাণেশ্বরী।
বিরহে ব্যাকুল অতি হলেন শ্রীহরি॥
উঠিলেন রথোপরি মন্থর গতিতে।
অক্রূরে ইঙ্গীত করি রথ চালাইতে॥
সঙ্কেত করিবা মাত্র সঙ্কেত রজ্জুতে।
বেগেতে চলিল অশ্ব বঙ্কিম ভাবেতে॥
নন্দ আদি গোপ বৃন্দ পশ্চাৎ চলিল।
দণ্ড মধ্যে মধুপুরী নিকট হইল॥
প্রান্তর ভাগেতে রথ রাখিয়া তথায়।
গোপরাজ জন্য রহিলেন অপেক্ষায়॥
ক্ষণ মধ্যে উপনীত যত গোপবৃন্দ।
ভোজনার্থে রামকৃষ্ণে ডাকিলেন নন্দ॥
যশোদা প্রদত্ত ক্ষীর সর নবনীত।
ভোজন করিয়া দোঁহে হন আনন্দিত॥
যে যাহার রথে করিলেন আরোহণ।
ধীরে ধীরে করিলেন সকলে গমন॥

রামকৃষ্ণের কংসপুরী প্রবেশ।

এদিকে শুনিয়া কংশ কৃষ্ণআগমন।
দ্বারেতে মাতঙ্গ মত্ত রাখিল তখন ॥
এই সময়েতে নন্দ সহ উপহার।
অগ্রে লয়ে রামকৃষ্ণ প্রবেশেন দ্বার ॥
সিংহ দ্বারে দেখিলেন হস্তী যে ভীষণ।
শুণ্ডদিয়া শ্রীকৃষ্ণকে করিল বেষ্টন ॥
কিন্তু তিনি রহিলেন অটল ভাবেতে।
হেলায় হলেন মুক্ত বেষ্টন হইতে ॥
বীর বিক্রমেতে করিলেন মুষ্টাঘাত।
আঘাতে সে মত্ত হস্তী হইল নিপাত ॥
ভয়ে ভীত নন্দ দেখি ভীষণ ব্যাপার।
কংশের নিকটে লয়ে দিল উপহার ॥
উম্মনা হইয়া তাহা চক্ষে না দেখিল।
সেইক্ষণে মল্লগণে আদেশ করিল ॥
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে মুষ্টির চানুর।
রাম কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ করিল প্রচুর ॥
দুই ভাই মল্লগণে করেন নিধন।
দূত মুখে বার্ত্তা কংশ করিল শ্রবণ ॥
ভয়ে ভীত চমকিত হইয়া উঠিল।
রণস্থলে মঞ্চোপরি শীঘ্র আরোহিল ॥
দেখিল সে রাম কৃষ্ণ ক্রোধেতে অধীর।
জয়লাভে করিছেন গর্জ্জন গভীর ॥
দূতগণে কংশরাজ কহিছে তখন।
দূর করে দাও এই শিশু দুই জন ॥
নন্দ আদি করি যত আছে গোপবৃন্দ।
প্রদান করহ সবে সমুচিত দণ্ড ॥
এমন প্রবল শত্রু করেছে পালন।
এ কারণে তা সবারে করহ নিধন ॥
কংশের শুনিয়া এই নিষ্ঠুর বচন।
কোপে কৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি করেন ধারণ ॥
ভীষণ কালিকা মূর্ত্তি ধরিলেন কালা।
ভয়ঙ্করা খড়্গাহস্তা গলে মুণ্ডমালা ॥
সভামধ্যে দৈত্যকেশ করি আকর্ষণ।
তীক্ষ্ণ অসি দিয়া শির করেন ছেদন ॥
পুনর্ব্বার শান্তমূর্ত্তি কৃষ্ণরূপ ধরি।
নাচিছেন রণমাঝে বাঁকা বংশীধারী ॥

নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের কৃষ্ণবিরহ।

কংশের বিনাশ দেখি গোপরাজ নন্দ।
ব্রজবাসীগণ সহ পরম আনন্দ ॥
দুরাত্মা কংশেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন।
কারাগার অভিমুখে করেন গমন ॥
জনক জননী যথা আছয়ে বন্ধনে।
ত্বরা করি উপনীত হন সেই স্থানে ॥
মুক্ত করি দোঁহাকার বন্ধন যন্ত্রণা।
যথাযোগ্য উভয়েরে করেন বন্দনা ॥
বসুদেব দেবকীর আনন্দ হইল।
মহানন্দে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল ॥
অমনি কুমারদ্বয়ে ক্রোড়ে বসাইয়া।
করেন মস্তকাঘ্রাণ বদন চুম্বিয়া ॥
হেনকালে উঠিল যে মহা কোলাহল।
কংশের মহিষীগণ শোকেতে বিহ্বল ॥
ভর্ত্তৃশোকে বিলাপ করিছে বহুতর।
করুণা নিলয় কৃষ্ণ দেখিয়া কাতর ॥
নিবারণ করি সবে সান্ত্বনা বচনে।
অভিষিক্ত করি রাজ্য দেন উগ্রসেনে ॥
এ দিকেতে শুন এক অপূর্ব্ব কথন।
বসুদেব দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন ॥
জনক জননী বলি সম্বোধন করি।
বসিলেন উভয়ের অঙ্কের উপরি ॥
তদবধি নন্দরাজ ব্যাকুল হৃদয়।
তাঁর মনে নানারূপ হইল সংশয় ॥
ভাবেন অক্রূর যবে গিয়া ব্রজপুরে।
কৃষ্ণ আগমন জন্য সে প্রার্থনা করে ॥
সে সময়ে বিচলিত হয়ে ছিল মন।
বুঝিবারে পারি নাই তাহার কারণ ॥
এক্ষণেতে দেখিতেছি যে রূপ ঘটনা।
বোধ হয় রাম কৃষ্ণে আর পাইব না ॥
নতুবা অন্তর্ব্বেদনা কেন বা আসিবে।
মর্ম্মান্তিক পীড়া কেন অনুভব হবে ॥

এইরূপে চিন্তান্বিত হয়ে সাতিশয়।
অধৈর্য্য হইল নন্দ আকুল হৃদয় ॥
দুনয়নে বাষ্পবারি হয় বিগলিত।
না সরে বচন মুখে মোহেতে মোহিত ॥
তাহা দেখি বসুদেব ভাবিছেন মনে।
আমার সন্তান কৃষ্ণ নন্দ নাহি জানে ॥
যদিচ জানেন তিনি এ কথা মনেতে।
তথাপিও বুঝিতেছি মনের ভাবেতে ॥
তাঁহার কর্ত্তৃক পুত্র লালিত পালিত।
সে কারণ হতে পারে স্নেহেতে বর্দ্ধিত
এক্ষণে তাঁহারে করি প্রিয় সম্ভাষণ।
সুস্থির করিব তাঁর ব্যাকুলিত মন ॥
বসুদেব মনে মনে হইয়া চিন্তিত।
নন্দের নিকটে আসি হন উপনীত ॥
মধুর বচনে কন বিনীত ভাবেতে।
এক্ষণে আমায় সখা পার কি চিনিতে ॥
আমার এ পুত্রদ্বয় তব গৃহে ছিল।
হে সখে তব কর্ত্তৃক পালিত হইল ॥
আপনার ধর্ম্মপত্নী সে যশোদা রাণী।
পালিলেন পুত্রদ্বয়ে যেমন জননী ॥
ওহে বন্ধুবর দয়া কর মমপ্রতি।
রাখিতে হইবে মম এই যে মিনতি ॥
সম্প্রতি আমার গৃহে রাখি কৃষ্ণরামে।
গমন করুন সখে তব ব্রজধামে ॥
করিয়া আমার প্রতি মঙ্গল কামনা।
এ বিষয়ে শোক দুঃখ করিতে পাবে না
জানাইবে যশোদাকে মম অনুরোধ।
বিশেষ সান্ত্বনা বাক্যে দিবেহে প্রবোধ
বসুদেব মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন।
রহিলেন নন্দ মৌনভাবে কিয়ৎক্ষণ ॥
মনোদুঃখে অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল।
শোকরাশি ক্রমে ক্রমে হইল প্রবল ॥
বারম্বার দীর্ঘশ্বাস বহিতে লাগিল।
যেন তাঁর প্রাণান্তের প্রাক্‌কাল হইল ॥
দেখি বসুদেব করিলেন বিবেচনা।
বোধ হয় নন্দ ইহা পূর্ব্বে জানিত না ॥

আমার মুখেতে শুনি বিশেষ কারণ।
বিকৃত অবস্থা তাই করেছে ধারণ ॥
মূচ্ছিত হইয়া যদি নিপতিত হয়।
হইবে তাঁহার ইথে জীবন সংশয় ॥
এই ভাবি নিকটেতে করিয়া গমন।
বাহু প্রসারণে করি প্রেম আলিঙ্গন ॥
কেন হে সুহৃৎ! কেন এরূপ হইলে।
আকুল কেনহে সখে তুমি শোকাকুলে ॥
আমার তনয় কৃষ্ণ তোমার জানিবে।
তনয়ের অমঙ্গল ইহাতে হইবে ॥
প্রাপ্ত হয়ে নন্দরাজ গাঢ় আলিঙ্গন।
অতি কষ্টে করিলেন শোক সম্বরণ ॥
উভয়েতে স্থিরভাবে বসি সেই স্থানে।
কহিছেন নন্দ অতিশয় দুঃখ মনে ॥
তুমিহে ধার্ম্মিক সখে ধর্ম্মে সদা রত।
রাম কৃষ্ণ তবপুত্র নহি অবগত ॥
অতএব দয়া করি সুস্থ কর মন।
যথার্থ যে আমুলক করহ বর্ণন ॥
শুনি বসুদেব কন কৃষ্ণের বৃত্তান্ত।
সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন আদ্যোপান্ত ॥
ঐ কথা গোপরাজ করিয়া শ্রবণ।
ব্রহ্ম বলি শ্রীকৃষ্ণকে ভাবেন তখন ॥
আবার বাৎসল্যভাবে পুন উচ্ছলিত।
দেখেন কৃষ্ণের মুখ হইয়া চকিত ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ কন গদগদ স্বরে।
হে পিতঃ থাকিব আমি এই মধুপুরে ॥
কিছুদিন সুখী করি জননী জনকে।
দর্শন করিব আমি পুনঃ আপনাকে ॥
কৃষ্ণের এরূপ বাক্য করি আকর্ণন।
মনোদুঃখে নন্দরাজ সজল নয়ন ॥
কান্দিতে কান্দিতে নন্দ করেন গমন।
দুঃখিত হইয়া চলে ব্রজবাসীগণ ॥
যাইতে যাইতে নন্দ কন গোপগণে।
একবার গিয়া দেখে এস কৃষ্ণধনে ॥
পার যদি ক্রোড়ে করি আনিবে লইয়া
কিরূপে যাইব রামকৃষ্ণেরে ত্যজিয়া ॥

কি কহিবে যশোমতি কি কহিব তায়।
কিরূপে কহিব তারা আছে মথুরায়॥
এইরূপে নন্দরাজ ভাবিতে ভাবিতে।
উপনীত হন আসি আপন পুরেতে॥
ব্রজবাসীগণ শুনি কৃষ্ণের বৃত্তান্ত।
শোকে অভিভূত হয়ে পড়িল নিতান্ত॥
গড়াগড়ি দিয়া কান্দিছেন নন্দরাণী।
মণিহারা ফণীমত যেন পাগলিনী॥
এই রূপে শোকাকুল ব্রজবাসী সবে।
কিছুকাল পরে কৃষ্ণ পাঠান উদ্ধবে॥
উপনীত হইয়া উদ্ধব বৃন্দাবনে।
শান্ত করিলেন সব গোপ গোপীগণে॥
অনন্তর বসুদেব আনি গর্গাচার্য্য।
করিলেন উভয়ের সংস্কার কার্য্য॥
শাস্ত্র আর ধনুর্ব্বেদে হয়ে সুশিক্ষিত।
হইলেন রাম কৃষ্ণ গুণে গুণান্বিত॥

অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবদিগের জন্ম বৃত্তান্ত; রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ এবং শিশুপাল ও জরাসন্ধ বধ।

বেদব্যাস কহিলেন শুনহ জৈমিনি।
এইরূপে দেবী শ্যামসুন্দর রূপিণী॥
লীলাছলে বিনাশিয়া কংশ দুষ্টমতি।
বলরাম সহ মধুপুরে অবস্থিতি॥
এদিকেতে সতীনাথ হয়ে স্ত্রীরূপিণী।
অষ্টধা বিভক্ত হয়ে অবতীর্ণ তিনি॥
কৃষ্ণরূপী মহাকালী প্রাপ্ত লালসায়।
রহিলেন স্থানে স্থানে রত তপস্যায়॥
এক অংশে বিষ্ণু আসি কুন্তির গর্ভেতে
জন্মলাভ করিলেন অর্জ্জুন নামেতে॥
হস্তিনা পুরেতে বাস সহ ভ্রাতৃগণ।
মহাবল পরাক্রান্ত ভাই পঞ্চ জন॥
ধর্ম্মের ঔরষে জন্ম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির।
পবনাংশে ভীমসেন দুর্জ্জয় শরীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন ইনি বিষ্ণুঅবতার।
নকুল ও সহদেব অশ্বিনী কুমার॥

পাইয়া যৌবন প্রাপ্ত এই পঞ্চজনে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির রাজ্য সিংহাসনে॥
পালেন পৈত্রিক রাজ্য করিয়া যতন।
তাঁর প্রতিপালনেতে সুখী প্রজাগণ॥
পাণ্ডবপিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
দুর্য্যোধন আদি করি তাঁর পুত্রচয়॥
কর্ণ ও শকুনি আর মূঢ় দুর্য্যোধন।
সকলে করিত চেষ্টা পাণ্ডবনিধন॥
কখন অগ্নিপ্রদান কভু বিষদান।
কোন রূপে পাণ্ডবের বধিতে পরাণ॥
কিন্তু সে পাণ্ডবগণে ছিল ধর্ম্মবল।
ক্রূর মতিদের চেষ্টা হইত বিফল॥
কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল
পাপাত্মা সে দুর্য্যোধনে দুর্ম্মতি ঘটিল॥
শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ এ অন্যায় আচরণ।
অক্রূরে হস্তিনাপুরে করেন প্রেরণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নিকটেতে গমন করিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ কথিত কথা কন বিস্তারিয়া॥
বাল্যকালে পিতৃহীন সে পঞ্চপাণ্ডব।
স্নেহকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা আপনিই সব॥
আপন সন্তানগণ বিদ্বেষে পাণ্ডবে।
আপনাকে নিবারণ করিতে হইবে॥
ধৃতরাষ্ট্র কন শুন হে অক্রূর বর।
জানিতেছি এ ঘটনা কুলক্ষয়কর॥
তথাপি হে পুত্র স্নেহে আর্দ্র হয় মন।
সে কারণে না পারি করিতে নিবারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র অভিপ্রায় জানিয়া অক্রূর।
নিবেদিল শ্রীকৃষ্ণকে আসি মধুপুর॥
কমলনয়ন কৃষ্ণ জানিলেন ভাবে।
কুরুক্ষেত্রে রাজাগণ বিনাশ হইবে॥
ধৃতরাষ্ট্রগণ সবে হইবে নির্ম্মূল।
সে পাপাত্মা শকুনিই অনর্থের মূল॥
অতঃপর কৃষ্ণ সুখ-বাস করিবারে।
যদুগণ সহ যান সে দ্বারকাপুরে॥
কিছুদিন পরে শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
বিদর্ভ রাজার কন্যা ভীষ্মক নন্দিনী॥

রুক্মিণী তাঁহার নাম গুণে গুণান্বিতা।
বিবাহের কাল জানি তাঁর মাতা পিতা
স্বয়ম্বর সভা করি ভীষ্মক রাজন।
যত রাজগণে করিলেন নিমন্ত্রণ॥
রুক্মী নামে পুত্র তার অতি ক্রূরমতি।
করিত বিদ্বেষ সদা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি॥
পিতার অবাধ্য হয়ে সেই দুরাচার।
নিষেধ করিল কৃষ্ণে দিতে সমাচার॥
পূর্ব্ব হতে রুক্মীর যে ইচ্ছা ছিল মনে
চেদীরাজ শিশুপালে ভগ্নী সম্প্রদানে॥
অভিপ্রায় অবগত হইয়া তখন।
মহারথে শিশুপাল করি আরোহণ॥
অভেদ্য সে শরাসন গ্রহণ করত।
সভামধ্যে বর বেশে হন সমাগত॥
পরমা সুন্দরী কন্যা করিয়া শ্রবণ।
নানা দেশ হইতে আইল রাজগণ॥
নারদের মুখে কৃষ্ণ হয়ে অবগত।
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে তথা হন উপস্থিত॥
অন্তরীক্ষে থাকি দেখিছেন রাজগণে।
হেরি বরসজ্জা হাস্য করি মনে মনে॥
এমন সময়ে যত কুলনারীগণে।
চলয়ে রুক্মিণী সহ গঙ্গার পুলিনে॥
কৌলিক মঙ্গলাচার করিবার তরে।
কৌতুহলী হয়ে চলে ভাগীরথী তীরে॥
জলধারা দেয় কেহ করি শঙ্খধ্বনি।
রুক্মিণী চরণে বাজে নূপূরের ধ্বনি॥
বেষ্টিত রক্ষক গণ রমণী সকলে।
হইলেন উপনীত ভাগীরথী কূলে॥
নানা উপচারে পূজি মকরবাহিনী।
করেন প্রার্থনা মনে ভীষ্মক নন্দিনী॥
হে জহ্নু তনয়ে মম এই অভিলাষ।
পতি প্রাপ্ত হই যেন সেই পীতবাস॥
পূজা সমাপিয়া গৃহে করেন গমন।
পথে কৃষ্ণ করিলেন রুক্মিণী হরণ॥
হাহাকার শব্দ করে পৌরগণ সব।
রাজধানী মধ্যে হয় মহা জনরব॥

বিবাহের কামনায় রাজগণ যত।
ঘটনা শুনিবা মাত্র সকলে ব্যথিত॥
সকলেই স্বীয় স্বীয় লয়ে সৈন্যগণ।
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অস্ত্র করিল ধারণ॥

"কৃষ্ণঃ সমুদ্যত বরায়ুধারিণ স্তান
নিচ্ছিন্ন ভগ্নবরকার্ম্মুক বাহনাশ্চ
লজ্জাভরানত মুখান শিশুপাল মুখ্যান্
কৃত্বা জগাম ভবনং ত্রিদিবেনতুল্যং॥"

শিশুপাল আদি মহাবল রাজগণ।
কৃষ্ণের সহিত আসি আরম্ভিল রণ॥
না পারি সহিতে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রানল।
হইল বিক্ষত গাত্র সবে বিশৃঙ্খল॥
পরাক্রান্ত শিশুপাল হইল লজ্জিত।
অধোমুখে রহিলেন হয়ে পরাজিত॥
অতঃপর রুক্মিণীকে লইয়া রথেতে।
গেলেন স্বকীয় পুরী দ্বারকা ধামেতে॥
এই রূপে অষ্টজন প্রধান বনিতা।
জাম্বুবতী আদি করি শিবাংশ সম্ভূতা॥
এতভিন্ন ষোড়শ সহস্র ছিল নারী।
যাহারা ভাবিত কৃষ্ণে পতি ইচ্ছা করি
শত শত পুত্র পৌত্র ক্রমেতে জন্মিল।
তাহারা বীরেন্দ্র বলি বিখ্যাত হইল॥
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজেন্দ্রের ন্যায়।
করেন স্বগণে বাস সুখে দ্বারকায়॥
এই সময়েতে পঞ্চ পাণ্ডব দুর্জ্জয়।
যজ্ঞ করিবার অভিলাষ মনে হয়॥
পরামর্শ হেতু যুধিষ্টির মতিমান।
আনিলেন শ্রীকৃষ্ণকে করিয়া সম্মান॥
যুধিষ্ঠির প্রমুখাৎ শুনিয়া বিশেষ।
করিবারে রাজসূয় দিলেন আদেশ॥
কুরুবংশ ধ্বংশ মনে কামনা করিয়া।
লইলেন যজ্ঞভার অধ্যক্ষ হইয়া॥
ভীম আদি করি রাজ অনুজ গণেরে।
দিগ্বিজয় করিতে পাঠান তা সবারে॥
নানা দেশ করি জয় সহ সৈন্যগণ।
মগধ রাজ্যেতে আসি উপস্থিত হন॥

মহাবল পরাক্রান্ত মগধাধিপতি।
রাখিয়াছে কারারুদ্ধ অনেক নৃপতি॥
সে দুর্জ্জয় জরাসন্ধে বধ সাধনায়।
ভীমসহ স্বয়ং কৃষ্ণ গেলেন তথায়॥
ছলক্রমে জরাসন্ধে বিনাশ করিয়া।
কারারুদ্ধ রাজগণে সঙ্গেতে লইয়া॥
যুধিষ্ঠির নিকটেতে হন উপনীত।
দেখিয়া ধর্ম্মনন্দন পাইলেন প্রীত॥
দানবনির্ম্মিত অতি বিচিত্র গঠন।
শোভিছে যজ্ঞীয় সভা কিবা সুশোভন
মুকুট মালাতে দীপ্তি পাইতে লাগিল।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ সভাতে বসিল॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণে জানিয়া অন্তরে।
সভামধ্যে শ্রেষ্ঠপদ দিলেন কৃষ্ণেরে॥
দেখি শিশুপাল মহাকোপে প্রজ্বলিত।
ক্রোধবেগে ওষ্ঠাধর করয়ে কম্পিত॥
করয়ে প্রয়োগ কৃষ্ণে অকথ্য কথন।
রহিলেন কৃষ্ণ সহ্যকরি কতক্ষণ॥
শেষেতে ধরণীভার করিতে হরণ।
করেন শ্রীকৃষ্ণ তার মস্তক ছেদন॥
তাহা দেখি সভাস্থল নিস্তব্ধ রহিল।
সমারব্ধ যজ্ঞক্রমে সম্পন্ন হইল॥
আছয়ে ভ্রামকস্থল যজ্ঞীয় সভায়।
কর্ণ দুর্য্যোধন তাহা দেখিবারে যায়॥
উভয়ে পতিত তাহে হইল ভ্রমেতে।
উপহাসস্পদ হয় সভার মাঝেতে॥
লজ্জিত হইয়া তাহে দুঃখিত হৃদয়।
পূর্ব্বাপেক্ষা জন্মিল বিদ্বেষ সাতিশয়॥
শকুনির সহ করি মন্ত্রণা গোপনে।
দ্যূতক্রীড়া আরম্ভিল যুধিষ্ঠির সনে॥
বারম্বার পরাজিত হইতে লাগিল।
ছলেতে সাম্রাজ্য জয় করিয়া লইল॥
পুনর্ব্বার করাইয়া বনবাস পণ।
তাহাতেও পরাজিত হলেন রাজন॥
আরবার করি পণ সে কপট-দ্যূতে।
দ্রুপদীকে করি জয় লইল তাহাতে॥
সামান্য ধনের ন্যায় রমণী রতনে।
আজ্ঞাদিল দুর্য্যোধন ভাই দুঃশাসনে॥
ধরিয়া দ্রৌপদী কেশ সভায় আনিল।
সভামধ্যে অবমান করিতে লাগিল॥
তখন দ্রৌপদী দুঃখে করেন রোদন।
বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে করিয়া স্মরণ॥
তাহা দেখি ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষুব্ধচিত্ত মনে।
বিষম নিষ্ঠুর কার্য্য হেরিয়া নয়নে॥
ভাবেন অধর্ম্ম ধর্ম্ম কভু না সহিবে।
এতদিনে ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল হইবে॥
বলিতে বলিতে ক্রোধে অমনি উঠিয়া।
সেইক্ষণে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করিয়া॥
করিলেন সমর্পণ পাণ্ডব হস্তেতে।
দুর্য্যোধনে তিরস্কার করি বিধিমতে॥
পরেতে পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা পালনে।
স্বগণ সহিত সবে চলিলেন বনে॥
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিলেন মনে।
হইল কারণ এই ভুভার হরণে॥

পাণ্ডব দিগের বন ভ্রমণ।

জৈমিনিকে পুনর্ব্বার কহেন বচন।
পাণ্ডব বন ভ্রমণ করহ শ্রবণ॥
বনে বনে ভ্রমি কাল করেন যাপন।
তীর্থস্থান দেবস্থান করিয়া দর্শন॥
একদা শিশিরাত্যয়ে যোনি পীঠস্থানে
উপস্থিত কামাখ্যায় দেবীকে দর্শনে॥
ভক্তি সহকারে পূজিলেন ভগবতী।
কৃতাঞ্জলিপুটে আরম্ভিল স্তবস্তুতি॥
হে জননি পাইতেছি বিষম যন্ত্রণা।
কৃপা করি কাত্যায়নি পূরাও বাসনা॥
হৃতরাজ্য হয়ে কষ্ট সব আর কত।
পাপমতি কুরুদলে করহ নিহত॥
পাণ্ডবের প্রার্থনায় প্রত্যক্ষ হইয়া।
কহিছেন দেবী ধর্ম্মনন্দন চাহিয়া॥
তুমি মহাপ্রাজ্ঞ সাধু কষ্ট না পাইবে।
প্রতিজ্ঞা হইতে তুমি উত্তীর্ণ হইবে॥

ধার্তরাষ্ট্রগণ রণে হইবে নিধন।
পুনর্ব্বার হৃতরাজ্য পাইবে রাজন॥
তোমার যে সহচর ভ্রাতৃ চতুষ্টয়।
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণে বধিবে নিশ্চয়॥
সংগ্রামেতে সাধিবারে তব শুভকর্ম্ম।
স্বয়ং দেবকীর গর্ভে লইয়াছি জন্ম॥
দেবতাগণের অনুরোধের কারণ।
ছলেতে পৃথিবী ভার করিতে হরণ॥
জন্মেছেন বিষ্ণু আসি আমার আজ্ঞাতে
তোমার তৃতীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন নামেতে॥
অর্জ্জুনেরে মহাযুদ্ধে করিবে হে রথি।
কৃষ্ণরূপা আমি নিজে হইব সারথি॥
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি মহারথীগণে।
তা সবারে বিনাশিব সে ভীষণ রণে॥
তোমার মধ্যম ভ্রাতা পবননন্দন।
একাই বধিবে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ॥
রাজবর্গ সকলেই বিনাশ পাইবে।
শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর অধিপতি হবে।
বরপ্রাপ্তে যুধিষ্ঠির প্রফুল্লিত মনে।
আরম্ভ করেন স্তব দেবী বিদ্যমানে॥

যুধিষ্ঠির কর্তৃক দেবীস্তব।

নমস্তে পরমেশানি ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
সুরাসুর জগদ্বন্দ্য কামরূপ নিবাসিনী॥
মাতঃ প্রভাবং জানন্তি ব্রহ্মাদ্যা স্ত্রিদশেশ্বরা।
প্রসীদ জগতামাদ্যে কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
ত্বংবীজং সর্ব্বভূতানাং ত্বং বুদ্ধিশ্চেতনাধৃতিঃ॥
ত্বং প্রবোধশ্চ নিদ্রাচ কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
ত্বামারাধ্য মহেশোপি কৃত কৃত্যেতি মন্যতে।
আত্মানং পরমাত্মাপি কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
দুর্বৃত্ত বৃত্তসংহর্ত্রী পাপপুণ্য ফলপ্রদে।
লোকানাং পাপসংহর্ত্রী কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
ত্বমেকা সর্ব্বভূতানাং সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী।
করালবদনে কালি কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
প্রপন্নার্ত্তি হরেমাতঃ সুপ্রসন্ন মুখাম্বুজে।
প্রসীদ পরমেপূর্ণে কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
ত্বামাশ্রয়ন্তি যে ভক্ত্যা যান্তি চস্রে যতাস্তুতে।
জগতাং ত্রিজগদ্ধাত্রী কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥
শুদ্ধজ্ঞান ময়ী পূর্ণা প্রকৃতিঃ সৃষ্টিকারিণী।
ঘনেব মাতদিশেশী কামেশ্বরি নমোস্তুতে॥

অস্যার্থ।

নমস্কার করি পদে হে পরমেশানি।
তুমি গো মা ব্রহ্মরূপা তুমি সনাতনী॥
সুরাসুর জগদ্বন্দ্যা তুমি গো জননি।
দেহ পদতরী কামরূপনিবাসিনি॥
ব্রহ্মাদি এ জগতের আদিভূতা তুমি।
তোমার প্রভাব মাতা কি জানিব আমি
সকল ভূতের বীজ তুমি বুদ্ধি রূপা।
তুমিই চৈতন্যময়ী তুমি ধৃতিরূপা॥
তুমি নিদ্রারূপা দেবি তুমি অববোধ।
কিরূপে জানিব দেবি আমি হীনবোধ॥
পরমাত্মারূপী হয়ে স্বয়ং মহেশ্বর।
তব আরাধনা করিছেন নিরন্তর॥
দুর্বৃত্ত জনের তুমি দৌরাত্ম্যনাশিনী।
তাপিত শরণাগতে ত্রিতাপহারিণী॥
তুমি ফলদাত্রী পাপ পুণ্য অনুসারে।
কোটি কোটি নমস্কার করি মা তোমারে
ত্রিসংসার মধ্যে যাবদীয় জীবগণ।
সৃষ্টিস্থিতি সংসারের তুমিই কারণ॥
তুমিই কালীরূপিণী করালবদনা।
দীনপ্রতি দয়াকরি হওমা প্রসন্না॥
প্রপন্ন জনের পীড়া কর নিবারণ।
সুপ্রসন্ন তার প্রতি যে লয় শরণ॥
ভক্তি করি ও চরণ আশ্রয় যে লয়।
অপরের আশ্রয় স্বরূপ সেই হয়॥
ত্রিজগতধাত্রী তুমি জীবের আধার।
কামেশ্বরি তবপদে করি নমস্কার॥
শুদ্ধজ্ঞানময়ী পূর্ণা তুমি গো প্রকৃতি।
হে ঈশ্বরি তবপদে করিগো প্রণতি॥

যুধিষ্টিরের বরপ্রাপ্তি।

বেদব্যাস কহিছেন শুন দিয়া মন।
স্তবেতে সন্তুষ্টা দেবী কহেন তখন॥

ওহে যুধিষ্ঠির তুমি ধর্ম্মপরায়ণ।
লহ বর অভিমত যে তব মনন॥
দেবীর পাইয়া আজ্ঞা কন যুধিষ্ঠির।
আছয়ে ভাবনা যাহে সর্ব্বদা অস্থির॥
নিয়তই দুঃখভোগ করিয়া বিশেষ।
দ্বাদশ বৎসর বনে প্রায় হয় শেষ॥
করেছি প্রতিজ্ঞা সেই দ্যুতক্রীড়াকালে
দ্বাদশ বৎসর বনে অতীত হইলে॥
করিব অজ্ঞাতবাস বর্ষ ত্রয়োদশে।
পড়িব শঙ্কটে পুন তাহার প্রকাশে॥
হইব উত্তীর্ণ আমি তাহে কি রূপেতে।
অনুকুলা হন দেবী সেই বিষয়েতে॥
দেবী কন মহারাজ ত্যজ মনে ভয়।
অনায়াসে গোপনেতে থাকিবে নিশ্চয়
বিরাটনগরে গিয়া তথা কর বাস।
হইবে প্রতিজ্ঞা পার না হবে প্রকাশ॥
পুনরায় নিজ রাজ্য পাবে নরপতি।
এই বলি অন্তর্হিতা হন ভগবতী॥

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস।

জৈমিনিকে কহিছেন ব্যাস তপোধন।
দ্বাদশ বৎসর প্রায় হয় সমাপন॥
হেনকালে একদিন রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃচতুষ্টয় সহ করিলেন স্থির॥
চল ভাই সকলেতে বিরাট নগরে।
তথায় অজ্ঞাতবাস করিবার তরে॥
ডাকিয়া আমাত্যবর্গ আর ঋষিগণে।
কহিলেন যুধিষ্ঠির মধুর বচনে॥
দয়ার্দ্র হইয়া সবে ছিলে মমপাশে।
শীতাতপ বাতবর্ষা বহুতর ক্লেশে॥
এক্ষণে এ নিবেদন ওগো গুরুজন।
করিব অজ্ঞাত বাস থাকিয়া গোপন॥
অতএব আপনারা ত্যজি বনবাস।
করুন গমন এবে আপন আবাস॥
পাণ্ডবের রাজ্যসুখ প্রতীক্ষা করিয়া।
আপন ভবনে সবে গেলেন চলিয়া॥

পরেতে পাঞ্চালী সহ ভাই পঞ্চজনে।
করেন প্রবেশ তাঁরা গহন কাননে॥
নিজ নিজ ছদ্মবেস করিয়া ধারণ।
বিরাট নগরে সবে করেন গমন॥
নগর প্রান্তরে সমীবৃক্ষ উচ্চতর।
বান্ধিলেন অস্ত্র শস্ত্র তার শিরোপর॥
মৃতদেহ রাখিলাম করিয়া প্রচার।
ভয়ে কেহ না যাইত নিকটে তাহার॥
চলিলেন যুধিষ্ঠির দেবী প্রণমিয়া।
হস্তে অক্ষ দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া॥
সভামাঝে সমাগত দেখি নরপতি।
জিজ্ঞাসেন কিহেতু এস্থানে মহামতি॥
পৃথিবীর অধীশ্বর বলি বোধ হয়।
কে আপনি দয়াকরি দেহ পরিচয়॥
যুধিষ্ঠির কন আমি শরণাকাঙ্খিত।
সম্প্রতি দুঃসহ দুঃখে হয়েছি পতিত॥
রাজা যুধিষ্ঠির সহ ছিলাম পূর্ব্বেতে।
দ্বিজ জাতি দ্যুতক্রীড়া জানি ভালমতে
কঙ্ক নাম ধরি আমি শুনহ রাজন।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই করহ শ্রবণ॥
বিরাট রাজন ধর্ম্মপুত্রের বাক্যেতে।
নিযুক্ত করেন তাঁরে আপন সভাতে॥
ভীমসেন উপস্থিত হন হেন কালে।
তাঁহারে রাখেন রাজা স্বীয় পাকশালে
নপুংসক হইয়া অর্জ্জুন উপস্থিত।
বৃহন্নলা নাম মম জানি নৃত্যগীত॥
শুনি মৎস্য রাজ আনন্দিত হয়ে মনে।
কন্যার শিক্ষক রূপে রাখেন যতনে॥
দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম ধারণ করত।
রাজপত্নি সুদেষ্ণার হন অনুগত॥
নকুল ও সহদেব গো অশ্ব শালেতে।
হইলেন চিকিৎসক বিরাট রাজ্যেতে॥
কিন্তু দুর্য্যোধন ভঙ্গ করিতে সে পণ।
জলে স্থলে গুপ্তচর করিল প্রেরণ॥
সেই ত্রিয়োদশ বর্ষে দেবীর কৃপাতে।
পাণ্ডবগণেরে কেহ নারিল চিনিতে॥

এইরূপে একাদশ মাস উপস্থিত।
সুদেষ্ণার গৃহেতে কীচক উপনীত॥
মহাবলশালী সেই দুরাত্মা কীচক।
রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা তাহে রাজার শ্যালক
বৃদ্ধমৎস্যরাজ তার অনভিমতেতে।
পারিত না কোন কার্য্য আপনি করিতে
সেই সে কীচক করি সৈরিন্ধ্রী দর্শন।
ভগিনী চাহিয়া দুষ্ট বলয়ে বচন॥
এমন সুন্দরী নারী কভু দেখি নাই।
শচী কিম্বা লক্ষী হবে ভাবি মনে তাই॥
সুদেষ্ণা কহেন শুন ও কীচক ভ্রাতা।
অকস্মাৎ হয়েছেন ইনি উপগতা॥
যুধিষ্ঠির অন্তঃপুরে ছিলেন পূর্ব্বেতে।
এক্ষণে আছেন ইনি আমার গৃহেতে॥
কীচক বলেন এই ভুবনমোহিনী।
ভজিতে আমায় তারে কহগো ভগিনি
কীচকের বাক্য শুনি রাণী চমৎকৃত।
বলেন সে গুহ্য কথা শুন কহি ভ্রাত॥
প্রথমে সৈরিন্ধ্রী যবে করে আগমন।
বিমোহিত হই রূপ করিয়া দর্শন॥
কহিলাম শুন ওগো কমলবদনা।
দেখিলে তোমায় রাজা করিবে ভজনা॥
মম প্রতি দৃষ্টিপাত আর করিবে না।
যাও স্থানান্তরে হেথা থাকা হইবে না॥
হাসিয়া সৈরিন্ধ্রী কহিলেন মমপ্রতি।
পঞ্চজন গন্ধর্ব্ব আমার হন পতি॥
মহাবল পরাক্রান্ত সে পঞ্চ জনায়।
অহর্নিশি রক্ষা তাঁরা করেন আমায়॥
মহীতলে হেন বীর না দেখি নয়নে।
করিবেক পরাভব মম পতিগণে॥
রাজা হতে আপনার নাহি কোন ভয়।
নির্ভয় চিত্তেতে দাও আমাকে আশ্রয়॥
ইহা শুনি রাখিয়াছি আপন মন্দিরে।
নতুবা স্বীয় সম্পদ কেবা নষ্ট করে॥
তুমি যদি সৈরিন্ধ্রীতে অনুরক্ত হবে।
নিশ্চয় গন্ধর্ব্ব আসি তোমারে নাশিবে॥
শুনিয়া কীচক কথা করিল হুঁঙ্কার।
বলিল গন্ধর্ব্বে ভয় নাহিক আমার॥
সত্য সত্য যদিচ আইসে পঞ্চজন।
বাহুবলে তা সবারে করিব নিধন॥
অতএব সে বিষয়ে না করিহ ভয়।
বুঝাইয়া পাঠাইবে আমার আলয়॥
তদন্তর সুদেষ্ণা ডাকিয়া সৈরিন্ধ্রীরে।
বলেন কল্যানি যাও কীচক মন্দিরে॥
করিছে তোমায় ইচ্ছা মম প্রিয় ভ্রাতা।
করহ ভজনা তার হওগো বনিতা॥
শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী কোপে রক্তিম নয়ন
কহেন কেন গো বল অকথ্য কথন॥
মানসে ভাবিনা কভু বিনা পঞ্চপতি।
কিরূপে এরূপ ইচ্ছা করে মন্দমতি॥
কানে মত্ত হয়ে যদি প্রকাশয়ে বল।
বধিবে তখনি মম গন্ধর্ব্ব সকল॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য রাণী করিয়া শ্রবণ।
ভ্রাতার নিকটে রাজ্ঞী করিল গমন॥
শুনহে কীচক আমি বলিহে তোমায়।
জননীর মত তুমি দেখহ আমায়॥
সেই জন্য হও মম স্নেহের ভাজন।
স্নেহ হেতু তোমারে হে করি নিবারণ॥
দেখিলাম সে ভাবিনী পতিপরায়ণা।
তোমার সে আশাপূর্ণ কখন হবে না॥
ক্ষান্ত হও হে কীচক মনে ধৈর্য্য ধর।
এরূপ কু-আশা তুমি পরিত্যাগ কর॥
দুর্ম্মতি কীচক মহারাণীর বাক্যেতে।
না দিল উত্তর রহে বিষণ্ণ ভাবেতে॥
মনে মনে সে দুরাত্মা করিল বাসনা।
সময় পাইলে বলে পূরাব কামনা॥
দুষ্টের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া।
অতিশয় ভীতা হয়ে দ্রুপদ তনয়া॥
মনদুঃখে একাকিনী নির্জ্জন প্রদেশে।
করিলেন স্তব স্তুতি দেবীর উদ্দেশে॥
পতিব্রতা পাঞ্চালীর দুঃখে হয়ে দুঃখী।
অন্তরীক্ষে দেবী অলক্ষিত ভাবে থাকি॥

বলেন পাঞ্চালি ভয় না কর অন্তরে।
পাতিব্রত্য ধর্ম্মনষ্ট কে করিতে পারে॥
তব ধর্ম্মনষ্ট চেষ্টা যে জন করিবে।
কৃতান্তঃকবলে সেই নিপতিত হবে॥
শুনিয়া আকাশ বাণী নির্ভয়ে তখন।
বিরাট ভবনে কাল করেন যাপন॥
একদিন যান তিনি কীচক মন্দিরে।
কার্য্য অনুরোধে দ্রব্য আনিবার তরে॥
দৈবযোগে দ্রৌপদীকে কীচক দেখিল।
আসি মৃদুভাবে হস্ত ধারণ করিল॥
প্রণয়ের আকাঙ্খায় কহে মিষ্টস্বরে।
লইয়া যাইতে ইচ্ছা শয়ন মন্দিরে॥
দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ করিয়া।
পাপাত্মা কীচক হস্তে বিমুক্ত হইয়া॥
শ্বাপদতাড়িতা মত যেমন হরিণী।
বেগে পলায়ন করে দ্রুপদনন্দিনী॥
কীচক যে কামভরে হইয়া মোহিত।
পাঞ্চালীর প্রতি তবে হইল ধাবিত॥
দুর্ব্বার্য্য বিপদে পড়ি দ্রৌপদী তখন।
প্রবেশেন রাজসভা বিষণ্নবদন॥
সভামধ্যে উপস্থিত ভীমসেন বীর।
পাশাক্রীড়া করিছেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
দেখিলেন দ্রৌপদীকে অতি দুঃখমতি।
আসি উপনীত পরে কীচক দুর্ম্মতি॥
নৃপতির সম্মুখেই অতি ক্রোধ ভরে।
আকর্ষণ করি কেশ পদাঘাত করে॥
এইরূপে দ্রৌপদীকে অপমান করি।
নিঃশঙ্ক চিত্তেতে গেল সভা পরিহরি॥
দাণ্ডাইয়া সভামাঝে দ্রুপদ নন্দিনী।
করেন বিলাপ বহু হইয়া দুঃখিনী॥
ক্রোধভরে কহিলেন মৎস্যরাজ প্রতি।
আপনি স্বচক্ষে রাজা দেখিলে কুনীতি॥
ধিক হে তোমায় ধিক তব সিংহাসনে।
ধিক তব হীনবল সভাসদগণে॥
তোমার সভায় দেখি নাহিক বিচার।
অবিচারে রাজ্যদেশ হয় ছারখার॥
দুর্জ্জনে যদি না পার দিতে তার দণ্ড।
কি কারণে ধরিয়াছ ছত্র নবদণ্ড॥
এইরূপে নিন্দাকরি বিরাট রাজনে।
ভীমসেন প্রতি চাহি রক্তিম নয়নে॥
কাতর নয়নে দৃষ্টি করি যুধিষ্ঠিরে।
মুছিয়া নয়ন জল যান অন্তঃপুরে॥
এদিকেতে ভীমসেন ঘটনা দেখিয়া।
ক্রোধান্বিত কলেবর উঠিল ফুলিয়া॥
কোপানলে চক্ষুদ্বয় রক্তিম বরণ।
দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি হইল ভীষণ॥
অনুমতি বিনা কিছু করিতে না পারে।
অগ্রজের মুখদিকে চাহে বারে বারে॥
গভীর স্বভাব অতি ধর্ম্মের নন্দন।
নয়ন ঈঙ্গীতে করিলেন নিবারণ॥
যদিচ কষ্টেতে ভীম শান্ত হন তায়।
ভাবেন মনেতে কীচকের বধোপায়॥
সভাভঙ্গ পরে ভীম ক্রোধন স্বভাব।
গোপনেতে দ্রৌপদীকে কন মনোভাব॥
ওগো প্রিয়তমে দুঃখ না ভাব মনেতে।
সময় দোষেতে সব হইল সহিতে॥
নতুবা তোমায় কেন আঘাত করিবে।
এখন সে জন কেন জীবিত থাকিবে॥
এক্ষণে আছয়ে প্রিয়ে উপায় তাহার।
লজ্জা না করিহ শুন বচন আমার॥
করহ সঙ্কেত তুমি কীচক সহিতে।
আসিবে রজনীযোগে সে নৃত্যশালাতে
সেই স্থানে গিয়া আমি পূর্ব্বেই থাকিব
নির্জ্জন পাইয়া সে পামরে বিনাশিব॥
কিন্তু এই কথা তুমি করিবে প্রকাশ।
গন্ধর্ব্ব আসিয়া তারে করেছে বিনাশ॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় জানিয়া তখন।
কীচকে সঙ্কেত বাক্য করেন প্রেরণ॥
অন্ধকারময়ী সেই নৃত্যশালা মাঝে।
রহিলেন তথা ভীম যুদ্ধ সজ্জা সাজে॥
সঙ্কেতানুসারে সে কীচক দুরাশয়।
মদনে মাতিয়া তথা উপস্থিত হয়॥

কীচকে দেখিয়া ভীম দ্রৌপদীর ঘরে।
করিয়া ক্রন্দন মৃদু কন বারে বারে ॥
সভামধ্যে আমারে হে করিলে প্রহার।
সর্ব্ব অঙ্গে হইয়াছে বেদনা আমার ॥
এক্ষণে এ অঙ্গ তুমি পরশ করিলে।
জ্বলিয়া উঠিবে প্রাণ সেই দুঃখানলে॥
আমি হে রমণী জাতি তাই প্রাণে সয়।
যাইতে তোমার কাছে সাহস না হয় ॥
শুনিয়া কীচক কহে ও চন্দ্রবদনা ॥
করিয়াছি অপরাধ করহ মার্জ্জনা ॥
পরিশোধ লহ প্রিয়ে দিতেছি মস্তক।
পদাঘাত করি নিবারণ কর শোক ॥
এই বলি সেই স্থানে হয় নতশির।
সুযোগ পাইল তাহে ভীম মহাবীর ॥
লম্ফ দিয়া নিকটেতে অমনি আইল।
দুইবার পদাঘাত মস্তকে করিল ॥
কামেতে মোহিত দুষ্ট প্রথম আঘাতে।
কিঞ্চিৎ সন্দেহ মনে হইল তাহাতে ॥
দ্বিতীয় আঘাতে সেই নিশ্চয় জানিল।
কোন বলবান বীর প্রহার করিল ॥
তখন কীচক বীর বিক্রমে উঠিয়া।
যুদ্ধ অভিলাষে রহিলেন দাণ্ডাইয়া ॥
তাহা দেখি ভীমসেন গভীর গর্জ্জনে।
কহেন পাপাত্মা অরে কি ভেবেছ মনে
কুক্রীয়া যে রূপ তার প্রতিফল পাবি।
শুনিপুত্র হয়ে ইচ্ছাকর যজ্ঞ হবি ॥
বিষয় বাসনা আর না করিহ আশ।
এই দণ্ডে পাঠাইব শমনের পাশ ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বীর নিকঠে আইল।
ঘোরতর মল্লযুদ্ধ দোঁহে আরম্ভিল ॥
হইল প্রহরকাল উভয়ের রণ।
নৃত্যশালা কম্পমান হয় ঘনে ঘন ॥
পরিশেষে কীচকেরে করিয়া নিহত।
সে স্থান হইতে ভীম হন বহির্গত ॥
পাঞ্চালীকে সে সংবাদ করিয়া প্রদান।
বিশ্রাম করিতে বীর যান নিজস্থান ॥

সৈরিন্ধ্রী ভীমের মুখে সংবাদ শ্রবণে।
জাগরিত করাইয়া পৌরজনগণে ॥
বলেন দেখহ গিয়া সে নৃত্যশালায়।
গন্ধর্ব্বে কীচক বধ করেছে তথায় ॥
শুনি হা হতোস্মি করি যত পৌরজনে।
দীপ লয়ে উপনীত হইল সে স্থানে ॥
দেখিয়া সে মৃত দেহ কুষ্মাণ্ড আকার।
কীচকের ভ্রাতাগণে করে হাহাকার ॥
বিকৃত আকার দেহ আনিল বাহিরে।
উদ্যোগ করিল সবে দাহ করিবারে ॥
ক্ষোভে রোষে তারা সব করিল মন্ত্রণা
সৌরিন্ধ্রীকে সহমৃতা করিতে বাসনা ॥
বলেতে ধারণ করি লইয়া পাঞ্চালী।
চলিল পুনবসহ যথা দাহস্থলী ॥
জানিয়া সৈরিন্ধ্রী প্রাণ সংশয় তখন।
প্রাণপণে উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥
বিশ্রাম করয়ে ভীম শয়ন গৃহেতে।
প্রাণবল্লভার ধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে ॥
লম্ফ দিয়া করিলেন প্রাচীর লঙ্ঘন।
অনতি দুরেতে বৃক্ষ করি উৎপাদন ॥
ক্রোধে ভীম মহাবল করিয়া প্রকাশ।
একোন শত কীচকে করিল বিনাশ ॥
করিলেন সৈরিন্ধ্রীর বন্ধন মোচন।
আপন স্থানেতে ভীম করেন গমন ॥
ভয়ঙ্কর ঘঠনাতে বিরাট নৃপতি।
কহেন বিনীতভাবে সৈরিন্ধ্রীর প্রতি ॥
ওগো বৎসে বলিবারে আমি ভয় করি
দেবী কি মানবী তুমি বুঝিতে না পারি
যাহাদের বাহুবলে এ রাজ্য রক্ষিত।
তোমার নিমিত্ত তারা সকলে নিহত ॥
এক্ষণে গো কৃপা করি শুনহ বচন।
স্থানান্তরে বৎস্যে তুমি করহ গমন ॥
ভয়ে ভীত মৎস্যরাজ করিয়া দর্শন।
মধুর বচনে কহে সৈরিন্ধ্রী তখন ॥
ওগো মহারাজ আর কিছুদিন পরে।
ত্যজি অন্তঃপুর আমি যাব স্থানান্তরে ॥

সম্প্রতি যে আপনাকে দিতেছি অভয়
আমা হতে তব কোন ঘটিবে না ভয় ॥
মধুর বচনে রাজা আশ্বস্ত হইয়া।
আপনার কার্য্যান্তরে গেলেন চলিয়া ॥
সৈরিন্ধ্রী পূর্ব্বের মত নির্ভয়ে তখন।
স্বল্প অবশিষ্ট কাল করেন যাপন ॥
ক্রমে ত্রয়োদশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল।
দুর্য্যোধন গুপ্তচর প্রেরণ করিল ॥
কোন রূপে সন্ধান না পান কোন স্থানে
শুনিয়া কীচক বধ ভাবিলেন মনে ॥
আছয়ে পাণ্ডবগণ বিরাট নগরে।
নতুবা কীচক বধ কে করিতে পারে ॥
নিশ্চয় জানিয়া মনে রাজা দুর্য্যোধন।
সাজিতে দিলেন আজ্ঞা সহিত স্বজন ॥
রথ রথী পদাতিক চতুরঙ্গ দলে।
উপনীত হন মৎস্য দেশে কুতূহলে ॥
সে সময়ে দুর্য্যোধন জানিত নিশ্চয়।
প্রতিজ্ঞাত যে সময় পূর্ণ নাহি হয় ॥
কিন্তু বাস্তবিক তার অনেক পূর্ব্বেতে।
পাণ্ডবেরা পার হয়েছেন প্রতিজ্ঞাতে ॥
অতএব দুর্য্যোধন গিয়া মৎস্য দেশে।
রাজার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ প্রকাশে
বৃহন্নলাবেশী সে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
মৎস্যরাজ পক্ষ হয়ে হন অগ্রসর।
দুর্য্যোধনে দেখিয়া বাড়িল ক্রোধানল
একাকী করেন যুদ্ধ সহ কুরুদল ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি মহারথী যত।
পরাজিত করিয়া করেন দূরীকৃত ॥
তাহা দেখি মৎস্যপতি হইয়া বিস্ময়।
জিজ্ঞাসেন কে আপনি দেহ পরিচয় ॥
আত্মপরিচয় দেন অর্জ্জুন তখন।
তাহা শুনি মৎস্যপতি সশঙ্কিতমন ॥
করিয়াছি অপরাধ করহ মার্জ্জনা।
বারম্বার নরপতি করেন প্রার্থনা ॥
কহেন পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মের নন্দন।
অপরাধহীন তুমি বিরাট রাজন ॥
উপকার করিয়াছ দিয়াছ আশ্রয়।
তোমার এ রূপ বাক্য উচিত না হয় ॥
সন্তোষ বাক্যেতে তাঁরে পরিতুষ্ট করি
রহিলেন আনন্দেতে বিরাট নগরী ॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিতে।
উত্তরার পরিণয় হয় সময়েতে ॥
সে শুভ মাঙ্গল্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে।
পরেতে পাণ্ডবগণ থাকি সেই স্থলে ॥
তখন ভারত যুদ্ধ করেন উদ্যোগ।
পাঞ্চাল দেশীয় যোদ্ধা আসি দিল যোগ
কাশীরাজ প্রভৃতি প্রধান নৃপগণ।
নিমন্ত্রিত হইয়া করেন আগমন ॥
চলিলেন পাণ্ডবেরা করিয়া মনন।
যুদ্ধের ইচ্ছায় কুরুক্ষেত্রেতে গমন ॥

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।

বেদব্যাস কহিছেন করহ শ্রবণ।
সংক্ষেপে ভারত যুদ্ধ করিব বর্ণন ॥
ভূভার হরণে ইচ্ছা করিয়া শ্রীহরি।
বাস করিছেন তিনি সে দ্বারকাপুরী ॥
এমন সময়ে যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
উভয়েই উপস্থিত সাহায্য কারণ ॥
উভয়েরে যথাযোগ্য করিয়া সম্মান।
স্বয়ং কৃষ্ণ করিলেন আসন প্রদান ॥
ঘটনা হইবে যাহা জানেন মনেতে।
দুর্য্যোধনে লয়ে যান মন্ত্রণা গৃহেতে ॥
তাহাতেই সে পাপীষ্ট মনেতে ভাবিল
আমারে সম্মান কৃষ্ণ অধিক করিল ॥
মন্ত্রণা গৃহেতে পরে বসিয়া নির্জ্জনে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধনে
আপনারা উভয়েই সমান আমার।
সে কারণে মনে মনে করেছি বিচার ॥
দুই ভাগ করিয়াছি শুনহে রাজন।
একভাগে আমি অন্যভাগে সেনাগণ ॥
নারায়ণী সেনা মম জগৎবিখ্যাত।
ভূমণ্ডলে কুত্রাপি না হয় পরাজিত ॥

আপনি যে অভিমানী তাই ভয়বাসি
সে কারণে আপনাকে অগ্রেই জিজ্ঞাসি
আপনার জন্য আমি করেছি বিভাগ।
যুধিষ্ঠিরে দিব তব পরিত্যজ্য ভাগ ॥
শুনি দুর্য্যোধন চিন্তা করিলেন মনে।
পরাক্রমশালী নারায়ণী সেনাগণে ॥
বিশেষে তাহারা বলবান অতিশয়।
বল বৃদ্ধি হবে জয় হইবে নিশ্চয় ॥
আমিই লইব এ দুর্জ্জয় সৈন্যগণ।
কৃষ্ণকে আমার কোন নাহি প্রয়োজন ॥
এই বিবেচনা করি কন দুর্য্যোধন।
ওহে কৃষ্ণ সেনাভাগ করিব গ্রহণ ॥
শুনিয়া তথাস্তু কৃষ্ণ বলেন অমনি।
সেনাপতি ডাকদিয়া আনিয়া তখনি ॥
কহিলেন সেনাপতে শুনহ বচন।
দুর্য্যোধন আজ্ঞা তুমি কর সম্পাদন ॥
আদেশ পাইবা মাত্র অমনি রাজন।
সেনা সহ যাত্রা করিলেন সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণ চলিলেন তবে সাত্যকী সহিত।
যুধিষ্ঠির সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত ॥
সেই কুরুক্ষেত্র ভূমি সুদীর্ঘ প্রান্তর।
স্নিগ্ধজলা স্রোত স্বতী,আছয়ে বিস্তর
স্থানে স্থানে পুণ্যতীর্থ পবিত্র ভাবেতে
তথায় মহর্ষি সভা হয় সময়েতে ॥
সেই কুরুক্ষেত্র স্থান ধর্ম্মক্ষেত্রময়।
উপস্থিত হইল উভয় সৈন্যচয় ॥
নানা দেশ হইতে আইল রাজাগণ।
হয় নাই হইবে না জনতা এমন ॥
হয় হস্তী রথরথী সমস্ত ব্যাপিল।
তিল ধারণের স্থল দুর্ল্লভ হইল ॥
লোকক্ষয়কর দেখি সংগ্রাম উদ্যোগ।
মহামতি ভীষ্ম দ্রোণ করি অনুযোগ ॥
নানামতে বুঝালেন রাজা দুর্য্যোধনে।
সুহৃদের বাক্য দুষ্ট না শুনিল কাণে ॥
স্বয়ং ভগবান ব্যাস হয়ে উপস্থিত।
বুঝালেন ধৃতরাষ্ট্রে পুত্রের সহিত ॥

গুরুজনে নিষেধিল নিষেধ না মানে।
কালপাশে বদ্ধরাজা না শুনিল কাণে ॥
দর্পিত সে কর্ণসেন তাহারি আশয়।
যুদ্ধই করিব স্থির হইল নিশ্চয় ॥
রণবাদ্যে পৃথিবীকে করি প্রকম্পিত।
রণক্ষেত্রে দুর্য্যোধন হন সমাগত ॥
তাহা দেখি পাণ্ডবের মহারথী সব।
শঙ্খধ্বনী সিংহনাদ করে মহারব ॥
করয়ে তুমুল নাদ উভয়ের সৈন্য।
ধরাতল নভস্থল হয় পরিপূর্ণ ॥
অনন্তর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
যুদ্ধস্থলে ভীষ্ম দ্রোণে করিয়া দর্শন ॥
পৃথক পৃথক সবে করিয়া প্রণতি।
কৃতাঞ্জলি পুটে চাহিলেন অনুমতি ॥
যুদ্ধ অনুমতি তবে পাইয়া রাজন।
উঠিলেন নিজরথে আনন্দিত মন ॥
স্বকীয় ব্যুহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া।
রথহতে পুনঃ অবতরণ করিয়া ॥
উপস্থিত যুদ্ধে জয় লাভের কারণে।
করেন দেবীর স্তব ঐকান্তিক মনে ॥
কোথাগো মা কাত্যায়নী,কোথা গো বিশ্ব
জননি, পালিনি নাশিনী তুমি তারা
দৈত্যদল নিপাতিনি, শিষ্টজনেরপালিনি
দরিদ্রগণের দুঃখ হরা ॥
জন্মিয়া ভবসাগরে, যে জন ভজনা করে,
দেবেন্দ্র বন্দিত ও চরণ।
ভবেরযন্ত্রণা তারে, যন্ত্রিত করিতেনারে,
পারাপারে তরণী রতন ॥
তোমায়ভজিগোশিবে,করিছেনশ্রেষ্ঠদেবে
সৃজন পালন বিনাশন।
তোমা হইতে উদ্ভব, ব্রহ্মাবিষ্ণু আর ভব,
রক্ষিত বিনষ্ট তিনজন ॥
করিয়া লীলা প্রকাশ,কালেতে করহ নাশ,
সেই কাল তুমি গো জননি।
তোমাতেই কালাকাল,তুমিই কালেরকাল
তুমি মহাকাল স্বরূপিণী ॥

তুমিমানিত্যাঅনাদ্যা,তুমিগোপরমাবিদ্যা,
সুখাসীনা সুখপ্রদায়িনী।
প্রবেশি সমরাঙ্গন, যে লয় তব স্মরণ,
রক্ষা তারে করগো জননি॥
বিপক্ষ শর তাহারে,মর্ম্মভেদ নাহি করে,
তার শরে নাশে রিপুগণ।
যেজন ঘোরসমরে,কিম্বা প্রবেশিকান্তারে
মন্ত্র মূর্ত্তি করয়ে স্মরণ॥
করয়ে বিপক্ষগণ, যম সম দরশন,
সর্ব্বত্রেতে তাহার বিজয়।
যেই জন ভয়ে ভীত,ওপদে হয় আশ্রিত,
কোন লোকে নাহি থাকে ভয়॥
পূর্ব্বে সুরাসুর রণে, দিয়া বর দেবগণে,
করিলে মা অসুর নির্ম্মূল।
ও চরণ সেবা করি, শ্রীরাম ধনুকধারী,
বধিলেন রাক্ষশের কুল॥
মা তব দয়া বীহনে, জয় করিব কেমনে,
হের মা কটাক্ষে হৈমবতি।
হে জননি হে জয়দে,রাখ গো মা তবপদে
দয়াকর অধমের প্রতি॥
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট সে মূলপ্রকৃতি।
অন্তরীক্ষ পথে থাকি কন ভগবতী॥
পরিতুষ্টা হইয়াছি হে পাণ্ডবগণ।
আমার প্রসাদে শত্রু হইবে নিধন॥
যাও যুদ্ধে ওহে বৎস জয়শ্রী লভিবে।
পুনর্ব্বার নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হবে॥
তোমাদের জয়লাভ দিবার কারণ।
ধরণীর ভার আর করিতে হরণ॥
বাসুদেব রূপে আমি সাহার্য্য করিব।
অর্জ্জুনের কপিধ্বজে সারথি হইব॥
যে করিবে এই স্তব শঙ্কট সময়।
অবশ্য অবশ্য সেই পাইবেক জয়॥
মনোমত বরপ্রাপ্তে পাণ্ডুপুত্রগণে।
আমরা হইব জয়ী ভাবিলেন মনে॥
বদনারবিন্দ তাহে প্রসন্ন হইল।
আপন আপন রথে শীঘ্র আরোহিল॥

পৃথক পৃথক হয় শঙ্খের নিনাদ।
রথীগণে করিতেছে ঘোর সিংহনাদ॥
বসিলেন বাসুদেব অর্জ্জুন রথেতে।
পঞ্চ জন্যশঙ্খবাজে ভীষণ রবেতে॥
শঙ্খনাদে সিংহনাদে মেদিনী পূরিল।
জগৎসংসার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল॥
পাণ্ডবের ঘোর রব করিয়া শ্রবণ।
কুরুসৈন্যগণ হয় বিষণ্ণবদন॥
অদ্বিতীয় রথী যিনি ভীষ্ম মহামতি।
দুর্য্যোধন পক্ষে হইলেন সেনাপতি॥
ঈর্ষা পরবশ হয়ে ভীষ্মের উপর।
করিলেন অস্ত্রত্যাগ কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহাবলধারী ভীম ভীষণ আকার।
হলেন অধ্যক্ষ্য তিনি পাণ্ডব সেনার॥
অনন্তর দুইদলে সংগ্রাম বাজিল।
ক্রমে ক্রমে যুদ্ধানল প্রবল হইল॥
মহারথী ভীষ্ম দশ দিবস যুদ্ধেতে।
বধেন অর্ব্বুদ সৈন্য পাণ্ডব পক্ষেতে॥
পড়িল অর্ব্বুদ তিন কুরুসৈন্য দলে।
দশম দিবসে ভীষ্ম পতিত ভুতলে॥
শিখণ্ডী অর্জ্জুন বীরে করি সহায়তা।
নিহত করিল ভীষ্মে করিয়া শঠতা॥
কিন্তু ধর্ম্মাত্মার প্রাণ ত্যাগ না হইল।
উত্তারায়ণ জন্য শরশয্যায় রহিল॥
পঞ্চদিন যুদ্ধকরি দ্রোণ মহাশয়।
অধর্ম্ম করিয়া বধে অর্জ্জুন তনয়॥
শুনিয়া অর্জ্জুন অভিমন্যুর মরণ।
জয়দ্রথ হয় তার প্রধান কারণ॥
ক্রোধিত অর্জ্জুন তাহে প্রতিজ্ঞা করিল
প্রতিজ্ঞাত দিনে জয়দ্রতে বিনাশিল॥
হয় হস্তী রথরথী পড়ে শত শত।
রুধিরবাহিনী নদী হয় প্রবাহিত॥
পঞ্চদিন যুদ্ধশেষে দ্রোণ মহাজন।
সমর অঙ্গনে তিনি করেন শয়ন॥
দুইদিন যুদ্ধ হয় কর্ণের সহিতে।
ভীমপুত্র ঘটোৎকচ মরিল তাহাতে॥

পরেতে অর্জ্জুন আসি করি মহামার।
বীরবর কর্ণসেনে করিল সংহার ॥
অন্য অন্য মহীপাল উভয় পক্ষেতে।
বিনষ্ট হইল তারা সে মহা যুদ্ধেতে ॥
শল্যসহ যুধিষ্ঠির যুঝিলেন বলে।
পাতিত করেন তাঁরে ঘোর রণস্থলে ॥
সর্ব্বশেষে গদাযুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধনে।
পরাজয় দুর্য্যোধন হয় ভীম স্থানে ॥
দুর্য্যোধন অনুজ যে ভাই উনশত।
পূর্ব্বেই সে ভীমসেন করেছে নিহত ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ হয় এরূপেতে।
বহু অক্ষৌহিণী সেনা পড়িল তাহাতে ॥
সমর অনল হইলেই নির্ব্বাপিত।
পাণ্ডব ও বাসুদেব হইয়া মিলিত ॥
করেন সৎকার্য্য সকলের জনে জনে।
যে সকল রাজপুত্র নিহত সে রণে ॥
পরেতে পাণ্ডবগণ আসি হস্তিনায়।
নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করেন তথায় ॥
মাঘমাস শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে।
ছাড়িলেন প্রাণ ভীষ্ম সেই সময়েতে ॥

লীলাসম্বরণ।

বেদব্যাস কহিছেন শুনহ জৈমিনি।
ভূভার হরণ করি শ্রীকৃষ্ণ রূপিণী ॥
ইচ্ছা করিছেন মনে স্বস্থানে গমন।
হেনকালে ব্রহ্মা আসি উপনীত হন ॥
করিয়া দর্শন লাভ নির্জ্জন মন্দিরে।
স্তুতি পাঠ করি কহিছেন ধীরে ধীরে ॥
ভূভার হরণ জন্য হইয়া প্রার্থিতা।
আসিয়াছ অবনীতে ত্রিজগৎমাতা ॥
মহেশের অভিলাষ করিতে পূরণ।
মায়াতে পুরুষ রূপ করিয়া ধারণ ॥
এসেছেন যে কারণে জানি মা সকলি।
হয়েছেন মহাদেব কামিনী মণ্ডলী ॥
মানস হয়েছে পূর্ণ করিয়া বিহার।
স্বস্থানে গমনে মাগো বিলম্ব কি আর ॥

স্বরূপেতে সমাগত হইয়া স্বস্থানে।
পালন করহ দেবি যত দেবগণে ॥
স্বরূপ ভাবেতে তুমি স্বস্থানে থাকিলে।
থাকয়ে আনন্দ মনে দেবতা সকলে ॥
লীলাক্রমে রূপান্তর করিলে গ্রহণ।
তাঁরা হন মাতৃহীন বালক যেমন ॥
কৃষ্ণ কন চতুর্ম্মুখ যাও নিজস্থান।
অল্পকাল মধ্যে আমি করিব প্রস্থান ॥
ব্রহ্মাকে বিদায় করি ভাবিলেন মনে।
করেন মন্ত্রণা বসি মন্ত্রিগণ সনে ॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ হইবে নিধন।
সকলেই লোকান্তরে করিবে গমন ॥
ঐশ্বর্য্য ভোগের ইচ্ছা আর মনে নাই।
সত্বরে স্বধামে যাব ভাবিতেছি তাই ॥
এক্ষণে পাঠাও দূত হস্তিনানগরে।
এই কথা জানাইয়া আন পাণ্ডবেরে ॥
আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রীগণ হয়ে দীন মন।
হস্তিনানগরে দূত করেন প্রেরণ ॥
উপস্থিত হয়ে দূত কন যুধিষ্ঠিরে।
শ্রীকৃষ্ণ ভাষিত কথা নিবেদন করে ॥
একস্থানে পঞ্চভাই উপস্থিত ছিল।
হা হতোস্মি শব্দ করি সকলে উঠিল ॥
দ্রৌপদী পাইল বার্ত্তা থাকি অন্তঃপুরে
হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ বলি কাঁন্দে উচ্চৈঃস্বরে
করিলেন পাণ্ডবেরা দ্বারকা গমন।
দ্রৌপদী প্রভৃতি অন্য অন্য নারীগণ ॥
নিকটেতে সমাগত দেখি পাণ্ডবেরে।
ভীমার্জ্জুন চাহি কৃষ্ণ কন যুধিষ্ঠিরে ॥
এক্ষণে করিব আমি স্বর্গ আরোহণ।
মম জনপদ সবে করিহ পালন ॥
শ্রবণ করিয়া কথা শ্রীকৃষ্ণ ভাষিত।
পঞ্চভাই দুঃখার্ণবে হলেন পতিত ॥
কি কহিলে যাদবেন্দ্র শুনে দহে মন।
তুমি আমাদের প্রাণ ধন ও জীবন ॥
তোমাভিন্ন কিরূপেতে রহিব সকলে।
এই বলি ভাসিল নয়ন অশ্রুজলে ॥

বুঝি কৃষ্ণ তাহাদের মনোগত আশা।
হাস্যমুখে দ্রৌপদী কে কয়েন জিজ্ঞাসা॥
দ্রৌপদী কহেন তুমি ত্রিজগৎ মাতা।
হে দেবি আমি তোমার অংশেতে সম্ভূতা॥
মহাজল অন্তঃর্গত অংশ জলময়।
তাহার স্বতন্ত্র ভাব কভু নাহি হয়॥
বলরাম সমাগত হইয়া সে স্থানে।
কৃষ্ণকে উদ্যত দেখি লীলা সম্বরণে॥
কান্দিতে কান্দিতে কহিছেন বলরাম।
ওহে কৃষ্ণ তুমি যদি যাবে সূক্ষ্মধাম॥
বৃষ্ণি কুলোৎপন্নগণে সঙ্গেতে করিয়া।
যাইব পশ্চাৎ আমি তাদের লইয়া॥
তদন্তর কৃষ্ণচন্দ্র ডাকি বিপ্রগণ।
বস্ত্র আভরণ ধন করি বিতরণ॥
পুরীর বাহির পরে হলেন কেশব।
পশ্চাতেতে বলরাম বৃষ্ণিগণ সব॥
চলেন পাণ্ডবগণ বনিতা সহিত।
সমুদ্রের তীরে সবে হন উপস্থিত॥
শূন্যেতে আইল রথ খেলিছে বিজলী।
অন্তরীক্ষে আইলেন নন্দী মহাবলী॥
ব্রহ্মা সহ দৈত্যগণ আইল বহুত।
সহস্র সহস্র রথ লইয়া প্রস্তুত॥
জলধির তীরে কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে কত মৃদঙ্গ মাদল।
সুমহান উৎসাহেতে হয় মহাগোল॥
সহসা অমনি কৃষ্ণ কমলনয়ন।
স্বকীয় সে কালী মূর্ত্তি করেন ধারণ॥
রূপ দেখি দেবগণ মুনিগণ সব।
সকলে একান্ত মনে আরম্ভিল স্তব॥
শুনিতে শুনিতে দেবী সেই স্তুতি গান
তৎক্ষণ মাত্রেতে হইলেন অন্তঃর্দ্ধ্যান॥
ঐ সময়েতে দেবী পাণ্ডব ঘরণী।
কালী মূর্ত্তিতেই লয় পাইলেন তিনি॥
স্পর্শিয়া জলধি জল ধর্ম্মের নন্দন।
সেই শরীরেই স্বর্গে করেন গমন॥

অর্জ্জুন ও বলরাম জল স্পর্শ করি।
মিলিল একত্রে দোঁহে দেহ পরিহরি॥
স্বীয় নারায়ণ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
গরুড় বাহনে যান বৈকুণ্ঠ ভবন॥
আর যে পাণ্ডবগণ বৃষ্ণিগণ যত।
দেহত্যাগ করিয়া হলেন স্বর্গ গত॥
রুক্মিণী প্রভৃতি সে মহিষী অষ্টজনে।
শিব মূর্ত্তি ধরি চলিলেন নিজ স্থানে॥
অপর মহিষীগণ দেহত্যাগ করি।
পাইয়া ভৈরব দেহ যান শিবপুরী॥
শ্রীদাম সুদাম বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
দেহত্যজি স্বীয়মূর্ত্তি করেন ধারণ॥
পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরিলেন জয়া ও বিজয়া।
তৎক্ষণাৎ চলিলেন যথা মহামায়া॥
এ রূপে পৃথিবী ভার হরণকারণ।
শম্ভুর মনোবাসনা করিতে পূরণ॥
ধরিয়া পরমা দেবি পুরুষ আকার।
প্রকটন করি লীলা বিবিধ প্রকার॥
পৃথিবীর ভার সব হরণ করিয়া।
স্বস্থানেতে অবস্থান স্বরূপ ধরিয়া॥
ঐ বিষ্ণু মহাদেবে দিয়া বরদান।
কল্পান্তরে কৃষ্ণ রূপ ধরি ভগবান॥
লীলাছলে ধরাতলে করি আগমন।
করিবেন তিনিপরে ভূভার হরণ॥

"কৃষ্ণাবতারচরিতং জগদম্বিকায়াঃ
শৃণ্বন্তি যে ভুবি পঠন্তিচ ভক্তিযুক্তাঃ।
তে প্রাপ্য শৌর্য্যমতুলং পরতশ্চ দেব্যাঃ
সংপ্রাপ্নুবন্তি পদবীমমরৈরলভ্যাং॥

অস্যার্থ।

জগদম্বিকার এই চরিত্র কথন।
একবার যে করয়ে পাঠ বা শ্রবণ॥
ইহ লোকে থাকি সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগেতে
দেবির পদবী প্রাপ্ত হইবে অন্তেতে॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
শ্রীকৃষ্ণাবতার কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবত পুরাণ।

ইন্দ্রের মহাকালী দর্শন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

নারদ কর্তৃক শিবের প্রতি কালিকার
স্বরূপ এবং বিলাসভূমি জিজ্ঞাসা।

বেদব্যাস কহিছেন শুনহ জৈমিনি।
নারদ কৃতার্থ হন শিবমুখে শুনি ॥
পুনর্ব্বার কহিছেন গদগদ ভাষে।
প্রকাশিয়া কহ প্রভু তব এই দাসে ॥
পরমা দেবীর মূর্ত্তি ওগো দয়াময়।
দুর্গা আর কালী রূপ এই দুই হয় ॥
তবমুখে শুনি দুর্গা দেবীর চরিত্র।
আমার পাপীষ্ট দেহ হইল পবিত্র ॥
কিন্তু দেব মম মনে এই অভিলাষ।
কালীকা দেবীর তত্ত্ব শুনিবারে আশ ॥
কোথায় বিলাস ভুমি করুন বর্ণন।
স্থূল সূক্ষ্ম রূপ তাঁর করিব শ্রবণ ॥
শুনি হাস্য করি কন দেব পঞ্চানন।
পূরাব তোমার বাঞ্ছা ওরে বাছাধন ॥
অতি মনোহর স্থান পরম গোপন।
সুষুপ্তী যোগেতে যেন আশ্চর্য্য দর্শন ॥
যাইতে না পারে তথা দেব কি অমর।
কষ্টেতে গমন করে যত দেবেশ্বর ॥
সে পুরীর চারিদিকে শোভে চারিদ্বার
রতনে লাঞ্ছিত সব তোরণ প্রাকার ॥
চতুর্দ্দিকে মুক্তামালা অতি সুশোভিত
বিচিত্র ধ্বজ পতাকা তাঁহে অলঙ্কৃত ॥
আরক্ত নেত্রেতে কত সহস্র ভৈরব।
রক্ষাকরে দ্বারদেশ করি ভীম রব ॥
দেবীর আজ্ঞা ব্যতীত পুরীর ভিতরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাইতে না পারে ॥
মধ্যস্থলে বাসগৃহ স্তম্ভ শত শত।
সুবর্ণ বেষ্টিত মনিময় বিনির্ম্মিত ॥
সে মণি মন্দির মাঝে রত্ন সিংহাসন।
অযুত সিংহেতে তাহা করয়ে ধারণ ॥
সেই সিংহাসনে শব আছয়ে শয়ান।
শবোপরি মহাকালী স্বয়ং দীপ্যমান ॥
ইচ্ছাক্রমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন সম্পাদন ॥
বিজয়া প্রভৃতি তথা বেষ্টিত যোগিনী।
তাঁহার পরিচারিকা আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ॥
দক্ষিণ ভাগেতে সদাশিব মহাকাল।
মহাকাল সহ বিরাজেন সর্ব্বকাল ॥
এই রূপে সেই পুরী বেষ্টিত ভৈরব।
অত্যন্ত দুর্গম স্থান দেবতা দুর্লভ ॥
এক সময়েতে ইন্দ্র মহাভয়ে ভীত।
ব্রহ্ম হত্যা ঘোর পাপে হইয়া দুষিত ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া সহায়।
প্রবেশ করিয়া তথা পাপ রাশি যায় ॥
লভিয়া দর্শন দেবদেব প্রসাদেতে।
প্রাপ্ত হইলেন ইন্দ্র দেবেন্দ্র পদেতে ॥

অতঃপর বহিঃপুর করিব বর্ণন।
সাবধান হয়ে বৎস করহ শ্রবণ॥
অন্তঃপুর বহির্দ্দেশে বিস্তীর্ণ চত্বরে।
নত শাখা কল্পবৃক্ষ ফুল পুষ্প ভারে॥
বেষ্টিত রত্ন প্রাচীর তোরণ রতন।
চতুর্দ্দিকে চতুর্দ্দার অতি সুশোভন॥
প্রতি দ্বারে শত শত গণনায়কেতে।
রক্ষা করিছেন দ্বার প্রফুল্ল মনেতে॥
কক্ষান্তরে কামাখ্যা প্রভৃতি শত শত।
আছয়ে যোগিনী পরিচর্য্যায় প্রস্তুত॥
তাহার বহিঃকক্ষেতে ভূমি সুবিস্তীর্ণ।
প্রাকার বৃহদাকার রত্নে পরিপূর্ণ॥
স্থানে স্থান আছয়ে বিবিধ উপবন।
চারিদিকে শোভিতেছে পুষ্পের কানন
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা সেই স্থানে
আছেন নিয়ত বসি মহাদেবীধ্যানে॥
তার বহিঃদেশ হয় অতি চমৎকার।
ঐরূপ সুশোভিত আছে চারি দ্বার॥
সে কক্ষ্য মধ্যেতে অন্য কোন ব্যাক্তি নাই
গণপতিগণ রক্ষা করেন সদাই॥
দ্বারের অনতিদূরে তার বহিঃর্দ্দেশে।
দেবগণ আছেতথা দর্শনের আশে॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি ইন্দ্র
কোটি কোটি বরুণ ও কোটি কোটি চন্দ্র
কোটি কোটি যমরাজ দেবরাজগণ।
অভিলাষী একবার চরণদর্শন॥
বহুবিধ দ্বারযুক্ত দেবীর সে স্থান।
অতুল্য অমূল্য রত্নে সে জাজ্বল্যমান॥
দেবেশ্বর গণ তথা পরম উল্লাসে।
করিছেন রক্ষা দ্বার প্রযত্ন মানসে॥
সেই মহা সুবিস্তীর্ণ পুরীর উত্তরে।
মনোহর পারিজাত বন শোভাকরে॥
বিচিত্র ভ্রমর মালা প্রফুল্ল কুসুমে।
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে নিয়তই ভ্রমে॥
আছয়ে বসন্ত ঋতু সদা সর্ব্বক্ষণ।
তয় ক্রমে মন্দ গতি বহিছে পবন॥
ধরেছেন পক্ষীরূপ দেবগণ সবে।
গাইছেন কালীগুণ সুমধুর রবে॥
পুরীর যে পূর্ব্বদিকে অতি চারুতর।
চতুপার্শ্ব স্বর্ণময় এক সরোবর॥
কমল-কহ্লার আদি পুষ্পে বিরাজিত।
বায়ুসঞ্চালনে মন্দ মন্দ সঞ্চালিত॥
বিচিত্র মধুপশ্রেণী বসি তদুপরে।
পুলিন দেশের শোভা সম্পাদন করে॥
সরোবরে শোভিছে শোপান মণিময়।
চতুর্দ্দিকে বিরাজিত তীর্থ চতুষ্টয়॥
ও বৎস নারদ আমি কব আর কত।
সেই স্থান হয় মন বাক্যের অতীত॥
এই আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যার যে পুরী।
পঞ্চ বদনেতে আমি বলিতে না পারি॥
তারা আদি অন্য নয় বিদ্যা যে প্রধান।
পৃথক পৃথক আছে রমণীয় স্থান॥
সেই সেই বিদ্যাদের দক্ষিণ পার্শ্বেতে।
বিরাজিত সদাশিব বিভিন্ন মূর্ত্তিতে॥
সেই সদাশিব সহ সে মহা বিদ্যার।
স্বেচ্ছা অনুরূপ হয় তাঁদের বিহার॥

ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ প্রাপ্ত।

ব্যাস কন হে জৈমিনি করহ শ্রবণ।
কহেন মিনতিভাবে নারদ তখন॥
ওহে মহেশান শুনিবারে ইচ্ছা মনে।
দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা করিল কেমনে॥
কিরূপে তাঁহার দেবদেব প্রসাদেতে।
মহাকালী দর্শন হইল কি রূপেতে॥
কি রূপে বা সর্ব্ব লোক অতিক্রম করি।
গমন করেন ইন্দ্র সেই কালী পুরী॥
ভীষণ ভৈরব গণে রক্ষাকরে দ্বার।
প্রবেশ করেন ইন্দ্র তথা কি প্রকার॥
কি রূপে বা মহাদেবী হইল দর্শন।
সম্প্রতি হে আশুতোষ করুন বর্ণন॥
শুনি মহাদেব কন নারদের প্রতি।
বৃত্রানামে ছিল এক অসুর দুর্ম্মতি॥

ব্রহ্মার বরেতে বৃত্রা হইল দুর্জ্জয়।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল করিলেক জয়॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি করি সবে তার ডরে।
পড়িল অমরগণ দুর্দ্দশা সাগরে॥
দেবগুরু বৃহস্পতি ভাবিলেন মনে।
অতিশয় কষ্ট পাইতেছে দেবগণে॥
গুপ্তভাবে দেবরাজে কহেন বচন।
শীঘ্র তুমি ব্রহ্মলোকে করহ গমন॥
অসুরে অমর বর কদাচ না পায়।
অবশ্য আছয়ে তার বধের উপায়॥
এই উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে পুরন্দর।
ব্রহ্মলোকে উপণীত হন অতঃপর॥
জানিলেন সে অসুর নহেত অমর।
মৃত্যুর উপায় তার নিতান্ত দুষ্কর॥
দধিচি মুনির অস্থি যদি পাওয়া যায়।
পরম যতনে বজ্র নির্ম্মাইয়া তায়॥
সেই সুমহান অস্ত্র ইন্দ্র লয়ে করে।
অসুরের বক্ষঃস্থলে যদ্যপি প্রহারে॥
সেই আঘাতেই বৃত্রা তখনি মরিবে।
নতুবা তাহার মৃত্যু কখন না হবে॥
এই সুদারুন গুহ্য সংবাদ পাইয়া।
অতিভয়ে দেবরাজ কাতর হইয়া॥
উপনীত হন আসি দধিচি নিকটে।
শাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কৃতাঞ্জলি পুটে॥
ইন্দ্রকে দেখিয়া মুনি করি গাত্রোত্থান
সাদরে করিয়া তাঁরে আসন প্রদান॥
কহিলেন মহামুনি মধুর বচনে।
কি হেতু হে দেবরাজ এ দীন ভবনে॥
ইন্দ্র কন আপনার অগোচর নাই।
অসুরের উপদ্রবে বড় কষ্ট পাই॥
বৃত্রাসুর নাম ধরে বলে মহাবল।
পাইয়া ব্রহ্মার বর হয়েছে প্রবল॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদি করি লোকপাল গণে।
পরাজয় করিল সে এ তিন ভুবনে॥
তাহার ভয়েতে যত অমরের গণ।
নরদেহ ধরি করে মর্ত্তেতে ভ্রমণ॥
দুর্দ্দশা হয়েছে মুনি কি কহিব আর।
যজ্ঞভাগ কেহ নাহি দেয় দেবতার॥
আপনি করেন যদি বিহিত ইহার।
যাহাতে দেবতাগণ পাইবে নিস্তার॥
কহেন দধীচি মুনি শুনহে বাসব।
ঘটিয়াছে যা ঘটিবে জানিতেছি সব॥
এক্ষণেতে কি করিব বলহে আমায়।
বুঝিয়া তাহার আমি করিব উপায়॥
ইন্দ্র কন মম মনে হইতেছে ভয়।
মুখে নাহি বাহিরায় বলিবার নয়॥
অভয় পাইয়া দেব কহ তব স্থান।
বিধি করেছেন তার মৃত্যুর বিধান॥
তব অস্থি দিয়া বজ্র হইবে নির্ম্মাণ।
সেই বজ্রাঘাতে তার বাহিরাবে প্রাণ॥
বিধির নিকটে আমি এই শুনিয়াছি।
আপনার সন্নিকেতে তাহ কহিতেছি॥
এই কথা বলি ইন্দ্র বিরসবদন।
শুনিয়া দধিচি মুনি ভাবেন তখন॥
এ দেহ অনিত্য চিরকাল নাহি রবে।
কালেতে করিয়া হহা বিনষ্ট হইবে॥
তাহাতে যদ্যপি হয় পরউপকার।
ধন্য ও সফল দেহ হইবে আমার॥
নিত্যধর্ম্ম তাহাতে করিব উপার্জ্জন।
এই বলি সূর্য্যতুল্য মুনি তপোধন॥
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি বসিয়া যোগেতে
দেহত্যাগ করিলেন দেখিতে দেখিতে।
সেই ব্রহ্মতেজ গিয়া ব্রহ্মে লয় পায়।
তাহা দেখি দেবরাজ করে হায় হায়॥
বারম্বার আপনাকে শতধিক দিয়া।
আক্ষেপ করেন ইন্দ্র তথায় বসিয়া॥
অনন্তর অস্থিপুঞ্জ করিয়া গ্রহণ।
নিজজন স্থানেতে ইন্দ্র করেন গমন॥
তদপর মহাঅস্ত্র হইলে নির্ম্মিত।
চলিলেন ইন্দ্র হয়ে সৈন্য পরিবৃত॥
আহ্বান করেন সুরে যুদ্ধের কারণ।
সুরাসুর দলে হয় মহা ঘোর রণ॥

পড়িল যে হয় হস্তী রথ ও পদাতি।
রণক্ষেত্রে রুধিরে বহিল স্রোতস্বতী ॥
অস্ত্র অস্ত্রে বৃত্রাসুর অবধ্য নিশ্চয়।
জানিয়া ছাড়েন ইন্দ্র বাণ অস্থিময় ॥
ক্রোধ করি আশু বজ্র লইলেন হাতে।
পড়িল দুরাত্মা সুর তাহার আঘাতে ॥
এইরূপে বৃত্রাসুর সংহার নিমিত্ত।
ব্রহ্মহত্যা পাপে ইন্দ্র হয়েছিল লিপ্ত ॥

ইন্দ্রের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের
নিকটে গমন।

বেদব্যাস কহিছেন শুন দিয়া মন।
ইন্দ্র এইরূপে বধি অসুর দুর্জ্জন ॥
ঐরাবত পৃষ্ঠে সুখে আরোহণ করি।
মহোৎসবে চলিলেন অমর নগরী ॥
স্বকীয় পুরমধ্যেতে করেন প্রবেশ।
পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন নিজ রাজ্যদেশ ॥
এক দিন সুরপতি সুস্থ হয়ে মনে।
কহিলেন সভাস্থিত দেবর্ষি প্রধানে ॥
মহামুনি দধীচি যে আমার কারণে।
করেছেন দেহত্যাগ যোগাবলম্বনে ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ ইথে হয়েচে আমার।
এক্ষণে বলুন সবে উপায় তাহার ॥
ঋষিগণ কন শুন হে বৃত্রসূদন।
আছিলেন জীবন্মুক্ত মুনি তপোধন ॥
সেচ্ছাক্রমে দেহত্যাগ করিলেন মুনি।
তাহাতে পরমপদ প্রাপ্ত হন তিনি ॥
সম্পূর্ণ যে ব্রহ্মহত্যা ইথে ঘটে নাই।
হতে পারে শঙ্কা তব হৃদয়ে সদাই ॥
কর ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
সেই মহাপাপে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥
তদন্তর দেবগণ আর ঋষিগণে।
সম্পন্ন করেন যজ্ঞ বিধির বিধানে ॥
এই রূপে ইন্দ্র কাল করেন যাপন।
আসিয়া নারদ মুনি দেন দরশন ॥
কহেন গম্ভীর স্বরে দেবরাজ প্রতি।
ব্রহ্মহত্যা পাপে তুমি না পাবে নিষ্কৃতি ॥
করিয়াছ অশ্বমেধ পেয়েছ অভয়।
কিন্তু ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় নাহি হয় ॥
শুনিয়া কাতর ইন্দ্র বিষণ্ণবদন।
তাহা দেখি ঋষিবর বলেন বচন ॥
শুন ইন্দ্র কহিতেছি ইহার উপায়।
যাও তথা তব গুরু গৌতম যথায় ॥
বিনীত ভাবেতে দুঃখ কর আবেদন।
দিবেন উপায় কহি করিয়া শ্রবণ ॥
এই কথা বলি মুনি হন অন্তর্ধান।
দেবরাজ চলিলেন গৌতমের স্থান ॥
হইলেন উপস্থিত মুনির আশ্রমে।
দরশন করিলেন মহাত্মা গৌতমে ॥
মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য সম তাঁর প্রভা।
মস্তকে পিঙ্গল জটা মনোহর শোভা ॥
ব্রহ্মতত্ত্বে মুনি মন করিয়া নিধান।
স্থিরভাবে বসি করিছেন তিনি ধ্যান ॥
এই রূপ ভাবে তাঁকে দর্শন করিয়া।
প্রতিক্ষা করেন ইন্দ্র গুরু প্রণমিয়া ॥
সমাধি ভঙ্গেতে মুনি দেখেন চাহিয়া।
দেবরাজ পার্শ্বদেশে আছে দাণ্ডাইয়া ॥
গৌতম বলেন বৎস বলহ কুশল।
দেবরাজ কন তব দর্শনে মঙ্গল ॥
কিন্তু গুরুতর এক পাপ করিয়াছি।
তাহার উপায় দেব নাহি দেখিতেছি ॥
দুর্জ্জয় সে বৃত্রাসুর বধের চেষ্টাতে।
দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করাতে ॥
তাই প্রভু ব্রহ্মহত্যা হয়েছে ঘটন।
করিয়াছি অশ্বমেধ শান্তির কারণ ॥
নিবৃত্তি না হয় পাপ সে মহাযজ্ঞেতে।
আসি পড়িলাম দেব তব চরণেতে ॥
হে গুরু নিস্তার কর্ত্তা বলুন উপায়।
যাহাতে এ ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশ পায় ॥
গৌতম বলেন বৎস খেদ করিও না।
চিরস্থায়ী তব পাপ কদাচ হবে না ॥
বলিছে উপায় যাতে ও পাপ নাশিবে
তাহারি চেষ্টায় তুমি যত্নবান হবে ॥

যে কোন ব্রাহ্মণ নহে দধীচি যে মুনি।
জীবন্মুক্ত শিবতুল্য তাঁরে আমি জানি॥
যদিচ তোমার পাপ নহেত বিস্তর।
অল্পপাপে জানিবে সে পাপ ঘোরতর
এপাপ নাশিবে কিসে না দেখি সংসারে
বহুশত অশ্বমেধে কি করিতে পারে॥
যদি পার মহাকালী করিতে দর্শন।
তাহাতে হ..ব তব পাপ বিনাশন॥
ইন্দ্র কন মহাকালী কিদৃশ আকার।
কোথায় আছেন তিনি বলুন বিস্তার॥
সেই পাপনাশিনীর পাইয়া দর্শন।
কৃতার্থ হইব হবে পাপ বিমোচন॥
গৌতম বলেন বৎস আমি নহি জ্ঞাত।
পরাৎপরা মহাকালী কোথা অবস্থিত॥
কহিয়া থাকেন এই সকল শ্রুতিতে।
ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশে তাঁর দর্শনেতে॥
শুনিয়া কহেন ইন্দ্র বিষণ্ণবদন।
মম এই পাপ গুরু না হবে খণ্ডন॥
কোথায় থাকেন তিনি কিছুই জানিনে
তাঁহারে দর্শন আমি করিব কেমনে॥
গৌতম কহেন বৎস শুনহ বচন।
যুগযুগান্তর যোগ করি যোগীগণ॥
বহু কষ্টে দেবীর দর্শন লাভ হয়।
সে বড় কঠিন কার্য্য জানিহ নিশ্চয়॥
তুমি হে বিষয়াশক্ত হও রাজ্যস্বামী।
এতাদৃশ তপস্যার যোগ্য নহ তুমি॥
বলিহে উপায়ান্তর যদি তুমি পার।
তাহারি অনুসন্ধান সযতনে কর॥
ব্রহ্মার নিকটে তুমি করহ গমন।
একান্ত ভাবেতে তাঁর লহ গো স্মরণ॥
তিনি এ বিষয়ে যদি থাকেন অজ্ঞাত।
তত্রাচ থাকিয়া তুমি তাঁর অনুগত॥
প্রাণপণে অনুরোধ তাঁহাকে করিবে।
সন্ধান করিলে তিনি সন্ধান পাইবে॥
ইন্দ্র কন গুরু তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য।
নিশ্চয় সফল মম হইবে এ কার্য্য॥

মহর্ষিকে প্রদক্ষিণ করি তিনবার।
করেন উদ্যোগ গুরুআজ্ঞা যে প্রকার॥
আরোহণ করি নিজ পুষ্পক রথেতে।
উপস্থিত হন ইন্দ্র সে ব্রহ্মলোকেতে॥
বিধিকে প্রণতি স্তুতি করি শত শত।
কহেন সমস্ত কথা গৌতমভাষিত॥
শুনিয়া কহেন ব্রহ্মা হইয়া চকিত।
মহাকালী পুরী আমি নহি যে বিদিত॥
দেবকার্য্য হেতু যবে আবির্ভূত হন।
ব্রহ্মরূপ সনাতনী পাইহে দর্শন॥
ক্ষণকাল মধ্যে সেই ত্রিজগত মাতা।
দেখিতে দেখিতে তিনি হন অন্তর্হিতা॥
শঙ্কটে পড়িলে আমি জপি তাঁর নাম।
নাজানি কোথায় তিনি কোথাতাঁর ধাম
ইন্দ্র কন আপনিও জ্ঞাত যদি নন।
তা হইলে ত্রিসংসারে জানে কোন জন
জানিলাম মহাপাপ না হবে মোচন।
এই বলি দেবরাজ সজল নয়ন॥
ব্রহ্মা কন ইন্দ্র তুমি দেবের ঈশ্বর।
করিব উপায় শীঘ্র না হও কাতর॥
তোমাতে যদ্যপি পাপ সঞ্চয় থাকিবে।
সুরলোকে বহুবিধ উৎপাত ঘটিবে॥
পাপশান্তি জন্য আমি হব যত্নবান।
তাঁহার সুগুপ্তপুরী করিব সন্ধান॥
তবকার্য্য অনুরোধে সে জগদম্বারে।
কৃতার্থ হইব যদি পাই দেখিবারে॥
এই রূপেআশ্বাশিয়া ইন্দ্রকে তখন।
বিধাতা আপন রথে করি আরোহণ॥
গমন করেন তিনি বৈকুণ্ঠ ধামেতে।
ইন্দ্র ও পুষ্পক রথে ব্রহ্মার পশ্চাতে॥
উভয়েই উপনীত বৈকুণ্ঠ নগরে।
ইন্দ্রকে বলেন ব্রহ্মা থাকহ বাহিরে॥
আমি অগ্রে প্রবেশিব নারায়ণপুরে।
অনুমতি লইয়া যাইবে তুমি পরে॥
এই বলি পুর মধ্যে করেন প্রবেশ।
লক্ষ্মী সরস্বতী যুক্ত যথা হৃষীকেশ॥

শোভিত কৌস্তুব মুনি আছেন মুরারি
চতুর্ভুজ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী॥
নবীন জলদশ্যাম বর্ণ যে সুন্দর।
ব্রহ্মাকে দেখিয়া বিষ্ণু হইয়া তৎপর॥
জিজ্ঞাসেন কেন বিভো! হেথা আগমন
প্রকাশ করুন দেব কি তব মনন॥
ব্রহ্মা কন ইন্দ্রতব দর্শনাভিলাষে।
প্রতীক্ষা করেন আজ্ঞা তিনি দ্বারদেশে
শুনি নারায়ণ আজ্ঞা দিলেন গরুড়ে।
প্রবেশ করাও পুর সেই সুরেশ্বরে॥
প্রভুর ঈঙ্গীত মাত্র অমনি খগেন্দ্র।
সমাদরে আনিলেন সুরপতি ইন্দ্র॥
বিষ্ণুর নিকটে ইন্দ্র হয়ে উপস্থিত।
ভুতলে দণ্ডের ন্যায় হলেন পতিত॥
কৃতাঞ্জলি পুটে কন করিয়া মিনতি।
আমি ধন্য হইলাম ওহে জগৎপতি॥
ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা যে চরণ জাতা।
সে চরণ হেরি মানিলাম সার্থকতা॥
ইহার অধিক ভাগ্য কি হবে আমার।
এই রূপে স্তবস্তুতি করি বারম্বার॥
গৌতম আদেশ বাক্য কহেন তখন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন কমললোচন॥
ক্ষণেক থাকিয়া মৌনে মৃদু মৃদু স্বরে।
বলিলেন কৃষ্ণ তবে ইন্দ্র দেবেশ্বরে॥
আছেন বিরাজমান ব্রহ্ম সনাতনী।
সে অতি নির্জ্জন স্থান আমি নাহি জানি
জানেন কেবল মাত্র দেব মহেশ্বর।
তাঁহার শরণাপন্ন হও গো সত্বর॥
সেই মহাদেবী পুর করিতে দর্শন।
তোমাদের সঙ্গে আমি করিব গমন॥
এই বলি সহসাই গরুড় বাহনে।
ব্রহ্মাসহ চলিলেন শিব সন্নিধানে॥
ইন্দ্র চলিলেন তবে উভয় পশ্চাতে।
উপনীত হন মহাদেবের স্থানেতে॥
দিলেন সংবাদ নন্দী তখনি মহেশে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র উপনীত দ্বারদেশে॥

শম্ভু কন শীঘ্র আন মম সন্নিধানে।
শুনি প্রত্যাগত নন্দী সত্বর গমনে॥
তিন জনে প্রবেশিয়া রম্য শিবধাম।
হেরিয়া পার্ব্বতী নাথে করেন প্রণাম॥
তদন্তর মহাদেব মধুর বচনে।
জিজ্ঞাসেন এস্থানেতে কেন তিন জনে
শুনি বিষ্ণু কন এই ইন্দ্র মহামতি।
ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া সম্প্রতি॥
প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেন গৌতম তাহাতে।
হইবেক মহাকালী দর্শন করিতে॥
কোথায় সে কালীপুর ইন্দ্র নাহি জানে
মুনি বাক্যে উপস্থিত বিধাতার স্থানে॥
বিধির অজ্ঞাত স্থান জানিয়া তখন।
মমপাশে উভয়েতে উপনীত হন॥
ইন্দ্রের মুখেতে শুনি হইয়া বিস্ময়।
আইলাম তব পাশে ওহে দয়াময়॥
এই দেবরাজ যদি পাপযুক্ত হয়।
কিরূপে করিবে রক্ষা এ জগৎত্রয়॥
শুনি মহাদেব কন হে মধুসূ[illegible]।
তোমরা সকলে তথা কর[illegible]॥
তোমাদের সঙ্গে আমি আপনি যাইব।
প্রবেশিয়া দেবীপুর দেবী দেখাইব॥
তৎক্ষণ মাত্রেতে কন নন্দীকে ডাকিয়া।
শীঘ্র আনি দেহ বৃষ সুসজ্জা করিয়া॥
সুরোত্তম মহাদেব বৃষভ বাহনে।
খগ পৃষ্ঠে নারায়ণ চলেন বিমানে॥
ইন্দ্র বায়ুবেগ গামী বিমান উপরি।
পুষ্পক রথেতে ব্রহ্মা আরোহণ করি॥
যাইতে যাইতে কথা কহেন তাঁহারা।
সেই মহামহেশ্বরী হন পরাৎপরা॥
সে দেবীর পরতর কিছু নাহি আর।
তিনি সেই মহাকাল সকলের সার॥
সেই দেবী এ সংসার সৃজন কারণ।
একমাত্র তিনি বিশ্ব করেন পালন॥
তিনিই আবার অন্তে করেন সংহার।
আমরা নিমিত্ত মাত্র হই হে তাঁহার॥

বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধে ত্যজি সুরলোক
বিভেদ করেন পরে ব্রহ্মাণ্ড গোলক ॥
অগ্রে অগ্রে মহাদেব করেন গমন।
তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন তিন জন ॥
তদন্তর বহুকাল গমনের পর।
হইল সে কালীপুর দৃষ্টির গোচর ॥
নগরীর প্রান্তভাগে হয়ে উপস্থিত।
দেখিলেন চারিদিকে রত্নে বিচিত্রিত ॥
রমণীয় প্রান্তভাগ দরশন করি।
নিন্দা করিছেন সবে নিজ নিজ পুরী ॥
পুষ্পের কানন বন উপবন কত।
পরিখা সকল ফল পুষ্প ভারে নত ॥
করিছে মধুর শব্দ পতঙ্গ সকল।
শোভাহেরি চারি জনে আনন্দে বিহ্বল।
হেরিয়া প্রান্তর ভাগ দেব চারি জনে।
কি লাগিয়া আসিয়াছি কিছু নাহি মনে
যিনি যেই দিকে করিছেন নীরক্ষণ।
নির্ব্বাক দণ্ডায়মান পুত্তলী যেমন ॥

ইন্দ্রের মহাকালী দর্শন।

বেদব্যাস কন ঐ দেব চারি জন।
ঐ রূপে বহুকাল করেন যাপন ॥
একদা যোগিনীগণ পুষ্প অন্বেষণে।
উপনীত হইলেন আসি সেই স্থানে ॥
দেবগণে দেখি তাঁরা করেন জিজ্ঞাসা।
কি মানসেতোমাদের এস্থানেতে আসা
তাঁহাদের বাক্য শুনি হইল স্মরণ।
কহিলেন ইচ্ছা করি দেবীকে দর্শন ॥
শুনিয়া যোগিনীগণ হাস্য করি মনে।
বলিলেন কি দেখিছ থাকিয়া এ স্থানে ॥
আশ্চর্য্যরূপিণীমায়া সে মহামায়ার।
যাহার দ্বারায় মুগ্ধ আছয়ে সংসার ॥
দেখিতেছি তোমরা হে হবে সুরোত্তম।
প্রাকৃত মনুষ্য মত তবে কেন ভ্রম ॥
এই কথা বলি তাঁরা প্রস্থান করিল।
ব্রহ্মাদি সুরেন্দ্রগণ লজ্জিত হইল ॥

বিষ্ণু কন শিব তুমি দেবের দেবতা।
আপনি কি এত দূর হন মুগ্ধ চেতা ॥
আমরা এ স্থানে আসিয়াছি বহুকাল।
কিবা করিলাম দেব থাকি এতকাল।
লজ্জিত হইয়া শম্ভু কহেন তখন।
অদ্যই সে মহাদেবী করিব দর্শন ॥
এই কথা বলি সবে তৎপর গমনে।
করিয়া মহাদেবীর ধ্যান মনে মনে ॥
নিকটস্থ হয়ে তবে মহাদেব কন।
ঊর্দ্ধ মুখ করি দেখ সুরোত্তমগণ ॥
প্রাসাদের শীর্ষদেশ সিংহধ্বজ তায়।
শোভিতেছে যেন স্থির সৌদামিনীপ্রায়
তখন সকলে স্বীয় যান পরিহরি।
কৃতাঞ্জলি পুটে ক্ষিতিতলে অবতরি ॥
পুর প্রবেশের বিঘ্ন শান্তির কারণে।
শত শত প্রণাম করেন মনে মনে ॥
তদন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিতে।
প্রবেশেন মহাদেব অন্তনগরীতে ॥
ভৈরবী ভৈরবগণ আছে সারি সারি।
ত্রিশূল ধারণ করি রক্ষাকরে পুরী ॥
দেখিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ইন্দ্র ভয়ে ভীত।
অন্তঃপুর দ্বারদেশে হন উপস্থিত ॥
দেখিলেন তথা মহাকায় এক জন।
তিনি চতুর্ভুজ মহাবাহু গজানন ॥
প্রীত মনে রুদ্রদেব বলেন তাঁহারে।
ওহে বৎস শীঘ্র তুমি যাও অন্তঃপুরে ॥
মম নিবেদন এই জানাও তাঁহায়।
আসিয়াছে ব্রহ্মা বিষ্ণু দর্শন ইচ্ছায় ॥
বলিবে বিশেষ করি মম অভিপ্রায়।
ইন্দ্র আসিয়াছে রুদ্রে করিয়া সহায় ॥
পুরবহির্দ্দেশে করিছেন অবস্থিতি।
অপেক্ষা করিয়া প্রবেশের অনুমতি ॥
এই কথা শুনি ত্বরান্বিত গজানন।
অবিকল শিবোক্তি করেন নিবেদন ॥
শুনি জগন্মাতা কন যাও বৎস যাও।
স্বয়ম্ভুকে শীঘ্র পুর প্রবেশ করাও ॥

পাইয়া গণনায়ক দেবী অনুমতি।
রুদ্রকে লইয়া যান করিয়া মিনতি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে প্রবেশেন পুরে।
দুঃখিত মনেতে ইন্দ্র রহিলেন দ্বারে ॥
দেবীর মন্দিরে দেবত্রয় প্রবেশিয়া।
দেখিলেন মহাকালী অদূরে থাকিয়া ॥
রত্নসিংহাসনোপরি দেবী শবাসনা।
মহাঘোরা মুক্তকেশী বিশালনয়না ॥
চতুর্ভুজা মহামূল্য রত্নে বিভূষণা।
নিবীড় জলদকান্তি ভীষণদর্শনা ॥
মস্তকে মুকুট রত্নে সে জাজ্বল্যমান।
প্রকাশিয়া প্রভা কোটি সূর্য্যের সমান ॥
আজানুলম্বিত মুণ্ডমালা সুশোভন।
বিজয়া প্রভৃতি করে চামর ব্যজন ॥
ভয়ঙ্কর প্রভাযুক্তা দেবীর দক্ষিণে।
মহাকাল সদাশিব আছেন সে স্থানে ॥
বিশাল সে বক্ত্র আর বিশাল নয়ন।
জটাজুট মুকুটেতে মস্তক শোভন ॥
খট্টাঙ্গধারী মস্তকে শোভে অর্দ্ধচন্দ্র।
অনাদিপুরুষ পূর্ণপরম আনন্দ ॥
ভিন্নাঞ্জন সমপ্রভ সূর্য্য সমাভাস।
দুর্নিরীক্ষ কালান্তক অনল প্রকাশ ॥
চিতাভস্ম বিলেপন সমস্ত শরীরে।
নিরত নয়ন বিঘূর্ণিত মদভরে ॥
মহাকালী মহাকাল করিয়া দর্শন।
করেন প্রণাম সব দেবেশ্বরগণ ॥
বিধি বিষ্ণু উভয়েতে আরম্ভিল স্তব।
বিধি অনুসারে বেদবেদান্ত সম্ভব ॥
এই অবসরে মহাকালের সহিত।
হইলেন শিব তাঁর দেহেতে মিলিত ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জনে শম্ভু না দেখিয়া।
নিরীক্ষেন ইতস্ততঃ আশ্চর্য্য হইয়া ॥
দেখেন মহাকালের হৃদ মধ্যগত।
প্রফুল্ল সহস্রদলে পদ্ম বিরাজিত ॥
দেবীর চরণপদ্ম করি অভিলাষ।
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষঃ হয়েছে প্রকাশ ॥

এক এক পদ্মদলে দুই তিন চারি।
বাল্যক্রীড়া করিতেছে বালিকা কুমারী
এক এক বালিকার পাঁচ ছয় করি।
মৃত্তিকার ভাণ্ড হস্তে খেলে সারি সারি
খেলিতে খেলিতে এক কন্যার হস্তেতে।
ভঙ্গ হয় এক ভাণ্ড দেখেন চক্ষেতে ॥
ভাণ্ড ভঙ্গ দেখি কন্যা ব্যাকুলহৃদয়া।
মা মা বলি ডাকিছেন ক্রন্দন করিয়া
দেখিয়া ব্রহ্মার দয়া উপজিল মনে।
কহেন কন্যার প্রতি সুমিষ্ট বচনে ॥
স্থির হও মা তুমি গো রোদন সম্বর।
সামান্য ভাণ্ডের জন্য কেন চিন্তা কর ॥
উঠ উঠ কন্যা কেন কর হায় হায়।
অবিলম্বে ভাণ্ড আনি দিব গো তোমায়
এই কথা শুনি কন্যা সম্বরি রোদন।
উপহাস ন্যায় হাস্য করিয়া তখন ॥
বলেন নির্ব্বোধ বৎস করিছ ছলনা।
কি ভাণ্ড ভাঙ্গিল তাহা জান না জান না
অসন্তোষ ব্রহ্মা বিষ্ণু সে কথা শুনিয়া।
কেন মা বালক বল অগ্রে না চিনিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হই আমরা দুজন।
আমরা দুজনে করি সৃজন পালন ॥
এক্ষণে হইল ভঙ্গ কি ভাণ্ড তোমার।
ইচ্ছা হয় শুনিবারে বর্ণনা তাহার ॥
তখন কুমারী কন সহাস্য বদনে।
চাহিলে শুনিতে কথা শুন সাবধানে ॥
আমাদের হস্তে যাহা দেখিতেছ ভাণ্ড।
এ সকল এক এক পৃথক ব্রহ্মাণ্ড ॥
এই ব্রহ্ম সনাতনী জানিহ নিশ্চয়।
প্রথমে যাঁর ইচ্ছায় জলসৃষ্টি হয় ॥
কোটিকোটি ডিম্ব জন্মে সে জল গর্ভেতে
সে সকল ভাসমান হইল জলেতে ॥
এক এক কুমারীকে করিয়া বিচার।
পাঁচ ছয় দশটীর দিয়াছেন ভার ॥
তার মধ্যে একটীর হইল প্রলয়।
কোন ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হও মহাশয় ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু কন কথা কখন না শুনি।
একটী ব্রহ্মাণ্ড আছে এই মাত্র জানি॥
আমরা করিয়া থাকি তাহার কর্তৃত্ব।
আর যে ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহা নহি জ্ঞাত
এইরূপ হইতেছে কথোপকথন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মনে মনে চিন্তেন তখন॥
ভাবিছেন মহাদেব গেলেন কোথায়।
না পূরিল বুঝি দেবরাজ অভিপ্রায়॥
না পাই দেবীদর্শন এ মায়া তাঁহারি।
কেন বা অদৃশ্যা হন বুঝিতে না পারি॥
আরম্ভ করেন স্তব উভয় দেবতা।
কোথা গো মা বিশ্বকর্ত্রি ত্রিজগৎমাতা॥
তুমি গো পরমেশ্বরী তুমি আদ্যা নিত্যা
তুমিই বিজ্ঞান রূপা তুমি বাচাতীতা॥
তুমি পূর্ণা তুমি মুগ্ধা তুমি বিশ্বরূপা।
বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্যা তুমি গো সুরূপা॥
উত্তম স্থানবাসিনী তুমি গো জননী।
তুমি গো মা মায়াতীতা তুমিই মায়িনী॥
সচ্চিৎ রূপই হয় তোমার স্বরূপ।
তোমাতেই আরোপিত যাবদীয় রূপ॥
সকল আধারভূতা স্বয়ং নিরাধারা।
বিশ্ববন্দ্যাদের অভিবন্দ্যা তুমি তারা॥
স্বর্গলোক হয় তব মস্তক প্রকাশ।
গভীর সে নাভিদেশ অসীম আকাশ॥
নিশ্বাস ও নিমিশেই দিবারাত্রি হয়।
চন্দ্র সূর্য্য আদি তব ও নয়নত্রয়॥
বহুতর স্তব করিলেন দুই জন।
মহাকাল সহ দেবী দিলেন দর্শন॥
মহাদেব মহাকাল শরীর হইতে।
হইলেন বহির্গত ঐ সময়েতে॥
কৃতাঞ্জলিপুটে শম্ভু কহেন তখন।
ওহে মহেশানি আছে এক নিবেদন॥
তোমার ও শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে।
আছয়ে দণ্ডায়মান ইন্দ্র বহির্দ্দেশে॥
ওগো মহাদেবি যদি তব আজ্ঞা পাই।
এই পরিমা মূর্ত্তিকে দর্শন করাই॥

শুনি মহাকালী কন শুনহে ঈশ্বর।
যদি ইচ্ছা কর আনিবারে পুরন্দর॥
দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করায়।
অতিশয় পাপোৎপত্তি হয়েছিল তায়॥
পুরে প্রবেশিয়া প্রায় নষ্ট হইয়াছে।
অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ সেই পাপ আছে॥
মম অন্তঃ গৃহধুলি লইয়া হস্তেতে।
করহ অর্পণ দেবরাজ মস্তকেতে॥
তাহাতে বিধুত পাপ হইবে তাহার।
অধিকারী হইবেক দর্শনে আমার॥
দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শঙ্কর।
সেই রূপ করি আনিলেন পুরন্দর॥
মন্দিরের দ্বারে ইন্দ্র হয়ে উপস্থিত।
ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় হইল পতিত॥
অষ্টাঙ্গেতে প্রণমিয়া করি গাত্রোত্থান।
করিলেন স্তব স্তুতি বেদউক্ত গান॥
ব্রহ্মা আদি চারি জনে করিয়া প্রণাম।
সকলেই চলিলেন নিজ নিজ ধাম॥
এই রূপে মহাদেব করেন বর্ণন।
শুনিয়া নারদ ঋষি প্রফুল্লিত মন॥
ভক্তি করি পাঠ কিম্বা যে করে শ্রবণ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ হয় বিমোচন॥
চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে যে করে পঠন।
করয়ে ঐশ্বর্য্য ভোগ সে যাবজ্জীবন॥
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী নিশীথ সময়ে।
পবিত্র আখ্যান এই যে পাঠ করয়ে॥
অযুত গোদান ফল সেই প্রাপ্ত হয়।
শত্রু হস্তে দস্যু হস্তে নাহি থাকে ভয়॥
পিতৃশ্রাদ্ধ বাসরেতে সমাহিত মনে।
করিলে অধ্যায় পাঠ তুষ্ট পিতৃগণে॥
কব্য নামে অন্ন তারা করয়ে ভোজন।
তাহাতেই পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
ইন্দ্রের মহাকালী দর্শন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবত পুরাণ।

গঙ্গাবতার কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

নারদ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট গঙ্গার বিবরণ জিজ্ঞাসা।

বেদব্যাস কহিছেন শুনহ জৈমিনে।
জিজ্ঞাসেন নারদ সে মহাদেব স্থানে॥
হিমালয়ে জন্মিলেন গঙ্গা যে প্রকারে।
তাঁহার সে কীর্ত্তি কথা বলুন আমারে॥
দ্রবময়ী মূর্ত্তি তিনি হন কি কারণ।
ইচ্ছা হয় সেই কথা করিতে শ্রবণ॥
নারদের বাক্য শুনি কহেন শঙ্কর।
পুণ্য হইতেও তাহা পুণ্যপরতর॥
এক মনে যেই পাপী করয়ে শ্রবণ।
বিমুক্ত তাহার হয় সংসার বন্ধন॥
ব্রহ্মলোকে দেবগণ হয়ে একত্রিত।
শিবের বিবাহ দেন গঙ্গার সহিত॥
সেই সে যুগল রূপ করিতে দর্শন।
বিষ্ণু আনিলেন দোঁহে বৈকুণ্ঠভুবন॥
আইল মরীচি আদি অনেক মহর্ষি।
আইলেন ব্রহ্মা আর ব্রহ্মলোকবাসী॥
সভা করিলেন বিষ্ণু অতি মনোহর।
রত্নসিংহাসনে বসিলেন মহেশ্বর॥
বিষ্ণু অনুরোধে শিব আরম্ভিল গীত।
ব্রহ্মাদি দেবতা শুনি হলেন মোহিত॥
দ্রবীভূত হয়ে বিষ্ণু হন জলময়।
সে জলে বৈকুণ্ঠপুরী পরিপূর্ণ হয়॥
চেতন পাইয়া ব্রহ্মা করেন দর্শন।
শূন্য রহিয়াছে হৃষীকেশের আসন॥
হরির দ্রবত্ব ব্রহ্মা লইয়া তখন।
নিজ কমণ্ডলু মধ্যে করেন ধারণ॥
কমণ্ডলু গতা এক গঙ্গা মূর্ত্তি ছিল।
হরির দ্রবত্ব জলে তিনিও মিলিল॥
বিষ্ণু সম্পৃক্ত সলিলে হয়ে দ্রবীভূত।
রহিলেন দেবী ব্রহ্মা কমণ্ডলু স্থিত॥
বিষ্ণু বিচ্ছেদে বিহ্বলা লক্ষ্মী সরস্বতী।
আশ্বাস দিলেন ব্রহ্মা উভয়ের প্রতি॥
অনতিবিলম্বে দেবি পাইবে দর্শন।
ইহা বলি ব্রহ্মলোকে করেন গমন॥
গঙ্গাসহ শিব যান আপনার স্থানে।
স্বর্গ ধামে চলিলেন যত দেবগণে॥
কহিলাম সারতত্ত্ব শুনিলে হে মুনি।
যেই রূপে দ্রবময়ী ত্রৈলক্যতারিণী॥
এক্ষণে বলিব মুনি করহ শ্রবণ।
বিষ্ণু পাদোদ্ভবা নাম যাহার কারণ॥
যে রূপে প্রার্থিতা হয়ে সুরতরঙ্গিণী।
মর্ত্তলোকে আগমন নিস্তারকারিণী॥

বামন অবতার কথন।

বেদব্যাস কহিছেন শুনহ সম্প্রতি।
বিরোচন পুত্র বলি যিনি দৈত্যপতি॥

মহাবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মে মহাজন।
ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য রাজ্য করিল হরণ॥
পুত্রের রাজ্যহরণ দেখি দেবমাতা।
অদিতি সে দুঃখে অতি হইয়া দুঃখিতা
করিলেন বহুকাল বিষ্ণু আরাধনা।
প্রসন্ন তাহাতে হইলেন নারায়ণ॥
কহিলেন কেন আর কর আরাধনা।
হইয়াছি পরিতোষ কি তব প্রার্থনা॥
অদিতি মিনতি করি কহিছে তখন।
অপহৃত রাজ্য ইন্দ্রে করুন অর্পণ॥
ভগবান কন বলি মম বধ্য নয়।
প্রহ্লাদের বংশ সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হয়॥
শুন দেবমাতা হবে যেই উপায়েতে।
জন্মিব তোমার গর্ভে বামন রূপেতে॥
ভিক্ষাছলে সেই রাজ্য লইব হে দান।
তোমার পুত্র বাসবে করিব প্রদান॥
বরদান দিয়া সেই সর্ব্বলোকেশ্বর।
সহসাই সেই স্থানে হলেন অন্তর॥
সময়েতে অদিতির গর্ভের সঞ্চার।
বামন রূপেতে হরি হন অবতার॥
প্রসব করেন এক অপূর্ব্ব সন্তান।
সুচারু মুখপঙ্কজ অতি শোভমান॥
মধুর বয়স প্রাপ্ত হলেন ক্রমেতে।
হইল উপনয়ন যথা সময়েতে॥
একদা বামন দ্বিজগণের সহিত।
বলিরাজ যজ্ঞস্থলে হন উপস্থিত॥
অপূর্ব্ব দ্বিজ বামন মনোহর অতি।
মৃদুস্বরে বলিলেন বলিরাজ প্রতি॥
যাজ্ঞা করিতে রাজা আসিয়াছি আমি
প্রদান কর ত্রিপদ পরিমিত ভূমি॥
তাহা শুনি বলি কন ওহে দ্বিজবর।
চাহ দ্বীপ গ্রাম কিম্বা সুরম্যনগর॥
সুব্রাহ্মণে অল্পদানে যশোহানি হয়।
সে কারণে অল্পদান প্রীতিকর নয়॥
বামন কহেন মম আকাঙ্খা যদ্রূপ।
আপনি করিবে দান সেই অনুরূপ॥
গৃহীতা হইলে তুষ্ট দান সফলতা।
পূর্ণকীর্ত্তি হবে তুষ্ট হবেন দেবতা॥
শুনি রাজা কুশ তিল লইলেন করে।
দেখিলেন শুক্রাচার্য্য থাকিয়া অদূরে॥
ক্ষান্ত হও মহারাজ আমি ভাল জানি।
সামান্য দ্বিজ সন্তান না হবেন ইনি॥
দ্বিজ রূপী জনার্দ্দন মায়াতে বামন।
তোমার নিকটে করেছেন আগমন॥
ইন্দ্র কার্য্য সিদ্ধি হেতু নিশ্চয় জানিবে।
যদ্যপি ত্রিপাদ ভূমি তুমি তাঁকে দিবে
স্বর্গমর্ত্ত পাতালাদি করিয়া গ্রহণ।
করিবেন বাসবেরে তিনি প্রত্যর্পণ॥
বলি কন বিষ্ণু মম কুলের দেবতা।
তিনি কেন করিবেন এরূপ শঠতা॥
শুক্রাচার্য্য কন তুমি না জানহ বলি।
দেবকার্য্য হেতু তিনি করেন সকলি॥
অতএব রাজ্যরক্ষা যদি ইচ্ছা থাকে।
দান না করিও এই কপট দ্বিজকে॥
বলি কন গুরু অগ্রে করিয়া স্বীকার।
না করিব দান পুনঃ কহ কি প্রকার॥
মায়ায় বামন যদি সেই ভগবান।
সাক্ষাৎ তাঁহারে আমি করিব হে দান
ইহার অধিক ভাগ্য আর কি হইবে।
দ্বিজরূপী বিষ্ণু দান গ্রহণ করিবে॥
এই কথা কহি বলি বিষ্ণুর উদ্দেশে।
দিলেন ত্রিপাদ ভূমি মনের উল্লাসে॥
স্বস্তি প্রতিগ্রহ বাক্য বলিয়া বামন।
তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপ করেন ধারণ॥
পাদপদ্ম তিনটী যে প্রকাশ পাইল।
ত্রিপাদের একপাদ ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥
পাদপদ্ম দেখি ব্রহ্মা আহ্লাদে বিহ্বল
কমণ্ডলু স্থিত জলে দেন পাদ্যজল॥
নীরময়ী গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপদ প্রাপ্তে।
অবস্থিতি করিলেন তাঁহার পদেতে॥
একপদে স্বর্গমর্ত্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
অন্যপদ দেন বলি-মস্তক উপর॥

অপরাধী করি তাঁরে বলেন বচন।
এ রাজ্য ইন্দ্রকে করিলাম সমর্পণ॥
এক্ষণেতে কতিপয় সভ্যের সহিত।
পাতাল পুরীতে গিয়া হও অবস্থিত॥
সে অষ্টম মন্বন্তরে দেব রাজ্য পাবে।
সেইকালে পুনর্ব্বার তুমি রাজা হবে॥
এইবাক্য বলিরাজা করিয়া শ্রবণ।
প্রণমি পাতালপুরে করিল গমন॥
বিষ্ণু চলিলেন পরে বৈকুণ্ঠভবনে।
গঙ্গাদেবী রহিলেন তাঁহার চরণে॥

বিষ্ণুপাদ হইতে গঙ্গার নিঃসরণ।

বিষ্ণুর শরীর প্রাপ্তা দ্রবময়ী মাতা।
কমণ্ডলু শূন্য দেখি চিন্তিত বিধাতা॥
ভাবিছেন দেবী বুঝি ত্যজিয়া আমায়
হরিপদ প্রাপ্তে বাস করেন তথায়॥
কিন্তু আমি জানি তাহা নিশ্চয় মনেতে
ত্রিলোক পবিত্র করিবেন সময়েতে॥
নদী মূর্ত্তি ধরি স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালে।
হইবে পবিত্র তীর্থ সেই গঙ্গাজলে॥
কি রূপে বা এই কার্য্য হবে সমাধান।
সে কারণে তপস্থায় হই যত্নবান॥
ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান বিষ্ণু নাভিদেশ।
যোগাসন করি মন করেন নিবেশ॥
বহুকাল তপস্যা করেন পদ্মযোনি।
প্রসন্না হলেন পরে ত্রিলোকপাবনী॥
সাক্ষাৎ হইয়া গঙ্গা বলেন ব্রহ্মারে।
আর কিছুকাল থাকি বিষ্ণুর শরীরে॥
বিনিঃসৃত হব আমি ও পদ হইতে।
নদীরূপ হয়ে পরে যাইব ধরাতে॥
ভগীরথ করিবে আমার আরাধনা।
ভাগীরথী নাম মম হইবে ঘোষণা॥
তার পিতৃলোক সব উদ্ধার করিব।
সেই উপলক্ষে আমি ধরণী যাইব॥
ব্রহ্মা কন ওগো মাতা অসুর বন্দিতে।
করিবেন যাহা আমি জানি মা মনেতে

প্রার্থনা আমার দেবি হও ত্বরান্বিতা।
শুনি ভগবতী গঙ্গা হন অন্তর্হিতা॥
অনন্তর কালক্রমে সগর বংশেতে।
জন্মিলেন ভগীরথ ধার্ম্মিক ধর্ম্মেতে॥
শুনিলেন পিতৃলোক ব্রহ্ম কোপানলে।
হয়েছেন ভস্মীভূত তাঁহারা সকলে॥
গুরু উপদেশ দেন উপায় তাহার।
বিনা দ্রবময়ী গঙ্গা না হবে উদ্ধার॥
বিষ্ণুতনু প্রাপ্তা তিনি জানিয়া তখন।
করিলেন বহুকাল বিষ্ণু আরাধন॥
তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু উপনীত সেই স্থানে।
পীতাম্বর দেন দেখা গরুড় আসনে॥
প্রত্যক্ষ দর্শন করি রাজা ভগীরথ।
লুটায়ে ধরণী করিলেন দণ্ডবত॥
কৃতাঞ্জলি পুটে পরে আরম্ভিল স্তব।
ওহে বিশ্বমূর্ত্তে বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ মাধব॥
হে পরমেশ্বর বিভো গোবিন্দ বামন।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন প্রভু তুমি জনার্দ্দন॥
জগৎ পরিবন্দ্যপাদ মধুকৈটভারে।
পুরুষপ্রধান নারায়ণাচ্যুত হরে॥
জগন্নাথ শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারি।
জগন্ময় বাসুদেব দৈত্য অন্তকারি॥
কালমূর্ত্তে চারুরূপ হে করুণাময়।
তুমি ধরাধর লক্ষ্মীপতে মায়াশ্রয়॥
তুমিহে বিশুদ্ধবোধ তুমি বাণীপতে।
নমস্কার করি দেব ও পাদ পদ্মেতে॥
সফল তপস্যা অদ্য সফল জনম।
সফল নয়ন মম সফল করম॥
এই রূপে বহু স্তব করেন রাজন।
কিবা অভিলাষ তব কন নারায়ণ॥
কহিলেন ভগীরথ করিয়া মিনতি।
ব্রহ্মশাপে পিতৃগণ প্রাপ্ত অধোগতি॥
তবদেহে দ্রবময়ী হন অনুগতা।
আপনি করেন যদি বহিঃ প্রকাশিতা॥
লইয়া যাইতে তাঁরে করেছি মনন।
পাইবে পরমগতি মম পিতৃগণ॥

এইমাত্র অভিলাষ আমার প্রার্থনা।
কৃপাময় কৃপা করি বিতর করুণা॥
বিষ্ণু কন বৎস শুন উপায় তাহার।
আরাধনা কর দেবদুর্ল্লভা গঙ্গার॥
তোমার সে মনোরথ পরিপূর্ণ হবে।
তব পিতৃগণে তিনি উদ্ধার করিবে॥
শুনি ভগীরথ যান আনন্দিত মনে।
হিমালয়ে বসি তপ করেন নির্জ্জনে॥
সহস্র বৎসর তপ করে নিরাহারে।
দেখি দয়া উপজিল গঙ্গার অন্তরে॥
প্রসন্না হইয়া দেবী দিলেন দর্শন।
বর মাগ ভগীরথ কি তব মনন॥
প্রণতি করিয়া রাজা বলেন অমনি।
ধরায় যাইতে হবে ও শিবমোহিনি॥
ভস্মীভুত পিতৃগণ হইবে উদ্ধার।
কৃতার্থ হইব এই বাঞ্ছা যে আমার॥
গঙ্গা কন শুন বলি ওরে বাছাধন।
করিব উদ্ধার আমি তব পিতৃগণ॥
তোমার প্রার্থনা হেতু হইয়া উদ্ভূতা।
ভাগীরথী নামে আমি হইব আখ্যাতা॥
অগ্রেতে প্রসন্ন তুমি করহ শম্ভুকে।
যাইতে না পারি তাঁর আজ্ঞা ব্যতিরেকে।
আরাধনা কর তিনি হন আশুতোষ।
অল্পকাল মধ্যে দেব হবেন সন্তোষ॥
প্রসন্ন করিয়া তুমি সেই দেবেশ্বরে।
হইবে দণ্ডায়মান এ গিরিশিখরে॥
যখন তোমার শঙ্খ নিনাদ শুনিব।
বেগবতী হয়ে আমি তখনি আসিব॥
ব্রহ্মাণ্ড করিয়া ভেদ হবে মম গতি।
করিব অবতরণ এই বসুমতী॥
উদ্ধার করিয়া আমি তব পিতৃগণ।
তোমার নির্ম্মলা কীর্ত্তি করিব স্থাপন॥

ভগীরথের শিবারাধনা।

বেদব্যাস কন বৎস করহ শ্রবণ।
হইলেন ভগীরথ আনন্দে মগন॥
গঙ্গার দর্শনে দেহ পবিত্র হইয়া।
হইবে মানসপূর্ণ মনেতে ভাবিয়া॥
দেবীর আজ্ঞানুসারে থাকিয়া তথায়।
শতবর্ষ গত নিরাহার তপস্যায়॥
প্রসন্ন হইয়া পরে দেব পঞ্চানন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব রূপ দিলেন দর্শন॥
আহা কিবা পরিষ্কৃত সে রজত রাশি।
উদয় হলেন দেব যেন কোটি শশী॥
সর্ব্বাঙ্গে বিভুতি লিপ্ত কলানিধি ভালে
ফণীর মস্তকে মণি ধক্ ধক্ জ্বলে॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান জটা মস্তকেতে।
শোভিতেছে মুখশ্রেণী ঈষৎ হাস্যেতে॥
নীলকণ্ঠ হস্তে করি ত্রিশূল ধারণ।
হলেন প্রত্যক্ষীভূত ভক্তের কারণ॥
রূপ হেরি ভগীরথ ভূতলে পতিত।
প্রণামান্তে আরম্ভিল স্তব নানামত॥

ভগীরথ কর্ত্তৃক শিবস্তোত্রং।

জগতামেকপুরুষো জগতাং জীবনাত্মকঃ।
প্রসীদ ত্বং জগন্নাথ জগদ যোগে নমোঽস্তুতে।১।
ধরাপোগ্নিমরুদ্ব্যোমমথেশেন্দ্বর্ক মূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমোনমঃ। ২।
শ্রুত্যন্তকৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজন্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে সাশ্বতায় নমোনমঃ। ৩।
স্থূল সূক্ষ্মবিভাগাভ্যা মনির্দ্দেশ্যায় শম্ভবে।
ভবায় ভবশম্ভূত দুঃখহন্ত্রে নমোনমঃ। ৪।
তর্কমার্গাতি ভূতায় তপস্যা ফলদায়িনে।
চতুর্ব্বর্গবদান্যায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোনমঃ। ৫।
আদি মধ্যান্ত শূন্যায় নিরস্তাশেষ ভূতয়ে।
যোগিধ্যেয়ায় মহতে নির্গুণায় নমোনমঃ। ৬।
বিশ্বাত্মনে বিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্র মৌলয়ে।
কন্দর্প দর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমোনমঃ। ৭।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদায় সর্ব্বতোঽক্ষি মুখায়তে।
নমোঽস্তু সর্ব্বতঃ শ্রোত্রে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে।৮।
শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামান্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমোনমঃ। ৯।
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনে।
নির্ব্বাসনে নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমোনমঃ।১০।
ত্রিমূর্ত্তি মূলভুতায় ত্রিমূর্ত্যাদ্যাদিশক্তবে।
ত্রিধাম্নাং ধামরূপায় ত্র্যম্বকায় নমোনমঃ। ১১।

দেবাসুর শিরোরত্ন কিরণা রুণিতাজ্ঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমোনমঃ।১২।
স্তোত্রেনানেন পূজায়াং প্রীণয়েজ্জগতঃপতিং।
ভক্তিমুক্তিপ্রদংভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরং।১৩।

অস্যার্থঃ।

জগতে তুমিই এক পুরুষ আকার।
দয়া কর জগন্নাথ করি নমস্কার॥
ওহে যজ্ঞেশ্বর তুমি ধরা তুমি জল।
তুমি চন্দ্রসূর্য্য বায়ু তুমিই অনল॥
তুমি নিত্য জন্মহীন নাহি তব সীমা।
বেদের অগম্য দেব তোমার মহিমা॥
তুমি বেদময় তেজোমূর্ত্তি গো তোমাতে
তোমাকে ইন্দ্রিয়গণ না পায় দেখিতে॥
স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু যাহা জগতে আছয়।
তদ্দ্বারা তোমার কিছু নির্দ্দেশ না হয়॥
ভব সংসারের দুঃখ কর বিমোচন।
নমস্কার করি পদে দেব পঞ্চানন॥
তর্কপথে প্রাপ্ত হওয়া বড়ই দুষ্কর।
তপস্যার ফলদাতা তুমিহে শঙ্কর॥
তুমি গো বদান্যদেব চতুর্ব্বর্গ দানে।
হে সর্ব্বজ্ঞ নমস্কার তোমার চরণে॥
আদি অন্ত মধ্য তব দেখিতে না পাই।
অনিত্য ঐশ্বর্য্য কিছু তোমাতেও নাই॥
তোমায় পাইব বলি কত যোগীজন।
গিরিগুহা মধ্যে হয় ধ্যান পরায়ণ॥
তুমিহে নিগুণ দেব মহিমা অপার।
তোমার ও পাদপদ্মে করি নমস্কার॥
বিশ্বের আত্মাস্বরূপ চিন্তার অতীত।
দীপ্তিমান চন্দ্র তব মস্তকে শোভিত॥
কন্দর্প দর্প নাশক ওহে বিশ্বাধার।
কালহন্তঃ তবপদে করি নমস্কার॥
সর্ব্বত্রেই আছে দেব তোমার চরণ।
বদন নয়ন কর তোমার শ্রবণ॥
তুমি হে সর্ব্বব্যাপক ওহে জগদ্যোনি
কি রূপে করিব স্তব কিছুই না জানি॥
তুমি শুদ্ধ শুদ্ধভাব তোমাতে আছয়।
তুমিহে ত্রিপুরান্তক পূর্ণব্রহ্মময়॥
[illegible]দ্ধ ব্যক্তিদের তুমি হও অন্তরাত্মা।
ভক্তের সম্বন্ধে তুমি ভোগ মোক্ষদাতা॥
তুমিহে বাসবিহীন তুমি বাস ভুমি।
বিশ্বশাস্তঃ তোমাকে হে বারম্বার নমি॥
ত্রিমূর্ত্তির মূলীভুত হে ত্রিমূর্ত্তিময়।
তেজের তেজঃ স্বরূপ তব তেজঃ হয়॥
তুমি হে জন্মনাশক শম্ভু তব নাম।
নমস্কার করি কর সিদ্ধ মনস্কাম॥
সুরগণ মুকুটস্থ রতন কিরণ।
সে কিরণে ও চরণ অরুণ বরণ॥
দিয়াছ হে শরীরার্দ্ধ আপন কান্তাকে।
কোটি কোটি নমস্কার করিহে তোমাকে
পূজার সময় এই স্তব যে করয়।
নিশ্চয় তাহাতে শিব হবেন সদয়॥

স্তবে তুষ্ট হইলেন দেব পঞ্চানন।
ভগীরথ প্রতি হন প্রসন্ন বদন॥
দেখি মহানন্দে রাজা নাচিতে লাগিল।
মনে ভাবি তপজপ সকল হইল॥
পরাৎপর দেব অদ্য নয়নগোচর।
আর কেবা আছে মম তুল্য ভাগ্যধর॥
বারম্বার ভক্তিরসে দেখি ভাসমান।
দেব কন লহ বর করিব প্রদান॥
শুনি ভগীরথ কন প্রভু ভগবন।
কপিল দেবের কোপে ভস্ম পিতৃগণ॥
ভোগ করিছেন তাঁরা নরক যন্ত্রণা।
তাই করিতেছি দেব নিস্তার কামনা॥
তবশক্তি বিনা দ্রবময়ী কেবা পারে।
আনিবারে চেষ্টা তাঁরে অবনী মাঝারে
ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা নদীরূপে আসি
ধরণী পবিত্র করি পাতালে প্রবেশি॥
আমার পূর্ব্বপুরুষে করেন উদ্ধার।
একান্ত বাঞ্ছিত দেব ইহাই আমার॥

শুনি মহাদেব কন বৎস ভগীরথ।
অচির কালেতে হবে পূর্ণ মনোরথ॥
আর এক কথা বলি শুন বাছাধন।
তোমার এ স্তবপাঠ করিবে যে জন॥
আমার প্রসাদে কোন কষ্ট না রহিবে।
মনের বাসনা তার সফল হইবে॥
বরলাভ করি রাজা অতি আনন্দিত।
সেইক্ষণে মহাদেব হন অন্তর্হিত॥

এই স্তব বিল্বমূলে যে পাঠ করিবে।
ইহলোকে সেই লোক প্রশংসিত হবে
উপভোগ করিয়া সে সমস্ত কামনা।
দেহান্তে শিবসালোক্য পাইবে সে জনা
স্বয়ং পাঠে অযোগ্য যে করিবে শ্রবণ।
মহাপাপ হইতে হইবে বিমোচন॥
গ্রহপীড়া অপমৃত্যু তার ঘটিবে না।
রাজভয় ব্যাধিভয় কভু জানিবে না॥
স্তবপাঠপূর্ব্বে ধ্যান হৃদয়ে করিবে।
সর্ব্বদেবময় সনাতন দেবদেবে॥
প্রাশান্ত মূর্ত্তি রজত গিরিবর ন্যায়।
জ্যোতিতে জাজ্বল্যমান কিবা দৃশ্য তায়॥
পূর্ণব্রহ্ম বৃষোপরি করেন বিরাজ।
হেরিয়া স্মের বদন পঙ্কজের লাজ॥
মস্তকে ভূষিত সে বিশাল জটাজুট।
গলদেশে জাগরুক আছে কালকূট॥
বাম হস্তেতে ডমরু ত্রিশূল দক্ষিণে।
মনোহর মূর্ত্তি দ্বীপি চর্ম্ম পরিধানে॥
হৃদিমধ্যে ঐ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
একান্ত মনেতে পাঠ করিবে যে জন॥
তাহার কি ফল বলিবার নাহি শক্তি।
সাক্ষাৎ শিবত্বপদ পায় সেই ব্যক্তি॥
ভগীরথ করি পাঠ একান্ত মনেতে।
শিব আজ্ঞাবলে গঙ্গা আনিল জগতে॥
ভক্তিযুক্ত হয়ে পাঠ করিবে যে জন।
সাধুতার বলে হবে পবিত্রভুবন॥

বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।

শুনহ জৈমিনি কহিছেন ব্যাসদেব।
নারদের আগ্রহ দেখিয়া মহাদেব॥
বলিলেন হে মহর্ষি করহ শ্রবণ।
বিষ্ণুপদ হতে গঙ্গা উৎপত্তি কথন॥
রাজা ভগীরথ তবে শিব আজ্ঞা প্রাপ্তে
জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ দশমী তিথিতে॥
সে দিন মঙ্গলবার হস্তা যে নক্ষত্র।
রত্ন আভরণে রাজা হয়ে বিভূষিত॥
রতন কীরিটী সে মস্তক শোভা পায়।
শ্যামরূপী শুদ্ধবাস পরিধান তায়॥
আরক্ত দীর্ঘ নয়ন মুখে মৃদুহাস।
মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্য যেমন প্রকাশ॥
মণিময় রথোপরি করি আরোহণ।
হিমালয় শৃঙ্গোপরে করেন গমন॥
ধরণী দেবী অমনি জানিল অন্তরে।
যাইছেন ভগীরথ গঙ্গা আনিবারে॥
মূর্ত্তিমতী হয়ে ধরা হলেন সাক্ষাৎ।
রাজার সম্মুখে আসি করি প্রণিপাত॥
বলেন অতি মহাত্মা তুমি মহাশয়।
দ্রবময়ী নিকটেতে প্রার্থনা আছয়॥
কহিবেন তাঁরে আগমনের সময়ে।
পবিত্র করেন যেন ধারা চতুষ্টয়ে॥
আমার কামনা এই শুন ওহে ভূপ।
যে প্রকারে হয় রাজা ঘটনা এরূপ॥
ভগীরথ কন শুন মাতঃ বসুন্ধরে।
যে সময়ে আসিবেন সুমেরু উপরে॥
সে সময়ে তুমি তাঁরে প্রার্থনা করিবে।
অবশ্য মানস তব পরিপূর্ণ হবে॥
আমিও করিব স্তব বিশেষ করিয়া।
ত্রিলোকতারিণী তিনি করিবেন দয়া
মেরুশৃঙ্গ পথে করিতেছি আরোহণ।
তুমিও আমার সঙ্গে কর আগমন॥
ইহা বলি আজ্ঞা দেন সারথির প্রতি।
বেগেতে চলিল রথ পবনের গতি॥

সুমেরু শৃঙ্গের পৃষ্ঠে আরোহণ করি।
রথ হ'তে ভগীরথ শীঘ্র অবতরি॥
করিলেন শঙ্খনাদ জলদ গর্জ্জনে।
দ্রবময়ী গঙ্গাদেবী জানিলেন মনে॥
বিষ্ণু পাদপদ্ম হতে হইয়া নিঃসৃতা।
মহাবেগে মেরুপৃষ্ঠে হন নিপতিতা॥
চিরবাঞ্ছিত ঘটনা হেরিয়া নয়নে।
উদয় আনন্দরাশি হৃদয় গগণে॥
মনের বাসনা বুঝি সম্পন্ন হইল।
ঊর্দ্ধবাহু করি নৃত্য করিতে লাগিল॥
দ্রবময়ী শঙ্খশব্দ না করি শ্রবণ।
নিজবেগ নিবৃত্তি করেন কিয়ৎক্ষণ॥
এই অবসরে ধরা নিকটে আইল।
ভক্তিভাবে স্তবস্তুতি আরম্ভ করিল॥

হে দেবি হে গঙ্গে তুমি জগদ্ধাত্রী মাতঃ।
তুমি দ্রবময়ী লোক নিস্তার নিমিত্ত॥
তুমি মা ব্রহ্মরূপিণী তুমি সুরেশ্বরী।
তব জলস্পর্শে হয় মুক্তি অধিকারী॥
মাতঃ গঙ্গে এই নাম যে করে স্মরণ।
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় না হয় খণ্ডন॥
তুমিই পরমাশক্তি সর্ব্বান্তর্যামিনী।
অবিদ্যাচ্ছেদ কারিণী বিদ্যা গো জননি
তুমি বিশ্বাত্মিকে বিষ্ণু দেহ কৃতালয়া।
স্মরণাগতের প্রতি দেহ পদছায়া॥
বিষ্ণু পাদার্ঘ্য সম্ভূতে হে জগদম্বিকে।
কোটি কোটি নমস্কার করি মা তোমাকে
তোমাতে রাখয়ে যেবা শ্রদ্ধা প্রীতি ভক্তি
করতলে বশীভূতা তাহাদের মুক্তি॥
তোমার প্রসাদে সুখদুঃখ নাহি রয়।
তাহার অধঃপতন কভু নাহি হয়॥
সর্ব্বেশ্বরি বিশ্বেশ্বরি চৈতন্যরূপিণি।
মম প্রতি সুপ্রসন্না হও গো জননি॥

স্তবকর্ত্রী ধরণীকে কন ত্রিনয়না।
কি জন্য করগো স্তব কি তব বাসনা॥
ধরণী কহেন মাতঃ শুনগো জননি।
ভগীরথে অনুগ্রহ করেছ আপনি॥
বিবর পথেতে দেবি করিয়া গমন।
উদ্ধার করিবে তাঁর পূর্ব্বপিতৃগণ॥
চারিদিকে চারিধারা করিয়া বিস্তার।
করুন বিহার দেবি পৃষ্ঠেতে আমার॥
সুবিস্তীর্ণ তনু মম সে সর্ব্বতোভাবে।
কৃতার্থ হইব দেহ পবিত্র হইবে॥
দেবী কন ধরিত্রীহে শুনহ বচন।
আনিয়াছে ভগীরথ করি আরাধন॥
তব অভিলাষ পূর্ণ করি কি রূপেতে।
তাঁর মত ভিন্ন কার্য্য না পারি করিতে
শুনি ভগীরথ কন করিয়া মিনতি।
করুন গো অনুগ্রহ ধরণীর প্রতি॥
অভিপ্রায় বুঝি তবে ত্রিলোকপাবনী।
তিন ধারা বেগবতী হইল তখনি॥
তিনদিকে তিন ধারা করিল গমন।
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব করিয়া বেষ্টন॥
একটী মহতী ধারা চলিল দক্ষিণে।
হইয়া অনুগামিনী ভগীরথ সনে॥
অগ্রে অগ্রে ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
পশ্চাৎ চলেন দেবী দক্ষিণ বাহিনী॥
গঙ্গার অবতরণ দেখি দেবগণে।
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি করি আসি সেই স্থানে
ডাকিয়া বলেন ওহে ক্ষত্রিয়নন্দন।
বলিবার আছে কিছু করহ শ্রবণ॥
দেবরাজ বাক্য তবে শুনিয়া রাজন।
সেইক্ষণে রথবেগ করি নিবারণ॥
চমকিত হয়ে কন বিনীত ভাবেতে।
কি আজ্ঞা পালন দেব হইবে করিতে॥
ইন্দ্র কন পাইয়াছ গঙ্গা তপোবলে।
সমগ্রই লইয়া কি যাবে ক্ষিতি তলে॥
আমাদের বাসনা হে এই স্বর্গপুরে।
সুললিত একধারা অবস্থান করে॥

মর্ত্তলোকে তব কীর্ত্তি রহিবে যেমন।
স্বর্গে ও সে রূপ তব হউক রাজন॥
বাসবের বাক্য শুনি কৃতাঞ্জলিপুটে।
কহিলেন ভগীরথ গঙ্গার নিকটে॥
প্রার্থিতা হইয়া দেবী রাজার বাক্যেতে
একটী মহতী ধারা দিলেন স্বর্গেতে॥
নিজাঙ্গ হইতে তাহা বাহির হইল।
উত্তরাভিমুখে স্বর্গে গমন করিল॥
নিরূপমা পুণ্যতমা নাম মন্দাকিনী।
ঐ নামে অবস্থান তথায় জননী॥
পবিত্র রূপিণী সেই মন্দাকিনী জলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব স্নান করে কুতুহলে॥
বিদায় পাইয়া রাজা বাসবের স্থানে।
পৃষ্ঠদেশে গঙ্গা লয়ে চলেন দক্ষিণে॥
সুমেরু দক্ষিণ শৃঙ্গ স্থূল অতিশয়।
তাহা দেখি ভগীরথে উপজিল ভয়॥
কাতর হইয়া রাজা কহেন গঙ্গাকে।
কি রূপে বিভিন্ন আমি করিব শৃঙ্গকে॥
বুঝি মহীতলে আর যাইতে না পারি।
উপদেশ দাও মাতা বলগো কি করি॥
গঙ্গা বলিলেন বৎস ভাব অকারণ।
উল্লঙ্ঘন করি শৃঙ্গ যাও বাছাধন॥
উপস্থিত হয়ে শঙ্খ ধ্বনি কর তুমি।
শৃঙ্গভেদ করিয়া যাইব পরে আমি॥
পাইয়া সে উপদেশ রাজা ভগীরথ।
মহাবেগে সঞ্চালন করিলেন রথ॥
পার হয়ে গিরি শৃঙ্গ আসিয়া দক্ষিণে।
শঙ্খধ্বনি করিলেন রাজা প্রাণপণে॥
সেই শব্দ সুতুমুল হইয়া উঠিল।
প্রতিধ্বনি হয়ে শব্দ গগণ ব্যাপিল॥
ক্ষীরকণ্ঠ বৎসের চীৎকার রব শুনে।
গো মহিষী বেগে ধাবমান দুগ্ধদানে॥
সেই রূপ শঙ্খরবে পরম বেগিনী।
শৃঙ্গভেদি উপস্থিতা হন নিস্তারিণী॥

গঙ্গার হিমালয়ে অবতরণ।

কহিছেন বেদব্যাস শুনহে জৈমিনে।
বেগবতী হয়ে গঙ্গা চলেন দক্ষিণে॥
পথিমধ্যে দেবতাও গন্ধর্ব্ব সকলে।
করেন গঙ্গার পূজা নববিল্বদলে॥
লইয়া বিচিত্র পুষ্প দুর্ব্বা ও চন্দন।
ভক্তিভাবে সেই জলে করয়ে ক্ষেপণ॥
গঙ্গার নির্ম্মল জলে শুভ্র ফেন তায়।
যেমন স্ফটিক মণি নীরে ভেসে যায়॥
সুতুঙ্গ তরঙ্গ মালা বিস্তার করতঃ।
দুর্ভেদ্য পর্ব্বত ভেদ করি শত শত॥
ভয়ঙ্কর শব্দ তাহে হইতে থাকিল।
ক্রমশঃ ভীষণ শব্দে গগন পূরিল॥
হেমকূট পর্ব্বত হইয়া সমাগতা।
ক্রমে ক্রমে হিমালয়ে হন সন্নিহিতা॥
হিমালয় স্থিত শম্ভু দেখিয়া গঙ্গায়।
মস্তকের দীর্ঘজটা করি সেতু প্রায়॥
ধরায় লুণ্ঠিত করি সে দীর্ঘ জটাকে।
ধৃত করিলেন গঙ্গা আপন মস্তকে॥
বৈশাখের পৌর্ণমাসী মধ্যাহ্ন সময়।
জটাস্থ হলেন গঙ্গা প্রফুল্ল হৃদয়॥
গঙ্গাধর গঙ্গাসহ বান্ধি জটাভার।
পাইয়া শক্তিরূপিণী আনন্দ অপার॥
প্রাণেশ্বর প্রাপ্ত হয়ে শিবসোহাগিনী।
সুরতরঙ্গিণী যেন সুরতরঙ্গিণী॥
নিজাঙ্গ বিস্তার করি তরঙ্গ মালায়।
পুষ্পমালা ফেনমালা তাহে শোভাপায়
পাইয়া মহাকালের বিশাল মস্তক।
ত্রিতাপহারিণী যেন নিবারেন শোক॥
চিন্তান্বিত হয়ে রাজা চান চারিভিতে।
হতাশ হইল মনে না পান দেখিতে॥
মহাদেবে দেখিলেন আনন্দে বিহ্বল।
তাঁহার মস্তক পরে তরঙ্গ কল্লোল॥
ভাবিলেন মা আমার আছেন এখানে।
কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মনে মনে॥

ভাবিছেন দয়াময়ী প্রসন্না আছেন।
শিব সঙ্গ পেয়ে বুঝি ভুলে গিয়াছেন ॥
শঙ্খ ধ্বনি করিলেন রাজা ভগীরথ।
ত্বরমাণা হন গঙ্গা নাহি পান পথ ॥
এ রূপে বৎসর এক রহেন তথায়।
শোক দুঃখে ভগীরথ করি হায় হায় ॥
দেবের চরণোপান্তে করি প্রণিপাত।
কৃতাঞ্জলিপুটে কন হে জগতনাথ ॥
প্রণত জনের প্রতি কর কৃপাদান।
জননীকে পথ দেব করহ প্রদান ॥
ইতি পূর্ব্বে আপনিই দিয়া বরদান।
আপনি হরণ করিলেন ভগবান ॥
কি রূপে পিতৃগণের হইবে নিস্কৃতি।
ওহে দয়াময় দয়া কর মম প্রতি ॥
মহাদেব কন যাহা করেছি স্বীকার।
অবশ্য সফল তাহা হইবে তোমার ॥
জৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ তিথি দশমীতে।
সে মঙ্গলে হস্তা যোগ হবে যে দিনেতে
হইবেন বিনিঃসৃতা মস্তক হইতে।
প্রতীক্ষা করিয়া কাল থাক মহীপতে ॥
তদন্তর যোগযুক্ত সময় পাইয়া।
ডাকিছেন উচ্চৈঃস্বরে তথায় যাইয়া ॥
মাতর্গঙ্গে বলি ডাকে হইয়া কাতর।
করিয়া শঙ্খ নিনাদ মহাশব্দকর ॥
অস্থির হইয়া দেবী কাতর আহ্বানে।
কহিলেন মহাদেবে বিনয় বচনে ॥
ব্যাকুল হইয়া ডাকে বৎস ভগীরথ।
প্রদান করহ দেব নিঃসরণ পথ ॥
গঙ্গার বচনে শিব সন্তুষ্ট হইয়া।
বাম হস্তে জটাগ্রন্থি শিথিল করিয়া ॥
প্রদান করেন পথ দক্ষিণ দিকেতে।
মহাবেগে চলিলেন ভক্তের পার্শ্বেতে ॥
তাহা দেখি ভগীরথ আনন্দে মগন।
শীঘ্রগামী রথ করিলেন সঞ্চালন ॥
শঙ্খের নিনাদ দেবী শুনি বারে বার।
বেগবতী করিছেন তরঙ্গ বিস্তার ॥

কত শত বনজন্তু হয় জলসাৎ।
হইলেন ক্রমে দেবী নিম্নেই নিপাত ॥
তাহাতেই মহাশব্দ হইতে লাগিল।
গঙ্গার জননী রাণী মেনকা শুনিল ॥
জনক জননী দোঁহে হয়ে ত্বরান্বিত।
গঙ্গা দরশন জন্য তথা উপস্থিত ॥
পীতা মাতা সহ চির বিযুক্তা ছিলেন।
দর্শন মানসে স্বীয় মূর্ত্তি ধরিলেন ॥
অবনত ভাবে হইলেন সম্মুখীনা।
করিলেন উভয়ের চরণ বন্দনা ॥
চির অপহৃত সেই অমূল্য নিধিকে।
জননী নিলেন ক্রোড়ে প্রাণ কুমারীকে ॥
পরম আদরে দেবী হইয়া পূজিতা।
প্রবোধ বাক্যেতে তুষিলেন পিতা মাতা
তদন্তর হিমালয় পর্ব্বত হইতে।
অবতীর্ণা হইলেন দেবী অবনীতে ॥
সে সময়ে পুষ্পবৃষ্টি হয় ঘনেঘন।
প্রেম অশ্রুজলে ভাসমান যোগীগণ ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি নৃত্য করিতে থাকিল।
লোকমাঝে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল ॥
চতুর্গুণ বৃদ্ধিবেগ প্রবল তরঙ্গ।
বন উপবন কত হয় তার ভঙ্গ ॥
দক্ষিণাভিমুখে বেগ ক্রমশঃ চলিল।
রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি স্তব করিতে লাগিল ॥

অতিক্রম করি পরে সহস্র যোজন।
হরিদ্বার নিকটেতে সমাগত হন ॥
সপ্তর্ষি মণ্ডল বাস করেন সে স্থানে।
আসিছেন গঙ্গাদেবী হেরিয়া নয়নে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া তখনি।
শঙ্খ রবে দেবীর সন্তোষ মনে জানি ॥
সপ্তদিকে শঙ্খনাদ করে সপ্তজন।
সপ্তদিকে সপ্তধারা বহিল তখন ॥
তদন্তর সেই ধারা সঙ্গত হইয়া।
অগ্নিকোণ মুখে দেবী গেলেন চলিয়া ॥

প্রধান যে এক বেগ করি প্রবাহিত।
রহিলেন দেবী ভগীরথের সহিত ॥
কিছুকাল পরে গঙ্গা প্রয়াগে আগতা।
সরস্বতী যমুনায় হইয়া মিলিতা ॥
মিলন প্রযুক্ত তথা তীর্থ অতিশয়।
সেই স্থানে স্নান দান পুণ্যতম হয় ॥
অতঃপর পূর্ব্বমুখী হয়ে আগমন।
পার্শ্বগতা কাশীপুরী করেন গমন ॥
কাশীতলস্থিত গঙ্গা হইলেন আসি।
যেই স্থানে জলস্পর্শে নষ্ট পাপরাশি ॥
কাশীপুরী পার্শ্বে গঙ্গা দেখি উপস্থিত।
রুদ্র ও পিশাচগণ হয়ে চমকিত ॥
নিবারণে অশক্ত হইয়া তারা সব।
আবেদন করে গিয়া যথায় ভৈরব ॥
শুনিয়া তুলিয়া গ্রীবা দেখেন অদূরে।
আসিতেছে সরিৎবরা মহাবেগ ভরে ॥
তদ্দর্শনে ততোধিক আরক্ত লোচন।
হইয়া উদ্যত দণ্ড করেন গমন ॥
নিকটেতে গিয়া কন সুগম্ভীর স্বরে।
পরিচয় দাও তুমি কেগো সরিদ্বরে ॥
করিবে প্লাবিত বুঝি এই শিবপুরী।
জাননা কি জগদ্বন্দ্য সেই ত্রিপুরারি ॥
ইহারি রক্ষক আমি রক্ষা করি ধাম।
এই স্থানে বাস কালভৈরব সে নাম ॥
শুনি কন বৎস কেন শঙ্কা কর তুমি।
শিবের ঘরণী দ্রবময়ী গঙ্গা আমি ॥
আসিয়াছি বিশ্বেশ্বর করিতে দর্শন।
তাহাতে অস্থির তুমি হও কি কারণ ॥
গঙ্গার নিকটে এই হইয়া বিদিত।
ভাবেন ভৈরব মনে মনে হিতাহিত ॥
নিশ্চয় হবেন ইনি শঙ্করগেহিণী।
তা না হলে এতাদৃশ কেবা তেজস্বিনী ॥
মম কোপ দেখি শান্ত হয় যে শমন।
বালক ভাবিয়া করিলেন সম্বোধন ॥
এই ভাবি প্রণমিয়া কহেন ভৈরব।
যা ইচ্ছা করুন দেবি আপন বৈভব ॥
এই বলি সে ভৈরব করিল গমন।
করিলেন গঙ্গাদেবী শঙ্কর দর্শন ॥
অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করি পূর্ব্বাভিমুখেতে।
চলিলেন দ্রবময়ী কামাক্ষা দেখিতে ॥
অভিপ্রায় বুঝি তাঁর ভাবেন রাজন।
বোধ হয় না পূরিল আমার মনন ॥
না করেন শঙ্খধ্বনি এই ভাবনায়।
কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে রহেন তথায় ॥
এ সময়ে জহ্নুমুনি আশ্রম হইতে।
প্রবেশিল শঙ্খ ধ্বনি দেবীর কর্ণেতে ॥
শঙ্খের নিনাদ শুনি দ্রবময়ী বেগে।
উপনীত হন আসি জহ্নুমুনি আগে ॥
দেখি ভগীরথ তাহে হইয়া ব্যাকুল।
পুনঃ পুনঃ শঙ্খনাদ করেন তুমুল ॥
তাহা শুনি গঙ্গাদেবী ভাবিলেন মনে।
প্রতারণা জহ্নুমুনি করে মম সনে ॥
ক্রুদ্ধা হইলেন দেবী জানিয়া কারণ।
জলেতে আশ্রম ভূমি করেন প্লাবন ॥
তপোবলে সে মহর্ষি অনল সমান।
গণ্ডুষে গঙ্গার জল করিলেন পান ॥
কোন স্থলে বিন্দুমাত্র জল না রহিল।
তাহা দেখি ভগীরথে ভাবনা হইল ॥
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা করেন রোদন।
ভকত বৎসলা দেবী কহেন তখন ॥
না কর রোদন বৎস করহ শ্রবণ।
শঙ্খনাদ ভগীরথ কর ঘনেঘন ॥
তব শঙ্খনাদ শুনি হই বেগবতী।
সে বেগধারণ করে কাহার শকতি ॥
তাহা শুনি ভগীরথ শঙ্খনাদ করে।
হইলেন বেগবতী মুনির উদরে ॥
জানুদেশ ভেদকরি বাহির হইয়া।
পূর্ব্ব মত সে তরঙ্গ বিস্তার করিয়া ॥
রাজার নিকটে দেবী করেন গমন।
তাহা দেখি মুনিবর সবিস্ময় মন ॥
হইয়া ধ্যানাবলম্বী জানিলেন মুনি।
নহেন সামান্য নদী হরের গৃহিণী ॥

হইয়াছি অপরাধী জানিয়া অন্তরে।
বসিলেন মুনিবর গঙ্গা পূজিবারে ॥
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করি নানা মতে।
ভাসমান মহামুনি নয়ন জলেতে ॥
সচক্ষে দেখিয়া সে মুনির ব্যাকুলতা।
নিজ মূর্ত্তি ধরি কন দ্রবময়ী মাতা ॥
ত্যজ দুঃখমন শুন ওহে মুনিবর।
আমার সম্বন্ধে তুমি না হও কাতর ॥
তোমার দেহ হইতে হয়েছি নির্গত।
হে পিত জাহ্নবী নামে হইব বিখ্যাত ॥
এই নাম হইবেক তব কীর্ত্তিকর।
রহিবেক চিরকাল অবনী ভিতর ॥
অতঃপর চলিলেন ভগীরথ সনে।
অতীত বহু যোজন ক্রমশঃ দক্ষিণে ॥
ক্লান্ত হয়ে ভগীরথ করিতে বিরাম।
শ্রমাতুর ক্ষণকাল করেন বিশ্রাম ॥
পদ্মানাম্নী তপস্বিনী জহ্নুর তনয়া।
স্বীয় প্রভাবেতে তিনি পূর্ব্বেই জানিয়া
আমার পিতৃ প্রসূতা ত্রিলোকতারিণী
সে কারণে হন তিনি সম্বন্ধে ভগিনী ॥
নিকটেই সমাগত দেখিয়া গঙ্গারে।
শঙ্খনাদে অভ্যর্থনা করিল তাঁহারে ॥
শব্দ প্রাপ্তে কিয়দ্দূর করেন গমন।
সাহঙ্কৃতা হন পদ্মা করিয়া দর্শন ॥
ভাবেন যদিচ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠা।
তথাপি আমার তিনি ভগিনী কনিষ্ঠা
যখন আমার পরিচয় প্রাপ্ত হবে।
অবনত ব্যবহার অবশ্য করিবে ॥
বাদ অনুবাদ পদ্মা করি মনে মনে ॥
অভিমানে চেষ্টান্বিত পরিচয় দানে ॥
এই সময়েতে দৈব ঘটনা হইল।
ভগীরথ শঙ্খনাদ করিতে লাগিল ॥
ধেনু বৎস রব শুনি গাভীর মতন।
বেগে ভগীরথ পার্শ্বে করেন গমন ॥
গঙ্গার দর্শনাভাবে মনে মনে দুঃখী।
হইলেন পদ্মা কন্যা লাজে অধোমুখী ॥

ক্রোধভরে নদীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া।
সমুদ্র জলশায়িনী হইব বলিয়া ॥
বেগবতী হন পরে হইয়া ব্যাকুল।
চলিলেন পদ্মাদেবী ভাঙ্গিয়া দুকূল ॥
গঙ্গাদেবী করিলেন দক্ষিণে গমন।
সগরের বংশ করিবারে অন্বেষণ ॥
উপস্থিত হইয়া সমুদ্র প্রদেশেতে।
তাহাদের ভস্মরাশি না পান দেখিতে
শত ধারা হইলেন তথায় জননী।
ব্যাপিত হইল মহা কল্লোলের ধ্বনি ॥
শব্দ শুনি সমুদ্র হইয়া উত্তোলিত।
করিয়া গঙ্গা দর্শন মানিল কৃতার্থ ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি বিবিধ প্রকারে।
পূজিলেন গঙ্গাদেবী নানা উপচারে ॥
সমুদ্রের সহ পরে মিলি অবশেষ।
করিলেন গঙ্গাদেবী পাতাল প্রবেশ ॥
কপিল মুনি আশ্রমে হন উপনীত।
মহর্ষি কর্ত্তৃক দেবী হইয়া পূজিত ॥
কহিলেন মুনিবর করিহে জিজ্ঞাসা।
সগর সন্তান কোন স্থানে ভস্মদশা ॥
অবনত ভাবে কহিলেন মহামুনি।
স্থানে স্থানে আছে ঐ দেখুন জননি ॥
হইয়াছে ভস্মরাশি বহুদিন গত।
তাই লতা গুল্মাদিতে আছে আচ্ছাদিত
অবগত হয়ে দেবী মুনির বাক্যেতে।
করেন প্লাবিত স্থান আপন জলেতে ॥
জলস্পর্শে হন সবে চতুর্ভুজধারী।
চলিলেন ব্রহ্মলোকে দিব্যরথো পরি ॥
নিষ্কৃতি পাইল দেখি পূর্ব্ব পিতৃগণ।
পরম আনন্দে নৃত্য করেন রাজন ॥
গঙ্গার হউক জয় বলি বারে বারে।
শঙ্খনাদ করে রোমাঞ্চিত কলেবরে ॥
শঙ্খরব শুনি পরে ত্রিজগৎ মাতা।
পাতাল হইতে পুনঃ ধরায় আগতা ॥
একধারা মাত্র রহে পাতাল ভবনে।
ভোগবতী নামে গঙ্গা বিখ্যাত সে স্থানে

ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে গমন করাতে।
পতিতা হলেন তিনি কারণ বারিতে॥
কারণ বারির অন্ত নাহি পাওয়া যায়।
ভাসিছে ব্রহ্মাণ্ড যাহে জলবিম্ব প্রায়॥
অতঃপর গঙ্গা পূজি প্রসন্ন বদনে।
চলিলেন ভগীরথ আপনার স্থানে॥

যিনি বাস করিতেন বিষ্ণুর দেহেতে।
লোকের হিতার্থে আগমন পৃথিবীতে॥
পুণ্যতম এ আখ্যান গঙ্গাবতরণ॥
পাঠ যে করায় কিম্বা করয়ে পঠন॥
নির্ব্বাণ মুক্তি তাহার করস্থ যে হয়।
সর্ব্ব বিষয়েই তার মঙ্গল উদয়॥
আয়ুবৃদ্ধি যশোবৃদ্ধি তাহার হইবে।
ভক্তিভাবে এ আখ্যান যে পাঠ করিবে
পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে পাঠ করয়ে যে জন।
পায় যে পরমাগতি তার পিতৃগণ॥
অকালেতে পাঠ কিম্বা কুৎসিত দেশেতে
উপবিষ্ট হয়ে যেবা দর্ভ আসনেতে॥
করিলে আখ্যান পাঠ পাপে হয় মুক্ত।
তার পিতৃলোক তাহে হন প্রীতিযুক্ত॥
একাদশী দিবসেতে যে পাঠ করয়।
হইবে তাহার কার্য্য সুসিদ্ধ নিশ্চয়॥
সংক্রান্তি দিবসে কিম্বা পূর্ণিমা তিথিতে
পঠনেতে অশ্বমেধ ফল পায় তাতে॥
হইয়া নিয়মগ্রাহী ভাগীরথী তীরে।
এ আখ্যান পাঠ কিম্বা শ্রবণ যে করে॥
অদ্বিতীয় সম্মানিত হয় ভূমণ্ডলে।
তাহার দুর্ভাগ্য নাহি হয় কোনকালে॥
পুণ্যাখ্যান এ পুস্তক যার গৃহে রয়।
বলবৎ শত্রু তার কখন না হয়॥
আজন্ম গঙ্গার স্নানে যেই ফল ফলে।
ততোধিক পুণ্য গৃহে পুস্তক রাখিলে॥
গ্রহপীড়া ব্যাধি পীড়া না হয় তাহার।
গঙ্গাসম তীর্থ নাহি ধরাতলে আর॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য।

বেদব্যাস কন শুন মহিমা গঙ্গার।
বিস্তার করিয়া বলে সাধ্য আছে কার॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি ও বৎস জৈমিনে
নির্ব্বাণ ফলদায়িনী দর্শনে স্পর্শনে॥
গাত্রোত্থান করি যেবা প্রভাত সময়।
হেলাক্রমে গঙ্গার স্মরণ যদি লয়॥
না রহে অশুভ তার নাহি রহে কষ্ট।
জন্মান্তর কৃত পাপ করেন বিনষ্ট॥
দিন দিন তার গৃহে বাড়য়ে সম্পদ।
সেই জন সুখী হয় না থাকে আপদ॥
উপার্জ্জন হয় তার অক্ষয় সুপুণ্য।
লোক সমাজেতে সেই জন হয় ধন্য॥
স্মরণ যে লয় পথ দুর্গম গমনে।
কিম্বা যদি নাম লয় দুঃসপ্ন দর্শনে॥
তাহাতে যদ্যপি কোন বিঘটন ঘটে।
নিশ্চয় বিমুক্ত সেই হইবে সঙ্কটে॥
ক্রিয়ারম্ভে যেই করে গঙ্গার স্মরণ।
নির্ব্বিঘ্নে তাহার ক্রিয়া হয় সম্পাদন॥
জপ হোম আর দৈব পৈত্র কর্ম্মকালে।
সে সময়ে অপভাষ্য প্রয়োগ করিলে॥
স্মরণ করিয়া গঙ্গা সে কার্য্য করিবে।
নতুবা কর্ম্মের অঙ্গ বিফল হইবে॥
মুমূর্ষু ব্যক্তি যদ্যপি থাকি কোন স্থানে
গঙ্গানাম মহামন্ত্র জপে মনে মনে॥
নিয়ত করিয়া বাস তার সন্নিধানে।
সুপ্রসন্না হন দেবী তার মুক্তিদানে॥
অশুভ নিহন্ত্রী তিনি পাপ বিমোচনী।
স্বর্গ অপবর্গ দাত্রী সর্ব্বার্থ সাধিনী॥
প্রত্যক্ষ প্রকৃতি যে বা না করে স্মরণ।
নিষ্ফল জনম তার নিষ্ফল জীবন॥
হে জৈমিনে কি অধিক বলিব তোমায়
সর্ব্বতীর্থ স্নান করি যে পুণ্য জন্মায়॥
যেই পুণ্য জন্মে সর্ব্ব দেবতা পূজিলে।
সর্ব্ব যজ্ঞ করিলে যে পুণ্যফল ফলে॥

সর্ব্ব রূপ তপস্যায় যে পুণ্য জন্মিবে।
গঙ্গার স্মরণে ততোধিক পুণ্য হবে॥
ধরেন সহস্র নাম যিনি আদ্যাশক্তি।
তার মধ্যে গঙ্গা নামে প্রত্যক্ষ যে মুক্তি
গঙ্গাভক্ত হয় যদি নীচ কুলোদ্ভুত।
সে হয় শ্রেষ্ঠ পুরুষ জগতে বিখ্যাত॥
যে দিন গঙ্গার নাম স্মরণ না হয়।
সে দিন দুর্দ্দিন বলি জানিহ নিশ্চয়॥
মিথ্যা বাক্য পরদার হিংসা সুরাপানে
সে পাপ প্রলয় প্রাপ্ত গঙ্গার স্মরণে॥
গঙ্গাকে উদ্দেশ করি সংযত মনেতে।
করয়ে গমন যেবা গঙ্গাভিমুখেতে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞফল প্রতি পদার্পণে।
আনন্দে করেন নৃত্য তার পিতৃগণে॥
মৃত্যু ইচ্ছা করি যাত্রা যে জন করয়।
মরিলে যে কোন স্থানে গঙ্গাপ্রাপ্ত হয়॥
যে জন গমন করে গঙ্গাস্নান আশে।
পথশ্রমে বিরাম করয়ে যার বাসে॥
অতিথি সৎকার তারে করয়ে যে জন।
অর্দ্ধ ফলভাগী হয় না হয় খণ্ডন॥
গঙ্গাস্নানকারীকে প্রণমে যেই জন।
স্বকীয় যে পাপ পঙ্ক করে প্রক্ষালন॥
মোহ বসে যদি নিন্দা যে করে গঙ্গাকে
চতুর্দ্দশ ইন্দ্র কাল সে থাকে নরকে॥
গঙ্গাস্নান গমনেতে পিপাসিত হয়ে।
জলপান করয়ে যাহার জলাশয়ে॥
সে জনের তাহাতেও পুণ্য যে সঞ্চারে।
তাহারও পিতৃগণে তৃপ্তি লাভ করে॥
গঙ্গাস্নান অভিলাষী অশক্ত গমনে।
করয়ে সাহায্য যেবা তারে গঙ্গাস্নানে॥
তাহার কি ফল তাহা শুনহ জৈমিনে।
পুণ্যের সঞ্চয় হয় পুত্রের জীবনে॥
পৃথিবীর মধ্যে সেই হয় কীর্ত্তিমান।
অন্তে গঙ্গা জলে হয় দেহ অবসান॥
যদ্যপিও সে জন হয় ব্রহ্মহত্যাকারী॥
হইবে নিষ্পাপ গঙ্গা দরশন করি॥

ভক্তিভাবে গঙ্গাকে প্রণমে যেই জন।
তাহার সার্থক হয় শরীর ধারণ॥
ভূলোকেতে জন্মলাভ সার্থক তাহার।
হইবে পরম ধন্য পিতৃলোক তার॥
না থাকে শমন ভয় পাপ নাহি রয়।
অতুল সম্পদভোগ করে লোকদ্বয়॥
প্রাণত্যাগে অভিলাষী জাহ্নবীর জলে।
স্মরণ করয়ে গঙ্গা যেই অন্তকালে॥
যতেক মহর্ষিগণ আর দেবগণ।
কৃতার্থ মানেন তাঁরা করিয়া দর্শন॥
নিমিশার্দ্ধ যেবা গঙ্গা দর্শন করিবে।
পাপী হইলেও যম দণ্ড না পাইবে॥
সজ্ঞানেতে দেহত্যাগ যে করে গঙ্গায়।
পরম কৈবল্যধাম সেই জন পায়॥
অজ্ঞান থাকয়ে যদি দেহত্যাগ কালে।
শিবলোক প্রাপ্ত সেই হইবে সে স্থলে॥
যে স্থানে হউক মৃত্যু ক্ষতি নাই তাতে।
অস্থি কিম্বা মাংস যদি পড়য়ে গঙ্গাতে
তৎক্ষণ মাত্রেতে হয় পাপ বিমোচন।
নিরাময় স্বর্গলোক সে করে গমন॥

নারদের প্রতি কহিছেন মহেশ্বর।
কহি কিছু উপদেশ শুন মুনিবর॥
দেবীর মাহাত্ম্য তত্ত্ব যৎকিঞ্চিৎ জানি।
ভগবতী গঙ্গা মহাপাতক নাশিনী॥
যে কোন পাপাত্মা গঙ্গা দর্শন করিবে।
জীবিত সময়ে সুখ সচ্ছন্দে থাকিবে॥
জীবন্মুক্তি সেই জন পাবে সেই কালে।
জীবন্মুক্তি ধর্ম্ম একবার প্রাপ্ত হলে॥
যদি জন্ম জন্মান্তর হয় তার পরে।
কদাচ আশক্ত চিত্ত না হবে সংসারে॥
বৈরাগ্যের ধন যাহা সেই মোক্ষধন।
তাহাতে মনোনিবিষ্ট হবে সর্ব্বক্ষণ॥
মোক্ষধন হয় সে পবিত্র অতিশয়।
সেই অভিলাষে হয় পবিত্র হৃদয়॥

কখন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে।
দেখিবেন দণ্ড হস্তে শমন সে স্থলে ॥
সৎকর্ম্মের অভিলাষে যদি যায় মন।
করেন উৎসাহ দান চুম্বিয়া বদন ॥
মুক্তিফল অভিলাষী হয় সেই জন।
দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি নাহি হয় কদাচন ॥
সৎকর্ম্মের স্রোতে পরিপূর্ণ সে হৃদয়।
জীবের অশেষ ক্লেশ নিবারক হয় ॥
পরসুখে সুখী পরদুঃখে দুঃখী হন।
নিয়ত করিয়া গঙ্গা স্মরণ মনন ॥
দর্শনে স্পর্শনে হয় বিশুদ্ধ হৃদয়।
গঙ্গাকে একান্ত ভাবে করিয়া আশ্রয় ॥
বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নিশ্চয় জানিবে।
অবশ্য নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইবে ॥
না জানি কখন আসি গ্রাসিবে শমন।
ইতি মধ্যে লই আমি গঙ্গার শরণ ॥
হে পুত্র নারদ শুন বলিহে তোমাকে।
পুত্রমিত্র কলত্রকে বন্ধু বলে লোকে ॥
ফলতঃ তাহারা কভু নহে বন্ধুজন।
অবিবেকী পুরুষের বন্ধন কারণ ॥
সময় বশতঃ দেহ বিকৃত হইলে।
পুত্র মিত্র আদি ঘৃণা করয়ে সকলে ॥
গঙ্গার শরণাগত হইলে তখন।
না করেন দয়াময়ী ঘৃণা কদাচন ॥
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা এই সে কারণ।
অতএব গঙ্গা প্রতি দৃঢ় কর মন ॥
গঙ্গার দর্শন আর গঙ্গার স্পর্শন।
সর্ব্বদা গঙ্গার কর গুণানুকীর্ত্তন ॥
গঙ্গাই পরম ধন গঙ্গা গতিমুক্তি।
এই রূপ জানি রাখ গঙ্গাপ্রতি ভক্তি ॥
ভগীরথ শঙ্খশব্দ শুনিয়া যেমন।
করিয়াছিলেন তাঁর পশ্চাৎ গমন ॥
সেই রূপ গঙ্গা নাম করিলে স্মরণ।
অন্তঃরীক্ষ হতে তাঁর হয় আগমন ॥
গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করি যেই জনে।
করয়ে যে নিবসতি গিয়া অন্যস্থানে ॥
করস্থিত মুক্তিত্যাগ করিয়া সে জন।
ঘোর নরকের পথে করে পদার্পণ ॥
ভিক্ষাবৃত্তি গঙ্গাতীরে সেও শ্রেয়স্কর।
জঘন্য সে অন্যস্থানে হলে রাজ্যেশ্বর ॥
গঙ্গাভক্তি পরায়ণ যে দেশেতে রয়।
সে নিমিত্ত সেই দেশ পুণ্যতম হয়।
সে স্থানে দানাদি আর সৎকার্য্যকরিলে
অন্যস্থান অপেক্ষা অধিক ফল ফলে।
নিত্য নিত্য গঙ্গানাম যে করে স্মরণ।
তাহার নিকটে যম না করে গমন ॥
অনন্ত গঙ্গার নাম অনন্ত রূপিণী।
এক শত অষ্ট নাম শুন মহামুনি ॥

গঙ্গার একশত অষ্ট নাম কীর্ত্তন।

গঙ্গা, ত্রিপথগা, দেবী, শম্ভুমৌলিবিহারিণী।
জাহ্নবী, পাপহন্ত্রীচ, মহাপাতকনাশিনী ॥
পতিতোদ্ধারিণী স্রোতস্বতী, পরমবেগিনী।
বিষ্ণুপদার্ঘ সম্ভূতা, বিষ্ণুদেহকৃতালয়া ॥
স্বর্গাধিনিলয়া, সাধ্বী, স্বর্ণদী, সুরনিম্নগা।
মন্দাকিনী, মহাবেগা, স্বর্ণশৃঙ্গপ্রভেদিনী ॥
দেবপূজ্যতমা, দিব্যা, দিব্যস্থাননিবাসিনী।
সুচারুনাররুচিরা, মহাপর্ব্বতভেদিনী ॥
ভাগীরথী, ভগবতী, মহামোক্ষপ্রদায়িনী।
সিন্ধুসঙ্গগতা, শুদ্ধা, রসাতলনিবাসিনী ॥
ভোগবতী, মহাভোগা, সুভগা, আনন্দদায়িনী।
মহাপাপহরা, পারা, পরমাহ্লাদদায়িনী ॥
পার্ব্বতী, শিবপত্নীচ, শিবশীর্ষকৃতালয়া।
শম্ভোঃজটামধ্যগতা, নির্ম্মলা, নির্ম্মলাননা ॥
মহাকলুষহন্ত্রীচ, জহ্নুপুত্রী, জগৎপ্রিয়া।
ত্রৈলোক্যপাবনী, পূর্ণা, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
জগৎপূজ্যতমা, চারুরূপিণী, জগদম্বিকা।
লোকানুগ্রহকর্ত্রীচ, সর্ব্বলোকদয়াপরা ॥
যাম্যভীতিহরা, তারা, পরা, সংসারতারিণী।
ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী, ব্রহ্মকমণ্ডলুকৃতালয়া ॥
সৌভাগ্যদায়িনী, পুংসাংনির্ব্বাণপদদায়িনী।
অচিন্ত্যচরিতা, চারুরুচিরা, শিবমনোহরা ॥
মর্ত্তস্থা, মৃত্যুভয়হা, মহা মৃত্যুপ্রদায়িণী।
পাপাপহারিণী, দূরচারিণী, বীচিধারিণী ॥
কারুণ্যপূর্ণা, করুণাময়ী, দুরিতনাশিনী।
গিরিরাজসুতা, গৌরিভগিনী, গিরিশপ্রিয়া ॥
আদ্যা, ত্রিলোকজননী, ত্রৈলোক্যপরিপালিনী।

তীর্থশ্রেষ্টতমা, সর্ব্বতীর্থময়ী, শুভা।
চতুর্ব্বেদময়ী, সর্ব্বা, পিতৃসংতৃপ্তিদায়িনী॥
শিবদা, শিবসাযুজ্যদায়িনী, শিববল্লভা।
তেজস্বিনী, ত্রিনয়না, ত্রিলোচনা, মনোরমা॥
সপ্তধারা, শতমুখী, সগরান্বয়তারিণী।
মুনিসেব্যা, মুনিসুতা, জহ্নুজানুপ্রভেদিনী॥
মকরস্থা, সর্ব্বগতা, সর্ব্বাশুভনিবারিণী।
সুদৃশ্যা, চক্ষুষা, তুষ্টিদায়িনী, মকরালয়া।
সদানন্দময়ী, নিত্যানন্দদা, নগনন্দিনী।
সর্ব্বদেবাধিদেবৈশ্চ পরিপূজ্যপদাম্বুজা॥

পয়ার।

গঙ্গাত্রিপথগাদেবী পতিতোদ্ধারিণী।
শম্ভুমৌলি বিহারিণী পরমবেগিনী॥
জাহ্নবী পাপহন্ত্রীচ অচিন্ত্যচরিতা।
মহাপাতক নাশিনী গিরিরাজ সুতা॥
স্বর্গাধিনিলয়া স্রোতস্বতী মন্দাকিনী।
বিষ্ণুদেহকৃতালয়া ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী॥
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা দেবপূজ্যতমা।
স্বর্ণশৃঙ্গপ্রভেদিনী সাধ্বী মনোরমা॥
স্বর্ণদী সুরনিম্নগা শিবমনোহরা।
দিব্যস্থাননিবাসিনী দিব্যা পারা তারা
মহাবেগা ভাগীরথী আনন্দদায়িনী।
সিন্ধু সঙ্গতা মহাপর্ব্বত ভেদিনী॥
মহামোক্ষ প্রদায়িনী মহাপাপহরা।
জগৎপুণ্যতমা সর্ব্বলোক দয়াপরা॥
সুচারুনীর রুচিরা সংসারতারিণী।
জহ্নুপুত্রী জগৎপ্রিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী॥
ভগবতী ভোগবতী সৌভাগ্যদায়িনী।
রসাতল নিবাসিনী ত্রিলোক জননী॥
পরমাহ্লাদদায়িনী শুদ্ধা শুভা পারা।
শিবশীর্ষকৃতালয়া যাম্যভীতিহরা॥
মহাভোগা পূর্ণা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
নির্ম্মলা নির্ম্মলাননা ত্রৈলোক্যপালিনী
শুভগা চারুরুচিরা দুরিতনাশিনী।
পার্ব্বতী শিবপত্নীচ পাপাপহারিণী॥
শম্ভুজটা মধ্যগতা আদ্যা ত্রিনয়না।
ব্রহ্মাকমণ্ডলু কৃতালয়া ত্রিলোচনা॥

মহাকলুষ হন্ত্রীচ সর্ব্বা তেজস্বিনী।
সদানন্দময়ী নিত্য আনন্দ দায়িনী॥
নির্ব্বাণপদদায়িনী সুচারুরূপিণী।
শিবদা শিববল্লভা নগেন্দ্রনন্দিনী॥
মর্ত্তস্থা মৃত্যুভয়হা তুষ্টিপ্রদায়িনী।
তীর্থশ্রেষ্ঠতমা শিবসাযুজ্যদায়িনী॥
লোকানুগ্রহ কর্ত্রীচ সর্ব্বতীর্থময়ী।
মহামৃত্যুপ্রদায়িনী ও করুণাময়ী॥
চতুর্ব্বেদময়ী জহ্নুজানুপ্রভেদিনী।
চক্ষুষা জগদম্বিকা গৌরীর ভগিনী॥
মুনিসেব্যা মুনিসুতা অশুভনাশিনী।
সুদৃশ্যা দুরচারিণী শিবসোহাগিনী॥
সপ্তধারা শতমুখী বীচিবধারিণী।
ও কারুণ্যপূর্ণা পিতৃ সংতৃপ্তিদায়িনী॥
সর্ব্বগতা সগরের বংশ উদ্ধারিণী।
মকরস্থা গঙ্গাদেবী অনন্ত রূপিণী॥

হে মুনিশার্দ্দূল শুন আছে বহু নাম।
পাপ বিনাশক নাম যাহা কহিলাম॥
প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে জন
এই নাম শুনি যদি করয়ে পঠন।
পরম সুখেতে কাল করে সে যাপন।
রোগ শোক তাহার না হয় কদাচন॥
যে কোন স্থানেতে থাকি এ নাম করিলে
গঙ্গাস্নান ফল সম তার ফল ফলে॥
যেই জন পাঠ করে করি গঙ্গাস্নান।
ফল পায় শত অশ্বমেধের সমান॥
করিলে এ নাম পাঠ পঞ্চমী তিথিতে।
অযুত গোদান ফল সে পায় তাহাতে॥
কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে দৃঢ় ভক্তিভাবে
সাগর সঙ্গমে স্নান যে জন করিবে॥
স্নান করি এই নাম স্তব পাঠ করে।
সাক্ষাৎ শিবত্বপদ পায় দেহান্তরে॥
অতএব হে নারদ বলিছে তোমারে।
শ্রেষ্ঠতম তীর্থ গঙ্গা এ তিন সংসারে॥

গঙ্গা হন অবিদ্যার বিচ্ছেদ কারিণী।
তিনিই কেবল ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী ॥
মৃত্যু যাহাদের কেশ করেছে ধারণ।
একদিন যাহাদের হইবে মরণ ॥
যমের যন্ত্রণা হতে পাইবে নিস্তার।
একান্ত শরণাগত হইলে গঙ্গার ॥
কহিলাম হে নারদ গঙ্গার মাহাত্ম্য।
অতিগুহ্যতম যাহা পরম পবিত্র ॥
ওহে মুনে এ মাহাত্ম্য পাঠ হয় যথা।
সর্ব্বতীর্থ সহ গঙ্গা বিরাজেন তথা ॥
ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এ মাহাত্ম্য কথন।
যেই ব্যক্তি নিজ দেহে করয়ে ধারণ ॥
পূর্ব্বের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হইবে।
পুনঃর্ব্বার পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি না হবে ॥
মুমূর্ষু সময়ে যদি করয়ে শ্রবণ।
দেহান্তে পরমাগতি পাইবে সে জন ॥
উপবাস ব্রতে থাকি একাদশী দিনে।
পিতৃশ্রাদ্ধ বাসরেতে বিপ্র সন্নিধানে ॥
মহাষ্টমী দিবসে ও নিশীথ সময়।
ভক্তি সহকারে পাঠ যে জন করয় ॥
পিতৃগণ তৃপ্তিযুক্ত থাকেন তাহার।
দিন দিন হয় তার পুণ্যের সঞ্চার ॥
হে নারদ গঙ্গানামে মহিমা অপার।
ইহা সম পুণ্যাখ্যান কিছু নাহি আর ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
গঙ্গাবতার কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবতপুরাণ।

কামরূপ মাহাত্ম্য কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

বিস্তাররূপে কামরূ[illegible]।

বেদব্যাস বলিছেন শুনহ জৈমিনে।
কহেন নারদ মুনি মহাদেব স্থানে॥
ওহে জগন্নাথ দেব ত্রিজগৎপিতঃ।
শুনিলাম অতুল যে গঙ্গার মাহাত্ম্য॥
শ্রবণে পবিত্র কথা হয়েছে উল্লাস।
কামরূপ মাহাত্ম্য শুনিতে অভিলাষ॥
শুনিয়া কহেন দেব শুন তপোধন।
কহিব তোমায় সেই হৃদয়ের ধন॥
বিরাজেন সেই স্থানে প্রকৃতি সাক্ষাৎ।
করেন সকল দেবে তথা গতায়াত॥
শক্তিরূপিণীর সেবা করেন সকলে।
কামরূপ তুল্য স্থান নাই ভূমণ্ডলে॥
তথায় যোনি রূপিণী যিনি আদি ভূতা।
ধরণীতে অবতীর্ণা ত্রিজগৎ মাতা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র তপ করি যেই স্থানে।
বাঞ্ছা অনুরূপ ফল পান দেবগণে॥
যথায় পুরশ্চারণ বশিষ্ঠ করিল।
সৃষ্টিকর্ত্তা সম তাঁর ক্ষমতা হইল॥
গন্ধর্ব্ব সিদ্ধচারণ জপি নিজ মন্ত্র।
পরমা দেবীতে ভক্তি রাখিয়া একান্ত॥
বিপুল বল ঐশ্বর্য্য তারা পাইয়াছে।
অমরঈশ্বর কেহ কেহ হইয়াছে॥

যে জন যোনি মণ্ডলে করিয়া গমন।
সে ত্রিপুর ভৈরবীকে করয়ে পূজন॥
সার্থক জনম তার হয় এ ধরায়।
তার জননীর গর্ভ সফলতা তায়॥
স্পর্শন মাত্রেতে সেই মহাতীর্থ ক্ষেত্র।
তৎক্ষণাৎ মহাপাপী হয় পরিমুক্ত॥
পরম দুর্ল্লভ সেই দেবীর দর্শন।
সে হেতু দর্শন তাঁর পায় যেই জন॥
সেই ব্যক্তি সর্ব্বদাই পরিপূজ্য হয়।
সহস্র জন্মের পাপ ক্ষণমাত্রে ক্ষয়॥
গোপনীয় তত্ত্ব তুমি গোপনে রাখিবে।
অভক্তে প্রকাশ ইহা কভু না করিবে॥
আছয়ে অনেক তীর্থ দেবী অঙ্গপাতে।
যোনি পীঠ শ্রেষ্ঠতম এই পৃথিবীতে॥
যোনি রূপে জগতের যাবদীয় স্ত্রীতে।
করেন জগদম্বিকা বাস অবনীতে॥
সেই যোনি যে স্থানে হয়েছে ভূমিগত।
সাক্ষাৎ সতীর মূর্ত্তি তথা বিরাজিত॥
যে শম্ভু নির্ব্বাণ পদ করেন প্রদান।
বারানসী ক্ষেত্রে যেবা ত্যজিয়া পরাণ॥
সেই শম্ভু স্বীয় মুক্তি করিয়া বাসনা।
করেন তথায় গিয়া দেবী উপাসনা॥
প্রদক্ষিণ করি যেবা কামাখ্যা দেবীকে।
করয়ে দেবী নির্ম্মাল্য ধারণ মস্তকে॥

ধরায় ভৈরব তুল্য করে বিচরণ।
দেখিয়া হিংস্রকগণ করে পলায়ন॥
দেবীর প্রসাদ প্রাপ্তে করিবে ভক্ষণ।
কিয়দংশ করিবেক মস্তকে ধারণ॥
লভিবে কৈবল্যপদ প্রসাদ ধারণে।
তৃপ্তিলাভ করিবেক তার পিতৃগণে॥
সেই মহাতীর্থে শ্রাদ্ধ যে জন করিবে।
শতবার গয়াশ্রাদ্ধ ফল সে পাইবে॥
লোহিত্যের জলে স্নান করিয়া যে জন
সংযত ভাবেতে করে সে পুরশ্চারণ॥
সম্পাদন হয় তার মন্ত্রের চৈতন্য।
সিদ্ধমন্ত্রী কহে তারে লোক মাঝে ধন্য
করিতে পুরশ্চারণ গিয়া কামাখ্যায়।
কালাকাল বিবেচনা না করিবে তায়॥
শক্তি মন্ত্রে যেই জন কামাখ্যা তীর্থেতে
যে পারে পুরশ্চারণ সম্পন্ন করিতে॥
সুরত্ব সুররাজত্ব যে কিছু বৈভব।
তাহার পক্ষেতে এই সমস্ত সুলভ॥
যমদগ্নি পুত্র পুরশ্চারণ করিল।
সে জন্য পরশুরাম বিষ্ণুত্ব পাইল॥
যে জন নিশ্চয় রাখে কামাখ্যায় মন।
কামাখ্যা তীর্থ তপস্যা জানেন যে জন॥
কামাখ্যাই ধর্ম্ম আর কামাখ্যাই গতি।
কামাখ্যাই ধন রাখে কামাখ্যায় মতি॥
গর্ভের যন্ত্রণা ভোগ নাহি হয় আর।
মনে হইলেও নাহি সম্ভবে সংসার॥
জন্ম জন্মান্তরে করি পুণ্য উপার্জ্জন।
সেই পুণ্য ফলে হয় কামাখ্যা দর্শন॥

নারদ কহেন পুনঃ ওহে দয়াময়।
শুনিতে দেবী মাহাত্ম্য সদা ইচ্ছা হয়॥
কামাখ্যায় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে হন।
বিশেষ করিয়া তাহা করুন বর্ণন॥
শিব কন শুন বৎস হয়ে সাবধান।
সাধকগণের ফল করিতে প্রদান॥
দশমহাবিদ্যাই যে বিরাজেন তথা।
কালিকাই হন অধিষ্ঠাত্রী সে দেবতা॥
কালিকার বামে ও দক্ষিণে বিদ্যাগণে।
নব বিদ্যা বিরাজেন স্বীয় সিংহাসনে॥
বিদ্যাগণ হন ব্রহ্মরূপা জ্যোতির্ম্ময়।
তপঃ সিদ্ধ না হইলে দর্শন না হয়॥
ক্ষেত্রস্থিত কালিকাকে সর্ব্বাগ্রে পূজিবে
পরে ইষ্টমন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে॥
কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করিবে পরেতে
সে সাধক সিদ্ধমন্ত্রী হইবে তাহাতে॥

ধ্যানং যথা।

রক্ত বস্ত্র পরীধানাং ঘোরমেত্রত্রয়ো জ্বলাং।
চতুর্ভুজাং ভীমদংষ্ট্রাং যুগান্ত জলদ দ্যুতিং॥
মণি সিংহাসনন্যস্ত প্রেত বক্ষঃ স্থিতাং শুভাং।
ললজ্জিহ্বাং মহাঘোরাং কিরীটকনকোজ্জ্বলাং॥
অনর্ঘ্য মণি মাণিক্য ঘটিতৈ র্ভূষণোত্তমৈঃ।
অলঙ্কৃতাং জগদ্ধাত্রীং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণীং॥

অস্যার্থঃ।

পরিধান বস্ত্র ঘোর রক্তিম বরণ।
উজ্জ্বল বিশাল শোভিতেছে ত্রিনয়ন॥
চতুর্ব্বাহু যুক্তা দেবী তাহে বিভুষিতা।
পরম শুভ রূপিণী শববক্ষঃ স্থিতা॥
মণি সিংহাসন পরে তাঁর অবস্থিতি।
যুগান্ত কালীন জলদের ন্যায় দ্যুতি॥
লম্বমান জিহ্বা মহাঘোরাকৃতি তায়।
কিরীট কনকোজ্বল তাহে শোভাপায়॥
মহামূল্য মণি মাণিক্যেতে বিভুষণী।
জগদ্ধাত্রী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী॥
এইরূপ কামাখ্যা দেবীকে চিন্তা করি।
ভাবনা করিবে বামে সে ভুবনেশ্বরী॥
ভৈরবী নৈঋতে অগ্রভাগে ষোড়শীকে।
বায়ুভাগে ছিন্নমস্তা উর্দ্ধে মাতঙ্গীকে॥
ভাবিবে পৃষ্ঠ ভাগেতে বগলামুখীকে।
ঈশান ভাগেতে ভাবি সুন্দরী বিদ্যাকে

ভাবিবেক ধূমাবতী আছেন দক্ষিণে।
অধোভাগে রুদ্রকে ভাবিবে মনে মনে
মনে করি বিদ্যামণ্ডলীর কিয়দ্দূরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবেশ্বরে॥
মণ্ডলীর মধ্যগতা সহ দেবগণ।
পরিবারান্বিতা দেবী করিবে পূজন॥

সজল নয়নে আর প্রেমে গদগদ।
কহিছেন মহাদেব শুনহে নারদ॥
ঈদৃশ ভাবেতে জপ পূজা যে করয়।
তাহার না হয় আর জন্মান্তর ভয়॥
বিল্বপত্র প্রদান যে করে ভক্তিভাবে।
সেইজন সাক্ষাৎ শঙ্কর তুল্য হবে॥
যেই বিল্বপত্র হয় ত্রয়পত্রাত্মক।
জানিহ তাহারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক॥
অতএব হে নারদ কি বলিব আর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবময় জগৎ সংসার॥
হেন বিল্বপত্র যেই প্রদান করিবে।
সে জনের জন্ম কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইবে॥
ভস্মলিপ্ত গাত্র হয়ে বিল্বপত্র সহ।
তত্রস্থিত শিব পূজা যদি করে কেহ॥
মনোগত ভোগ তার উপভোগ হয়।
পরিণামে মোক্ষধাম সে পায় নিশ্চয়॥
রুদ্রাক্ষ বীজ ধারণ অতি আবশ্যক।
শৈব কিম্বা শক্তি মন্ত্রে যারা উপাসক॥
অমাবশ্যা চতুর্দ্দশী কিম্বা অষ্টমীতে।
ত্র্যহস্পর্শ কালে কিম্বা ঘোর রজনীতে
প্রযতাত্মা হইয়া যে নির্ভয় অন্তরে।
সাধক ভৈরবী মন্ত্র যদি জপ করে॥
সেই রজনীতে দেবী হন যে সদয়।
আশু সিদ্ধি জন্য আছে প্রাণ দণ্ড ভয়॥
আত্মরক্ষা হেতু সেই জপের অগ্রেতে।
করিবে কবচ পাঠ একান্ত মনেতে॥

অথ কবচং।

মহাদেব উবাচ।

শৃণুস্ব পরমং গুহ্যং মহাভয় নিবর্ত্তকং।
কামাখ্যায়াঃ মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং সর্ব্বমঙ্গলং॥
যস্য স্মরণ মাত্রেন যোগিনী ডাকিনী গণাঃ।
রাক্ষসা বিঘ্ন কারিণ্যোযাশ্চান্যা জপবারিণঃ॥
ক্ষুৎপিপাসা তথা নিদ্রা তথান্যে যেচ বিঘ্নদা।
দুরাদপি পলায়ন্তে কবচস্য প্রসাদতঃ॥
নির্ভয়োজায়তে মর্ত্ত্যস্তেজস্বী ভৈরবো পমঃ।
সমাসক্ত মনাশ্চাপ্নিন্ জপহোমাদি কর্ম্মসু॥
ভবেচ্চ মন্ত্রতন্ত্রাণাং নির্ব্বিঘ্নেন চসিদ্ধিদা।
প্রাচ্যাং রক্ষতু মে তারা কামরূপ নিবাসিনী॥
অগ্নেয্যাং ষোড়শী পাতু যাম্যাং ধূমাবতী স্বয়ং।
নৈঋত্যাং ভৈরবী পাতু বারুণ্যাং ভুবনেশ্বরী॥
বায়ব্যাং শততং পাতু ছিন্নমস্তা মহেশ্বরী।
কৌবেয়াং পাতু মে দেবী বিদ্যা শ্রীবগলা মুখী॥
ঐশাণ্যাং পাতু মে নিত্যং মহাত্রিপুর সুন্দরী।
উর্দ্ধংরক্ষতু মে বিদ্যা মাতঙ্গী পীঠবাসিনী॥
সর্ব্বতঃ পাতু মাং নিত্যং কামাখ্যা কালিকা স্বয়ং
ব্রহ্মরূপ মহাবিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যাময়ী স্বয়ং॥
শীর্ষং রক্ষতু মে দুর্গা ভালং শ্রীভব গেহিনী।
ত্রিপুরা ভ্রূযুগে পাতু সর্ব্বাণী পাতু নাসিকাং॥
চক্ষুষী চণ্ডিকা পাতু শ্রোত্রে নীলসরস্বতী।
মুখং সৌম্যমুখী পাতু গ্রীবাং রক্ষতু পার্ব্বতী॥
জিহ্বাং রক্ষতু মে দেবী জিহ্বাললন ভীষণা।
বাগ্‌দেবী বদনং পাতু বক্ষঃ পাতু মহেশ্বরী॥
বাহু মহাভুজা পাতু করাঙ্গুল্যঃ সুরেশ্বরী।
পৃষ্ঠতঃ পাতু ভীমাস্যা কট্যাং দেবী দিগম্বরী॥
উদরং পাতু মে নিত্যং মহাবিদ্যা মহোদরী।
উগ্রতারা মহাবিদ্যা দেবী জঙ্ঘোরু রক্ষতু॥
গুদে লিঙ্গেচ মেঢ্রেচ নাভৌচ সুরসুন্দরী।
পাদাঙ্গল্যঃ সদা পাতু ভবানী ত্রিদশেশ্বরী॥
রক্ত মাংসাস্থি মজ্জাদিন্ পাতুদেবী শবাসনা।
মহাভয়েষু ঘোরেষু মহাভয় নিবারিণী॥
পাতুদেবী মহামায়া কামাখ্যা পীঠবাসিনী।
ভস্মাচলগত দিব্য সিংহাসন কৃতাশ্রয়া॥
পাতু শ্রীকালিকাদেবী সর্ব্বোৎপাতেষু সর্ব্বদা।
রক্ষাহীনন্তু যৎস্থানং কবচেনাভি বর্জ্জিতং॥
তৎসর্ব্বং সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বরক্ষণ কারিণী।
ইদন্তু পরমং গুহ্যং কবচং মুনি সত্তম॥
কামাখ্যয়ামযোক্তন্তে সর্ব্বরক্ষাকরং মহৎ।
অনেন কৃত্বা রক্ষান্তু নির্ভয়ঃ সাধকো ভবেৎ॥
নতং স্পৃশেৎ ভয়ং ঘোরং মন্ত্র সিদ্ধি বিরোধকং
ইদং যো ধারয়েৎ কণ্ঠে বাহৌচ কবচং মহৎ॥

অব্যাহতাজ্ঞঃ স ভবেৎ সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদঃ ॥
সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং মঙ্গলঞ্চ দিনে দিনে।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা কবচঞ্চেদমদ্ভুতং।
স দেব্যাঃ পদবীং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয় ॥

অস্যার্থঃ।

মহাদেব কন বৎস করহ শ্রবণ।
অতি গোপনীয় সেই কবচ কথন ॥
করিবে কবচ পাঠ মন্ত্র জপকারী।
নিকটে আসিতে নারে জপবিঘ্নকারী ॥
যোগিনী ডাকিনীগণ নিকটে না আসে
পলায়ন করে তারা যায় দূর দেশে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা আদি কিছু নাহি রয়
ভৈরবের সমতুল্য সে হয় নির্ভয় ॥
জপহোম আদি করি যে কর্ম্ম করিবে।
নির্ব্বিঘ্ন হইলে মন্ত্র সুসিদ্ধ হইবে ॥
তারা নামে যিনি কামরূপ নিবাসিনী।
পূর্ব্বদিক রক্ষা মম করিবেন তিনি ॥
অগ্নিকোণ রক্ষা মম করুন ষোড়শী।
করুন দক্ষিণ রক্ষা ধূমাবতী আসি ॥
পশ্চিমে ভুবনেশ্বরী ভৈরবী নৈঋতে।
বায়ুকোণে ছিন্নমস্তা মাতঙ্গী উর্দ্ধেতে ॥
থাকুন বগলামুখী উত্তর দিকেতে।
মহাত্রিপুর সুন্দরী থাকি ঈশানেতে ॥
সর্ব্বদিগ বিভাগেতে কালিকা আপনি
আদ্যাশক্তি মহামায়া কামাখ্যারূপিণী
দুর্গাদেবী শীর্ষদেশ রাখুন সর্ব্বদা।
সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপিণী যিনি মহাবিদ্যা ॥
অভয়া ভবগেহিণী থাকিবেন ভালে।
ত্রিপুরাসুন্দরী রাখিবেন ভ্রূযুগলে ॥
সর্ব্বাণী আমার রক্ষা করুন নাসিকা।
চক্ষুদ্বয় রক্ষা মম করুন চণ্ডিকা ॥
শ্রোত্র রক্ষা করিবেন নীল সরস্বতী।
করিবেন গ্রীবা রক্ষা আপনি পার্ব্বতী ॥
করুন সে সৌম্যমুখী আমার মঙ্গল।
রক্ষা করিবেন তিনি এ মুখ মণ্ডল ॥
করিয়া জিহ্বা চালনা হন যে ভীষণা।
তিনি রক্ষা করিবেন আমার রসনা ॥
বাক্য রক্ষা করিবেন বাগ্দেবী জননী।
করিবেন বক্ষঃরক্ষা মহেশ্বরী যিনি ॥
মহাভুজা বাহু করাঙ্গুলি সুরেশ্বরী।
পৃষ্ঠদেশ ভীমমুখী কটি দিগম্বরী ॥
মহোদরী মহাবিদ্যা তিনি দয়া করি।
আমার উদর রক্ষা করুন ঈশ্বরী ॥
উগ্রতারা রাখিবেন জঙ্ঘা উরুদেশ।
রাখুন সুরসুন্দরী মেঢ্র নাভিদেশ ॥
পায়ু লিঙ্গ আদি রক্ষা করিবেন তিনি।
পদাঙ্গুলি রক্ষা করিবেন সে ভবানী ॥
রক্তমাংস অস্থি মজ্জা যাহাতে এ কায়া
রক্ষা করিবেন শবাসনা শিবজায়া ॥
মহাভয় নিবারিণী যিনি সে অভয়া।
মহাভয়ে রক্ষা করিবেন মহামায়া ॥
কবচে বর্জ্জিত রক্ষাহীন যেই স্থান।
স্বয়ং শ্রীকালিকা দেবী করুন বিধান ॥
মহাদেব কন শুন হে মুনিসত্তম।
কহিলাম এই গুহ্য কবচ পরম ॥
যাবদীয় আছে মন্ত্র সিদ্ধি বিরোধক।
কবচ বিধানে হয় নির্ভয় সাধক ॥
করিবে ধারণ যেই কণ্ঠে বা বাহুতে।
বিশারদ হবে সেই সকল বিদ্যাতে ॥
যে স্থানে গমন করে সুখ সেই স্থানে।
মঙ্গলের সমুন্নতি হয় দিনে দিনে ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
কামরূপ মাহাত্ম্য কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবতপুরাণ।

বিল্বপত্র মাহাত্ম্য কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

বিল্বপত্র মাহাত্ম্য।

কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষি মহাদেবে কন।
তবমুখে হইতেছে অমৃত বর্ষণ ॥
চরিতার্থ হইলাম শুনি দেবীতত্ত্ব।
কৃপাকরি কহ বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য ॥
দেব কন যেই জন বৈশাখ মাসেতে।
পীঠস্থানে গিয়া যদি তৃতীয়া তিথিতে ॥
করিয়া চণ্ডিকা পূজা মন্ত্র জপে যেই।
চরমে পরম ধাম প্রাপ্ত হয় সেই ॥
যদি কেহ শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী দিনে।
করি উপবাস সেই পুণ্য পীঠস্থানে ॥
প্রহরে প্রহরে পূজা করয়ে আমায়।
শত অশ্বমেধ জন্য মহাপুণ্য পায় ॥
ঐ দিনে স্নান দান করিলে কাশীতে।
শিবার্চ্চন জন্য পুণ্য জন্মায় তাহাতে ॥
সমাগত হয়ে যদি কুরুক্ষেত্র স্থানে।
জন্মায় যে পুণ্যরাশি কোটি গাভীদানে
তাহার অধিক ফল সেই জন পায়।
শিবপূজা করে যদি গিয়া কামাখ্যায় ॥
একমাত্র বিল্বপত্র চতুর্দ্দশী দিনে।
আমাকে প্রদান করে গিয়া ঐ স্থানে ॥
তাহাতে আমার অতি প্রীতিকর হয়।
সে পায় পরমা মুক্তি নাহিক সংশয় ॥

যেই জন বিল্বমূলে পূজয়ে শঙ্কর।
নিশ্চয় সে জন হইবেক সুরেশ্বর ॥
বিল্বমূলে নিয়তই তীর্থ করে বাস।
সে স্থানে পূজিলে শম্ভু হয় পাপ নাশ ॥
সর্ব্ব লোকেশ্বর শম্ভু এই পৃথিবীতে।
বিল্ববৃক্ষ রূপ হন স্থাবর মূর্ত্তিতে ॥
বিল্বমূল স্থান তাই মহাপুণ্যতম।
মহাপাতক নাশক মহাতীর্থোত্তম ॥
গয়া গঙ্গা কাশী ও যমুনা আদি করি।
নর্ম্মদা প্রভৃতি সরস্বতী গোদাবরী ॥
কুরুক্ষেত্র প্রয়াগাদি তীর্থ স্থান যত।
সর্ব্বদাই বিল্বমূলে আছয়ে নিহিত ॥
বিল্বতরু মূলে [illegible] দেহত্যাগ করে।
পরম দুর্ল্লভ পদ পায় জন্মান্তরে ॥
এই হেতু বিল্ববৃক্ষ [illegible] পুণ্যময়।
সেই পত্রে প্রীতিমান শম্ভু সাতিশয় ॥
বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিবে যে ভক্ত।
ভবের বন্ধনে সেই হইবেক মুক্ত ॥
বিল্বপত্রে করে পূজা যে কোন স্থানেতে
পুণ্যপুঞ্জ উপার্জ্জন হয় তার তাতে ॥
যে জন এ পত্রে পূজা করে পীঠস্থানে।
ফলাধিক্য হয় তার শত শত গুণে ॥
হে নারদ আর কিবা বলিব তোমায়।
কামাখ্যা সমান তীর্থ নাহিক ধরায় ॥

চৈত্রমাস শুক্লপক্ষ তিথি অষ্টমীতে।
স্নান পূজা করে যেবা লৌহিত্য নদেতে॥
বহু পুণ্যবলে তাহা হয় যোগাযোগ।
ভূমিতে না হয় জন্ম যন্ত্রণার ভোগ॥
লৌহিত্য জলে তর্পণ তৃপ্তি পিতৃলোক।
সেই ফলে হন তাঁরা প্রাপ্ত ব্রহ্মলোক॥
পূজ্যতম মধ্যে পূজ্য ভবের মহিষী।
পবিত্র মধ্যেতে হন বিল্ব ও তুলসী॥
মায়াবীর মধ্যেতে যেমন নারায়ণ।
তীর্থ মধ্যে যোনিপীঠ জানিহ তেমন॥
কামাখ্যা মাহাত্ম্য পাঠ করয়ে যে জন।
কিম্বা ভক্তি সহকারে করয়ে শ্রবণ॥
দেবীর পদবী অন্তে প্রাপ্ত হবে সেই।
কামাখ্যা মাহাত্ম্য বৎস কহিলাম এই॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
বিল্বপত্র মাহাত্ম্য কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবতপুরাণ।

তুলসী মাহাত্ম্য কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

তুলসী মাহাত্ম্য।

নারদ বলেন হইলাম হে কৃতার্থ।
শুনিতে বাসনা হয় তুলসী মাহাত্ম্য॥
মহাদেব কন শুন সংক্ষিপ্ত কথন।
পাপে মুক্ত হয় যাহা করিলে শ্রবণ॥
তুলসী বৃক্ষই হন স্বয়ং নারায়ণ।
বিশ্ব সংসারের আত্মা তুলসীই হন॥
দর্শনে স্পর্শনে আর নাম সংকীর্ত্তনে।
পাপনাশ হয় ও চরণামৃত পানে॥
দর্শনে তুলসী বৃক্ষ করি প্রাতঃস্নান।
সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল তিনি পান॥
শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শনে যে ফল।
তুলসী বৃক্ষ দর্শনে ততোধিক ফল॥
সেই দিন শুভ দিন জানিহ নিশ্চয়।
প্রাতঃকালে তুলসী দর্শন যদি হয়॥
তুলসী দর্শন মাত্রে হইবে মঙ্গল।
প্রধ্বস্ত হইয়া যায় বিপত্তি সকল॥
প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসী বৃক্ষমূলে।
কিয়ৎকাল জলদান তাহাতে করিলে॥
জন্মান্তর কৃত অতি গর্হিত যে পাপ।
বিনষ্ট হইয়া যায় সে হয় নিষ্পাপ॥
অশুচি ব্যক্তি তুলসী পরশন করি।
দৈব পৈত্র কর্ম্মের সে হয় অধিকারী॥

তুলসী স্পর্শন হয় বিধিমত স্নান।
হইবে বিশুদ্ধ আত্মা সেই পুণ্যবান॥
কঠোর তপস্যা হয় তুলসী স্পর্শন।
পুরুষার্থ মুক্তি তাহে না হয় খণ্ডন॥
তুলসী স্পর্শন ফল কব আর কত।
স্পর্শন করিলে হয় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত॥
যেই জন প্রদক্ষিণ তুলসীকে করে।
করাহয় প্রদক্ষিণ দেব গদাধরে॥
যেই জন তুলসীকে প্রণাম করয়।
বিষ্ণুর সাযুজ্যপদ সেই প্রাপ্ত হয়॥
ওহে মুনি সর্ব্বদাই তুলসী কাননে।
লক্ষ্মী সরস্বতী সহ বিষ্ণু সেই স্থানে॥
ব্রহ্মা ও সাবিত্রী সহ হন অবস্থিত।
আমিও রুদ্রাণী সহ তথা সমাগত॥
পরম পবিত্র স্থান হয় সে কারণ।
করিলে স্থানের সেবা বৈকুণ্ঠে গমন॥
স্নান করি সেই স্থান যে করে মার্জ্জন।
পাপে মুক্ত হয় স্বর্গে যায় সেই জন॥
তুলসী তল মৃত্তিকা কপালে লেপনে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে কণ্ঠে কর্ণে॥
রচনা এ সব স্থানে করয়ে তিলকে।
উত্তম বৈষ্ণব কহে সেই পুণ্যাত্মাকে॥
বৈশাখে ও মাঘে কিম্বা কার্ত্তিক মাসেতে
যেই করে বিষ্ণু পূজাপুত তুলসীতে॥

অযুত গোদান করি যেই ফল হয়।
শত বাজপেয় যজ্ঞ যে জন করয়॥
তাঁহার অধিক ফল সেই জন পাবে।
তুলসীবিহনে কর্ম্ম সকল না হবে॥
অকালে করিলে সন্ধ্যা যেমন নিষ্ফল।
তুলসী বিহীন কর্ম্মে নাহি ফলে ফল॥
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ তুলসী কাননে।
স্থাপিত করয়ে যদি দেব জনার্দ্দনে॥
বিষ্ণুর সমতা পায় সেই সাধুবর।
সে জন নিশ্চয় হয় বিষ্ণু সহচর॥

মন্ত্রঃ।

নমস্তে দেব দেবেশ সুরাসুর জগদ্‌গুরো।
ত্রাহি মাং ঘোরসংসারাৎ নমস্তেহস্ত সদা মম॥

অস্যার্থঃ।

হে দেব দেবেশ নমস্কার করি আমি।
সুরাসুর জগতের হও গুরু তুমি॥
কর পরিত্রাণ ঘোরতর এ সংসার।
সর্ব্বদা তোমায় দেব মম নমস্কার॥

তুলসীকে যেই জন প্রণাম করয়।
নিস্তারকারিণী বলি জানিয়া নিশ্চয়॥
প্রদক্ষিণ করি তিন কিম্বা সপ্তবার।
বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বয় জপি বারম্বার॥
না থাকে তাহার ভব বন্ধনের ভয়।
ঘোরতর সঙ্কটেতে বিমুক্ত সে হয়॥

প্রথমো মন্ত্রঃ।

ত্রৈলোক্যনিস্তারপরায়ণে শিবে।
যথৈব গঙ্গা সরিতাম্বরা স্বতঃ॥
তথৈব লোকত্রয় পাবনার্থে।
বৃক্ষেষু সাক্ষাৎ তুলসী স্বরূপিণী॥

অস্যার্থঃ।

হে শিবে তুলসী তুমি ত্রিলোক তারিণী
যে প্রকার গঙ্গাদেবী নিস্তারকারিণী॥
সেই রূপ তিন লোক পবিত্র করিতে।
তুলসী রূপিণী তুমি বৃক্ষের মধ্যেতে॥

দ্বিতীয়ঃ মন্ত্রঃ।

ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণু প্রমুখৈঃ সুরোত্তমৈঃ।
পুরার্চ্চিতা বিশ্বপবিত্র হে ভবে॥
যতো ধরণ্যাং জগদেকবন্দ্যে।
নমামি ভক্ত্যা তুলসী প্রসীদ॥

অস্যার্থঃ।

পূজিয়া তোমায় দেবি সেই পুরাকালে
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি সুরেন্দ্র সকলে॥
পাঠালেন পবিত্র করিতে ধরাধাম।
সুপ্রসন্ন হও ভক্তে করয়ে প্রণাম॥

এই রূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া যে জন।
প্রত্যহ করয়ে যদি তুলসী অর্চ্চন॥
করয়ে জল প্রদান তুলসীর তলে।
কামনা সম্পন্ন হবে সেই পুণ্য বলে॥
দেব অধিষ্ঠান যথা তুলসী কানন।
তুলসীতে দেবতার প্রীতি বিবর্দ্ধন॥
দেবগণে পিতৃগণে করিতে অর্চ্চনা।
তুলসীপত্র বিহনে কদাচ হবেনা॥
মুক্তিদ তুলসী বৃক্ষ থাকে যেই স্থানে।
তীর্থ সহ ভাগীরথী স্বয়ং সেই স্থানে॥
পবিত্র তুলসী তলে যদি প্রাণ যায়।
গঙ্গাতেই প্রাণত্যাগ করা সিদ্ধ তায়॥
ধাত্রীবৃক্ষ সহিত তুলসী যেই ক্ষেত্র।
ওহে মুনে ততোধিক সে ক্ষেত্র পবিত্র
থাকে যদি ধাত্রী আর বিল্ব সন্নিহিতে
বারাণসী তুল্য স্থান জানিহ তাহাতে॥

সেই ক্ষেত্রে শম্ভুপূজা করয়ে যে জন।
ভবানীর পূজা কিম্বা দেব জনার্দ্দন॥
বদ্ধাসন হইয়া যদ্যপি এক মাত্র।
ভক্তি সহ প্রদান করয়ে বিল্বপত্র॥
সে মহা পুণ্যের কথা কি কহিব আর।
দেবতুল্য শিবলোকে করয়ে বিহার॥
তুলসীও আমলকী করিয়া দর্শন।
বিষ্ণু পূজা করি হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
বৃক্ষত্রয় ক্ষেত্রের এ প্রভাব জানিবে।
সে স্থানে করিলে পূজা জন্ম না হইবে॥
তুলসী বিল্ব মাহাত্ম্য পবিত্র অধ্যায়।
পাঠ বা শ্রবণে তার পাপ দূরে যায়॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
তুলসী মাহাত্ম্য কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবতপুরাণ।

রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য।

বেদব্যাস কহিলেন শুনহ জৈমিনে।
কহিছেন মহাদেব বিধির নন্দনে॥
অঙ্গেতে রুদ্রাক্ষ ফল করিলে ধারণ।
শত জন্মার্জ্জিত পাপ হয় বিমোচন॥
দর্প হেতু কেহ কিম্বা অনবধানতা।
প্রণাম না করে গুরু অথবা দেবতা॥
ঘোরতর পাপপুঞ্জ তাহাতে সঞ্চয়।
সেই পাপ যদি জন্মজন্মান্তরে হয়॥
করিলে শিবস্থাপন রুদ্রাক্ষ ধারণ।
বিনষ্ট করয়ে পাপ হয় মহাজন॥
জন্মজন্মান্তরে মিথ্যা কহে যেই জন।
করিলে মদিরা পান উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ॥
তাহাতে যে পাপরাশি সমুদ্ভূত হয়।
ধারণ করিলে কণ্ঠে পাপ নাহি রয়॥
যেই পাপ হয় পরদ্রব্যের হরণে।
অন্যকে তাড়নে কিম্বা হিংসা আচরণে॥
কিম্বা কোন অস্পৃষ্ট বস্তুর সংস্পর্শনে।
সে পাপ বিনষ্ট হয় রুদ্রাক্ষ ধারণে॥
অসৎ প্রসঙ্গ যেবা করয়ে শ্রবণ।
পাপে মুক্ত শ্রুতিমূলে করিলে ধারণ॥
প্রণাম যে করে দেখি সে রুদ্রাক্ষধারী
[illegible]পেতে বিমুক্ত হয় শত পাপকারী॥

ধরায় রুদ্রাক্ষধারী হয় যেই জন।
মহারুদ্র ন্যায় সেই করে বিচরণ॥
হইয়া রুদ্রাক্ষহীন যে কর্ম্ম করিবে।
দৈব কিবা পিতৃকর্ম্মে ফল না হইবে॥
শিবমন্ত্র জপ করি রুদ্রাক্ষ মালায়।
সেই ফলে অন্তঃকালে শিবলোক পায়॥
বিচক্ষণ ব্যক্তি কভু রুদ্রাক্ষ রহিত।
না করেন পুণ্যক্ষেত্রে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত॥
এক মুখ যে রুদ্রাক্ষ যাহার গৃহেতে।
সে করে কালযাপন পরম সুখেতে॥
অচলা হইয়া লক্ষ্মী থাকেন তথায়।
গৃহপতি কদাচই কষ্ট নাহি পায়॥
এক বক্ত্রু সে রুদ্রাক্ষ পাইয়া যে জন।
কণ্ঠে কিম্বা ভুজমধ্যে করয়ে ধারণ॥
তাহার ভাগ্যের কথা কি কহিব আর।
শঙ্কট সময়ে শম্ভু করেন উদ্ধার॥
রুদ্রাক্ষ ধারণকারী পায় মহাফল।
যে কার্য্য করিবে তাহা হইবে সফল॥
দেহত্যাগ করে যদি যে কোন স্থানেতে
স্বর্গলাভ হয় নাহি সংশয় ইহাতে॥
স্নান দান ধ্যান পূজা করিলে গঙ্গায়।
এ সকল কার্য্য দ্বারা পুণ্যফল পায়॥
রুদ্রাক্ষ ধারণকারী এ কার্য্য করিলে।
প্রত্যেক কার্য্যের ফল শতগুণ ফলে॥

শুনিলে বৎস নারদ রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য।
মহাপাতক নাশক পরম পবিত্র ॥
যেই জন পাঠ করে অথবা শ্রবণ।
শম্ভুর পদবী প্রাপ্ত হয় সেই জন ॥
বিল্ববৃক্ষ মূলে পাঠ করিলে মাহাত্ম্য।
বিনষ্ট তাহার পাপ শত জন্মার্জিত ॥
সাগর সঙ্গমে সেতুবন্ধে কি কাশীতে।
মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে অথবা গঙ্গাতে ॥
কিম্বা যদি শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী দিনে।
করয়ে মাহাত্ম্য পাঠ শিবলিঙ্গ স্থানে ॥
কিম্বা ফলিতার্থ যদি করয়ে স্মরণ।
রুদ্রধাম প্রাপ্ত হয় সেই সাধু জন ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
রুদ্রাক্ষ মাহাত্ম্য কথন
সমাপ্তঃ।

মহাভাগবতপুরাণ।

শিবপূজার মাহাত্ম্য কথন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

শিবপূজার মাহাত্ম্য।

হইয়া নারদ পুনঃ গদগদ চেতা।
জিজ্ঞাসেন শুন ওগো পরম দেবতা ॥
শুনিতে আগ্রহ হইয়াছে মম মন।
সংক্ষেপে শিবপূজার মাহাত্ম্য কথন ॥
শুনি মহাদেব কন বুঝিলাম ভাব।
জীবের উপকারার্থ তব সাধু ভাব ॥
বিশেষতঃ কলিযুগ হতেছে আগত।
হইবে মনুষ্য প্রায় স্বীয় ধর্ম্ম হত ॥
সর্ব্বদা হইবে জীব পাপাচারে রত।
স্বল্পজীবী হবে সত্য বাক্যেতে বর্জ্জিত
পরদারে আসক্ত ও হিংসা পরায়ণ।
পরনিন্দা রত পরধনাপহরণ ॥
গুরুভক্তিহীন গুরু নিন্দাও করিবে।
ধনলোভগ্রস্থ প্রায় সকলেই হবে ॥
হইবে বেদ বিহীন সব দ্বিজগণ।
অধিকাংশ ম্লেচ্ছ উদর পরায়ণ ॥
শৌচাচার বিবর্জ্জিত শূদ্রের আচার।
কামিনীতে গম্যাগম্য না রবে বিচার ॥
হইবে স্ত্রীজাতি পতি ভক্তি বিবর্জ্জিতা
ব্যভিচার দোষে প্রায় হইবে দূষিতা ॥
অল্পশস্যা বসুমতী হইবে সে কালে।
অন্নগত প্রাণ হবে মনুষ্য সকলে ॥
হইবেক স্বেচ্ছাচারী যত রাজগণ।
অবিচারে রাজকর করিবে গ্রহণ ॥
সুশীল জনগণের হইবেক ক্ষতি।
যে জন দুঃশীল হবে তাহারি উন্নতি ॥
এবম্ভূত ঘোরতর পাপময় কালে।
উদ্ধার উপায় শিব পূজন করিলে ॥
শিবলিঙ্গ কলিতে যে করে আরাধনা।
তাহার নিকট কলি যাইতে পারে না ॥
অল্পায়াসে মুক্তিলাভ এই সে উপায়।
কলির হস্ত হইতে নিস্তার সে পায় ॥
অন্য দেবতার পূজা যে জন করিবে।
তাহাতে সফল তার হইতে পারিবে ॥
শিব পূজা উপহার হয় হে সামান্য।
উপার্জ্জন হয় তাহে অতিশয় পুণ্য ॥
কলিকালে অন্য কিছু দেখিতে না পাই
শম্ভু আরাধন বিনা কর্ম্ম আর নাই ॥

শাক্তো বা বৈষ্ণবঃ সৌরঃ স পূর্ব্বং পূজ্য শঙ্করং।
পশ্চাৎ প্রপূজয়েৎ স্বেষ্ট দেবতাং ভক্তিভাবতঃ।
ব্যতিক্রমন্ত যোর্চ্চাং মোহাদ্বাপি সমাচরেৎ।
সোঽধঃ পতিত পাপাত্মা তস্যার্চ্চা নিষ্ফলা ভবেৎ

অস্যার্থঃ।

শাক্ত বা বৈষ্ণব কিম্বা সূর্য্য উপাসক।
তাহাদের পক্ষে এই হয় আবশ্যক ॥

সর্ব্বাগ্রে শঙ্কর পূজা তাহারা করিবে।
স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে পশ্চাৎ পূজিবে॥
যে পাপাত্মা মোহহেতু কিম্বা অহংকারে
এই রূপ না করিয়া ব্যতিক্রম করে॥
ভজন পূজন তার নিষ্ফল যে হয়।
তাহার অধঃপতন জানিহ নিশ্চয়।

অহরহঃ ধ্যান যেবা করে মহাদেবে।
শিবরূপা হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হবে॥
পূজাকালে সদভক্তি করিলে প্রকাশ।
নিশ্চয় হইবে তার শিবলোকে বাস॥
যেই জন পূজা করে সরল অন্তরে।
পাদ্য অর্ঘ্য আদি করি নানা উপহারে॥
তার মধ্যে কিয়দংশ মস্তকে ধরিবে।
যে দ্রব্য মস্তকোস্থিত তাহা না খাইবে
এতভিন্ন যাহা কিছু প্রসাদ জানিবে।
কণামাত্র ভক্ষণেতে শঙ্করত্ব পাবে॥
হে মুনি তোমায় বলিতেছি সারোদ্ধার
কোনকালে যমদণ্ড না হইবে তার॥
বিশেষ সুখসম্ভোগ করিবে সতত।
সে জন মানব মধ্যে হবে সম্মানিত॥
প্রেমোন্মত্ত হয়ে যেবা প্রবল ভক্তিতে।
নৃত্য গীত করে শিবলিঙ্গ নিকটেতে॥
নিশ্চয় জানিহ সেই দেহ অবসানে।
শিবানন্দ সম্ভোগ করিবে শিবস্থানে॥
নিত্যানন্দ ভোগী হবে নন্দীর মতন।
নিয়ত অধীন রবে সে প্রথমগণ॥
শিবপূজা করে যেবা বিল্ববৃক্ষ মূলে।
সহস্র অশ্বমেধের ফল তার ফলে॥
গঙ্গার প্রবাহ হতে চতুর্হস্ত ভূমি।
সে ভূমি ভাগের হন নারায়ণ স্বামী॥
জানিহ সে স্থান নারায়ণক্ষেত্র বলে।
বিল্বপত্রে সেই স্থানে শম্ভুকে পূজিলে॥
সেই জন হয় যদি শত পাপকারী।
নিশ্চয় কৈবল্যধাম হবে অধিকারী॥

বিল্বপত্রে পূজা যেই করে কাশীধামে।
পাপেতে বিমুক্ত সে হইবে পরিণামে॥
পুণ্যক্ষেত্রে শিবপূজা যে জন করয়।
সহস্র সহস্র গুণে ফলাধিক্য হয়॥
দক্ষিণ হিমগিরি ও সাগর সঙ্গমে।
করিলে শিবের পূজা এ নিয়ম ক্রমে॥
কি আর বলিব ওহে মুনি মহামতে।
ইহার অধিক কার্য্য নাহি ত্রিজগতে॥
শিবপূজা ফলে যায় সমস্ত আপদ।
করয়ে সম্ভোগ সেই সুখ ও সম্পদ॥
শাস্ত্র মধ্যে পুণ্য কর্ম্ম আছয়ে নির্দ্দিষ্ট।
সকল অপেক্ষা শিবপূজা হয় শ্রেষ্ঠ॥
দুর্গানাম সম্পৃক্ত করিলে শিবনাম।
তীর্থেতে পরিভ্রমণ আর রাম নাম॥
পাপে মুক্ত হইবার এই হয় বিধি।
কলির কলুষ রোগে পরম ঔষধী॥
বেদাদি শাস্ত্র বিহিত যে কার্য্য করিবে
অক্ষয় ফল জনক তাহাই হইবে॥

> শিবেতি বিশ্বনাথেতি বিশ্বেশেতি হরেতিচ।
> গৌরীপতে প্রসীদেতি বোমন্যো ভাষতে সকৃৎ॥
> তস্য সংরক্ষণার্থায় পৃষ্ঠতঃ প্রমথৈঃ সহ।
> শূলমাদায় বেগেন স্বয়ং ধাবতি ধাবতি॥

অস্যার্থঃ।

হে শিব হে বিশ্বনাথ ওহে গৌরীপতি।
বিশ্বের ঈশ্বর দয়া কর মম প্রতি॥
এই কথা একবার বলিয়া যে জন।
যে কোন স্থানেতে সেই করিবে গমন॥
স্বয়ং শিব সে প্রমথগণের সহিতে।
শূলহস্তে রক্ষণার্থে ধাবিত পশ্চাতে॥

মৃত্যুকালে শিবনাম করিলে স্মরণ।
সে পাবে শিবত্বপদ না হয় খণ্ডন॥
যে কোন স্থানেতে বসি শিব নাম লয়
সে স্থানে সকল তীর্থ অধিষ্ঠান হয়॥

[illegible] বৃত্তান্ত শুনিলে মুনিবর।
[illegible] মঙ্গল তার হয় অগ্রসর॥
শ্রদ্ধান্বিত হয়ে করে পাঠ বা শ্রবণ।
চরমে পরম পদ প্রাপ্ত তিনি হন॥

বেদব্যাস কহিছেন ও বৎস জৈমিনে।
বেদ ঋষি প্রাপ্ত হন মহাদেব স্থানে॥
মহাপুণ্যতম বাক্য পরম শোভন।
পাঠ বা শ্রবণ মর্ত্তে করয়ে যে জন॥
মনোরম ভোগ্য ভোগ করি ইহকালে।
সে পরম পুরুষার্থ পায় অন্তঃকালে॥

নারদ ধারণক্ষম ও প্রশান্তচেতা।
সে হেতু কহেন বেদ অদ্ভুত কথা॥
অতএব বৎস ইহা গোপনীয় হয়।
পাশণ্ড অভক্ত জনে বক্তব্য এ নয়॥
এ পুরাণ যার গৃহে অবস্থান করে।
বিপদ তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে
এ পরমাখ্যান দ্বিজগণে যে শুনায়।
সেই ফলে মহাপাপে নিস্তার সে পায়॥
করিলে শ্রবণ ভক্তিভাবে এ পুরাণ।
ধরাতলে সেই জন হয় পুণ্যবান॥
জন্ম জন্মান্তর পাপ পরিত্যাগ হবে।
সত্য সত্য মোক্ষধাম সে জন পাইবে॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত পুরাণে
শিবপূজার মাহাত্ম্য কথন
সমাপ্তঃ।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।